গ্রন্থাবলী-সিরিজ

সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)



(পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)



বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
(বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড)
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য : পনের টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ও প্রকাশক
তিমির কুমার মুখার্জী
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

শ্রী

বিক্রমাদিত্যের

বত্রিশ পুত্তলিকা সিংহাসন সংগ্রহ

বাঙ্গালা ভাষাতে

শ্রী

মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মণা রচিত

প্রথম সংস্করণ : লণ্ডন মহা নগরে ছাপা হয়েছিল, ১৮১৬
তৃতীয় সংস্করণ : ' বসুমতী কর্পোরেশন লিঃ, ১৯৮৩

ভূমিকা।

'বত্রিশ সিংহাসন' কিরূপ উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ, একটী ঘটনায় তাহা উপলব্ধি হয়। প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় বঙ্গদেশে যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয় নাই, বর্ত্তমান কালের ন্যায় মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষরের যখন সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়, এবং বিলাত হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাঁহারা সিবিলিয়ান জজ ম্যাজিষ্ট্রর হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য বত্রিশ সিংহাসন প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তক একখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত ছিল।

সিবিলিয়ানদিগের ভাষা শিক্ষার জন্য লণ্ডননগরে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন,—'বত্রিশ সিংহাসনের ভাষা ভাব নীরস কর্কশ এবং আকর্ষণীশক্তিশূন্য। ফলতঃ এই গ্রন্থ, অতীব কৌতূহলোদ্দীপক, অতীব মধুর-ভাবাপন্ন এবং অতীব আকর্ষণীশক্তিবিশিষ্ট। গ্রন্থখানি গল্পের আকারে গ্রথিত। পড়িবার সময় মনে হয়, যেন কোনও উচ্চ-শ্রেণীর উপন্যাস পাঠ করিতেছি। একবার পড়িতে বসিলে, উহা শেষ না করিয়া উঠা যায় না। বীর, করুণ, হাস্য-গ্রন্থখানি সকল রসেরই সারভূত। আদিরসও ইহাতে প্রচুর আছে। গ্রন্থখানি যেন সর্ব্বরসের আধার।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দেবপ্রসাদলব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাযুক্ত এক রত্নময় সিংহাসন ছিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকায় সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত ছিল। কিছুকাল পরে ভোজরাজার অধিকারের সময় ঐ সিংহাসন প্রকাশিত হয়। ভোজরাজা ঐ সিংহাসনে আরোহণ করিবার যে যে দিন স্থির করেন, সেই সেই দিনে এক একটি পুত্তলিকা এক একটী গল্প করিতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক পুত্তলিকা মনোহর গল্পচ্ছলে রাজাকে বলে যে,—"এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত গুণসম্পন্ন না হইলে এই সিংহাসনে আরোহণ করা কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাই এই সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। আপনার সেই যোগ্যতা আছে কি না, তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া পরিশেষে এই সিংহাসনে আরোহণ করিবেন।" ভোজরাজা বত্রিশটী পুত্তলিকার বত্রিশটীগল্প শ্রবণ করিয়া, সিংহাসনারোহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন। সেই বত্রিশটী মনোহর গল্পরত্নে এই গ্রন্থ সমলঙ্কৃত। পাঠক! আধুনিক উপন্যাস পাঠে যে রস দেখিতে পাইবেন না, সে রস ইহাতে প্রচুর দেখিবেন।

আমরা এক্ষণে বহু অনুসন্ধানে লণ্ডননগরে প্রথম প্রকাশিত, কাঠের অক্ষরে মুদ্রিত, সেই আদি-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এই "বত্রিশ সিংহাসন" গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। সে কালের—সেই একশত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন গদ্য-ভাষা যেরূপ ছিল, আমরা অবিকল তাহাই রাখিয়াছি। 'শুদ্ধ' করিয়া সেকালের ভাষার কোনরূপ বিকৃতি সাধন করি নাই।

শ্রী—

দৈব লৌকিকোত্তর সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে এক রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন। দেব প্রসাদ লব্ধ দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা যুক্ত রত্নময় এক সিংহাসন তাঁহার বসিবার ছিল। ঐ শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজার স্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ সিংহাসন প্রকাশ হইল। তাহার উপাখ্যানের বিস্তর এই ॥

বত্রিশ সিংহাসন

দক্ষিণ দেশে ধারা নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সম্বন্দকর নামে এক শস্যক্ষেত্র থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শস্যক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পরিখা করিয়া শাল তাল-তমাল পিয়াল হিন্তাল বকুল আম্র আম্রাতক চম্পক অশোক কিংশুক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর মাধ্বী মালতী যূথী জাতী সেবতী কদলী তগর কুন্দ মল্লিকা দেবদারু প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন। সেই উপবনের নিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল সে বন হইতে হস্তী ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণ আদি অনেক পশু জন্তু আসিয়া শস্য নষ্ট প্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শস্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা সেই মত প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড় বিস্মিত হইয়া পরস্পর কহে একি আশ্চর্য্য এই বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত সৈন্য সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়া কৃষকের ব্যবহার প্রত্যক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ রাজাধিরাজপ্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া বিচার করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কৃষকেরও নয় এবং মন্ত্রীরও নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোন বস্তু আছেন তাহার শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজপ্রায় হয়। ইহা নিশ্চয় করিয়া দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই স্থান খনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা খনন করিল তৎপরে সেই স্থান হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পদ্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ পুত্তলিকাতে শোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্ন-সিংহাসন উঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও রাজার পরিজন লোকেরা সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপরে রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞা পাইয়া ভৃত্যবর্গেরা সিংহাসন চালন কারণ অনেক যত্ন করিল সে স্থান হইতে সিংহাসন নড়িল না। তৎপরে আকাশবাণী হইল যে হে রাজা নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরণ দিয়া এ সিংহাসনের পূজা বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে। তাহা শুনিয়া রাজার সেইরূপ করাতে সিংহাসন অনায়াসে উঠিলেন॥

তৎপরে ধারা নামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রূপ্য প্রবাল স্ফটিকময় স্তম্ভেতে শোভিত রাজসভাস্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া পণ্ডিত লোকেরদিগকে আনাইয়া শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভৃত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক-সামগ্রী আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ভৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দধি দূর্ব্বা চন্দন পুষ্প অগুরু কুঙ্কুম গোরোচনা ছত্র তরাস চামর ময়ূরপুচ্ছ অস্ত্র শস্ত্র পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাসসামগ্রী সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর চিহ্নেতে চিত্রিত এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম এই সকল শাস্ত্রোক্ত রাজাভিষেকসামগ্রী আয়োজন করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তৎপরে শ্রীভোজরাজ গুরু পুরোহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ মন্ত্রি সামন্ত

সৈন্য সেনাপতিতে বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন॥

হে রাজা শুন যে রাজা গুণবান্ অত্যন্ত ধনবান্ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড় শূর সাত্ত্বিকস্বভাব সদা উৎসাহশীল প্রবলপ্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য অন্য সামান্য রাজা উপযুক্ত নহেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা আমি যাচ্ঞামাত্রে উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া সার্দ্ধ লক্ষ স্বর্ণাদি অতএব আমা হইতে অধিক দাতা পৃথিবীতে অন্য কে আছে। ইহা শুনিয়া পুত্তলিকা উপহাস করিয়া কহিলেন। হে রাজা শুন যে লোক মহৎ হয় সে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করে না তুমি আপন গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলে ইহাতেই বুঝিলাম তুমি অতি ক্ষুদ্র। বড় লোক সেই যার গুণ অন্যে বর্ণনা করে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করণেতে কিছু ফল নাহি পরন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মর্দ্দন আপনি করিলে কিছু সুখ নাহি কিন্তু লোকেরা নির্লজ্জ বলে। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা এ সিংহাসন কাহার ও কিরূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুত্তলিকা কহিলেন হে মহারাজ সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন।

অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে এক রাজা ছিলেন। তাহার অভিষেক-কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমানপাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্র তুল্য প্রজা পালন দুষ্টের দমন এইরূপ পৃথিবী পালন করেন। অনঙ্গসেনা নামে রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেন। আরাধনাতে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্না হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুণ। ইহা শুনিয়া দেবী সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে এক ফল দিলেন ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইবা। দেবী এইরূপ বর দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্নান পূজাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়া মনে বিচার করিলেন আমি অতি দরিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্তৃহরি পরম ধার্ম্মিক তাহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে। এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা ফল পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসেন এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাণী প্রধান মন্ত্রির সঙ্গে থাকেন এই জন্য সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়া দিলেন প্রধান মন্ত্রি এক বেশ্যাতে অনুরক্ত ছিলেন সেই বেশ্যাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল পাইয়া বিচার করিল এই ফল যদি আমি রাজা ভর্তৃহরিকে দিই তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়া সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে দিয়াছিলাম এ গণিকার সহিত রাজ্ঞীর আত্যন্তিকী প্রীতি কিরূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদি বিষয় দোষ বিবেচনা করিলেন। আমি যে স্ত্রীকে প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হইয়া মন্ত্রিতে অনুরক্তা হয়। সে মন্ত্রিও রাণীতে বিরক্ত হইয়া বেশ্যাতে অনুরক্ত হয় সে বেশ্যারও মন্ত্রিতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে

অনুরাগ। অতএব স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি করা ভ্রম মাত্র। এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা স্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত ফল ভক্ষণ করিয়া যোগারূঢ় হইয়া থাকিলেন ; রাজা ভর্ত্তৃহরির সন্তান ছিল না রাজ্য অরাজক হইল চোর দস্যুর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল ॥

অগ্নি নামে বেতাল সে দেশে আশ্রয় করিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাজ্য রক্ষার কারণ রাজ-লক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে দিবস করিলেন সেই দিবস রাত্রিযোগে অগ্নিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে নষ্ট করিয়া গেল। এইরূপ মন্ত্রিগণেরা যখন যাকে আনিয়া রাজা করেন তখন তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে সে দেশে রাজা স্থির হইতে পারিলেন না। দুষ্ট লোকের দুষ্টতাতে দেশ দিনে দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মন্ত্রিগণেরা রাজ্য রক্ষার্থে অত্যন্ত ভাবিত হইলেন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছেন ইত্যবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্য বেশ ধারণ করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মন্ত্রিরদিগকে কহিলেন এ রাজ্য অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন রাজা বনপ্রবেশ করিয়াছেন আমরা রাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাকে রাজা করি রাত্রি হইলে তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন অদ্য আমাকে রাজা কর। মন্ত্রিরা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রাজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া কহিলেন অদ্য প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজা হইলেন আপনকার আজ্ঞানুসারে আমরা আপন আপন কর্ম্ম করিব। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী দেশের রাজা হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত সুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিবেতালের কারণ নানাপ্রকার মদ্য মাংস মৎস্য মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্জক দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত চন্দন পুষ্পমালা নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে রাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শয্যাতে জাগিয়া থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়্গ হস্তে করিয়া সেই গৃহের মধ্যে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে মারিতে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য নষ্ট করিবেন কিন্তু আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাদ্য সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম এই অবন্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম সুখে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এইরূপ প্রত্যহ ভোজন করাইবা। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন। রাজা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া সভাতে বসিলেন। মন্ত্রি প্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন আপন মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা পাইয়াছেন অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়া রাজাতে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন আপন কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাজা ভয় ও প্রীতিতে মন্ত্রি প্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দণ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে রাজকর্ম্ম করেন। প্রতিদিন রাত্রি হইলে অগ্নিবেতালকে পূর্ব্বের মত ভোজন করান। এইরূপ উপায়েতে অগ্নিবেতালকেও বশ করিলেন। অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়া আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা জান। বেতাল কহিলেন আমি যা মনে করি তাহা করিতে পারি এবং সকল জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমায়ু কত। বেতাল কহিলেন তোমার একশত বৎসর আয়ু। রাজা কহিলেন আমার বয়ঃক্রমেতে দুই শূন্য পড়িয়াছে, সে ভাল নয় অতএব শতের উপরে এক বৎসর অধিক করিয়া কিম্বা শত হইতে এক বৎসর ন্যূন

করিয়া দেও। বেতাল কহিলেন হে রাজা তুমি অতি বড় সাত্ত্বিক দাতা দয়ালু ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় দেব ব্রাহ্মণপূজক তোমার আয়ুর্দ্দায় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে; ন্যূনাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পরে রাজা রাত্রিতে বেতালের ভোজনের সামগ্রী না করিয়া যুদ্ধ সজ্জাতে থাকিলেন। বেতাল আসিয়া ভোজন-সামগ্রী কিছু না দেখিয়া ও রাজার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ওরে শঠ রাজা অদ্য আমার খাদ্য দ্রব্য কেন কিছু করিস নাহি। রাজা কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য কেন ভোজন করাই। বেতাল কহিলেন হাঁ এখন তোর এমন কথা। আস আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি তোকেই খাইব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত রাজার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল। বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে রাজা তুমি বড় বলবান্ তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন তুমি যদ্যপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও যখন তোমাকে স্মরণ করিব তখন আমার নিকট আসিবা। বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পরদিন প্রভাতে মন্ত্রিরা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া বড় ঘটা করিয়া রাজার অভিষেক করিলেন। এইরূপ রাজা অভিষিক্ত হইয়া পরমসুখে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন। ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আসিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুমি যদি আমার প্রার্থনা ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাচ্ঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগী কহিলেন আমি এক শব সাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তরসাধক হও। রাজা স্বীকার করিলেন তার পর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন হে রাজা এখান হইতে দুই ক্রোশে শিংশপা বৃক্ষে এক শব বান্ধা আছে তাহা শীঘ্র আন। এই মতে রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্মশানের পূর্ব্বদিকে ঘর্ঘরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিরে মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়া বৃক্ষের উপর উঠিয়া খড়্গেতে শবের বন্ধন কাটিলেন ও শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষ হইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া পূর্ব্বমত থাকিল। রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া নামেন। এই সময়ে অগ্নি-বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়া রাজার শ্রম দূর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতালপঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে সুবর্ণ-পুরুষ সিদ্ধির কারণ তোমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিবা। এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচনা করিয়া করিবা দুর্জ্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল ভাল হয় না। রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। স্বর্ণপুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থে লেশও নাহি। এ দুষ্ট যোগী কেবল আপনার সুখের কারণ অনেকের আত্যন্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্ম্মে উদ্যত হইয়াছে। মূর্খেরা লোভেতে এক জন্মের যৎকিঞ্চিৎ সুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাপের ফলে সহস্র জন্ম পর্য্যন্ত নানাপ্রকার দুঃখ পায়। দুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুদ্রে থাকে তথাপি আপন দুষ্টতা ত্যাগ করে না।

যেমত ক্ষীরসমুদ্রে সর্ব্বদা দুগ্ধ পান করিয়া যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদ্গার ব্যতিরেকে অমৃত-বমন কদাচ করে না। আর সর্পের বিষের দমন মন্ত্রমহৌষধিতে যেমন হয় তেমত নীতিশাস্ত্রানুসারে বিচার করিয়া কর্ম্ম করিলে দুষ্ট লোকের দুষ্টতা অকিঞ্চিৎকর হয়। কিন্তু এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ রাজ-ধর্ম্ম। এইরূপ পরামর্শ করিয়া খড়্গহস্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক ছেদন করিবা মাত্রে স্বর্ণ-পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকিলেন। রাজা প্রভাতে পরমানন্দে স্বর্ণ-পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। স্বর্ণ-পুরুষের প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইয়া নানা প্রকার সুখ-বিলাস করেন। ইত্যবসরে সিদ্ধসেন নামে এক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ দেশ হইতে রাজসভাতে আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন হে রাজা সম্পত্তি স্ত্রী হন, তোমার এ সম্পত্তি যদি তোমা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার কন্যা হইলেন যদি তোমার পিতা হইতে হইয়া থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যদ্যপি অন্য কাহার তুমি পাইয়াছ তবে পরস্ত্রী হইলেন অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ সর্ব্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হয় না এই নিমিত্তে সজ্জনেরা সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়া থাকেন তুমিও সজ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন বড অট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে চড়িলে কিম্বা অপূর্ব্ব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড হয় না কিন্তু আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় মমতা ত্যাগ করিয়া যে ধন দান করে সে বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র। ইহা মনে স্থির করিয়া এমত দান সর্ব্বদা করিতে লাগিলেন পৃথিবীমণ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না দেবলোক পর্য্যন্ত রাজার সুখ্যাতি হইল। দেবলোকেরদের রাজা ইন্দ্র তাহার সভাতে দেবতারা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রতিষ্ঠা করেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শুনিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্যলোকে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমণি আমার তুল্য অতএব দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত রত্নময় আমার সিংহাসন আমি প্রসন্ন হইয়া বিক্রমাদিত্যকে দিলাম। হে বায়ুদেবতা তুমি দিয়া আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রমাণে পবন দেবতা আপন বেগে রাজসভার মধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্‌যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়। তদনন্তর সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের উপদেশে ধন বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাজা মনে এই নিশ্চয় করিয়া সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সভাসদ্ পণ্ডিতেরদের প্রধান করিলেন। রাজা সভাতে প্রত্যহ শত শত বেদজ্ঞ বেদান্তি মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি নানাশাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকপুরি বরাহ মিহির ধন্বন্তরি প্রভৃতি সকল পণ্ডিতবর্গ লইয়া নানা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। প্রথমা পুত্তলিকা কহেন হে ভোজরাজ এ সকল কথাতে তুমি সন্দিগ্ধ হইও না। পৃথিবী বহুরত্না পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম-বলেতে দুর্লভ কিছু নাহি। শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি-প্রতাপের নানা প্রকার কথা আছে কহা যায় না। এইরূপে রাজার কিঞ্চিৎ ন্যূন এক শত বৎসর পরমায়ু হইল। বেতালের কথা স্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহা বুঝিলেন। বিবেচনা করিলেন ক্ষত্রিয় জাতির সম্মুখযুদ্ধে মরণ হইলে অনায়াসে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রতিষ্ঠানপুরের শালিবাহন নামে রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া মন্ত্রিগণেরদিগকে সেনা সজ্জা করিতে আজ্ঞা

দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মন্ত্রিগণেরা সহস্র সহস্র রথী অযুত অযুত গজারূঢ় লক্ষ লক্ষ অশ্বারূঢ় নিযুত নিযুক্ত উষ্ট্রারূঢ় কোটী কোটী অশ্বারূঢ় অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ধানুষ্ক বৃন্দ বৃন্দ অগ্নিযন্ত্র খর্ব্ব খর্ব্ব খড়্গচর্ম্মধারী শত শত কশা তূণ বাণ দণ্ড ঢাল তলোয়ার খঞ্জ বর্ষা কাটার টাঙ্গী বন্দুক কামান নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র পূরিয়া চালান করিলেন। ডেরা দণ্ডা তাম্বু কানাৎ রাউটি পাল বান নিশান এ সকল চালান করিয়া ঢক্কা জয়-ঢক্কা ডঙ্কা ঢোল দক্ষ তাসা মুরলী ভেরী তূরী নফিরী রণশৃঙ্গ দেয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্য চালান করিলেন। মন্ত্রিগণেরা রাজার আজ্ঞানুসারে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন। রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত নানা রত্নে খচিত উত্তম রথে আরোহণ করিয়া চতুরঙ্গ-সেনাতে বেষ্টিত হইয়া শালিবাহন রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধ স্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া সম্মুখযুদ্ধেতে শালিবাহন রাজার অস্ত্রপ্রহারে রাজা বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গেলেন। অবন্তী দেশ অরাজক হইল রাজলক্ষ্মী অনাথা হইলেন। রাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্ত্রিবর্গেরদিগে আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না আমার গর্ভ আছে ইহাতে অবশ্য পুত্র হইবে রাজা হইয়া তোমাদের প্রতিপালন করিবেক। অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুত্রকে মন্ত্রিবর্দিগকে সমর্পণ করিলেন আপনি অগ্নিপ্রবেশ করিয়া স্বর্গলোকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যতে অভিষিক্ত হইয়া পিতার তুল্য প্রজা পালন করেন কিন্তু ইন্দ্রদত্ত সিংহাসনে বসেন না॥

প্রথমা পুত্তলিকার কথা।

শুন হে রাজা ভোজ সেই অবধি পরম সিংহাসনে কেহ বসেন নাই ইতিমধ্যে আকাশবাণী হইল এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পৃথিবীমণ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া রাখ ইহা শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিকা কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই তুমি পাইয়াছ॥

পুনশ্চ পুত্তলিকা কহেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব শুন। এক দিবস রাজা অবন্তী পুরীতে সভামধ্যে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন। যে লোক যাচঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণকালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেই মত দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাচঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরামর্শ করিয়া রাজা রাজার হুন দেয়াইলেন রাজার নিকট হুন পাইয়াও তথা হইতে গেল না কথাও কিছু কহিল না তখন রাজা কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লজ্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনর্ব্বার দশ হাজার হুন দেয়াইলেন। পুনশ্চ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিক্ষুক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীর্ত্তি ঘর হইতে কদাচিৎ ও কোথায় বাহিরে যায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে। তোমার কীর্ত্তি মর্ত্ত্য পাতালে ভ্রমণ করে ইহাকে কবিরা সতী বলেন এই আশ্চর্য্য। রাজা এই কথা শুনিয়া লক্ষ হুন দেয়াইলেন। তৎপরে যাচক কহিলেন হে রাজা নিবেদন করি যে রাজা গুণবান্ লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় না এবং অনেক বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহার বৃত্তান্ত শুন। বিশালা নামে এক পুরী ছিল তাহার রাজার

নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীর নাম ভানুমতী। রাজা রাণী ভানুমতীর রূপগুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইয়া রাজ্যের ভদ্রাভদ্র চিন্তা করেন না। যদি কদাচিৎ রাজা কার্য্য করেন তবে ভানুমতীর সহিত সভামধ্যে সিংহাসনে বসিয়া রাজকর্ম্ম করেন। এক দিবস মন্ত্রী কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি। রাজসভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে। রাজা কহিলেন মন্ত্রী ভাল কহিলা কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি একক্ষণ থাকিতে পারি না। মন্ত্রী কহিলেন পটে ভানুমতীর রূপ চিত্র করিয়া আপন নিকটে রাখ। রাজা চিত্রকরকে ভানুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে চিত্র করিতে আজ্ঞা দিলেন। চিত্রকর সেই রূপ চিত্র করিয়া রাজার সাক্ষাতে দিল। রাজা শারদানন্দ গুরুকে চিত্র দেখাইলেন কহিলেন চিত্র কেমন হইয়াছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্তু ভানুমতীর বাম উরুতে একটি তিল আছে ইহাতে তিল নাই এই মাত্র বিশেষ। ইহা শুনিয়া রাজা মনে করিলেন শারদানন্দ ভানুমতীর উরুদেশের তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারণ থাকিবে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে কহিলেন শারদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইয়া চিন্তা করিলেন রাজা শারদানন্দের দোষ নিশ্চিত না করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণয় না করিয়া উত্তম পুরুষের বধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে রাজার পাপ হবে। এই সকল মনের মধ্যে বিচার করিয়া আপন ঘরে মৃত্তিকার ভিতর ঘর করিয়া শারদানন্দকে রাখিলেন। কিঞ্চিৎ দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল শিকার করিতে বনে গেলেন। বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন। শূকর মারিবার কারণ পাছে পাছে গিয়া গহন বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। সৈন্য সামন্ত সকল কোথায় গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়া জল খুজিলেন, অনন্তর এক পুষ্করিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যাঘ্র সেখানে আইল। ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বিজয়পাল গাছের উপর চড়িলেন। সেই গাছে এক বানর ছিল সেই বানর রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে গেলেন। সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে রাজকুমারের আলস্য দেখিয়া বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের তলে ব্যাঘ্র আছে তুমি আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও। রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র বানরকে কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও না রাজপুত্রকে ফেলিয়া দেহ তোমার প্রসাদেতে আমার আহার হউক। বানর কহিল শুন রে ব্যাঘ্র রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাকে আমি নষ্ট করিব না। বানরের কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র চুপ করিয়া থাকিল। কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শয়ন ত্যাগ করিয়া বসিলেন। বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়া নিদ্রা গেলেন। ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলিয়া দেহ যে আমার আহার হউক। তোমার ভয় আমা হইতে কিছু নাহি। ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া বানরকে ফেলিয়া দিলেন। বানর পড়িয়া বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল তলে পড়িল না। তাহা দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বানর কহিল রাজপুত্র ভয় করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে গেল। রাজপুত্র বিসেমিরা বেসেমিরা কহিয়া বাতুল হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ঘোটক নগরমধ্যে আপন স্থানে গেল। রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন। বনে গিয়া দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্যে বিসেমিরা বিসেমিরা বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র মহৌষধি করিলেন কোন প্রকারে ভাল হইল না। রাজা কহিলেন যদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তবে আমার পুত্রের কি চিন্তা। শারদানন্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ নিবেদন

করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে ঢেঁড়ি সর্ব্বত্র ঘোষণা দেয়াও যুবরাজকে যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্দ্ধেক দিব। ইহা শুনিয়া রাজা নগরে ঘোষণা দেওয়াইলেন। মন্ত্রী আপন গৃহে গিয়া শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন। শারদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহ আমার সাত বৎসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে। মন্ত্রী এই সকল কথা রাজার নিকটে কহিলেন। রাজা শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্রির গৃহে আইলেন। যেখানে শারদানন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিকা দেয়াইলেন যবনিকার বাহিরে রাজপুত্রের সহিত বসিলেন। শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়া যে যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক কবিতা পড়িলেন তাহা শুনিয়া রাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়া সেমিরা করিতে লাগিলেন। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন সেতুবন্ধ গিয়া কিম্বা গঙ্গাসাগরে গিয়া ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতক নষ্ট হয় মিত্রহত্যার পাপ কোনহ প্রকারে মোচন হয় না। ইহা শুনিয়া রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা মিরা বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ পুনর্ব্বার বলিলেন মিত্রহিংসক কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে যাবৎ কাল চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। এই কথা শুনিয়া যুবরাজ মি ছাড়িয়া রা রা বলিতে লাগিল। পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা তুমি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে পাপ খণ্ডে। এই সকল শুনিয়া রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যাঘ্র বানরের বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলের আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। রাজা সবিস্ময় হইয়া কন্যাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘর হইতে কখন যাওনা বনের মধ্যে বানর ব্যাঘ্র মানুষ ইহাদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়া কিরূপে জানিলা। ইহা শুনিয়া শারদানন্দ কহিলেন গুরুদেবতার অনুগ্রহেতে আমার জিহ্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি সকল জানি যেমত ভানুমতীর উরুদেশের তিল জানিয়াছিলাম। এই কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন যে ইনি গুরু শারদানন্দ। তৎপরে রাজা যবনিকা উঠাইয়া পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন। রাজা আনন্দিত হইয়া মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা করিলেন মন্ত্রী তুমি ধন্য তোমা হইতে গুরুর এবং পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল। এই সমস্ত কথা যাচক বিক্রমাদিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাজা অতএব কহি যে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক ভাল হয়। এই কথা রাজা বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে কোটি হুন দিলেন যাচক হুন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন। কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে যাচ্ঞা করিবে তারে দশহাজার হুন দিবা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি তোমার এ সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও॥

ইতি প্রথমা কথা॥

দ্বিতীয়া পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা অন্য একদিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য যার মহত্ত্ব থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন।

বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা শুন। অবন্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্য করেন এক দিবস আশ্চর্য্য দেখিবার জন্যে রাজা ভৃত্যবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন, ভৃত্যবর্গেরা নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্ব্বতে দেবতার এক মন্দির তার নিকট এক পুষ্পোদ্যান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান্ লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল দুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয় যদি কেহ পাপী সকলঙ্ক লোক স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ ধ্যান হোম নিরন্তর করিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই সকল কথা রাজা বিক্রমাদিত্য শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সেই নদীতে স্নান করিয়া আপনাকে নিষ্কলঙ্ক করিয়া জানিলেন তৎপর দেবতাকে নমস্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি তপস্যা কতকাল করিতেছ। তপস্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ ফাল্গুন চৈত্র এই বার মাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপস্যা করিতেছি তথাপি দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই কথা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য হয় কিন্তু যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। রাজা এই বিচার করিয়া অন্তঃকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়্গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন। এই কালে দেবী সাক্ষাৎ হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিতেছেন ইহারে প্রসন্ন না হইয়া অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্না হইলা ইহার কারণ কি। দেবী কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলেতে যার যেরূপ ভাবনা তারে সেইরূপ সিদ্ধি হয়। এই সন্ন্যাসির আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তা করিলেন কাষ্ঠ কিম্বা প্রস্তর হইতে দেবতা ভাবেতে থাকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন হে দেবী যদি আমারে তুষ্ট হইলা তবে এই যোগী অনেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইতেছেন অতএব যোগিকে এই বর দেহ। দেবী সেই বর সন্ন্যাসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর তপস্বিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয় পুত্তলিকা কহিলেন শুন রাজা ভোজ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব দাতৃত্ব শূরত্ব মহাপুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম। যদ্যপি এই সকল তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও॥

ইতি দ্বিতীয়া কথা॥

তৃতীয়া পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সিংহাসনের সমীপে যাইবামাত্র তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে যাহার মহত্ত্ব রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান হয়। রাজা ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কিপ্রকার। তৃতীয়া পুত্তলিকা কহিল শুন শুন রাজা ভোজ উত্তম সাহস ধৈর্য্য বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে তাহাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবং ভূত রাজা এক দিবস বিচার করিলেন ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন যায় তখন কোথা যায়

ইহা বুঝিতে পারা যায় না। সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কিরূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। রাজা এই সকল ভাবনা করিয়া ব্রাহ্মণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথা অক্ষম প্রভৃতিরদিগে প্রত্যহ যথোচিত দান করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রজারদের স্থানে কর অত্যল্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ যজ্ঞ জপ হোম বলি পূজা বিষয়ে সদ্‌বৃত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিয়া সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর এক ব্রাহ্মণকে জলদেবতার উপসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সমুদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর সমুদ্র সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি বিক্রমাদিত্যের ভাবেতে প্রসন্ন হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি এই চারি রত্ন রাজা বিক্রমাদিত্যকে দিবা এই রত্নের গুণ কহিবা। এক রত্নের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা মনে করিবেন তৎক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ন হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় রত্নের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্য সামন্ত এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্নের গুণে যাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি রত্ন লইয়া রাজার নিকটে আসিয়া চারি রত্ন রাজাকে দিলেন এবং মণির প্রভাবও কহিলেন। রাজা দক্ষিণার কারণ ঐ চারি মণির মধ্যে এক মণি ব্রাহ্মণকে নিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্র বধূ আছেন। তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথা কহিয়া আপন গৃহে গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী ঘোটক হয় সেই রত্ন আন স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাদ্য সামগ্রী হয় তাহা লও। পুত্রবধূ কহিলেন যে রত্নেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল। ব্রাহ্মণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে সে মণি উত্তম। এইরূপে চারি জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজা শুনিয়া চারি জনার সন্তোষের জন্যে ঐ চারি রত্ন ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ শুন রাজাধিরাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব তোমারে কহিলাম। এইরূপ মহত্ত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার॥

তৃতীয় কথা সমাপ্তা॥

চতুর্থী পুত্তলিকার কথা।

পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লগ্ন নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট ভোজ রাজা গেলেন। এই সময়ে সিংহাসনের চতুর্থী পুত্তলিকা কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজা বিক্রমাদিত্যের। তার তুল্য মহত্ত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। রাজা কহিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব কি প্রকার। পুত্তলিকা কহিলেন শুন শুন রাজা ভোজ অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন। সেই নগরে শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দশাস্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত ঋক যজু সাম অথর্ব্ব চারি বেদ পূর্ব্বমীমাংসা-উত্তরমীমাংসারূপ মীমাংসাশাস্ত্র ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জলরূপ ন্যায়বিস্তর স্মৃতিশাস্ত্র পুরাণশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদিরূপ অর্থশাস্ত্র এই চারি বিদ্যা দৃষ্টার্থপ্রধান পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ বিদ্যা অদৃষ্টার্থপ্রধান এই সমুদায় অষ্টাদশ বিদ্যা ইহাতে (ও) পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশবিদ্যাতে বিদ্বান্ পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক। এক দিবস ঐ পণ্ডিতের স্ত্রী পণ্ডিতকে কহিলেন হে স্বামী আমার গর্ভে যাহাতে পুত্র হয় এমত দেবতার আরাধনা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন ব্রাহ্মণী ভাল কহিলা শুশ্রূষা ব্যতিরেকে বিদ্যা হয় না পুণ্যব্যতিরেকে পুত্র হয় না।

ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া পত্নীর অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন। সেই পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্তের পিতা দেবদত্তকে তাবৎশাস্ত্রে অধ্যয়ন করাইলেন। দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করিয়া আপনি তীর্থভ্রমণ করিতে গেলেন। দেবদত্ত গৃহকর্ম্ম করিয়া গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের নিমিত্তে কাষ্ঠ আনিতে বনে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিতে সেই বনে গিয়াছিলেন। বনের মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে কবিতে সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সৈন্য সামন্ত সকল নানা স্থানে গেল। রাজা বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত্ত হইয়া বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ দেবদত্তনামা ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছি আমাকে জল পান করাও। ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া সুস্বাদু সুপক্ক উত্তম ফল সুশীতক জল লইয়া রাজার নিকট দিলেন। রাজা সে ফল খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ দেখাইয়া দিলেন রাজা আপন স্থানে গেলেন। অন্য এক দিবস রাজা মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে দেবদত্ত ব্রাহ্মণ যে উপকার করিয়াছিলেন সেই উপকার সভাস্থলোকেরদিগকে কহিয়া ব্রাহ্মণের অনেক প্রশংসা করিলেন। এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার করিলে সে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া থাকে উপকার বিস্মৃত কখন হয় না দেখি রাজার উপকারজ্ঞতা কি পর্য্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়া কোন উপায়েতে রাজার পুত্রকে চুরি করিয়া আপন বাটীর মধ্যে লইয়া রাখিলেন। তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয়া পুত্র অন্বেষণ কারণ নানা স্থানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন। দূতগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ত্ব পাইল না। রাজা সপরিবারে পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ইতোমধ্যে একদিবস দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের এক অলঙ্কার বিক্রয়ের নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন। ভৃত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার দেখাইতেছে ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভৃত্যকে বান্ধিয়া রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। সে লোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্তনামা ব্রাহ্মণ আমাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছুই জানি না। রাজা এই কথা শুনিয়া দূত পাঠাইয়া দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার তুমি এই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা বলিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথা পাইলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাজা বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাহ্মণ কহিলেন তোমার পুত্র মরিয়াছেন। রাজা বলিলেন কিরূপে মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনন্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিরপরাধে রাজবালককে কেন নষ্ট করিলা। ব্রাহ্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি হইল এই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজা মন্ত্রিগণেরদিগে অবলোকন করিলেন। মন্ত্রিগণেরা কহিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজা তৎক্ষণে নষ্ট করিবে। ইনি রাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্তু ইনি ব্রাহ্মণ অতএব ইহার বৃত্তিচ্ছেদন করিয়া সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ হইতে দূর করিয়া দেও। রাজা ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া মন্ত্রিলোকেরদের বাক্য আদর না করিয়া ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ব্রাহ্মণ

রাজার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়া রাজপুত্রকে স্নান ভোজন করাইয়া বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়া গেলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার করিলা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার পূর্ব্বকৃত উপকারেতে তুমি কিরূপ বদ্ধ আছ ইহা বুঝিবার কারণ আমি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন। এই কথা চতুর্থী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের যেরূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলে এইরূপ উপকারজ্ঞতা যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাজ এইরূপ উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই বুঝিয়া সে দিবস ক্ষান্ত হইলেন ॥

ইতি চতুর্থী কথা ॥

পঞ্চমী পুত্তলিকার কথা।

শ্রীভোজরাজা পুনর্ব্বার অন্য সময় নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যার ঔদার্য্য থাকে। রাজা কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কিরূপ। পঞ্চমী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন। অবন্তীনগরে মন্ত্রিগণের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্য ভদ্রাসনে বসিয়া রাজকার্য্য করিতেছেন ইতোমধ্যে ক্রীডাবনের রক্ষক রাজদ্বারে আসিয়া দ্বারিকে কহিলেন আমি রাজার সাক্ষাতে যাইব তুমি মহারাজার নিকটে সমাচার দেহ। ইহা শুনিয়া দ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। উদ্যানপালক কাপলে দুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন করি। আপনার ক্রীড়োদ্যানে আম্র নারিকেল গুবাক জম্বীর নাগরঙ্গ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিকা তাল-তমাল শাল পিয়াল কদলী কঙ্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ ও লতা নূতন পল্লব ও পুষ্প ফলেতে শোভিত হইয়াছে এই বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহা শুনিয়া রাণী গণেরদিগের সহিত দাসী ও নর্ত্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়া শ্লেষোক্তি বক্রোক্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্য ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্গিতাদিতে চতুর সুরতিতে পণ্ডিত পদ্মিনী চিত্রিণী স্ত্রীগণেরদের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্পচয়ন করিতেছেন কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও দুলিতেছেন কোন স্থানে কদলীগৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও নারীগণের যাহার যে অভিলাষ তাহা সিদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে বসন্তকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নানা-প্রকার সাংসারিক সুখ-ভোগ করিতেছেন। ইত্যবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপস্বী বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপস্যা করণে ক্ষীণ-শরীর রাজার বন-বিহার দর্শনে বিকার-প্রাপ্তচিত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরিধানে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে অপূর্ব্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্ক শয়নে সুগন্ধি-দ্রব্য ঘ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচি কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বুল চর্বণে গীত বাদ্য শ্রবণে নর্ত্তক-নর্ত্তকীর নর্ত্তন দর্শনে উত্তম সুন্দরী স্ত্রী সহিত হাস্য-কৌতুক করণে যুবতী স্ত্রী সম্ভোগে যে প্রত্যক্ষ সুখ সাক্ষাৎকার হয়, তাহা না করিয়া তপস্যা করিলে স্বর্গ সুখ হবে এই

ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সুখের কারণ এতাবৎ কাল তপস্যা করিয়া কেবল আত্মবঞ্চনা করিলাম। যে সকল লোক আত্মপুরুষার্থে এইসকল সুখভোগ না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখভোগের নিমিত্তে মুণ্ডিত হন সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এই মাত্র লোকে প্রকাশ করেন ভবিষ্যৎ সুখ হওনের প্রমাণ কি। এইরূপ নাস্তিক-মতাবলম্বনে যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগী সাংসারিক সুখ সিদ্ধির নিমিত্তে রাজার নিকটে আসিলেন। রাজা যোগিকে দেখিয়া বহুমানপুর্ব্বক প্রণাম করিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন। যোগী কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কালাবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি, অদ্য আমার আরাধিত দেবতা আমাকে সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলেন যে তুমি শ্রীরাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও। তিনি তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন। রাজা যোগির এই কথা শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে এ যোগী অনিশ্চিতশাস্ত্রার্থ যোগভ্রষ্ট সাংসারিক-সুখার্থে আতুর হইয়াছেন। অতএব আর্ত্তের বাঞ্ছা পুরণ কর্ত্তব্য হয়। মনের মধ্যে এই বিচার করিয়া বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করিয়া যোগিকে দিলেন। এক শত নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতা যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম অনেক ধন দাস-দাসী গো মহিষ হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া আকাশপথে বায়ুবেগে রাজধানীতে আইলেন। যোগী বাঞ্ছিত হইতে অধিক সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকিলেন। এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে যদি এতাদৃশ দানশক্তি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ সে দিবস ফিরিয়া গেলেন॥

ইতি পঞ্চমী কথা।

ষষ্ঠী পুত্তলিকা কথা

শ্রীভোজরাজা পুনশ্চ অন্য সময় নির্ণয় করিয়া অভিষেকের জন্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন এই সময় ষষ্ঠী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজা ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে এই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের উপকারকতা কি। পুত্তলিকা কহিলেন বিক্রম-চরিত্রে মনোযোগ কর। অবন্তীপুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব-দেশের আধিপত্য করেন। রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব্বদা স্ব স্ব বর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন করেন না নিরন্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্ম্মে কদাচ দৃষ্টি করেন না পরোপকার করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকেন প্রাণান্তেও মিথ্যা বাক্য বলেন না আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়া জানেন পরমাত্মা-চিন্তা নিরন্তর করেন। ঐ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বণিক্ থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপনার ধনের পরিমাণ আপনি জানে না যে যে সামগ্রী কোন নগরে নাহি সে ধনদত্তের গৃহে আছে। এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন পরলোকে উপকার হয় এমত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা করিয়া নানা প্রকারে অনেক দান-ধর্ম্ম করিয়া তীর্থদর্শন কারণ দেশান্তরে গেলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর থাকে সরোবরে চারিদিকে চারি ঘাট চন্দ্রকান্তমণিতে খচিত আছে। ঐ স্থানে এক পরম সুন্দরী স্ত্রী দিব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্তু দুইজনের দুই মস্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক্ আছে মস্তকের সমীপে এক

প্রস্তরে কতকগুলি অক্ষর লেখা আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বলি দেয় তবে এই স্ত্রী-পুরুষের জীবন্যাস হয়। এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ দর্শন করিয়া আপন গৃহে আইলেন। এক দিবস ধনদত্ত কথা-প্রসঙ্গে রাজার সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার কাছে নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত চল কৌতুক দেখিব। এই পরামর্শ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য ধনদত্তকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে গেলেন। গিয়া ধনদত্ত পূর্ব্বে যে সকল কহিয়াছিলেন সে সমস্ত রাজা আপনি সাক্ষাৎ দেখিয়া বিচার করিলেন পরের যৎ কিঞ্চিৎ উপকারের নিমিত্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে-আমি প্রাণ দিলে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে জীবৎশরীর হইবে অতএব এ উত্তম কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য শরীর ধারণে অবশ্য মৃত্যু আছে পরোপকার করিয়া মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হয়। ইহা জানিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য সরোবরে স্নান করিয়া দেবীর সাক্ষাৎ আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত ইতোমধ্যে দেবী প্রসন্না হইয়া রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন হে রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্তুষ্টা হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন হে দেবী যদি প্রসন্না হইলা তবে এই দুই স্ত্রী-পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেশের রাজত্ব দেও। দেবী ইহা শুনিয়া কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোপকারের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা কহিয়া দেবী ঐ স্ত্রী-পুরুষের জীবন্যাস করিয়া এবং সে দেশের অধিকার দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রিত লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উঠে এইরূপ স্ত্রী-পুরুষ দুইজন গাত্রোত্থান করিল। দেবীর অনুগ্রহে স্ত্রী-পুরুষ দুইজন সেই দেশে রাজা রাণী হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য আপন রাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠি পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন মহারাজ বিক্রমাদিত্য এইরূপ পরোপকারক যদ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজা এইরূপ পরোপকারকতা আপনাতে নাহি ইহা জানিয়া সে দিবস নিরস্ত হইলেন॥

ইতি ষষ্ঠী কথা॥

সপ্তমী পুত্তলিকা কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজা সিংহাসনের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হবামাত্রে সপ্তমী পুত্তলিকা কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সমান সর্ব্বপ্রাণির উপকারক হয়। রাজা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের সর্ব্বপ্রাণির উপকারকতা কি মত। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম-চরিত্র শুন। অবন্তী পুরীতে রাজা বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন। এক দিবস রাজা সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা কোন্ দেশের কেমন চরিত্র জানিয়া আইস। ভৃত্যেরা আজ্ঞা পাইয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন। সেই দেশে ধনবান্ এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে তাহাতে জল থাকে না। পরে এক দিবস আকাশবাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ যদ্যপি আপন শরীর বলি দেয় তবে এই পুষ্করণীতে জল হয় নতুবা জল হবে না। এই দিব্য বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশভার সুবর্ণের এক পুরুষ করিয়া তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন শরীর দিবে এই স্বর্ণপুরুষ তারে দিব। অন্য অন্য দেশ হইতে যে যে লোকেরা আইসে তাহারা নিজ

শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না না পারিয়া ফিরিয়া যায়। রাজা বিক্রমাদিত্যের ভৃত্যেরা এই সকল দেখিয়া অবন্তীনগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া কৌতুক প্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন, সন্ধ্যাকালে সরোবর নিকটে প্রচ্ছন্নরূপে গিয়া ইষ্টদেবতার ভাবনা করিলেন। তৎপরে অর্দ্ধরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে দেবতাসকল আমি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি নববলির রক্ত পান করিয়া যে দেবতার তৃপ্তি হয় সে দেবতা আমার রুধির পান করিয়া তুষ্ট হন। ইহা কহিয়া আপনার মস্তক ছেদন করিলেন। দেবতা তৎক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাজাকে বাঁচাইলেন ও কহিলেন হে রাজা তোমাকে প্রসন্ন হইলাম বর যাচ্ঞা কর। রাজা বলিলেন হে দেবী যদি আমাতে তুষ্ট হইলা তবে সকল প্রাণীর উপকারের জন্য এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য তোমার অতিশয় ধার্ম্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ হইলেন। রাজা নিজ দেশে আইলেন। কাশ্মীর দেশের লোকেরা প্রাতঃকালে জলপূর্ণ সরোবর দেখিয়া বিস্মিত হইল। সপ্তমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য এইরূপ সর্ব্বপ্রাণীর উপকারক এমত গুণ যদ্যপি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট। ইহা শুনিয়া সে দিবস ভোজরাজ এতাদৃশ সর্ব্বপ্রাণীর হিতাচরণ আপনাতে নাহি বুঝিয়া বিমনস্ক হইলেন।

ইতি সপ্তমী কথা॥

অষ্টমী পুত্তলিকার কথা

তারপর এক দিবস শ্রীভোজরাজ সকল অভিষেকসামগ্রী লইয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাঞ্ছাপূরক সেই এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কেমন পরবাঞ্ছাপূরক ছিলেন। পুত্তলিকা বলিলেন হে রাজা শুন। অবন্তীপুরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ পুরে ত্রিপুরাকার নামে রাজপুরোহিত বাস করেন তাহার পুত্র কমলাকর নাম তিনি অত্যন্ত মূর্খ। ত্রিপুরাকার আপন পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্ব্বদা ভাবিত থাকেন। এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন হে পুত্র শুন সংসারে জীব মনুষ্য-জন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায় জীব মনুষ্য-শরীর পাইয়া যদি বিদ্যোপার্জ্জন করেন তবে মনুষ্য-জন্ম সার্থক নতুবা সে মনুষ্যরূপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন মনে বুঝ শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারে মনুষ্যের ও পশুর অবিশেষ তবে পশু হইতে মনুষ্যের এই তারতম্য যে পশুর বিদ্যা হয় না মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মনুষ্যের বিদ্যা না হইল সে পশু কেন নয়। আর দেখ রাজত্ব হইতে পাণ্ডিত্য বড় কেননা রাজার স্বদেশে যাদৃশী মর্য্যাদা পরদেশে তাদৃশী নয় পণ্ডিতের স্বদেশে পরদেশে তুল্য মর্য্যাদা। আর দেখ যত ধন সংসারের মধ্যে আছে সকল ধন হইতে বিদ্যা উপাদেয় ধন আর ধনের চোর-অগ্নি রাজাদিভীতি আছে বিদ্যাধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয় করিলে ক্ষীণ হয় বিদ্যাধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্য ধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে না বিদ্যাধন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন। আর দেখ যত ভূষণ আছে সকল হইতে বিদ্যা বড় ভূষণ কেন না অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই শোভা পায় জরাবস্থাতে শোভা পায় না বিদ্যা সর্ব্বাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিদ্যা তুমি উপার্জ্জন করিলা না অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্যফল বিবেচনা করিয়া বুঝ। পুত্র না হওন হইয়া

মরা বাঁচিয়া থাকিয়া মূর্খ হওয়া এ তিনের মধ্যে বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল। মূর্খ হইয়া জীবদ্দশাতে থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া শোক নিরস্ত থাকে। হইয়া মরিলে বড় মাসেক দুমাস লোক শোক করে। মূর্খ পুত্র পিতা মাতার সর্ব্বদা দুঃখের নিমিত্ত হয়। অতএব বলি মূর্খ পুত্রের মরণ ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাক্য শুনিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিতে বিদেশে প্রস্থান করিলেন। অনেক দিবসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন সে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কমলাকর বিদ্যার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শুশ্রূষাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্ধমন্ত্র দিলেন। কমলাকর সিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বিদ্যাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাঞ্চীপুরীতে গেলেন। কাঞ্চীপুরীতে এক বাটীর মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটীতে আর কেহ থাকে না সর্ব্বদা দ্বার মুক্ত থাকে। সে বাটীর কর্ত্তা দুর্জ্জয় নামে এক রাক্ষস সে রাত্রিযোগে বাটী আইসে। যে কেহ বিদেশীয় লোক সে বাটীর মধ্যে যায় ঐ কন্যাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিযোগে রাক্ষস আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে। এইরূপে অনেক পথিক তথাতে মরিয়াছে। কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া স্বদেশে আসিয়া এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। আর কহিলেন হে মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজা তাহা স্বীকার করিয়া কমলাকরকে সঙ্গে লইয়া কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সে কন্যা দেখাতে রাজার কিছু-মাত্র মোহ হইল না। রাজা অত্যন্ত ধৈর্য্যশালী জিতেন্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত হবামাত্রে রাজা খড়্গ চর্ম্ম হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন। তদনন্তর রাজা ঐ রাক্ষসের সহিত নানাপ্রকার যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নষ্ট করিলেন। রাক্ষস নষ্ট হওয়াতে নরমোহিনী কন্যা সন্তুষ্টা হইয়া রাজার অনেক প্রশংসা করিয়া কহিলেন হে রাজা তুমি আমাকে রাক্ষস হইতে ত্রাণ করিয়া প্রাণদান দিলা অতএব আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে কন্যা তুমি যদি নিতান্ত আমার শরণাপন্না হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর। এই যে কমলাকর ইনি বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সম্মতি করিলেন। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন। অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্য যেরূপ পরবাঞ্ছাপূরক তাহা শুনিলা। যদ্যপি এতাদৃশ পরবাঞ্ছাপূরকতা তোমাতে থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ এ কথা শুনিয়া সে দিবস অধোমুখ হইয়া গেলেন॥

ইতি অষ্টমী কথা॥

নবমী পুত্তলিকার কথা

ভোজরাজ পুনর্ব্বার এক দিবস নিরূপণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বসিবার উপক্রম করিতেছেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব যাহার থাকে সে এই ভদ্রাসনে বসিতে পারে। উহা শুনিয়া রাজা বলিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। অবন্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য

রাজা রাজ্য করেন। ঐ নগরীতে এক যোগী আসিয়া উদ্যানের মধ্যে থাকিলেন সে যোগী সর্ব্বজ্ঞ এবং বাক্‌সিদ্ধ নিরাকাঙ্ক্ষ পরম বৈরাগ্যযুক্ত যাহাকে যাহা বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। যোগির এই সকল বৃত্তান্ত রাজা লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়া যোগিকে আনিবার কারণ সভাসদ্ পণ্ডিতেরদিগকে পাঠাইলেন। যোগী পণ্ডিতের প্রমুখাৎ রাজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না। কহিলেন আমার রাজার নিকট যাওয়ার প্রয়োজন কি। যে পুরুষ নিষ্কাম সে তৃণের ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে তৃণতুল্য যমকে জানে। যে নির্লোভ সে রাজৈশ্বর্য্যকে তৃণপ্রায় জানে। যে নিষ্প্রয়োজন সে রাজাকে তৃণসমান জানে। যোগির এই সকল কথা পণ্ডিতেরা শুনিয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কহিলেন। রাজা শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোকে রাজার নিকট আসিতে প্রার্থনা করে আমি ডাকিয়া পাঠাইলাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিস্পৃহ বটেন। রাজা এই বিচার করিয়া আপনি যোগির নিকটে আইলেন। যোগী রাজার রাজচিহ্ন ও মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে দিব্য এক ফল দিলেন এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফল খায় সে অজয় অমর নীরোগ হইয়া থাকে। রাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটীতে আসিতেছেন ইতোমধ্যে পথে এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। ভোজরাজ আপনার এত গুণ নাই বুঝিয়া সে দিবস পরাঙ্মুখ হইয়া আইলেন।

ইতি নবমী কথা ॥

দশমী পুত্তলিকার কথা

তৎপর অন্য এক মুহূর্ত্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসনসমীপে আসিলেন। দশমী পুত্তলিকা ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদৃশ যে রাজা সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যেরূপ গুণবান্ ছিলেন তাহা কহি। একদিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূ-মণ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকা-রোহণ করিয়া চলিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পর্ব্বতে অতি বড় গহ্বরের মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষের উপরে চিরজীবী নামে এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষির পরিবারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে ঐ বৃক্ষের উপরে আসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পক্ষী কহিলেন আজি আমার অতি বড় দুঃখ হইয়াছে। পক্ষী সকল ঐ পক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তোমার কি দুঃখ। পক্ষী কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরণের দুঃখের বৃত্তান্ত মনযোগ দিয়া শুন। সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ আছে সেই দ্বীপের রাজা এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা। এক দিবস ঐ রাক্ষস সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত হইল। এই ভয়প্রযুক্ত সকল প্রজারা পরামর্শ করিয়া কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজা আমরা তোমার প্রজা প্রজাপালন রাজকর্ম্ম তুমি রাজা হইয়া প্রজারদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমন উপযুক্ত নহে। আমরা তোমার আহার কারণ প্রতিদিন এক এক মনুষ্য পর্য্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন

অবধি প্রত্যহ এক এক মনুষ্য আহার করিয়া সন্তুষ্ট থাকে প্রজাদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি আজি সেই দেশে চরণে গিয়াছিলাম সেই স্থানে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র। আমার মিত্রকে অদ্য এক মনুষ্য দিতে হইবে অতএব আমার মিত্রপুত্রকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিয়া পক্ষির কথা শুনিয়া যোগ-পাদুকাতে আরোহণ করিয়া রাক্ষস রাজার দেশে গিয়া যে স্থানে রাক্ষস ভক্ষণ করে সেই স্থানে পক্ষির মিত্র-পুত্র আপন শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিবার কারণ মরণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া বসিয়াছেন রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ স্থানে গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ গৃহে যাও আমি তোমার হইয়া নিজ শরীর রাক্ষসকে ভক্ষণ করিতে দিব। বালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্মা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন। বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া আপন গৃহে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য রাক্ষসের আহারের স্থানে হাস্যবদনে নির্ভয় হইয়া বসিয়া থাকিলেন। রাক্ষস আহারের কালে সেই স্থানে আসিয়া উত্তম-পুরুষকে দেখিয়া কহিলেন হে মনুষ্য তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না করিয়া হাস্য করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহারের কারণ আসিয়াছি পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ কর। রাক্ষস তুষ্ট হইয়া কহিল হে উত্তমপুরুষ তুমি বড় পুণ্যাত্মা আমি তোমাকে তুষ্ট হইলাম। আমার স্থানে তোমার যে অভিলাষিত থাকে তাহা যাচ্ঞা কর। রাজা কহিলেন যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইলা তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিবা না। অনন্তর রাক্ষস তথাস্তু বলিয়া রাজার বাক্য স্বীকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানীতে আইলেন। সে অবধি রাক্ষসের প্রজা-লোকেরা সুস্থ হইয়া থাকিল। দশমী পুত্তলিকা এই কথা রাজাকে শুনাইয়া কহিলেন ঈদৃশ পরোপকারকতা তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন॥

ইতি দশমী কথা॥

একাদশী পুত্তলিকার কথা

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসন বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন। এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব থাকে। ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া মৃত হইলে তৎপুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবাসী লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেও হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া তিন-লোকের অধিপতি হইয়াছেন। এই লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উৎপন্না হইয়াছেন অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর। এই লক্ষ্মীর গর্ভে

কন্দর্প জন্মিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন। অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এরূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন অবশ্য ভবিতব্য যত্ন-ব্যতিরেকেও হয় নারিকেলফলের জলের ন্যায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কিরূপে যায় তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজভুক্তকপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়। অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে। এইরূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া দিনে দিনে অপব্যয় করিয়া কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল যখন যাহার নিকটে যায় কেহ আদর করে না। এইরূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া মনে বিচার করিলেন ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষমূল গৃহ পত্রফল আহার বৃক্ষের বল্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধনগর্ব্বিত বন্ধুদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়। এইরূপ নানাপ্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মলয়পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণস্বরে রোদন শুনিলেন। অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন কল্য রাত্রিতে তোমাদের নগরেতে কোন্ স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিল আমরাও এইরূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি কিন্তু সে কোন্ স্ত্রীলোক রোদন করে ইহা জানি না আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া অনিষ্টশঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি। অনন্তর পুরন্দর কিছুদিনের পর স্বদেশে আসিয়া রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহণ করিয়া পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন। তৎপরে তথা আসিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন। অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়ারহিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া রাক্ষসকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন রে রে দুষ্ট রাক্ষস অবলা স্ত্রীলোককে তাড়ন করিয়া কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সামর্থ্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ কর্। রাজার এই স্পর্দ্ধা-বাক্য শুনিয়া রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন। অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃতব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণদান দিলেন। আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম। এইরূপ বিনয়বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন নবশত স্বর্ণকলসপূরিত সুবর্ণ আমার আছে সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এইরূপ স্ত্রীর বিনয়বাক্য শুনিয়া তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং ঐ স্ত্রীকেও পুরন্দরকে দিয়া ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। এই কথা একাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া

কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিলা যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে আস সিংহাসনে বস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি একাদশী কথা॥

— ——

দ্বাদশী পুত্তলিকার কথা

অপর দিবস শ্রীভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে দ্বাদশী পুত্তলিকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত সেই যে বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক্। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্যাবলোকন কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয়সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্রবিচার শ্রবণের নিমিত্ত তাহাদের নিকটে গেলেন। সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্রযুক্তি অনুভব-বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ পণ্ডিতের কর্ম্ম যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা পাণ্ডিত্য নয়। যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপননিমিত্ত দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গকেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন আপন মনে বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ করিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হইবেন। এইরূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীর তীরে এক উত্তম রূপবান্ পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া তথাতে যে যে লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া তথা যে সকলে ছিলেন তাঁহারা কেহ নিকটে গেলেন না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যবহার করিলেন। ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্ত্বিক তুমি আমার পরমবন্ধু। বন্ধু সেই যে বিপত্তিকালে উপকার করে। অতএব আমার স্থানে এক দিব্য দ্রব্য মৃত্তিকা নামে আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর। এ দ্রব্যকে যখন যাহা মাগিবা তৎক্ষণে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মৃত্তিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনামাত্রে রাজা ঐ মৃত্তিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এরূপ দয়ালু ও দাতা হও তাব এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি দ্বাদশী কথা॥

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা

পুনর্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য যাঁহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন। এক দিবস রাজা কৌতুকপ্রযুক্ত যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকটে বনে উপস্থিত হইলেন। ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আছেন, রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা। রাজা কহিলেন যে যোগী আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কিরূপে জানিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তীনগরে রাজসিংহাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তর-ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে। স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্যচিন্তা করিলে রাজলক্ষ্মী থাকেন। অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে। রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রুপক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতীকার নাই যদি তাহার প্রতীকার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না। অতএব সমস্ত অদৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা। অপর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীবৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর। কিছুদিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশ হইতে রাজাকে পট্টরাজ্ঞীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন যক্ষ থাকেন তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন যে এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন। প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রীসমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবসে প্রাণত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তিকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতেছেন। ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জয়শেখর রাজাকে আপন উপরে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনের নিকট আনিলেন অপর মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন। কিছুদিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর বোধ করিল। তৎকালে রাজা রাজ্ঞীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহারাজ বুঝি শত্রু রাজাগণের চক্রে তোমার এ দেশ না থাকিবে অতএব আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থে আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাঁহার ধন বুদ্ধি সামর্থ সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশপ্রকার ব্যসন হয় ক্রোধপ্রযুক্ত অষ্টপ্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশপ্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যাজ্য। কামজ দশপ্রকারের এই বিবরণ—মৃগয়াতে আসক্তি প্রথম দ্যূতক্রীড়াসক্তি দ্বিতীয় দিব নিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদ করণ চতুর্থ স্ত্রৈণতা পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তম গীতশ্রবণাসক্তি অষ্টম বাদ্যশ্রবনাসক্তি নবম নিরর্থক ইতস্ততো ভ্রমণ দশম এই দশপ্রকার। কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা আসক্ত যে রাজা হন তাঁহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই বিবরণ—খলতা প্রথম সাধু

লোকের নিরপরাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধি-লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম ছলক্রমে পর-ধনের গ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ পরের ভর্ৎসন সমস্ত প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এইরূপ ক্রোধজ অষ্টবিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হন তিনি আপনি নষ্ট হন। এবং তাঁহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি শীঘ্র আমরা সকলেই বিপদগ্রস্ত হইব। রাজ্ঞী রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে কহিলেন হে প্রেয়সী ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সে বটবৃক্ষ আছেন এবং সে বটবৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষ ছিলেন যাহাদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন। অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশক্রীড়া করি। রাজা ইহা কহিয়া রাণীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তিকাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমাদের বড় লজ্জার বিষয়। মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোন প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা। অতএব আমারদিগকে যুদ্ধ করিয়া রাজার শত্রুদিগকে নষ্ট করিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষ রণ করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রাজ্ঞী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রুগণ অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রাজ্ঞীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষ শুনিতে পাইয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যাণি যেরূপ তোমার রাজার শত্রুবর্গের নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন। আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘপ্রতাপে সে পুষ্করণীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল। এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করিণীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জলেতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্ব্বজন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম। তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে কহিলা এ নীতিশাস্ত্র বিরুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মত যে পুরুষ উদ্যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ আর ভবিতব্য হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা। অতএব কোন কর্ম্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না। সে যে হউক অনুদ্যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ অতএব সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মের উদ্যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামণি দিলাম। রাজা চিন্তামণি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামণি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের

এতাদৃশ মহত্ব তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্ব থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হও।' ভোজরাজ শুনিয়া তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন ॥

ইতি ত্রয়োদশী কথা ॥

চতুর্দ্দশ্যা পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস সিংহাসনের নিকটে শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তী নগরে সাম্রাজ্য করেন তাহার এক মিত্র সুমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটী হইতে তীর্থযাত্রা, করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদের নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয়নিকটে জলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈলপুরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পণ এই তৈলকটাহতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে সুমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তীনগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সুমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈলকটাহের নিকটে গিয়া তৈলমধ্যে ঝম্প দিলেন। মদনসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধশরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নিব্রণ নির্ব্যথ শরীর করিল। দিব্যাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যেকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তপ্ততৈল-কটাহে প্রবিষ্ট হওয়া হইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান কারণ এ পণ করিয়া-ছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামীর হও। এরূপ নানা প্রকার প্রিয়বাক্যেতে রাজার তাদৃক্ আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত সুন্দরী স্ত্রীতে এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদন্তরে রাজা সুমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া সুমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি চতুর্দ্দশী কথা।

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা

পুনর্ব্বার একদিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিকরূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন ইত্যবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎদ্বারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন হে মহারাজ সকল ঋতুর রাজা বসন্ত আপনকার বিলাসবিপিনসমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবকমঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমরমালা মধুপানে মত্তা হইয়া মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল-মিথুন মধুর-রব করিতেছে। উদ্যানপালেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়াবন-গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বনমধ্যবর্ত্তী বিচিত্রমণ্ডপমধ্যস্থিত মণিমণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধি-কারি-পণ্ডিত জ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয়। অতএব এ সকলে আত্যন্তিকী প্রীতি করা জ্ঞানি-জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়িকা বিচ্ছেদ ততোধিক দুঃখদায়িকা হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানির কর্ত্তব্য। নিত্যবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার-সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল আত্মমনে বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মাধিকারী তুমি যাহা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণবায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণবায়ুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের বড় আশ্চর্য্য মরণ সহজ সাংসারিক যাবদ্বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরণোত্তর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বল কি এ অজ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম-পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না। অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এইরূপ নানা প্রকার জ্ঞান-কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতোষার্থ অষ্ট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী কথা॥

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা।

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুণের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীয় এক ভট্ট

সাক্ষাৎ গিয়া তাহার নানা প্রকার যশো-বর্ণন করিয়া কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুণের আশ্রয় এবং সকল গুণ বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট করিলেন হে মহারাজ তাবৎ-গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ-গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করিয়া দেবতা আরাধনা করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্‌ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেইরূপে প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন সেই বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরুপর্ব্বত আপনি রত্নময় করেন না অতএব তাঁহার রত্নময়ত্ব নিরর্থক। এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাহার প্রত্যহ তপ্ততৈল্য প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্বিকশিরোমণি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষম দুরাগ্রহ করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীরদাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা সে যা হউক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীরদাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন্‌ তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত এপ্রযুক্ত সন্তুষ্টা হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে। এতাদৃশ মহত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন ॥

ইতি ষোড়শী কথা ॥

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপস্থ ভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে রাজন্‌ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কিরূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তীনগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য

করেন সে কালে রাজার ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত। স্ত্রীজনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথিসেবা পিতৃমাতৃরাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম-ধর্ম্মেতে সর্ব্বদেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শাস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ কালান্তকযমতুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বতসদৃশশরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া-বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম-বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারণ যেরূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যানপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকরনিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিল রাজা তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রমণ করিয়া এক গহন-কাননে প্রবিষ্ট হইল রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রাণের উপায় না পাই। সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহাপিধান কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ করিয়া গুহার মধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী হইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গুহা অতি বিস্তীর্ণা একদেশের প্রায় রাজা অনেকপ্রকার অন্বেষণ করিয়া কোথাও শূকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্বা এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ণ যেরূপে বলির দ্বারী হইয়াছিলেন সেইরূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া বিক্রমাদিত্য নানাপ্রকার স্তব ও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তি-শ্রদ্ধাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস-রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুণ কহিলেন হে মহারাজ এই যে রস নামে বস্তু ইহা হইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহাই পাইবা এই যে রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহা হইতে পরমার্থ উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ণ প্রসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহা হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহার দ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তীতে আরোহণ করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতাপুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস-রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতাপুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিয়া স্বরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ঔদার্য্য এইরূপ ছিল তুমি যদি এইরূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন।

ইতি সপ্তদশী কথা॥

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস-ঔদার্য্যাদি রাজগুণ যেরূপ তাহা কহি

শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারী নিবেদন করিল হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম উদয়াচলের শিখরের উপর এক দেবতায়ন আছে তদগ্রভাগে মণি-মুক্ত-প্রবলাদিখচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দ্দিকশোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে। সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানারত্নজড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। সূর্য্যোদয়-কালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সিংহাসন সহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করে। মধ্যাহ্ন-কালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পূর্ব্ববৎ সরোবরের মধ্যে থাকে এই মত প্রত্যহ হয়। দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্য হইতে নির্গম হইয়া বর্দ্ধমান হয়। ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে স্তম্ভোপরিস্থ-সিংহাসনস্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রীসূর্য্যদেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যদেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্যদেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস এক ভার পরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্যদেবতার প্রসাদে ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন। ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই উপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাবশালী হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব নয় ইহা বুঝিয়া তদ্দিবসে উপরত হইলেন॥

ইতি অষ্টাদশী কথা॥

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজাকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাঁহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কিরূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশভ্রমণ করিতে করিতে পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয়নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত দেখিয়াছি কিন্তু কনককূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকট-দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচা ভার। অতএব আমি সেই দেশ হইতে নিবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না এ শরীরের স্থিতিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতিশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবশ্য

কর্ত্তব্য। রাজা যোগিরদের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে এক যোগির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালিপুরুষের বড ভার কোনই কর্ম্ম নয় এবং নীতিশাস্ত্র-সিদ্ধ ব্যবসায়কারি-লোকের দুর্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয়হিতবাদিজনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহি। যোগপাদুকারোহণ করিয়া বনককূট পর্বতে ঐ যোগির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনার সন্দর্শনার্থে। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরম সাত্ত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুণ কহিলেন। হে মহারাজ কন্থা নামে যে এ দ্রব্য ইহার এই গুণ ধন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিয়া এ কন্থাকে বামহস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্যসকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খাণ্ডকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবে তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ হস্তে করিয়া যে মৃতশরীর স্পর্শ করিবা সে মৃতশরীর সজীব হইবে। আমার যোগবললব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে উপযুক্তপাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগির প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যোগপাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আইসেন পথি মধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমণ কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয় বর্গেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ দারাদি সকল আক্রমণ করিয়া লইল সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রুভয়ে অন্য কোনহ নগরমধ্যে থাকিতে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছি। আমি বড দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখোক্তি ঐ পুরুষের শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগিপ্রসাদলব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমাদিত্য-দত্ত দিব্যবস্তুত্রয় প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্যদারাদি পরিজন প্রাপ্ত হইলেন। উনবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যেরূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন॥

ইতি উনবিংশতিতমী কথা॥

বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসন-নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যতুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার শুন বিক্রমাদিত্য যেরূপ ছিলেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগরনামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখরনামা স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবিষ্টচিত্ত জানিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রীর সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস শাস্ত্রানুশীলন করিলা না শাস্ত্রাভ্যাসপ্রকাশিতাসংস্কার-সংস্কৃত-বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য-মনুষ্যকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির ভাবাভাবপ্রযুক্ত মনুষ্যে পশু-ভেদ ব্যবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্য-পশুর একরূপ কিঞ্চিন্মাত্র

বিশেষ নাহি। তোমার সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এইরূপ পিতার শিক্ষার্থ ভর্ৎসনাবাক্য শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিতচিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্‌গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন। পথিমধ্যে এক নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব-সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন সন্ধ্যাসময়ে ঐ দেবতায়তনের নিটকস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবর হইতেই অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্টা হইলেন। এই মহদদ্ভুত বুদ্ধিশেখরনামা মন্ত্রিপুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের পর শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত জানিয়া ঐ দেবতায়তননিকটে আসিয়া নিশা-সময়ে মন্ত্রিপুত্র যেরূপ কহিয়াছিলেন সেরূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃকালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্টা হবামাত্র রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্টবশতঃ আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এইরূপ কহিয়া পাতাললোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন। কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী আছে ঐ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ-সৈন্যপ্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য-গতি সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাদুকাপ্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্বস্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষপ্রাপ্তি। এইরূপ অষ্ট রত্নের গুণ কহিয়া কন্যারা রাজাকে অষ্টরত্ন দিলেন। রাজা এই অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন। পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোনই বিষয়ে অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি। রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন।

ইতি বিংশতিতমী কথা ॥

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকট উপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন্ দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকারোহণ

করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরীর মধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে সৎপুরুষ তোমাকে সম্পূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব বুঝি রাজা হইবা রাজার রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্যবিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয়। যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না এবং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভচিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্মবলমাত্রে রাজ্য থাকে অতএব রাজ্যস্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। আমারও ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থ তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থির প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বটে আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছেন সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি-রসসিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর মন্ত্র জপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যাদেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যাদেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতিলক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসসিদ্ধি হইবে। এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে মনে বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি-লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থে আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক-শিরোমণি আমি তোমার পরোপকারিতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবী যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে দেবী ঐ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তিরূপ নবরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন। রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন।

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার বকাণ্ডপ্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্য যেরূপ হিতকারী ছিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য যোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজবাহুবলপ্রতাপে যাবদ্দিগ্বিদিকস্থ রাজারদিগকে জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলী-মুকুট-মণিমণ্ডিত-চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা বাদ্যাদি স্বরে ভট্টবন্দীর প্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ন-চরণারবিন্দ ধ্যান নামস্মরণ করিয়া কৃত্যনিত্যসন্ধ্যা-বন্দনাদিরূপ-প্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতি-শাস্ত্রানুসারে রাজ্যব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকা ক্রিয়া সমাপণ করিয়া রোগি-দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্রজন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়বিধরসযুক্ত চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার পাচক সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত তাম্বূল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গপ্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্কোপরি কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুকশারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণের সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরীযুবতি স্ত্রীগণ সহিত বাক্-চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্ণে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্যক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গাররসানুভব করিয়া অরুণোদয়কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এইরূপে কালযাপন করিতেন। ইতিমধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জানি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মরণোত্তম কেহ কাহার নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতানিশ্চয়পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবত ধনভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজ-ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাউক। এই ঘোষণাতে নানাদেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে হইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন।

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথা॥

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থে সিংহাসন-নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিল, হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যাদি কিরূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে ধনপতি নামে ত্রিংশৎকোটীশ্বর এক বণিক্ থাকেন তাহার চারি পুত্র ঐ বণিক্ আপন মৃত্যুসময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণসমূহ একত্র হইয়া দৈবী-বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্বলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়নস্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুঁতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এইরূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎকালান্তর বণিক্-পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না। এইরূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। একদিন ঐ চারি বণিক্পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্যলোকের-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্বনিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতাল হইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুইজন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারগৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘট-চতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান-নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভাবর্গ ও ঘট-চতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করব। ইহা শুনিয়া সকল সভালোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকাপূরিত ঘট যাহার নামে ভূমিধন তাহার। অঙ্গার-পূরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীর্ষক লোহ রূপাষ্ট ধাতু দ্রব্য তাহার। অস্থিপূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ-চতুষ্পদ ধন। তুষপূরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগপুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্ব স্ব ভাগ লইয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিলেন। নাগপুত্র-কৃত নির্ণয় লোকপরম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ননিমিত্ত প্রতিষ্ঠাননগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা এই বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনীসেনাপরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয়

লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন শালিবাহন-সৈন্যেরা শ্রীবিক্রমাদিত্য সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার যুদ্ধ করিলেন তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ-সৈন্যেরা ভঙ্গ হইলেন না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহন-প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিবে। অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয় এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্মকরণার্জ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎসাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। রাজা এই ভাবনা করিতেছেন ইত্যবসরে পাতালনগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবনদানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনাসহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যান্য প্রভাবে অন্যান্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য অনুপম এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শিথিলাভিলাষ হইলেন॥

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমী কথা॥

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণে নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য-পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন্ কোন্ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান্। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রে লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজাপীড়ন স্বপ্নেতেও নাহি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মণহিংসা প্রজাকলহ নিরপরাধ-দণ্ড অসৎ নিরূপণ পাপ-প্রবৃত্তি দেবতাপ্রতিমাভঙ্গ সাধু-জনমনস্তাপ শাস্ত্রোক্তব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ রোহিণীশকট ভেদ

করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়নক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন! এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকল রাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব-দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাংশ হইলেন॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতিতমী কথা॥

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজরাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কাদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত হইল। স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী-মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক সুবিচার্য্যকারী দয়ার্দ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেবতার অসম্ভাবনা-বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রশংসা-প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নিশ্চয় কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোরূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গো স্বমৃত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্বা রব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থা দুস্থা গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া বামহস্তে গোকে ধরিয়া সরোবর মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গোকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গোজীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবেন না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গোকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গো পঙ্কপতনে

গতিশক্তিহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এইরূপ সন্দেহে রাজা গোকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমরা দুই দেবতা মায়াতে এরূপ ব্যবহার করিলাম বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এতদিনে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমারদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেকে তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা করিলে হইবে। এইরূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র রাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন।

ইতি পঞ্চবিংশতিতমী কথা॥

ষড়বিংশতি পুত্তলিকার কথা

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোরাজাকে দেখিয়া ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী-মণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধপ্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া স্বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন। সৎপুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ স্বর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎকাল বসিয়া আপন স্থানে গেল পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুক্লবসন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছে। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার, অদ্য দ্যূতক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারেরদের এইরূপ গতি। যে ব্যক্তি

দ্যূতক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পরসেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষাবৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈববিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি-শিরোমণি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত-নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূত-ক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী-স্ত্রীসম্ভোগ-নিন্দাবাক্যপ্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈর্ষা-বিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকারমাত্রার্থ সুহৃজ্জন-ন্যায় হিতবাক্যে তোমার নিতান্ত অহিত-বুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্যদেহ ধারণে সদ্‌বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়া করণে পুরুষ বৃথা আয়ুঃক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতিশ্রুত হও॥ রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমা হইতে হয় তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষ শুন সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ-গঙ্গাজল-পূরিত সুবর্ণকুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণকুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতা হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেব-মন্দিরোপরিস্থিত স্বর্ণ-কলসস্থ জলারোহণ করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থে উদ্যত হবামাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহণ করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেবপ্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজধানীতে আইলেন। ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এরূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

ইতি ষড়বিংশতিতমী কথা॥

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনোরোহণ হইতে নিবারণ করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ পূর্ব্বদেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমার-দিগকে তদ্দেশীয় রাজ-লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া

প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবীবিলোকনার্থ বেত্তালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজ-লোকেরদিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমাদের এ কোন্ ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদানজন্য সুখ কত দিন ভোগ করিবা এ মহাপ্রাণিহিংসাজন্য পাপেতে অনেক কাল পর্য্যন্ত যে নরকভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বরদান করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক্ যে নরবলি গ্রহণ করে। এইরূপে তদ্দেশীয় লোকেরদিগকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া তদ্দেবী মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প-মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নরবলি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণ-ভয়কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল হে মহাসাত্ত্বিক পরমধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। গৃহদাহকালে নানাদুঃখোপার্জ্জিত বিবিধপ্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ-রক্ষার্থে তথা হইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলদেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোদ্যত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয়া হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানোদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃণু। রাজা কহিলেন হে দেবী যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষসিদ্ধি হউক আর অদ্যপ্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন।

ইতি সপ্তবিংশতিতমী কথা॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রকশাস্ত্র-তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান-বলে যখন সে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন-বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর-প্রান্তে গমন করিবে। এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন ইতি

মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্বদৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এ পদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ বিষণ্ণবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রকশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পথশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিতদক্ষিণচরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ-বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত-চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তার কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এইরূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যেরূপ কহিয়াছিলেন সেইরূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্যবিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না অতএব তুমি বিলক্ষণরূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনই প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ-চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষণকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালু মূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রকশাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা বট কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃ পুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনই রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্র-জাল নামে চিহ্ন থাকিবে॥ রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্য দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসাররূপ কার্য্য দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছেন। তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদারণ করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ-সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন।

ইত্যষ্টাবিংশতিতমী কথা।

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া উনত্রিংশপুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন। এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশ হইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ আসিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর। দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক শত শত স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানীকৃত হইয়া রাজসভা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভাবিন্যাসপরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন। বিবেচনা-বিচক্ষণ শত শত ধীসচিব কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যাবিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিতবর্গ বেষ্টিত শ্বেতচামরবীজিত বিবিধরত্ন-খচিত স্বর্ণরাজদণ্ড শ্বেতছত্রোপসেবিত এতৎসিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রিপ্রভৃতিবর্গের সহিত সাবধানপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিক এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তিবাহুল্য এই দুই সার অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাবহারে যুদ্ধস্থানে যাবা উপযুক্ত নয়। অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজনরক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধস্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানাপ্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎ হইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থল হইতে আকাশপথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালান্তরে যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ-প্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকাপ্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতিমধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন-হস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আপন স্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্রূপ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব-লোকের সনাতন নীতি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থায় ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন আহার

সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন্ ধর্ম্ম অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয়বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগত হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্মসংস্থাপক কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতাধর্ম্মরক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্যশরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভাসাদি যত্নসাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বৈধব্য-ধর্ম্মরক্ষা অতিকৃচ্ছ্র সাধ্য। বৈধব্যধর্ম্মস্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামিমরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহকালে অগ্নিসাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামিশরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয় মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয় যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিস্ফল হয়। মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা প্রতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন। সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন যেমন সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করেন তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারাপরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্য লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশ গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার ঐ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎকালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল তোমার স্ত্রী সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্টদোষে মিথ্যা হইল তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে আমি অনেকক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা

বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতাব্যাঘাতভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পটমহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজসাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন। রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্যদেশরাজ-প্রেরিত নানাবিধ ধনসঞ্চয় শত শত হস্তি ঘোটকাদি উপঢৌকনসামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন॥

ইতি ঊনত্রিংশ কথা।

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অন্য একদিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎসিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যোপাখ্যান শুন। অবন্তীপুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানিতেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদারম্ভ করিলেন। অনন্তর সে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করাণ অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এইরূপে অনেক কালে প্রাসাদ প্রস্তুত হইল। তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ-প্রবেশ করিলেন। রাত্রিযোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদ হইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহরূপে তদ্রজনীযাপন করিলেন। পরদিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনীযোগে প্রাসাদমধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদমধ্যে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণ বৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণসকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন॥

ইতি ত্রিংশ কথা॥

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

পুনরন্ত দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রমনৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। একদিবস প্রাণপত্র গ্রাম হইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিকপুত্র অবন্তীনগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তীনগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নামভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহাঁর মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র্য দশসহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজসাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশসহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধপ্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র্য যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণসকল এইরূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্য হইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধপ্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র্য পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্যপ্রতিজ্ঞা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিকপুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন॥

ইত্যেকত্রিংশ কথা॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতদ্ভদ্রাসনে উপবেশন-শীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় বাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজালোকেরা শস্য মহার্ঘ-প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ-ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাঁহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া অন্য অন্য রাজদেশ হইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূতপ্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডার হইতে পাইবে। এইরূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য মাত্রোপজীবী সম্প্রতি একমুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ও মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ণার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রত ভঙ্গ হয়। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন হে দেবি যদ্যপি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্বান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপটসন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্ব জ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিরদের যে কথা তাহা শুন যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থ কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে। বিনষ্ট-কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক নহেন অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবি দেহান্তর সম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায় অতএব আত্মার শরীরান্তরপ্রাপ্তি মিথ্যা এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ

যে কথা গগনকুসুমপ্রায় মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃ স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্যবুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধ গোলঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশ মাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এইরূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য হক প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কিরূপে হয় যদি নাহি হয় তবে তাঁহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে আর যদি কখন তুমি স্বশিরচ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃত-ব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর যদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে। আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আকাশপতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত যদি বল আকাশপতিত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্যরূপ শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। এইরূপ যদি অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলে তবে যাবৎ অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণ-সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশকালকারণজাত শুভাশুভ কর্ম্মফল সুখদুঃখাত্মক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্ত বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে যে বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থানে অবশ্য কেহ আছে যেমন সরোবর হ্রদ নদী নদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেকভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাদবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্য তিনি এক পরমেশ্বর তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্ত কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণ-ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না তিনি সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলের দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটনপটত অতএব তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ স্বরূপা অতএব তাঁহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর-শক্তিকার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর-শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নির্গুণ নিষ্কর্ম্ম সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন এবম্বিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদরনৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন॥

শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তোমাকে বলি শুন। যেমন মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাইবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্ট মোদকাদি দিব এইরূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ

স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শাইয়া বায়ায়াসসাধ্য কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবর্ত্তান। যেমন যোগ নিবৃত্তির ফল স্বস্থতা তেমন কামাদি নিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যা-ফলক। অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্যশ্রবণ-মহৌষধিপানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা-পিশাচী পলায়ন করিলেন। চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন। ইহাতে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানাপ্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যাহাতে থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমর হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না তুমি আমাদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবর ভাব হইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাব প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজাকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকোপাখ্যান সমাপ্ত হইল।

A

TALE

FROM

THE SAKUNTALA OF KALIDASA

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR

BASUMATI CORPORATION LTD.
Calcutta-12
1983

শকুন্তলা

কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাম নাটকের
উপাখ্যান ভাগ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক
বাঙ্গলাভাষায় সংকলিত

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
কলিকাতা
সংবৎ ১৯৮৩

বিজ্ঞাপন

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাস প্রণীত শকুন্তলা সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূল গ্রন্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা সংস্কৃতে শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে এ উভয়ের কত অন্তর তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট কালিদাসের ও শকুন্তলার এইরূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া মনে মনে কত শত বার আমার তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া আমি কালিদাসের ও শকুন্তলার অবমাননা করিয়াছি। অতএব হে পাঠকবর্গ! আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা এই আপনারা যেন এই শকুন্তলা দেখিয়া কালিদাসের শকুন্তলার উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ।
২৫এ অগ্রহায়ণ। ১৯১১ সংবৎ।

শকুন্তলা

—:*:—

প্রথম অংক।

অতি পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে মহাবল পরাক্রান্ত দুষ্মন্ত নামে সম্রাট্ ছিলেন। তিনি, কোন সময়ে, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, রাজার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শর নিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন; এমত সময়ে দূর হইতে দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি শব্দশ্রবণান্তে অবলোকন করিয়া কহিল মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগ সম্বরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে তপস্বীরা রথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে লাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, এই ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষেপ করিবার যোগ্য নহে। অতএব শরাসনে যে শর সন্ধান করিয়াছেন আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে।

রাজা তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা দীর্ঘায়ুরস্তু করিয়া হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং কহিলেন মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তাহার উপযুক্তই বটে। এক্ষণে প্রার্থনা করি আপনকার এক পুত্র হউক; এবং সেই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একাধিপতি হউন। রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম।

অনন্তর তাপসেরা কহিলেন মহারাজ! ঐ মালিনী নদীতীরে আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে। যদি কার্য্যক্ষতি না হয় তথায় গিয়া অতিথিসৎকার গ্রহণ করুন। আর তপস্বীরা নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করিতেছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন মহারাজ! এইমাত্র, স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার প্রতি অতিথিসৎকারের ভার প্রদান করিয়া, তাহার কোন দুর্দ্দৈব শান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থ প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন ভাল তাঁহাকেই দর্শন করিতেছি; তিনিই আমার ভক্তি দেখিয়া মহর্ষিকে জানাইবেন। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন সূত! রথ প্রেরণ কর, পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে পবিত্র

করিব। সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্ব্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়দ্দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার শকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদী ফল ভাঙ্গিয়াছিলেন সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ! কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল নিঃশঙ্ক চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে, এবং যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিলেন মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা কিঞ্চিৎ গমন করিয়া সারথিকে কহিলেন সূত! আশ্রমের পীড়া হওয়া উচিত নহে; অতএব এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন সূত। তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। অতএব শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া সেই সমস্ত সূতহস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন অশ্বদিগের অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে, তাহাদিগকে বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাজার দক্ষিণবাহুস্পন্দ হইল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ; অথচ আমার দক্ষিণবাহুস্পন্দ হইতেছে; এস্থানে সাদৃশ জনের এতদনুযায়ি ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে "প্রিয়সখি এ দিকে এ দিকে" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে স্ত্রীলোকের সম্বোধন শুনা যাইতেছে। অতএব কি বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন তিনটি অল্পবয়স্কা তপস্বিকন্যা অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছে। রাজা তাহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন ইহারা আশ্রমবাসিনী; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্যানলতা সৌন্দর্য্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নাম্নী দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদিগকে ভাল বাসেন। যেহেতু, তুমি নবমালিকা-কুসুমকোমলা; তথাপি তোমাকে আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন সখি অনুসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে আসিয়াছি এমত নহে; আমারও ইহাদিগের উপর সহোদরস্নেহ আছে! প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি শকুন্তলে! যে সকল বৃক্ষ গ্রীষ্মকালে কুসুম প্রসব করে তাহাদিগের সেচন সমাপন হইল; এক্ষণে যাহাদের কুসুমের সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগকেও সেচন করি। লাভের অভিসন্ধি না রাখিয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহাতে অধিকতর ধর্ম্ম লাভ হয়'।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই সেই কণ্বতনয়া

শকুন্তলা! হায়! মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে বল্কল পরাইয়াছেন। কিন্তু, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবাল যোগে অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কে সাতিশয় শোভমান হয়; সেরূপ, এই কৃশাঙ্গী বল্কল পরিধান করিয়া যার পর নাই মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকৃতি স্বভাবসুন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা, জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে ঐ সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকারতরু অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে। অতএব আমি তথায় চলিলাম। এই বলিয়া সেই সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন সখি! ঐ খানেই খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন? প্রিয়ংবদা কহিলেন তুমি সমীপবর্ত্তিনী থাকাতে যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা, শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন সখি! এই নিমিত্তই তোমাকে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে; নব যৌবন বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন শকুন্তলে! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম রাখিয়াছ সে স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া বনতোষিণীর সমীপে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন সখি অনসূয়ে! ইহাদের উভয়েরই অতি রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে, এবং সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন অনসূয়ে! কি নিমিত্ত শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন না সখি! জানিনা, কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন এই মনে করিয়া, যে যেমন বনতোষিণী স্বানুরূপ সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন তেমনি আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা কহিলেন ইটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি; মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্রপর্য্যন্ত, মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন এ তোমার মনগড়া কথা; আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। তাত কণ্বের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, মাধবীলতার এই যে মুকুল নির্গম এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন প্রিয়ংবদে! এই নিমিত্তই শকুন্তলা মাধবীলতাকে সাদর মনে সেচন ও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করে। শকুন্তলা কহিলেন সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদর মনে সেচন ও সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচন আরম্ভ করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেচ করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম

ভ্রমে শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা, করপল্লব সঞ্চালন দ্বারা, নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন গুন করিয়া অধর সমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা, একান্ত অধীরা হইয়া, কহিতে লাগিলেন সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমাকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে ভ্রমর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, শকুন্তলা কহিলেন দেখ, এই দুর্ব্বৃত্ত কোন মতে নিবৃত্ত হইতেছে না, অতএব আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পদ গমন করিয়া কহিলেন কি আপদ! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন প্রিয় সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু আমি রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি। অথবা অতিথিবেশে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া, সত্বর গমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কহিতে লাগিলেন পুরুবংশোদ্ভব রাজা দুষ্মন্ত দুর্ব্বৃত্তদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কোন্ দুরাত্মা মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছে।

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত যুবা ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমতঃ কিছু ব্যস্ত সমস্ত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরেই, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্ট ঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, আমাদিগের প্রিয়সখীকে এক দুষ্ট মধুকর অতিশয় আকুল করিয়াছিল, তাহাতেই কিছু কাতর হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন কেমন, তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে। শকুন্তলা সসাধ্বসা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তর দানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে, এক্ষণে অতিথিবিশেষ লাভ দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখি! যাও যাও কুটীর হইতে অর্ঘপাত্র লইয়া আইস, আর এই ঘটে যে জল আছে তাহাতেই পাদপ্রক্ষালন সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না, মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই আতিথ্য করা হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন মহাশয়! এই সুশীতল সপ্তপর্ণ বেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছ, মুহূর্ত্ত বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি শকুন্তলে! অতিথির অভ্যর্থনা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আইস আমরাও বসি। অনন্তর সকলেই উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ বিকার উপস্থিত হইতেছে। এই বলিয়া, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন তোমাদিগের সমান বয়স, সমান রূপ; সেই নিমিত্ত তোমাদিগের সৌহৃদ্দ অতি রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন সখি! এ ব্যক্তি কে? কেমন চতুর, গম্ভীরাকৃতি ও প্রভাবশালী; মধুর আলাপ দ্বারা চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমারও এ বিষয়ে কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। ভাল,

জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনকার মধুরালাপ শ্রবণে সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন?' কোন্ দেশকে আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তই বা এরূপ সুকুমার হইয়াও তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা, শুনিয়া মনকে প্রবোধদিয়া, কহিলেন হে হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যাহা ভাবিতেছিলে অনসূয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করি, কিরূপেই বা আত্মগোপন করি। এই বলিয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন ঋষিতনয়ে! আমি রাজা দুষ্মন্তের ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রম দর্শনপ্রসঙ্গে এই ধর্ম্মারণ্যে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য; মহাশয়ের সমাগমে অদ্য তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করিবেন। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই মন চঞ্চল হইল এবং উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে সেই চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! যদি আজি তাত কণ্ব আশ্রমে থাকিতেন তাহা হইলে জীবিতসর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে কৃতার্থ করিতেন। শকুন্তলা, শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ; আমি তোমাদের কথা শুনিব না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি তোমাদিগের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ; আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন মহর্ষি কণ্ব জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কৌমারব্রহ্মচারী, নিয়ত ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত। অথচ তোমাদের সখী তাঁহার কন্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এইরূপ অভ্যর্থনা শুনিয়া অনসূয়া কহিলেন মহাশয়! শ্রবণ করুন; শুনিয়া থাকিবেন বিশ্বামিত্র নামে এক অতিপ্রভাবশালী রাজর্ষি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে গোমতীতীরে অতিকঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। দেবতারা, তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধি ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মায়াজাল বিস্তার করিলে, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সখীর জনক-জননী! পরে নির্দ্দয়া মেনকা সদ্যঃ প্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল! আমাদের সখী সেই বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক পক্ষী, কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে স্নেহরসপরবশ হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে, তাত কণ্ব পর্য্যটন ক্রমে সেই সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনয়ন করিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায় পালন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং, প্রথমে এক শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী পালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত নাম শকুন্তলা রাখিলেন!

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন সম্ভব বটে; নতুবা মানুষীতে এরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য হওয়া অসম্ভব। ভূতল হইতে জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী

হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা, হাস্যমুখে শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে ভ্রূভঙ্গি ও অঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন তুমি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে আমার আরো কিছু জিজ্ঞাস্য আছে! প্রিয়ংবদা কহিলেন এত বিচার করিতেছেন কেন অসঙ্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে তাবৎ পর্য্যন্তমাত্র, তাপসব্রতসেবা করিবেন, অথবা যাবজ্জীবন হরিণীদিগের সহবাসে কালযাপন করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভব নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও; এক্ষণে সন্দেহ নির্ণয় হইয়াছে; যাহাকে অগ্নি আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা স্পর্শশীতল রত্ন হইল।

শকুন্তলা, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন অনসূয়ে! আমি চলিলাম, আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন সখি কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই কহিতেছে; আমি যাইয়া আর্য্যা গৌতমীকে কহিয়া দিব। অনসূয়া কহিলেন সখি! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত অতিথি সৎকার করা হয় নাই; ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিৎ নহে। শকুন্তলা কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে আট্‌কাইয়া কহিলেন সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার দুই কলসী জল ধার; আগে শোধ দায়, তবে যাইতে দিব। এই বলিয়া শকুন্তলাকে বলপূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন হে তাপসকন্যে! তোমার সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়াছেন, উহাঁকে, পল্বল হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা অনুচিত। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া, জল কলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীয়ে যে দুষ্মন্ত নাম মুদ্রিত ছিল প্রদানকালে রাজার তাহা স্মরণ ছিল না। এক্ষণে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনা দেখিয়া সাবধান হইয়া, কহিলেন যে মুদ্রিত নাম দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ, রাজা আমাকে, প্রসাদচিহ্ন স্বরূপ, এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়াছেন। প্রিয়ংবদা রাজার ছল বুঝিতে পারিলেন এবং কহিলেন মহাশয়! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি ঋণমুক্তা হইলেন। পরে ঈষৎ হাসিয়া শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন সখি শকুন্তলে! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমাকে মুক্ত করিলেন এক্ষণে ইচ্ছা হয় যাঁও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে। অনন্তর প্রিয়ংবদাকে কহিলেন আমি যাই না যাই তোমার কি।

রাজা শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি ইহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি; যেহেতু, আমার সহিত কথা কহিতেছে না বটে, কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া স্থিরকর্ণে শ্রবণ করে; আর নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লয় বটে, কিন্তু অন্য দিকেও অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকে না। অন্তঃকরণে অনুরাগ সঞ্চার না হইলে এরূপ ভাব হয় না।

রাজার ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ হইতেছে, এমত সময়ে সহসা অনতিদূরে কোলাহল

হইতে লাগিল এবং কেহ কহিতে লাগিল হে তপস্বিগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা তপোবনস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষার্থে সত্বর ও যত্নবান্ হও। বিশেষতঃ, এক আরণ্য গজ, রাজার রথ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, তপস্যার মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন স্বরূপ; ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। রাজা শুনিয়া বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আপদ! আমার অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে ত্বরায় গিয়া নিবারণ করিতে হইল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন মহাশয়! আরণ্য গজের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছি; অনুমতি করুন কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনপীড়াপরিহারের চেষ্টা পাই। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন মহাশয়! যেন পুনরায় আমরা আপনকার দর্শন পাই; আপনকার সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই এ জন্য আমরা অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন না না, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকার লাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পদ গমন করিয়া, ছল ক্রমে কহিলেন অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হইল, আমি চলিতে পারি না। আর আমার বল্কল কুরুবকশাখায় লাগিয়া গেল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কল মোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন শকুন্তলাকে দেখিয়া আর আমার নগর গমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশন করি। আমি আমার মনকে কোন মতেই শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় অংক

রাজা মৃগয়ায় আগমন কালে স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্য-নামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কাল যাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতেন। অরণ্যে সে সকল সুখভোগের লেশও ছিল না; প্রত্যুত, সকল বিষয়েই সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই মৃগয়াশীল রাজার বয়স্য হইয়া আমার প্রাণ গেল! প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয় এবং এই মৃগ, এই বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও বননদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও অত্যন্ত কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারিই পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ; তাহারও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বশরীর বেদনায়

এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয় কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যূষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। আর ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, তিনি, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল এক বারও চক্ষু মুদি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা মৃগয়ার বেশ করিয়া, মৃগয়াকালীন সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকেই আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও, যদি আজি বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া, ভগ্ন শরীরের ন্যায় একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন এবং, রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন বয়স্য! আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আছে, হস্তপ্রসারণ করি এমত ক্ষমতা নাই, অতএব কেবল বাক্যদ্বারাই আশীর্ব্বাদ করি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন কেন হইল কি আবার; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ! রাজা কহিলেন বয়স্য! বুঝিতে পারিলাম না। মাধব্য কহিলেন নদীতীর-বর্ত্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে সে কি স্বেচ্ছাবশতঃ সেই রূপ করে, অথবা নদীবেগপ্রভাবে। রাজা কহিলেন নদীবেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন তুমিও আমার অঙ্গবৈকাল্যের কারণ। রাজা কহিলেন সে কেমন?। মাধব্য কহিলেন আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান; সর্ব্বদা মৃগের অনুসরণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব বিনয় বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি অন্ততঃ এক দিনের মত আমাকে বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ত এইরূপ কহিতেছে, আমারও শকুন্তলা দর্শন দিবসাবধি মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসুক হইয়াছে। শরাসনে শর সন্ধান করি কিন্তু মৃগের উপরি নিক্ষেপ করিতে পারি না; যেহেতু, তাহাদিগের মুগ্ধ নয়ন অবলোকন করিলে, শকুন্তলার সেই অলৌকিক বিভ্রম-বিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ইনি ত আর কিছু মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না; সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে এই বিবেচনায় অদ্য মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য শ্রবণ মাত্র যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া চিরজীবী হও বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন। রাজা কহিলেন বয়স্য! যাইও না আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য কি কথা বল, এই বলিয়া শ্রবণোন্মুখ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোন অনায়াসসাধ্য কর্ম্মে তোমাকে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন কি মিষ্টান্ন ভক্ষণে? সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটি। রাজা কহিলেন না হে না, আমি যাহা কহিব। এই বলিয়া দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে

উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ! সমুদায় উদ্যোগ হইয়াছে, আর অনর্থ কাল হরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন আজি মাধব্য, মৃগয়ার দোষ কীর্ত্তন করিয়া, আমাকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি, রাজার অগোচরে ইঙ্গিত দ্বারা মাধব্যকে কহিলেন সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিয়ৎক্ষণ স্বামীর চিত্তবৃত্তি অনুবর্ত্তন করি। অনন্তর রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন; ও কখন কি না বলে। মৃগয়া অপকারী কি উপকারী মহারাজই বিবেচনা করিয়া দেখুন না কেন। প্রথমতঃ, স্থূলতা জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্মক্ষম হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয় তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে আর চলিত লক্ষ্যে শর ক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে; যদি চলিত লক্ষ্যে শর ক্ষেপ অব্যর্থ হয় ত তাহা অপেক্ষা ধনুর্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে। অতএব, মৃগয়াকে ব্যসন মধ্যে গণ্য করা অতি অবিবেচনার কর্ম। বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ ও এরূপ উপকার আর কিসে আছে। মাধব্য, শুনিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন আরে নরাধম! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না, ইনি আজি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দেখিতেছি তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এই রূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ! আমরা আশ্রম-সমীপে আছি; এই নিমিত্ত তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে অবগাহন করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক, হরিণগণ, তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া, রোমন্থ অভ্যাস করুক, বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তা ভক্ষণ করুক; আর আমার শরাসনও বিশ্রাম করুক। সেনাপতি কহিলেন মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন তবে যে সকল মৃগয়ানুচর পূর্ব্বে বন প্রস্থান করিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। আর সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ কর যেন তাহারা কোন ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সমুদায় পরিচারকগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য উভয়ে সন্নিহিত সুশীতল লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; যেহেতু, দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন কেন তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন তা নয় হে, আশ্রমললামভূতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে উল্লেখ করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন এ কি বয়স্য! তপস্বিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে অনুচিত বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে এই মাত্র; নতুবা, বস্তুতঃ সে তপস্বিকন্যা নহে।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন যেমন পিণ্ডখর্জ্জুর আহার করিয়া রসনা মিষ্টরসে অভিভূত হইলে তেঁতুল খাইতে অভিলাষ হয়; সেইরূপ, স্ত্রীরত্ন পরিভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন না বয়স্য! তুমি তাহাকে দেখ নাই এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন তার সন্দেহ কি;

সে বস্তু অবশ্যই রমণীয় যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! অধিক কি কহিব তাহার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয় বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্র পটে চিত্রিত করিয়া পরে জীবন দান করিয়াছেন; অথবা মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রীসকল সঙ্কলন করিয়া, মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যথা স্থানে বিন্যাস করিয়া, মনে মনেই তাহার শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন; নতুবা হস্ত দ্বারা নির্ম্মাণ করিলে শরীরের সেরূপ কোমলতা ও রূপ লাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অলৌকিক স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! বুঝিলাম শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন তাহার রূপ, অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্প স্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নব পল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ন স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ। জানিনা, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্ম্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এই রূপ বর্ণনা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া মাধব্য কহিলেন বয়স্য তবে শীঘ্র শীঘ্র তাহার উদ্ধার কর; যেন এরূপ অমূলভরূপনিধান কন্যানিধান কোন অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীন। বিশেষতঃ কুলপতি কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্য। জিজ্ঞাসা করি বল দেখি তোমার উপর তাহার অনুরাগ আছে কি না। রাজা কহিলেন বয়স্য! তপস্বিকন্যারা স্বভাবতঃ অপ্রগল্‌ভস্বভাবা তথাপি তাহার আকার ইঙ্গিতে আমার প্রতি তাহার অনুরাগের স্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। যতক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল আমার সহিত কথা কহে নাই; কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে অনন্যচিত্তা হইয়া স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে। আর নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে; কিন্তু অন্য দিকেও অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। আর প্রস্থান কালে, কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়া, কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল এই বলিয়া দাড়াইয়া রহিল; এবং কুরুবক শাখায় বল্কল লাগিয়াছে এই বলিয়া বল্কল মোচনচ্ছলে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তবে তোমার মনোরথ সিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন বয়স্য! কোন কোন তপস্বীরা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। এখন বল দেখি কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন কেন অন্য ছলের প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া তপস্বীদিগকে বল রাজস্ব দাও। রাজা কহিলেন তপস্বীরা অন্যবিধ রাজস্ব দেন। তাঁহারা যে রাজস্ব দেন তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও সমধিক প্রার্থনীয়। দেখ, প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয় তাহা বিনশ্বর; কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশ স্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমত সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কহিল মহারাজ! তপোবন হইতে দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন অবিলম্বে লইয়া আইস। অনন্তর ঋষিকুমারেরা রাজসমীপে উপনীত হইয়া মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। ঋষিকুমারেরা কহিলেন মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে নাই, এই নিমিত্ত নিশাচরেরা যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়া তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত। রাজা

শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, ঋষিকুমারদিগকে কহিলেন আপনারা প্রস্থান করুন; আমি অবিলম্বে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋষিকুমারেরা সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! না হইবে কেন, আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে; বিপদগ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলাদর্শনে কৌতূহল থাকে আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া তাহাকে দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে নিশাচরের নাম শুনিয়া সে অভিলাষ একবারেই গিয়াছে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন ভয় কি আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক। এই রূপ কথোপকথন হইতেছে; এমত সময়ে দ্বারপাল আসিয়া কহিল মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু বৃদ্ধ মহিষীর বার্ত্তা লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন অবিলম্বে উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল মহারাজ! বৃদ্ধ দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবসে মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

রাজা, এ দিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, এ দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয়, কি করি; এই বলিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন কেন ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে অবস্থিতি কর। রাজা কহিলেন বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন সখে! মা তোমাকে পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন; অতএব তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও; এবং যাইয়া জননীর পুত্রকার্য্য সম্পাদন কর। তাঁহাকে কহিবে আমি তপস্বীদিগের কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি এই নিমিত্ত যাইতে পারিলাম না। মাধব্য, ভাল আমি চলিলাম, কিন্তু তুমি যেন আমাকে নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না; এই বলিয়া কহিলেন এক্ষণে আমি রাজার অনুজ হইলাম। অতএব রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে; অতএব সমুদায় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন তাহা হইলে আজি আমি যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানী প্রতিগমন নির্দ্ধারিত হইলে, রাজা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ অতি চপল-স্বভাব, হয় ত শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রচার করিবেক। কি করি। অথবা এইরূপ কহিয়া বিদায় করি। এই বলিয়া মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন বয়স্য! ঋষিরা কয়েক দিনের নিমিত্ত তপোবনে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; তাঁহাদের আজ্ঞা অবহেলন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে এই নিমিত্ত রহিলাম; নতুবা যথার্থই আমি শকুন্তলা লাভে অভিলাষী হইয়াছি এমন নয়। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাস মাত্র; তুমি যেন যথার্থ ভাবিয়া একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তাহার সন্দেহ কি, আমি এক বারও তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ ভাবি নাই। অনন্তর রাজা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিরাকরণার্থে তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মাধব্যও যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমুদায় অনুযাত্রিকগণ সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় অংক

রাজা এইরূপে মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্যসামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া তপস্বিকার্য্যানুরোধে তপোবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন যামিনী কেবল শকুন্তলা-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন ও দুর্বল এবং সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। ফলতঃ, আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোন বিষয়েই তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইব নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন এই আশঙ্কায় সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন। আর তিনি শকুন্তলার প্রতি যেরূপ, শকুন্তলাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ কি না এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সংশয়ারূঢ় ছিলেন।

একদিবস মধ্যাহ্নকালে একাকী নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন শকুন্তলাদর্শন ব্যতিরেকে আর আমার প্রাণ ধারণের উপায় নাই। কিন্তু তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমাকে রাজধানী গমনের অনুমতি করিবেন তখন আমার কি দশা হইবেক। কি রূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই? বোধ করি শকুন্তলা মালিনীনদীর তীরবর্ত্তী সুশীতল লতামণ্ডপে আতপকাল অতিপাত করিতেছেন, অতএব সেইখানেই যাই, প্রিয়াকে দেখিতে পাইব। এই বলিয়াই একাকী গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়েই সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলার রাজদর্শনদিবসাবধি, ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বরাগসম্ভব সমস্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার কোন অংশে কোন প্রভেদ ছিল না। সে দিবস শকুন্তলা সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জ বনে লইয়া গেলেন এবং তন্মধ্যবর্ত্তী সুশীতল শিলাতলে নব পল্লব ও জলার্দ্র পদ্মপত্র প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শয়ন করাইয়া অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে সেই নিকুঞ্জ বনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন প্রভৃতি নানা লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন শকুন্তলা তথায় আছেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া লতার অন্তরাল হইতে শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রাণপ্রিয়াকে দেখিলাম। অনন্তর, ইহারা তিন সখীতে মিলিয়া কথোপকথন করিতেছে, লতাবলয়ে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করি, এই বলিয়া উৎসুক মনে ও সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এখানে, শকুন্তলার শরীরতাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, সুশীতল জলার্দ্র নলিনী দল লইয়া কিয়ৎক্ষণ বায়ু সঞ্চালন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন সখি শকুন্তলে! কেমন নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে! শকুন্তলা কহিলেন সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? তাঁহারা উভয়ে শুনিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা দুষ্মন্তচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা শুনিয়া ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাকে অত্যন্ত অসুস্থশরীরা দেখিতেছি; কিন্তু কি কারণে অসুস্থা হইয়াছে? কি গ্রীষ্ম দোষেই ইহার এরূপ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইহারও তাহাই। অথবা এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রীষ্ম দোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোন মতেই সম্ভাবিত নয়।

প্রিয়ংবদা শকুন্তলার অগোচরে অনুসূয়াকে কহিলেন সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শনাবধিই শকুন্তলার মন এ প্রকার হইয়াছে; আর কোন কারণে ইহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এমত বোধ হয় না। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমারও এই অনুভব হয়; ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সখি! তোমার শরীরের সন্তাপ অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অতএব তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। শকুন্তলা কহিলেন সখি! কি বলিবে বল। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! তোমার মনের কথা কি আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। কিন্তু ইতিহাসকথায় বিরহী-দিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়, বোধ করি তোমারও যেন সেই অবস্থাই ঘটিয়াছে। অতএব বল কি নিমিত্ত তোমার এই ক্লেশ। প্রকৃত রূপে রোগ নির্ণয় না হইলে প্রতীকার চেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এমন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের ক্লেশ গোপন করিয়া রাখ। দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছ; দেখ তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা অন্তরাল হইতে শুনিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে; দেখিলে দুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু এ অবস্থাতে দেখিয়াও আমার মনে কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হইতেছে।

শকুন্তলা, মনের ব্যথা আর গোপন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন সখি! যদি তোমাদের কাছে না বলিব আর কার কাছেই বলিব; কিন্তু মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! এই নিমিত্তই আমরা এত জিদ করিতেছি; তুমি কি জানন৷ আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে তখন এ অবশ্যই আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবে। প্রথম সন্দর্শন দিবসে প্রস্থান কালে সতৃষ্ণনয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াছিল তথাপি এখন কি কহিবে এই ভয়ে কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন যে অবধি সেই রাজর্ষি আমার নয়নগোচর হইয়াছেন—এই মাত্র কহিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন আর অধিক কহিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিলেন সখি! বল, বল; আমাদের নিকট লজ্জা কি! তখন শকুন্তলা কহিলেন সেই অবধি তাঁহাতে অনু-রাগিণী হইয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া বিষণ্ন বদনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন সখি! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ; অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?

রাজা শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন যা শুনিবার তা শুনিলাম; এত দিনের পর তাপিত প্রাণ শীতল হইল। শকুন্তলা কহিলেন অতএব যদি তোমাদের মত হয় তবে এমন কোন উপায় কর যাহাতে আমি সেই রাজর্ষির অনুকম্পার পাত্র হই। নতুবা আমাকে মনে রাখিও। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন সখি!

আর ইহাকে সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই। আর কালাতিপাত করা অকর্ত্তব্য। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! যাহাতে অবিলম্বে শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয় এমন কি উপায় হয় বল! প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! অবিলম্বে শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর নহে! তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষি, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন।

রাজা শুনিয়া আত্মশরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া আমার শরীর বিবর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; এবং দুর্ব্বল ও কৃশ ও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়ে! ইহার মদনলেখন করা যাউক। আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া দেবসেবা ব্যপদেশে সেই রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব! অনসূয়া কহিলেন সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিবে; তোমাদের যা ভাল বোধ হয় তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত এক পত্রিকা রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন সখি! পত্রিকা রচনা করিতেছি; কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন সুন্দরি! তুমি যাহার অবজ্ঞা ভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই তোমার সমাগমের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহাকেও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই সকলে অন্বেষণ করিয়া থাকে। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা ও শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া কহিলেন অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি শরৎকালীন জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দ্বারা নিবারণ করিয়া থাকে। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্রিকা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন! পরে, রচনা প্রস্তুত হইলে, কহিলেন সখি! আমি রচনা স্থির করিয়াছি; কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন কেন এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন ভাল, শুন দেখি সঙ্গত হইয়াছে কিনা। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন "হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জানি না; কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি"। রাজা শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, সহসা সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, দেখিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবার সংবর্দ্ধনা করিলেন। শকুন্তলাও, সাতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা নিবারণ করিয়া কহিলেন সুন্দরি! এত ব্যস্ত হইতে হইবে না। দেখ, তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোন মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় অত্যন্ত জড়ীভূতা হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! তত উতলা হইয়া এখন এত কাতর হইতেছ কেন! রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন বোধ হইতেছে তোমাদের সখী অতিশয় অসুস্থা হইয়াছেন। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন এখন সুস্থা হইবেন। শকুন্তলা শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন মহারাজ! শুনিতে পাই রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে; কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না। অতএব আমরা যেন সখীর নিমিত্ত অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন

যথার্থ বটে রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে; কিন্তু আমি অপকট হৃদয়ে কহিতেছি তোমাদের সখীই আমার জীবন সর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিতা হইয়া কহিলেন মহারাজ। আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা কহিয়াছি, ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! যদি কিছু কহিয়া থাকি ক্ষমা করিবেন। পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এমত সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন অনসূয়ে! মৃগশাবকটী উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধ করি আপন জননীকে অন্বেষণ করিতেছে। অতএব আমি উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহাকে ধরিতে পারিবে না; অতএব চল আমিও যাই। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন সখি! দুজনেই আমাকে ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন সখি! কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

উভয়ে প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন। আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি অতি মান্য ব্যক্তি; এ দুঃখিনীকে অপরাধিনী করেন কেন। এই বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! এ কি কর; একে মধ্যাহ্নকাল অতি উত্তাপের সময়; তাহাতে তোমার অবস্থা এই। এমত সময়ে এমত অবস্থায় লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই বলিয়া হস্তে ধরিয়া নিবারণ করিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! ছাড়িয়া দাও, সখীদিগের নিকটে যাই; তুমি জান না, আমি আপনার অধীন নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ। আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন, আমি আপনাকে কিছু বলি নাই, দৈবের তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন দৈবকে তিরস্কার কেন কর, দৈবের অপরাধ কি। শকুন্তলা কহিলেন দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমাকে পরের অধীন করিয়া পরের গুণে লোভিত করে কেন।

এই বলিয়া শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনর্ব্বার শকুন্তলার হস্ত ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন সুন্দরি! তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন। ভগবান্ কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত ঋষিকন্যারা গান্ধর্ব্ব বিধান দ্বারা আপনাদিগকে অনুরূপ পাত্রের হস্তগতা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি! তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, অন্তরালে থাকিয়া ইঁহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া লতাবিতানে আবৃতশরীরা হইয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দ্দয়া, আমাকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি অতি কঠিন। পরে কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন আর এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি। পরে শকুন্তলার মৃণালবলয় সম্মুখে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং পরম সমাদরে বক্ষস্থলে স্থাপিত করিয়া, কৃতার্থম্মন্য চিত্তে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! তোমার এই মৃণালবলয় অচেতন হইয়াও এই দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখ শান্তি করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, আর ইহা শুনিয়া বিলম্ব করিতে পারিল না, কিন্তু কি বলিয়াই যাই, অথবা এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই, এই বলিয়া পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শন মাত্র হর্ষ সাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন এই যে, আমার প্রাণেশ্বরী আসিয়াছেন। বুঝিলাম, দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনর্ব্বার প্রিয়াকে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিল, অমনি নব জলধর হইতে সুশীতল সলিলধারা নিপতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন মহারাজ! অর্দ্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে আমি এই মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি; আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন যদি তুমি আমাকে যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তোমার মৃণালবলয় তোমাকে ফিরিয়া দি, নতুবা দিব না। শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন এস এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা শকুন্তলার হস্ত লইয়া কিয়ৎক্ষণ স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। শকুন্তলাও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জড়প্রায়া হইয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! সত্বর হও সত্বর হও। রাজা আর্য্যপুত্র-সম্ভাষণ শ্রবণে সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্র শব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে। বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল। অনন্তর শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি। মৃণালবলয়ের সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না; যদি তোমার মত হয়, অন্য প্রকারে সঙ্ঘটন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন তোমার যা অভিরুচি।

অনন্তর রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিয়া কহিলেন সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন দেখিব কি, কর্ণোৎপলরেণু আমার নয়নে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই না। রাজা হাস্যমুখে কহিলেন যদি তোমার মত হয় ফুৎকার দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন তাহা হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমাকে অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন সুন্দরি! না না না; নূতন ভৃত্য কখন প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন ঐ অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ। অনন্তর রাজা শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া তাঁহার মুখকমল উত্তোলন করিলেন। শকুন্তলা শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন সুন্দরি। শঙ্কা করিও না। এই বলিয়া শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শকুন্তলা কহিলেন আর তোমার পরিশ্রম করিতে হইবেক না, আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে; আর কোন অসুখ নাই। মহারাজ! তুমি আমার এত উপকার করিলে, আমি তোমার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই; আমি যে তোমার সুরভি মুখকমলের আঘ্রাণ পাইয়াছি তাহাই

আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইয়াছে। দেখ মধুকর কমলের আঘ্রাণ মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা কহিলেন সন্তুষ্ট না হইয়াই কি করে।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে "চক্রবাকবধূ। রজনী উপস্থিত; এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও" এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন শকুন্তলা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! আমার পিতৃষ্বসা আর্য্যা গোতমী, আমার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন। এই নিমিত্তই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা চক্রবাক চক্রবাকীচ্ছলে আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। অতএব তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে নির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গোতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং শকুন্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! শুনিলাম আজি তোমার অত্যন্ত অসুখ হয়েছিল, এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন হাঁ পিসি! আজি বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে সেচন করিয়া, কহিলেন বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হইয়া থাক। অনন্তর লতামণ্ডপে অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া কহিলেন এই অসুখ তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন না পিসি! আমি একলা ছিলাম না; অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গোতমী কহিলেন বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অংক

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইল। পরিশেষে রাজা, গান্ধর্ব্ববিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহ সমাধান পূর্ব্বক ধর্ম্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

রাজা প্রস্থান করিলে পর, এক দিবস অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন সখি! যদিও শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারা আপন অনুরূপ পতিলাভ করিয়াছে, তথাপি আমার এই ভাবনা হইতেছে যে পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! সে সন্দেহ করিও না; তেমন আকৃতি কখন গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, তাত কণ্ব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কি করেন। অনসূয়া কহিলেন সখি! আমার বোধ হইতেছে তিনি শুনিয়া রুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম্ম হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথমাবধিই এই সঙ্কল্প করিয়াছেন গুণবান্ পাত্রে কন্যা প্রতিপাদন করিবেন; যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য্য হইলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আশ্রমকুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শকুন্তলা রাজার চিন্তায় একান্ত নিমগ্না হইয়া একাকিনী কুটীরে উপবিষ্টা আছেন। এমত সময়ে, দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন আমি অতিথি। শকুন্তলা একালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলেন সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞা দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন আঃ পাপীয়সি তুমি অতিথির অপমান করিলে। তুমি যাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলে; আমি এই শাপ দিতেছি; তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেও সে তোমাকে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা শুনিতে পাইয়া ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন হায়! "হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল; শূন্য হৃদয়া শকুন্তলা কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা; ইঁহার কথায় কথায় কোপ, ঐ দেখ, শাপ দিয়া রোষভরে সত্বরে প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবে বল; শীঘ্র গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমি পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন। অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়ার কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন সখি! জানই ত, সে স্বভাবতঃ অতি কুটিলহৃদয়; সে কি কাহারও অনুনয় গ্রহণ করে; তথাপি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া এই নিবেদন করিলাম ভগবান্! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে। কৃপা করিয়া তাহার এই প্রথমাপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন আমি যাহা কহিয়াছি কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলেই তাহার শাপ মোচন হইবেক। এই বলিয়াই চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন ভাল, আশ্বাসের পথ হইয়াছে; রাজর্ষি প্রস্থান কালে শকুন্তলার অঙ্গুলীতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপ মোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, তাঁহার সেই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইলেই স্মরণ হইবে। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শকুন্তলা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া স্পন্দহীনা মুদ্রিতনয়না চিত্রার্পিতার ন্যায় উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন অনসূয়ে! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে; অনসূয়া কহিলেন সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদের দুজনের মনে-মনেই থাকুক। কোন মতেই কর্ণান্তর করা হইবেক না; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমি কি পাগল হয়েছ; এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয়। কোন্ ব্যক্তি উষ্ণোদকে নবমালিকা সেচন করে।

কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমত সময়ে দৈববাণী হইল "মহর্ষে! রাজা দুষ্মন্ত, মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন"। মহর্ষি, এইরূপে শকুন্তলাপরিণয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া,

তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না। বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর শকুন্তলার নিকটে গিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন বৎসে। আমি তোমার পরিণয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং অদ্যই, দুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্তৃসন্নিধানে পাঠাইয়া দিতেছি। অনন্তর কণ্বের আদেশানুসারে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য শকুন্তলা সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষা সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন অদ্য শকুন্তলা যাইবে বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন বাষ্পবারিপূর্ণ হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমাদেরও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসারীরা এমত অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল হরণ করিতেছ কেন। এই বলিয়া তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগকে জলসেক না করিয়া কদাচ অগ্রে জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহবশতঃ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না, তোমাদের কুসুম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহ যাইতেছেন তোমরা সকলে অনুমতি কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি! তুমি যে কেবল তপোবন বিরহে কাতরা হইতেছ এরূপ নহে; তোমার বিরহে তাপাবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ। দেখ! সচেতন জীব মাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল হইয়াছে—হরিণগণ আহার বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন গুন ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইবনা। এই বলিয়া বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন বনতোষিণী! শাখাবাহু দ্বারা আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন কর, আজি অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে বল। এই বলিয়া শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে, তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে!

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে,

শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইলে, শকুন্তলা কহিলেন আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানে: এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন! কণ্ব কহিলেন বৎসে তুমি জননীর ন্যায় যাহাকে প্রতি পালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণ শোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমন রোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! আর আমার সঙ্গে এস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর তাত কণ্ব তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার আবশ্যক নাই; এই স্থলেই যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। অনন্তর সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া, রাজাকে, আমার নাম গ্রহণ করিয়া, কহিবে "আমরা বনবাসী তপস্যায় কাল যাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এবং বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে শকুন্তলাকে স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাকে স্নেহ দৃষ্টি রাখিবে। আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা। ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক; তাহা আমাদিগের বলিয়া দিবার নয়"।

শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটি কিন্তু লৌকিক বৃত্তান্তরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নাই। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে, স্বামী কার্কশ্য প্রদর্শন করিলেও রোষবশা হইয়া প্রতিকূলচারিণী হইবে না, পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, এবং সৌভাগ্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না। যুবতীরা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়, বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টক স্বরূপ। ইহা কহিয়া কহিলেন দেখ, গোতমীই বা কি বলেন। গোতমী কহিলেন বধূদিগকে এই বই আর কি কহিয়া দিতে হইবেক। পরে শকুন্তলাকে কহিলেন বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না। আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন অনসূয়া প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে। ইহারা সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক! কণ্ব কহিলেন বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই। অতএব সে পর্য্যন্ত যাওয়া উপযুক্ত নয়; গোতমী তোমার সঙ্গে যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব কহিলেন বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন; তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণী পদে প্রতিষ্ঠিতা

হইয়া সাংসারিক কার্য্যে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন তাত! আবার কতদিনে এই তপোবনে আসিব। কণ্ব কহিলেন বৎসে! সসাগরা ধরীত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহত প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাবহারে পুনর্ব্বার এই শান্তরসাম্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাবার বেলা বহিয়া যায়। সখীদিগকে যাহা কহিতে হয় কহিয়া লও। আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়া কহিলেন সখি! তোমরা উভয়ে আমাকে এককালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিনজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন তবে তাঁহাকে তাঁহার স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন বল। আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন না সখি, ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্মন্ত রাজধানী প্রতি প্রস্থান করিলেন। মহর্ষি কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষিও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখ হইলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিলে লোক নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হয়, তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুস্থ হইলাম।

পঞ্চম অংক

রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে একান্তে আসীন হইয়া, স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন, এমত সময়ে হংসপদিকা নাম্নী এক পরিচারিণী সঙ্গীতশালাতে অতি মধুর স্বরে এই ভাবের একটী গান করিতে লাগিল "অহে মধুকর! অভিনবমধুলোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধু পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহাকে একবারে বিস্মৃত হইলে কেন"।

তানলয়বিশুদ্ধস্বরসংযোগবতী গীতি শ্রবণ করিয়া রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন। কিন্তু কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে। প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু আমার প্রিয়জনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা মনুষ্য, সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা সুমধুর গীতি শ্রবণ করিয়া যে আকুলহৃদয় হয় বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন এমত সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! হিমালয়ের উপত্যকাবর্ত্তি অরণ্যবাসী কয়েকজন তপস্বী মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া মহারাজের নিকট আসিয়াছেন কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বিনাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন তুমি উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া স্বয়ং সমভিব্যাহারে করিয়া আমার নিকটে লইয়া আইসেন। আমিও ইত্যবকাশে তপস্বি-দর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ দিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া রাজা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন; কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোন দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে; কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমার মন অত্যন্ত আকুল হইতেছে। তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাকুলচিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন, সেই হেতু প্রীত হইয়া মহারাজকে সভাজন করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে সোমরাত তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে সাতিশয় প্রীত হইতে হয় ও অত্যন্ত প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফল ভরে অবনত হইয়াই থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্রভাবই অবলম্বন করে; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা দুই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অনুদ্ধতস্বভাবই হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণাক্ষি স্পন্দন হইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন পিসি! আমার দক্ষিণ নয়নের স্পন্দন হইতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন বৎসে! তোমার অমঙ্গল দূর হউক; পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও অত্যন্ত অস্থির হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে, কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপলাবণ্যের মাধুরী কখন কাহার নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন সে যা হউক পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এ দিকে শকুন্তলাও আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন; আর্য্যপুত্রের ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন। ঋষিরা অভীষ্টসিদ্ধিরস্তু বলিয়া পুনর্ব্বার আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন, মুনিদিগের নির্ব্বিঘ্নে তপস্যানুষ্ঠান হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন মহারাজ! আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকিতে ধর্ম্ম ক্রিয়ায় বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়; সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে

পারে ? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ কণ্বের কুশল। ঋষিরা কহিলেন হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচার পরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন আমাদিগের গুরু মহর্ষি কণ্বের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি নিবেদন করি শ্রবণ করুন। মহর্ষি কহিয়াছেন "আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি। আপনি আমার শকুন্তলার সর্ব্বাংশে যোগ্য পাত্র। এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন গ্রহণ করুন"। গৌতমীও কহিলেন আর্য্য! আমি কিছু বলিতে চাই কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলা আপন গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই! অতএব তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে।

শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন না জানি আর্য্যপুত্র কি বলেন। রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাপরিণয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন সুতরাং শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা শুনিয়া একবারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও এরূপ কহিতেছেন কেন। আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও অত্যন্ত সাধুশীলা হয় তথাপি সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে! এই নিমিত্ত সে পতির অপ্রিয়া হইলেও তাহার পিতৃপক্ষীয়েরা তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন আমি ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি না কি ? শকুন্তলা শুনিয়া বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব রাজার অস্বীকার শ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততা আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্ম সংস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। অন্যে অন্যায় করিলে আপনাকে দণ্ড বিধান করিতে হয়। এক্ষনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মদ্বেষী হওয়া উচিত কি না ? রাজা কহিলেন আমাকে এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন ? শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয় তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোন ক্রমেই এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়া গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে! লজ্জিতা হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া মুখের অবগুণ্ঠন নিরাকরণ করিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক সংশয়ারূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন ? রাজা কহিলেন মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। সুতরাং কি প্রকারে ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি। বিশেষতঃ ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবন করিয়া শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন হায় কি সর্ব্বনাশ!

একবারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া অশেষ সুখ সম্ভোগে কাল হরণ করিব বলিয়া যত আশা করিয়াছিলাম্ সে সমুদায় এক কালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন! মহারাজ! বিবেচনা করুন মহর্ষি কেমন সদাশয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি তাঁহার অগোচরে তদীয় অনুমতি-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তুষ্টই হইয়াছেন এবং আপনকার নিকট কন্যাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে প্রত্যাখ্যান করিয়া এরূপ সদাশয় মহানুভবের অবমাননা করা মহারাজের কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, অতএব আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি কহিলেন অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি এক কথায় সকল বিষয়ের শেষ করিতেছি। এই বলিয়া শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার, বলিয়াছি। মহারাজ এইরূপ কহিতেছেন। তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে উঁহার প্রতীতি জন্মে এরূপ কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। কিন্তু আত্মশোধন আবশ্যক এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র!—এইমাত্র কহিয়া কিঞ্চিৎ স্তব্ধ হইয়া কহিলেন যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে তখন আর আর্য্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করা অবিধেয়। এই বলিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে সেইরূপ অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষাকালীন নদী তীর-তরুকেও পতিত ও আপনার প্রবাহকেও পঙ্কিল করে, সেইরূপ তুমি আমাকেও পতিত ও আপন কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন ভাল, যদি তুমি যথার্থই পরিণয় সন্দেহ করিয়া, পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোন অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার আশঙ্কা দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন এ উত্তম কল্প; ভাল, কোই কি অভিজ্ঞান, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন ম্লানবদনা ও বিষাদ সমুদ্রে মগ্না হইয়া গোতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গোতমী কহিলেন বোধহয়, আলগা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন "স্ত্রীজাতি অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি" এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে ইহা তাহার এক উত্তম উদাহরণ।

রাজার এইরূপ ভাবদর্শনে ম্রিয়মাণা হইয়া শকুন্তলা কহিলেন আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ অঙ্গুরীয় দর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম। ভাল, এমন কোন কথা বলিতেছি যাহা শুনিলে অবশ্যই তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবেক। রাজা কহিলেন এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন মনে করিয়া দেখ, একদিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকা মণ্ডপে বসিয়া ছিলাম। তোমার হস্তে একটী জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। রাজা কহিলেন ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন সেই সময়ে আমার

কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহাকে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না। পরে আমি হস্তে করিলে, সে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এই জন্য ও তোমার নিকট আসিল।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। গৌতমী কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন মহাভাগ! এ জন্মবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাকে বলে জানে না। রাজা কহিলেন তাপসবৃদ্ধে! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা; শিখিতে হয় না। মানুষের কথা কি কহিব পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন প্রবঞ্চনা করিয়া, স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন অনার্য্য! তোমার আপনার যেমন মন, অন্যকেও সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোন কর্ম্ম করে না। যখন যাহা করিয়াছে সমুদায়ই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কোই, কেহ বলুক দেখি, তোমার পাণিগ্রহণবৃত্তান্ত জানে কি না। শকুন্তলা কহিলেন তুমি আমাকে স্বেচ্ছাচারিণী করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া যখন আমি মধুমুখ পাষাণ-হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এই ঘটিবেক ইহা অসম্ভব নহে। এই বলিয়া অঞ্চল মুখে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন না বুঝিয়া কর্ম্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়। শার্ঙ্গরবের এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ; আর যাঁহারা পরপ্রতারণাকে বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করেন তাঁহাদের কথাই প্রমাণ হইল। তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবেক। শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন 'নিপাত'। রাজা কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া, শারদ্বত কহিলেন শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলে প্রয়োজন কি? আমরা গুরুর নিয়োগ অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী তিনজনে প্রস্থান করিলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমাকে ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হইবেক! এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে। দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন; এখানে থাকিয়া আর

কি কারবেক, বল। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন আঃ দুর্ব্বৃত্তে! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থই সেইরূপ হও, তাহা হইলে তুমি স্বৈরিণী হইলে; তাত কণ্ব তোমাকে লইয়া আর কি করিবেন; আর যদি তুমি মনে মনে আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়। অতএব এইখানেই থাক, আমরা চলিলাম; এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে তপস্বীদিগকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রতারণা করিতেছেন কেন। পুরুবংশীয়েরা জিতেন্দ্রিয়; প্রাণান্তেও পরবনিতা পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না। দেখুন, চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলা আশঙ্কা করিয়া, অধর্ম্ম ভয়ে, শকুন্তলা পরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবিত নহে আপনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ভাল, মহাশয়কেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীই মিথ্যা বলিতেছেন, এমত সন্দেহ স্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন এ কথা বলি কেন! সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত হইবেন। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন ইঁহাকে গ্রহণ করিবেন। নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপ গমন স্থিরই রহিয়াছে। রাজা কহিলেন যাহা আপনাদিগের অভিরুচি। তখন পুরোহিত শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবি! বিদীর্ণ হও আমি প্রবেশ করি, আমি এ প্রাণ রাখিব না, এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয়ই অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন; এমত সময়ে "কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল বচনে কহিলেন মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। কণ্বশিষ্যেরা প্রস্থান করিলে পর, সেই স্ত্রী অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃ পদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন মহাশয়! যে বিষয় প্রত্যাখ্যান করা গিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি। আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন অতএব শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ অংক

নদীতে স্নান করিবার সময় রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চল হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। ভ্রষ্ট হইবামাত্র এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্য গ্রাস করিয়া ফেলে। সেই মৎস্য কয়েক দিবস পরে এক ধীবরের জালে পতিত হয়। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে ঐ মৎস্যকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হইল। অঙ্গুরীয় পাইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর নিশ্চয় করিয়া নগরপালকে সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল অরে বেটা চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল্। ধীবর কহিল মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি। যদি চুরি করিস নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোকে দান করিয়াছেন।

এই বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি, আমাকে মার কেন। আমি কেমন করিয়া এই আঙ্গটী পাইলাম বলিতেছি। এই বলিয়া কহিল আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল মর বেটা আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি। এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল আজি সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলাম তাহার উদর মধ্যে এই আঙ্গটী ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি এমত সময়ে আপনি আসিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি আর কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় মারুন; কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল অঙ্গুরীয়ে আমিষ গন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকীদারকে কহিল তুই এ বেটাকে এই খানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা সকল শুনিয়া যেমন অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হইয়া চৌকীদারকে কহিল অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে। এ চোর নয়। অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা কহিয়াছে তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর রাজা উহাতে অঙ্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া ধীবরকে বিদায় করিল এবং চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র শকুন্তলা-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত রাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর হইয়া, যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; এবং শকুন্তলার পুনর্দ্দর্শন বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহার, বিহার ও রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা একবারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া সর্ব্বদাই ম্লানবদনে কাল যাপন করেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কাহাকেও নিকটে আসিতে দেন না। কেবল প্রিয়বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত; নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে মাধব্য তাঁহাকে প্রমদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে সুশীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বয়স্য! যদি তুমি তপোবনে যথার্থই শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে তিনি উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন। রাজা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন বয়স্য! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। আমি রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া শকুন্তলাবৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, কতই অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর মাধব্যকে কহিলেন ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম, তোমাকে ত সমুদায় কহিয়াছিলাম; তুমি কেন কথা প্রসঙ্গে কোন দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপন কর নাই। তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে।

তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! আমার দোষ নাই; তুমি সমুদায় কহিয়া পরিশেষে কহিয়াছিলে শকুন্তলা-সংক্রান্ত যে সকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহাস-মাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্ব্বোধ, তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম। এই নিমিত্ত আর সে কথা উত্থাপন করি নাই। প্রত্যাখ্যান দিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরং, যাহা শুনিয়াছিলাম, বলিতাম। রাজা, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে কহিলেন বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন বয়স্য! এরূপ শোকে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোক মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোক মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়েই বায়ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি। তুমি অতি গম্ভীরস্বভাব; ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয়বয়স্যের প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্তু আমার মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া প্রস্থান কালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হৃদয়ে বিষলিপ্ত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি সেই সময়ে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবেক না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাস প্রদানার্থ কহিলেন বয়স্য! অত কাতর হইও না; কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার শকুন্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও সে আশা করি না। আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে—আমার তেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কেন। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! কোন বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে। দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবে, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন অঙ্গুরীয়! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা কি নিমিত্ত, প্রিয়ার অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, পুনর্ব্বার

সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে। রাজা কহিলেন রাজধানী প্রতিগমন কালে, প্রিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! কত দিনে আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে। তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটী অক্ষর গণিবে। গণনা সমাপ্ত না হইতে হইতেই আমার লোক আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। প্রিয়ার নিকট সরল হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু মোহান্ধ হইয়া একবারেই বিস্মৃত হইয়া যাই।

তখন মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা কহিলেন শুনিয়াছি শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন হাঁ সম্ভব বটে; সলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করিয়াছিল। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আমি এই অঙ্গুরীয়কে যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোমার কি লাভ হইল বল। অথবা তোমাকে তিরস্কার করা অন্যায়, কারণ অচেতন ব্যক্তি কখন গুণ গ্রহণ করিতে পারে না। নতুবা আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিলাম। এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি। অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন এমত সময়ে চতুরিকা নাম্নী এক পরিচারিকা এক চিত্রফলক আনয়ন করিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ। দেখিয়া কোন ক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহাকে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন চতুরিকে! বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস। অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন সখে! আমি স্বাদু শীতল নির্ম্মল জলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রিয়াকে সাক্ষাৎ পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন বয়স্য! তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যেরূপে হরিণগণকে তপোবনে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলাম সে সমুদায়ও চিত্রিত করিব; এবং প্রথম দর্শন দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষ পুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া রাজহস্তে এক পত্র সমর্পণ করিল। রাজা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য!

'কোথাকার পত্র, পত্র পাঠ করিয়া বিষণ্ণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক বণিক্ সমুদ্র পথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমাকে সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়। বংশ লোপ হইল, নাম লোপ হইল, বহু কালে বহু কষ্টে উপার্জ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন আমার লোকান্তর হইলে আমারও বংশ, নাম ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন। তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন বয়স্য! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দাও কেন। উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর আমার পুত্রমুখ নিরীক্ষণের আশা নাই।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা, অপুত্রতানিবন্ধন শোক সংবরণ পূর্ব্বক, প্রতীহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে, তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা আছেন কি না, অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতীহারী কহিল মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া প্রতীহারীকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যের সহিত পুনর্ব্বার শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন এমত সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া আসন পরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমাকে আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন নিবেদন করি শ্রবণ করুন্। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে কতক গুলি দানব দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত আপনাকে দেবলোক গিয়া দুর্জ্জয় দানব দলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন দেবরাজের এই আদেশে বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। পরে মাধব্যকে কহিলেন বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়দ্দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম; তিনিই একাকী সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন। এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অংক

রাজা দানব জয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্য সমাধানান্তে মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন কালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হই। মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও অপরিতোষ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া লজ্জিত হন।

দেবরাজও স্বকৃত সংকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সাতিশয় সঙ্কুচিত হন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিবেন না, বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সংকার করিয়া থাকেন তাহা মনোরথেরও অগোচর। দেখ, সমাগত সর্ব্ব দেব সমক্ষে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা সমর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানব জয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন দেবরাজ কৃত সংকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে আজি কালি মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব হইয়াছে। রাজা কহিলেন আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি সে দেবরাজেরই মহিমা। নিযুক্তেরা প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া উঠে। যদি সূর্য্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন তাহা হইলে অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন। তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন মহারাজ! বিনয় সদগুণের শোভা সম্পাদন করে এই কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপে কথোপকথনে আসক্ত হইয়া কিয়দ্দূর আগমন করিয়া রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ও পর্ব্বতের নাম কি?। মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও হেমকূট পর্ব্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি, তপস্বীদিগের তপস্যা সিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান। ভগবান্ কশ্যপ এই পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া যাইব। এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণ, চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। অতএব তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম। মাতলি কহিলেন মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অতিদূরবর্ত্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন তিনি এক্ষণে নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষ মূলে অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমন সংবাদ নিবেদন করি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দ হইতে লাগিল। তিনি নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন; এমত সময়ে, "বৎস! এত দুর্ব্বৃত্ত হও কেন" এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ অবিনয়ের স্থান নহে; এই অরণ্যে যাবতীয় জীব জন্তু, স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর পরম সৌহার্দ্দে কাল যাপন করে; কেহ কাহারো প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না। এমন স্থানে কে দুর্ব্বৃত্ততা করিতেছে। এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক অতি অল্প বয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর বল প্রকাশ করিতেছে। সিংহশিশুও অবিকৃত চিত্তে সেই বলপ্রকাশ সহ্য করিতেছে। অনন্তর, কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহরসপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন আপন ঔরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা, আমি পুত্রহীন বলিয়াই, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ প্রগাঢ় স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন বৎস! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহাকে ক্লেশ দাও। আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া, কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয় প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন বৎস! যদি তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটী ভাল খেলনা দিব।

রাজা এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সস্নেহনয়নে সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কোই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্ত প্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদিগের সঙ্গে কোন খেলনা ছিল না; সুতরাং তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল তোমরা খেলানা না দিলে, আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন সখি! ও কথায় ভুলাবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটীর ময়ূর আছে ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয় আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখ চুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন ইহার মুখ মধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত দন্ত গুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথা গুলি শ্রবণ করে তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিয়া, সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্ত গুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল এখনও ময়ূর দিলে না; তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তাহার হস্ত হইতে সিংহশাবক ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হইয়া কহিলেন এমন সময়ে এখানে কোন ঋষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া, পার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবা মাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্র বোধে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন অহে ঋষিকুমার? তুমি কেন তপোবনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ। তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন বালকের আকার প্রকার দেখিয়াই বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়। কিন্তু এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগম সম্ভাবনা নাই, এই জন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং, স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন পরের পুত্রের গাত্রস্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে, যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখানুভব করে তাহা বলা যায় না!।

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যন্ত শান্তস্বভাব হইল ইহা দেখিয়া, এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালককে ক্ষত্রিয়সন্তান নিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন মহাশয়! এ পুরুবংশীয়। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি যে বংশে জন্মিয়াছি ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে; তাঁহারা, প্রথমতঃ অশেষ সাংসারিক সুখভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন॥

অনন্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন এ দেবভূমি; মানুষে ইচ্ছা করিলেই এ স্থানে আসিতে পারে না। অতএব এ বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী অপ্সরা সম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুনর্ব্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তাপসীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিলেন আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ রাজার পুত্র। তখন তাপসী কহিলেন মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্ত্তন করিবেক। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই কথা আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই এককালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক। অথবা, পরস্ত্রী বিষয়ে এত অনুসন্ধান করা অবিধেয়। আর, আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদন করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনিয়ন করিলেন এবং বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল কোই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন না বৎস

তোমার মত এখানে আইসেন নাই আমি তোমাকে পক্ষীর লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। এই বলিয়া রাজাকে কহিলেন মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার আর কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে এই নিমিত্ত, অত্যন্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলাবণ্য শব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণ করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহার জননীরও নাম শকুন্তলা। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে খাটিতেছে। এই সকল শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবে কেন। অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা আন্দোলন করিতেছি। এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেকক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখে নাই, এই নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া, অন্বেষণ করিতে করিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে জলধারা বহিতে লাগিল। বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল মা। ও কে, ওকে দেখিয়া তুই কাঁদিস কেন। তখন শকুন্তলা গদগদ বচনে কহিলেন বাছা। ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল তাহাতেই অবমাননা করিয়া বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই আমার সকল বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছিল। তদবধি আমি কি অসুখে কালযাপন করিয়াছি তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আমি পুনর্ব্বার তোমার দর্শন পাইব আমার সে আশা ছিল না। আজি আমার কি সৌভাগ্যের দিবস বলিতে পারি না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা আস্তে আস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ। তোমার দোষ কি, আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পরে দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইল। এই বলিয়া শকুন্তলার চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যানকালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম, পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরো উথলিয়া উঠিল, দ্বিগুণ প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পর, দুঃখাবেগ নিবারণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনর্ব্বার স্মরণ করিবে সে প্রত্যাশা ছিল না। অতএব কিরূপে আমি পুনরায় তোমার স্মৃতিপথে পতিত হইলাম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! তৎকালে তুমি অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে, আদ্যোপান্ত

সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ব্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আর আমার উহাকে ধারণ করিতে সাহস হয় না।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নী সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন প্রিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণ দর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকট যাইতে পারি না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দূষ্য নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা, শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে সস্ত্রীক দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ ও অদিতি, "বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শকুন্তলাও স্বয়ং প্রণাম করিলেন এবং পুত্রটীকেও প্রণাম করাইলেন। কশ্যপ কহিলেন বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমাকে অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। অনন্তর কশ্যপ ও অদিতি সকলকে উপবেশন করিতে কহিলেন:

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। আমি মৃগয়া প্রসঙ্গে মহর্ষির তপোবনে উপস্থিত হইয়া, গান্ধর্ব্ব বিধানে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে ইনি যৎকালে রাজধানীতে উপস্থিত হন তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল যে ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট অত্যন্ত অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক এবং যাহাতে মহর্ষি কণ্ব আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করেন তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যান-নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! রাজা তপোবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এককালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলে সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবর্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি, তাহাতে সাতিশয় কুপিত হইয়া, তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া যান যে তুমি যাহার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলে সে কখনই তোমাকে স্মরণ করিবে না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা

শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করে। তখন তিনি কহিলেন এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলে স্মরণ করিবেক।

এইরূপে শাপবৃত্তান্ত কহিয়া রাজাকে কহিলেন বৎস! দুর্ব্বাসার শাপ প্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তুমি উহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয় বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞান দর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত, অঙ্গুরীয় দর্শন মাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, রাজা কহিলেন ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরল হৃদয় হইয়া, কেন আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন। দুর্ব্বাসার শাপেই আমার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। এই নিমিত্তই, তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্ন পূর্ব্বক, আর্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আমি ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে, আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষোভ থাকিত।

পরে, কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। তখন রাজা কহিলেন ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে। অদিতি কহিলেন অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই প্রিয় সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদনুসারে কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদ দানার্থ, প্রেরণ করিলেন। এবং রাজাকে কহিলেন বৎস বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক পত্নী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ

বেতাল-পঞ্চবিংশতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

বেতাল-পঞ্চবিংশতি

উপক্রমণিকা

উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্খ সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে লক্ষযোজন বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।

একদা রাজা বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'জগদীশ্বর আমায় নানা জনপদের অধীশ্বর করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতচিন্তার ভার দিয়াছেন। আমি আত্মসুখে নিরত হইয়া তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না; কেবল অধিকৃতবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহারা প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি প্রচ্ছন্ন-বেশে পর্য্যটন করিয়া প্রজাগণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব।' অনন্তর তিনি নিজ অনুজ ভর্ত্তৃহরির হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীবাসী এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বহু কাল অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি আপন উপাস্য-দেবতার নিকট বরস্বরূপ এক অমরফল পাইয়া আনন্দিত-মনে গৃহে আসিয়া স্বীয় ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "দেখ, দেবতা তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন;—বলিয়াছেন, ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয়।" ব্রাহ্মণী শুনিয়া অতিশয় খেদ করিয়া কহিলেন, "হায়! অমর হইয়া আর কতকাল যন্ত্রণাভোগ করিবে? তুমি কি সুখে অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না। বরং এই দণ্ডে মৃত্যু হইলে সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয়।"

গৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমি তৎকালে না বুঝিয়া এই দেবদত্ত ফল লইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল। এখন তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব।" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "এই ফল রাজা ভর্ত্তৃহরিকে দিয়া, ইহার পরিবর্ত্তে পারিতোষিকস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আইস; তাহা হইলে অনায়াসে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিবে।"

ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগের পর দেবদত্ত ফলের গুণব্যাখ্যা ও পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের প্রকৃতরূপ বর্ণন করিয়া বিনীত-বচনে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আপনি এই ফল লইয়া আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী হইলে সমস্ত রাজ্যের মঙ্গল।" রাজা ফলগ্রহণ করিয়া লক্ষমুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলেন

এবং নিতান্ত স্ত্রৈণতা বশতঃ মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'যে ব্যক্তির চিরজীবন ও স্থিরযৌবন হইলে আমি যাবজ্জীবন সুখী হইব, তাহাকেই এই ফল দেওয়া আবশ্যক।' অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা প্রাণাধিকা মহিষীর হস্তে ফলপ্রদান করিলেন এবং কহিলেন, "প্রিয়ে তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, এই ফল খাও, চিরজীবিনী ও স্থিরযৌবনা হইবে।" রাজ্ঞী নিরতিশয় আহ্লাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক ফলগ্রহণ করিলেন। রাজা প্রীতমনে সভায় প্রত্যাগমন করিয়া অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর নগরপাল রাজমহিষীর সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল; রাণী ঐ ফলের গুণব্যাখ্যা করিয়া তাহার হস্তে উহা সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সে তাহার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক ঐ ফলের সবিশেষ গুণ বর্ণন করিল। বারাঙ্গনা ফল পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, 'আমি অধম জাতি, কুক্রিয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি; আমার চিরজীবনী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব এই ফল রাজাকে দেওয়া উচিত; রাজা চিরজীবী হইলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল হইবে।' অনন্তর রাজার নিকটে গিয়া বারবনিতা বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমি এই এক অপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি; ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয়, এই ফল আপনার যোগ্য; আপনি গ্রহণ করুন।"

রাজা অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ফল লইয়া পুরস্কার-প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছিলাম; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল?' পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং সাংসারিক বিষয় নিরতিশয় বীতরাগ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই, অতএব বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোনক্রমেও শ্রেয়স্কর নহে। অতএব সংসার-যাত্রা বিসর্জ্জন দিয়া অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায়-প্রবৃত্ত হই; চরমে পরম-পুরুষার্থ মুক্তিপদার্থ প্রাপ্ত হইতে পারিব।'

অন্তঃকরণে এইরূপ আলোচনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া রাজা রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি সে ফল কি করিয়াছ?" রাজ্ঞী কহিলেন, "ভক্ষণ করিয়াছি।" রাজা সাতিশয় বিরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক রাণীকে সেই ফল দেখাইলেন। রাণী এককালে হতবুদ্ধি ও অধোবদন হইয়া রহিলেন, বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্ত্তৃহরি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফলভক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া একাকী অরণ্যে গিয়া যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শূন্য রহিল। দেবরাজ উজ্জয়িনীর অরাজকতা সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র এক যক্ষকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। যক্ষ সাতিশয় সতর্কতা পূর্ব্বক অহোরাত্র নগরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনপ্রস্থান করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি অর্দ্ধরাত্র-সময়ে নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে নগররক্ষক যক্ষ আসিয়া নিষেধ করিয়া কহিল, "তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্? দাঁড়া, তোর নাম কি বল্।" রাজা কহিলেন, "আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি; তুই কে? কি নিমিত্ত আমার গতিরোধ করিতেছিস্, বল্।"

যক্ষ কহিল, "দেবরাজ ইন্দ্র আমায় এই নগরের রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি

ব্যতিরেকে আমি তোমায় অসময়ে নগরে প্রবেশ করিতে দিব না। অথবা যদি তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে আমার সহিত যুদ্ধ কর, পরে নগরে যাইতে দিব।" রাজা শ্রবণমাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে, যক্ষও তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা যক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে বসিলেন। তখন যক্ষ কহিল, "মহারাজ, তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমার প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, তুমি যথার্থই রাজা বিক্রমাদিত্য। এক্ষণে আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি।"

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুই বাতুল, নতুবা এরূপ কথা বলিবি কেন? তুই আমায় প্রাণদান কি দিবি, আমি মনে করিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি।" যক্ষ শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিল, "মহারাজ, যাহা কহিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ। কিন্তু আমি তোমার আসন্নমৃত্যু হইতে বাঁচাইতেছি, এজন্য এরূপ বলিতেছি। যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে দীর্ঘজীবী হইবে এবং নিরুদ্বেগে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিতে পারিবে।" তখন ভূপতি অতিশয় বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া যক্ষের বক্ষঃস্থল হইতে উত্থিত হইলেন; যক্ষও ক্ষণমধ্যে সমরশ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক বিক্রমাদিত্যকে সম্বোধিয়া তদীয় জীবন-সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ, শ্রবণ কর,—ভোগবতী নগরে চন্দ্রভানু নামে অতি প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। তিনি এক দিবস মৃগয়ার অভিলাষে কোন অটবীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, এক তপস্বী অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তত্রত্য লোকের মুখে অবগত হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, বহুকাল অবধি একাকী এই ভাবে তপস্যা করিতেছেন। রাজা সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পরদিন যথাকালে রাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, "হে অমাত্যবর্গ সভাসদ্গণ, আমি গত কল্য মৃগয়ায় গিয়া বিপিনমধ্যে এক অদ্ভুত তপস্বী দেখিয়াছি, যদি কেহ তাঁহাকে রাজধানীতে আনিতে পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।"

এই রাজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা নৃপতিসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! আজ্ঞা পাইলে আমি ঐ তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া ঐ পুত্র তাঁহার স্কন্ধে দিয়া আপনার সভায় আনিতে পারি।" রাজা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সমাদর পূর্ব্বক বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালের নিয়োগ অনুসারে যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, যোগী যথার্থই মুদিতনয়ন, অধঃশিরাঃ ও বৃক্ষে লম্বমান হইয়া ধূমপান করিতেছেন, নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্দর্শনে বারযোষিৎ সহসা সন্ন্যাসীর সমাধিভঙ্গ করা অসাধ্য জানিয়া তদীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক সুশোভন উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নির্ম্মিত করাইল এবং নানা উপায় চিন্তিয়া পরিশেষে যুক্তি পূর্ব্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধূমপায়ী তপস্বীর আস্যে অর্পিত করিল। তপস্বী রসনাসংযোগ দ্বারা মিষ্টবোধ হওয়াতে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ করিলেন। বারাঙ্গনা পুনরায় দিল; তিনিও পুনরায় ভক্ষণ করিলেন।

এইরূপে ক্রমাগত কতিপয় দিবস মোহনভোগ উপভোগ করিয়া শরীরে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চার হইলে সন্ন্যাসী নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তরু হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারনারীকে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি

কে? কি অভিপ্রায়ে একাকিনী এই নির্জ্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ?" সে কহিল "আমি দেবকন্যা, দেবলোকে তপস্যা করি; সম্প্রতি তীর্থপর্য্যটনপ্রসঙ্গে পরম পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়া যোগাভ্যাসবাসনায় অনতিদূরে আশ্রমনির্ম্মাণ করিয়াছি; নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অদ্য সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আপনার সন্দর্শন ও সম্ভাষণানুগ্রহ দ্বারা চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলাম।" তপস্বী কহিলেন, "আমি তোমার সৌজন্য ও সুশীলতা দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার মধুর মূর্ত্তি সন্দর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি; যেহেতু, জন্মান্তরীণ পুণ্যসঞ্চয় ব্যতিরেকে সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় বাসনা হইতেছে। যদি প্রতিবন্ধক না থাকে ও অধিক দূরবর্ত্তী না হয়, আমায় তথায় লইয়া চল।

বারবিলাসিনী তপস্বীর অভ্যর্থনা শ্রবণে কৃতার্থম্মন্য ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেল এবং সাতিশয় যত্ন ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর নানাবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্ন ও সুরস পানীয় প্রদান করিল। তিনি বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া তাহার দত্ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণ ও পান করিলেন। এইরূপে তপস্বী ধূমপান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে জলাঞ্জলি দিয়া বারবনিতার সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। বারাঙ্গনা গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল। কিছু দিন অতীত হইলে পর সে সন্ন্যাসীর নিকট নিবেদন করিল, "মহাশয়, বহু দিবস অতিক্রান্ত হইল, আমরা নিরন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম; এক্ষণে তীর্থযাত্রা দ্বারা দেহ পবিত্র করা উচিত।"

বারবনিতা এইরূপ প্রবঞ্চনা দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া তাঁহার স্কন্ধে পুত্রপ্রদান পূর্ব্বক চন্দ্রভানুর রাজধানীতে লইয়া চলিল। সে রাজসভার সমীপবর্ত্তিনী হইলে রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া এবং সন্ন্যাসীর স্কন্ধে পুত্র দেখিয়া সামাজিকদিগকে বলিলেন, "দেখ দেখ, যে বারনারী যোগীর আনয়ন-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। আমি উহার অসম্ভব বুদ্ধিকৌশলে চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিতা চিরশুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে।" সামাজিকেরা কহিলেন, "মহারাজ, যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন; এ সেই বারাঙ্গনাই বটে।"

রাজা ও সভাসদ্‌গণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে সহসা বোধসুধাকরের উদয় হওয়াতে সন্ন্যাসীর মোহান্ধকার অপসারিত হইল। তখন তিনি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "দুরাত্মা চন্দ্রভানু ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হইয়া আমার তপস্যাভ্রংশের নিমিত্ত এই দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে স্বৈরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চিরসঞ্চিত কর্ম্মফলে বঞ্চিত হইলাম।" অনন্তর ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া স্কন্ধস্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায়সহকারে যোগসাধন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ নরেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া যক্ষ কহিল, "মহারাজ, তুমি ও রাজা চন্দ্রভানু আর ঐ যোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্রে, এক লগ্নে, জন্মিয়াছিলে।—তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ

করিয়া পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ, চন্দ্রভানু তৈলিক গৃহে জন্মিয়া ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগরীর অধিপতি হইয়াছিল, আর যোগী কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন হইয়া যত্ন পূর্ব্বক যোগসাধন করিয়া, চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়াছে এবং তাঁহাকে বেতাল করিয়া শ্মশানবর্ত্তী শিরীষবৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিয়াছে, এক্ষণে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তোমার প্রাণসংহার করিবার চেষ্টায় আছে। ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেই উহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি তুমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাও, বহুকাল অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে। আমি সবিশেষ সমস্ত কহিয়া তোমায় সতর্ক করিয়া দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমাত্রও অনবহিত থাকিবে না।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া যক্ষ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজাও শুনিয়া ত্রস্ত ও বিস্ময়গ্রস্ত হইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ বহু দিনের পর রাজসন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইল। রাজা বিক্রমাদিত্য রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী শ্রীফল-হস্তে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফল প্রদান পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া রাজার নিকট বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী সভা হইতে প্রস্থান করিলে পর তিনি অন্তঃকরণে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যক্ষ যে সন্ন্যাসীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি কি না? যাহা হউক, সহসা শ্রীফল ভক্ষণ করা উচিত নহে। রাজা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া কোষাধ্যক্ষের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি এই শ্রীফল সাবধানে রাখিবে। সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদর্শন ও শ্রীফল প্রদান করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা বয়স্যবর্গ সমভিব্যাহারে মন্দুরাসন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ শ্রীফল প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। দৈবযোগে শ্রীফল ভূপতির করতল হইতে ভূতলে পতিত ও ভগ্ন হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক অপূর্ব্ব রত্ন নির্গত হইল। রাজা ও রাজবয়স্যগণ তদীয় প্রভা দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। রাজা যোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আপনি কি জন্য আমায় এই রত্নগর্ভ শ্রীফল দিলেন?"

যোগী কহিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্রে রাজা, গুরু, জ্যোতির্ব্বিদ ও চিকিৎসকের নিকট রিক্ত-হস্তে যাইতে নিষেধ আছে, এই জন্য আমি এই রত্নগর্ভ শ্রীফল লইয়া আসিয়াছিলাম। আর এক রত্নগর্ভ শ্রীফলের কথা কি কহিতেছেন, প্রতিদিন আপনাকে যে শ্রীফল দিয়াছি, সকলের মধ্যেই এতাদৃশ এক এক রত্ন আছে।" তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, "তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় এই স্থানে আন।" কোষাধ্যক্ষ রাজকীয় আদেশ অনুসারে সমস্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, রাজা প্রত্যেক শ্রীফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গমন পূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া ঐ সমস্ত রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, "এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ, অতএব তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেও।"

এইরূপ রাজবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মণিকার কহিল, "মহারাজ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষা করিলে সকল বিষয়ের রক্ষা হয়, ধর্ম্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়, অতএব আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপন জ্ঞান অনুসারে যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত

করিয়া দিব।" ইহা কহিয়া সে প্রত্যেক রত্নের লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া কহিল, "মহারাজ, বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সকল রত্নই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, কোটি মুদ্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ সকল অমূল্য রত্ন।"

রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া সমূচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক মণিকারকে বিদায় করিলেন এবং হস্ত দ্বারা সন্ন্যাসীর হস্তগ্রহণ করিয়া সিংহাসনার্দ্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও আপনার প্রদত্ত রত্নসমূহের তুল্যমূল্য হইবে না। আপনি সন্ন্যাসী হইয়া এ সকল অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলেন এবং কি অভিপ্রায়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি।" যোগী কহিলেন, "মহারাজ, ঔষধ, মন্ত্রণা, গৃহচ্ছিদ্র, এ সকল সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যদি অনুমতি হয়, নির্জ্জনে গিয়া নিবেদন করি। মহারাজ, নীতিজ্ঞেরা বলেন, মন্ত্রণা ষট্কর্ণ প্রবিষ্ট হইলে অপ্রকাশিত থাকে না, তাহাতে কার্য্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, চারিকর্ণ হইলে প্রকাশিত হয় না অথচ কার্য্যসিদ্ধি করে, আর দুই কর্ণের মন্ত্রণা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না।"

ইহা শুনিয়া রাজা সন্ন্যাসীকে নির্জ্জনে লইয়া কহিতে লাগিলেন, "যোগীশ্বর, আপনি আমায় এত রত্ন দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার আলয়ে ভোজন বা জলগ্রহণ করিলেন না, এজন্য আমি আপনার নিকট অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। যদি আপনার কোন অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত করুন; আমি প্রাণান্তেও তৎসম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "মহারাজ, গোদাবরীতীরবর্ত্তী শ্মশানে মন্ত্রসিদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে। অতএব তোমার নিকট আমার প্রার্থনা এই, তুমি একদিন সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত আমার সন্নিহিত থাকিবে। তুমি সন্নিহিত থাকিলেই আমার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।" রাজা কহিলেন, "আমি অবধারিত যাইব, আপনি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন।" সন্ন্যাসী কহিলেন, "তুমি আগামী ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে সন্ধ্যাকালে একাকী আমার নিকটে যাইবে।" রাজা কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি নিঃসন্দেহ যথাসময়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত হইব।" এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়া বিদায় লইয়া সন্ন্যাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী সায়ংসময়ে আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্মশানে যোগাসনে বসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যও প্রতিশ্রুত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া করে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক একাকী সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন বহুসংখ্যক বিকটাকৃতি ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্খিনী, ডাকিনী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সন্ন্যাসীর চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেছে। সন্ন্যাসী যোগাসনে আসীন হইয়া দুই হস্তে দুই নর-কপাল লইয়া বাদ্য করিতেছেন। রাজা এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, ভৃত্য উপস্থিত, আদেশ দ্বারা চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।" যোগী আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া কহিলেন, "এই আসনে উপবেশন কর।"

রাজা তদীয় আদেশ অনুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, ভৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?" যোগী কহিলেন, "মহারাজ, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সৎপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন না। যাহা হউক, যদি অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহায্য কর। দুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শ্মশান আছে, তথায় দেখিতে পাইবে, এক শিরীষ-বৃক্ষে শব ঝুলিতেছে, ঐ শব আমার নিকটে লইয়া আইস।" রাজা

'যে আজ্ঞা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইরূপ রাজাকে শবানয়নে প্রেরণ পূর্ব্বক যথাবিধ বিবিধ আয়োজন করিয়া সন্ন্যাসী পূজায় বসিলেন।

একে চতুর্দ্দশীর রাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা, তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, আর ভূতপ্রেতগণ চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল। এইরূপ সঙ্কটে কাহার হৃদয়ে না ভয় সঞ্চার হয়? কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় বা ব্যাকুলতার লেশমাত্র উপস্থিত হইল না। পরিশেষে নানা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজা নির্দ্দিষ্ট প্রেত-ভূমিতে উপনীত হইলেন,—দেখিলেন, কোনও স্থলে অতি বিকটমূর্ত্তি ভূতপ্রেতগণ জীবিত মনুষ্য ধরিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কোন স্থলে ডাকিনীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চর্ব্বণ করিতেছে। রাজা ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখিলেন, উহার মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বিটপ ও পল্লব ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে; আর চারিদিকে অনবরত কেবল মার্ মার্, কাট্ কাট্ ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও রাজা ভয় পাইলেন না; কিন্তু মনে মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যক্ষ যে যোগীর কথা কহিয়াছিল, এ সেই ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর তিনি সেই বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শব, রজ্জুবদ্ধ, অধঃশিরাঃ, লম্বমান রহিয়াছে। শবদর্শনে শ্রম সফল বোধ করিয়া রাজা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক খড়্গাঘাত দ্বারা শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন। শব ভূতলে পতিত হইবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। রাজা তদীয় কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ত্বরায় তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কে? কি নিমিত্ত তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, বল।" শব খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজা দেখিয়া শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন ও চিন্তান্বিত হইলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে অশেষ প্রকাশ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে শব বৃক্ষে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ রজ্জুবদ্ধ ও লম্বমান হইয়া রহিল। রাজাও তৎক্ষণাৎ বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে তাহার এরূপ বিপৎপ্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে কিছুই উত্তর দিল না। রাজা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 'যক্ষের নিকটে যে তৈলিকের উপাখ্যান শুনিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি; আর যোগীও সেই কুম্ভকরে, আপন যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার করিয়া, শ্মশানে রাখিয়াছে।' অনন্তর তিনি শবকে উত্তরীয়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া যোগীর নিকটে লইয়া চলিলেন।

অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, "অহে বীর পুরুষ, তুমি কে? আমায় কি নিমিত্ত কোথায় লইয়া যাইতেছ; বল?" ভূপতি কহিলেন, "আমি রাজা বিক্রমাদিত্য; শান্তশীল নামক যোগীর আদেশ অনুসারে তোমায় তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতেছি।" বেতাল কহিল, "মহারাজ! মূঢ়, নির্বোধ ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান্, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন। অতএব সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা সৎকথার আলোচনা শ্রেয়সী বোধ করিয়া এক এক প্রসঙ্গ করিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক প্রসঙ্গের পরিশেষে প্রশ্ন করিব। যদি তুমি তত্তৎপ্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেও, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইব; আর যদি জানিয়াও যথার্থ

উত্তর না দাও, অবিলম্বে তোমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইবে।” রাজা, অগত্যা তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে সন্ন্যাসীর আশ্রমে লইয়া চলিলেন এবং বেতালও উপাখ্যান-বর্ণনা আরম্ভ করিল।

প্রথম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! শ্রবণ কর বারাণসী নগরীতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিলেন। একদিন রাজকুমার একমাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী অতি মনোহর সরোবরসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে। প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া আছে, মধুকরেরা মধুগন্ধে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল ও কুসুমসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে। উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়া আছে। তথায় উপস্থিতিমাত্র শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

ঐই পরম রমণীয় স্থানে কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী বকুল-বৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিলেন। অনন্তর অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময়মধ্যে এক রাজকন্যাও স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান ও পূজা পূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারি চক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন; রাজকুমারীও বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন, অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্ত দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন এবং সর্ব্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া লজ্জানম্রমুখে কহিতে লাগিলেন, “বয়স্য, আজ আমি এক পরমসুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহার নাম-ধাম কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব।” সর্ব্বাধিকারিতনয় সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজকুমার দুঃসহ বিরহবেদনায় নিতান্ত অধীর হইয়া শাস্ত্রচিন্তা, সদালাপ, রাজকার্য্যালোচনা ও স্নান-ভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী নির্জ্জনে বিষণ্ণ-মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে চিত্তবিনোদনের কোন উপায় না দেখিয়া স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিলেন; দিন-যামিনী কেবল সেই

প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন না। সর্ব্বাধিকারিপুত্র নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া উপদেশচ্ছলে অশেষ প্রকার ভর্ৎসনা করিলেন।

প্রিয়-বয়স্যের উপদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজকুমার কহিলেন, "সখে, আমি যখন ঐ পথবাতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিতচিন্তা ও সুখদুঃখবিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সিদ্ধ না হইলে জীবনবিসর্জ্জন করিব।" রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া সর্ব্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্য্যসম্পাদনের সময় নাই। ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন, অতঃপর কোন উপায় স্থির করা আবশ্যক।' অনন্তর তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, প্রস্থানকালে সেই সীমন্তিনী কি তোমাকে কিছু বলিয়াছিল কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে?" রাজপুত্র কহিলেন, "না বয়স্য, আমি তাঁহাকে কিছু বলি নাই এবং সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোন কথা বলেন নাই।" তখন সর্ব্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, "তবে তাঁহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে।" রাজপুত্র কহিলেন, "যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি প্রাণত্যাগ করিব।" তখন বয়স্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভাল বয়স্য, জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থানসময়ে সে কোন সঙ্কেত করিয়াছিল কি না?"

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সর্ব্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, "সখে, আর চিন্তা নাই, আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহার নাম-ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না; ধৈর্য্য অবলম্বন কর।" তখন রাজপুত্র কহিলেন, "যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল; শুনিলেও আপাততঃ স্থির হইতে পারি।" সর্ব্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, "বয়স্য, শ্রবণ কর। পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাটনগরনিবাসিনী; দন্ত দ্বারা খণ্ডিত করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা; তৎপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী; আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।"

বয়স্যের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং ব্যগ্র হইয়া বারবার কহিতে লাগিলেন, "বয়স্য, ত্বরায় আমায় কর্ণাট নগরে লইয়া চল।" অনন্তর উভয়ে সমুচিত পরিচ্ছদ ধারণ ও অস্ত্রবন্ধন পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিলেন। কতিপয় দিবস পরে কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা রাজবাটীর নিকট গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, "মা, আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশী লোক, দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র আসিতেছে; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইয়াছি। যদি কৃপা করিয়া স্থান দেও, তবে থাকিতে পাই।" বৃদ্ধা তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রসন্ন-মনে কহিল, "এ তোমাদের গৃহ, যত দিন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।"

এইরূপে উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা তাঁহাদের

সন্নিধানে উপবেশন করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলে, সর্ব্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, কয়জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়?" বৃদ্ধা কহিল, "আমার পুত্র রাজসংসারে কর্ম্ম করে, সে রাজার অতি প্রিয়পাত্র। আর পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, গৃহে থাকি। রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্ন-বস্ত্র দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন, এজন্য প্রতিদিন এক একবার তাঁহাকে দেখিতে যাই।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কহিলেন, "কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে, আমি তোমার দ্বারা রাজকন্যার নিকট কোন সংবাদ পাঠাইব।" বৃদ্ধা কহিল, "যদি প্রয়োজন থাকে বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি।" রাজকুমার এই কথা শুনিবামাত্র হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, "তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লপঞ্চমীতে সরোবরতীরে যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে তোমার সঙ্কেত অনুসারে উপস্থিত হইয়াছে।"

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র বৃদ্ধা যষ্টিগ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজকন্যা একাকিনী নির্জ্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র রাজকন্যা সমাদর পূর্ব্বক বসিতে আসন দিলেন। বৃদ্ধা উপবিষ্ট হইয়া কহিল, "বৎসে, বাল্যকালে অনেক যত্নে তোমায় মানুষ করিয়াছি, এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও।" এইরূপ আড়ম্বর পূর্ব্বক ভূমিকা করিয়া বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, "শুক্লপঞ্চমীতে বাপীতটে যে রাজকুমারের মনোহরণ করিয়া আসিয়াছিলে তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমা দ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, 'কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন কর; আমি উপস্থিত হইয়াছি।' আর আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্ব্বাংশে তোমার যোগ্যপাত্র। তুমি যেরূপ রূপবতী, তিনিও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ।"

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র কোপ প্রকাশ করিয়া হস্তে চন্দন লেপন পূর্ব্বক বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন এবং কহিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও।" বৃদ্ধা এই প্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া বিরক্ত হইয়া বিষণ্নবদনে সদনে-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের কর্ণগোচর করিল। তিনি শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "সখে, এখন কি উপায় করি? নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইয়াছেন, মনস্কামসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না। নতুবা সেই বামলোচনা কি নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া বৃদ্ধাকে বিদায় করিল? অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার হইলে দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না।" তখন বয়স্য কহিলেন, "সখে! মর্ম্মগ্রহ না করিয়া অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন? শ্রীখণ্ডরসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য্য এই যে, শুক্ল-পক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে; তদবসানে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে তোমার সহিত সমাগম হইবে।"

শুক্লপক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন এবং গলহস্তপ্রদান পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল। রাজপুত্র শুনিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোমুখে চিন্তা করিতে

লাগিলেন। তখন সর্ব্বাধিকারীর পুত্র কহিলেন, "বয়স্য, কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ? আর ভাবনা নাই। এ অনুকূল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে; তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে তোমায় সেই খড়কী দিয়া তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছেন। রাজপুত্র আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া নিতান্ত উৎসুক-চিত্তে সূর্য্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার বিহারযোগ্য বেশ-ভূষার সমাধান করিয়া প্রিয়-বয়স্যের সহিত অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাধিকারীর পুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন; রাজপুত্র তন্মধ্য দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন,—দেখিলেন, রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন। রাজকুমারী পার্শ্ববর্ত্তিনী বয়স্যার প্রতি দ্বার বদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া রাজকুমারের করগ্রহণ পূর্ব্বক বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পালঙ্কে উপবেশনান্তর বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তালবৃন্তসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার কহিলেন, "প্রিয়ে! তোমার বদনসুধাকরসন্দর্শনেই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনক্রমে তালবৃন্তধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও, আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি।" পদ্মাবতী কহিলেন, "নাথ, আমার জন্য তোমায় অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয়।"

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী সহচরী পদ্মাবতীর হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণপূর্ব্বক বায়ুসঞ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমার ও রাজকুমারী সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর উভয়ের সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব দেখিয়া সহচরীগণ কার্য্যান্তরব্যপদেশে বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, "নাথ, আমার এ অন্তঃপুরে সখীগণ ব্যতিরেকে অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি তোমায় বিদায় দিয়া ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না।" রাজকুমার প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু-মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিয়া তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাঁহার সহচর হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার রাজধানী প্রতিগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা কোন মতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে প্রায় মাস অতীত হইয়া গেল; রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। এইরূপে স্বদেশ-প্রতিগমন-বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি একদিন নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'আমি নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়সুখের পরতন্ত্র হইয়া পিতা-মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম; আর যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌশলে ও উপদেশবলে ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাঁহারও কোন সংবাদ লইলাম না, বোধ করি, বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।'

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজকন্যা তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাতিশয় বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "নাথ! আজ কি জন্য তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ? তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে আমি দশদিক্ শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি বল, ত্বরায় তাহার প্রতিবিধান করিতেছি!" বজ্রমুকুট কহিলেন, "পিতার সর্ব্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ, মাসাবধি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই; জানি না, তিনি কেমন আছেন। তিনি অতি চতুর, সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।"

পদ্মাবতী কহিলেন, "নাথ, ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এত দিন তাঁহার কোন সংবাদ না লওয়ায় যৎপরোনাস্তি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ্ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর। বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হইয়াছ এবং যার পর নাই অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ। এক্ষণকার কর্ত্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই এবং তুমিও একবার কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তথায় গিয়া সমুচিত সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়া আইস।" রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই খড়কী দিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং বহু দিবসের পর অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকারলাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া তাঁহার নিকট পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

রাজপুত্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়া রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্য্য হইয়াছে; অতএব অবশ্যই সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবে; আর সে ব্যক্তিও আপন বান্ধবগণের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমার কলঙ্কঘোষণা ক্রমে ক্রমে জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা কোনক্রমে শ্রেয়স্কর নহে।' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পদ্মাবতী অবিলম্বে নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপনীত হইলে সর্ব্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এ সকল কি?" রাজপুত্র কহিলেন, "মিত্র, আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, 'প্রিয়ে, আমি এই বন্ধুর অদর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি।' রাজকন্যা তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া তোমার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন, 'তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে।' অতএব বয়স্য, কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু মিষ্টান্ন আহার করিয়া তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া সর্ব্বাধিকারিপুত্র কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, অনন্তর রাজপুত্রের মুখে পুনর্ব্বার মনোযোগপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বয়স্য, তুমি আমার জন্য কালকূট আনিয়াছ; এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শমাত্রেই প্রাণ সংহার করিবে। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না।

তোমায় এক সার কথা বলি, স্বৈরিণীরা স্বভাবতঃ আপন প্রিয়ের প্রিয়পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব তুমি তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া বুদ্ধির কার্য্য কর নাই।"

রাজকুমার কহিলেন, "বয়স্য, আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ করিতেছ। এমন সদাশয়া স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে আমার রোমাঞ্চ হয়। আর আমি সমবেত সখীগণ-সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; এমন স্থলে স্বৈরিণীশব্দে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা কোন মতে ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহা হউক, তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনই উদারশীলা; তিনি তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি পুনর্ব্বার এ প্রকার কহিলে আমি তোমার উপর যার পর নাই বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি।" এই বলিয়া এক নাড়ু লইয়া রাজকুমার বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চমকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "এরূপ দুর্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আর আমি জন্মাবচ্ছেদে সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না।" মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, "না বয়স্য, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা হইবে না; কৌশল করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবে।" রাজপুত্র কহিলেন, "তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।"

অমাত্যপুত্র কহিলেন, "বয়স্য, এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয়প্রদর্শন করিবে এবং বলিবে, 'বন্ধু মিষ্টান্নভক্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই অচেতন প্রায় হইয়া নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে দশ দিক্ শূন্য দেখি। ফলতঃ আর আমি বন্ধুর অনুরোধে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না।' এবম্প্রকার মনোহর বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা তাহাকে মোহিত করিয়া দিবাযাপন করিবে। অনন্তর রাত্রিতে সে নিদ্রাগত হইলে তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পূর্ব্বক তাহার বাম-জঙ্ঘাতে ত্রিশূল-চিহ্ন দিয়া চলিয়া আসিবে।" রাজপুত্র সম্মত হইলেন এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদর্শন করিলেন। পরে রজনীযোগে উভয়ে শয়ন করিলে রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে মন্ত্রিপুত্র সন্ন্যাসীর বেশধারণ পূর্ব্বক এই শ্মশানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বয়ং গুরু হইয়া রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে, তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে।" রাজপুত্র তদীয় উপদেশ অনুসারে নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট রাজকন্যার অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। দর্শনমাত্র স্বর্ণকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'কিছু দিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি, ইহার হস্তে কি প্রকারে আসিল? এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি।' অনন্তর সাতিশয় সন্দিহান হইয়া স্বর্ণকার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, "হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে।" তখন স্বর্ণকার রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া কহিল, "এ অলঙ্কার রাজকন্যার দেখিতেছি, তুমি কোথা পাইলে, যথার্থ বল।"

স্বর্ণকার ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বার বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে রাজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ অল্পকালমধ্যে ঐ অলংকার লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে নগরপাল এই সংবাদ পাইয়া রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে রাজকুমার কহিলেন, "শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন. তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।" পরিশেষে নগরপাল গুরু শিষ্য উভয়কে অলংকারসমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা অলঙ্কার দর্শনে নানা প্রকারে সন্দিহান হইয়া যোগীকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন?" যোগী কহিলেন, "কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে আমি নগরপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন এবং আমিও তাঁহার বাম জঙ্ঘাতে যোগসিদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার।" রাজা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, "দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম-জঙ্ঘাতে কোন চিহ্ন আছে কি না?" রাজ্ঞী সবিশেষ অবগত হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, "এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।"

রাজা এবম্প্রকার অঘটন ঘটনা-দর্শনে হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত নহে, ইহাতে অধর্ম্ম আছে। অতএব এখন কি কর্ত্তব্য? কিংবা পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিব। কিন্তু শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে আমার এই কলঙ্ক ক্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে প্রচারিত হইবে, তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন। ধর্ম্মতঃ প্রশ্ন করিলে অবশ্যই তিনি যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন।' অনন্তর রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে? সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহারাজ, ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ, ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও বধার্হ নহে, রাজা ইহাদের নির্ব্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।"

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া রাজ্ঞীকে কহিলেন, "পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা, এজন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আমি উহাকে দেশবহিষ্কৃতা করিব।" রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন, কিন্তু পাতিব্রত্যগুণের আতিশয্য বশতঃ রাজার মতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর নরপতি কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া তাহার অগোচরে বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা পদ্মাবতীকে কোন অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া ত্বরায় আমাকে সংবাদ দিবে।" বাহকেরা রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিল; অমাত্যপুত্রও তৎক্ষণাৎ রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন এবং ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী একাকিনী বৃক্ষমূলে যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় বিষণ্ণ-বদনে রোদন করিতেছেন। বয়স্যদ্বয় অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান দ্বারা রাজপুত্রীর শোকাবেগনিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা

রাজধানীতে উপস্থিত হইলে প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট বধূ সহিত পুত্র পাইয়া আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, রাজা ও মন্ত্রিপুত্র এই উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসনজন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "আমার মতে রাজা।" বেতাল কহিল, "কি নিমিত্ত?" রাজা কহিলেন, "শাস্ত্রকারেরা আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রতি এরূপ প্রতিকূল আচরণের নিমিত্ত মন্ত্রিপুত্রকে দোষী বলিতে পারা যায় না। কিন্তু রাজা যে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ ও বিচারবহির্মুখ হইয়া অপত্যস্নেহ বিস্মরণ পূর্বক অকৃত অপরাধে কন্যাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাঁহার রাজধর্মের বিরুদ্ধ-কর্মের অনুষ্ঠান জন্য পাপস্পর্শ হইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অব-.রণ পূর্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! দ্বিতীয় উপাখ্যান আরম্ভ করি, অবধান কর।"

যমুনাতীরে জয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নামে এক পরম ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন ঐ ব্রাহ্মণের মধুমালতী নামে এক পরমা সুন্দরী দুহিতা ছিল। কালক্রমে মধুমালতী বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার পিতা ও ভ্রাতা উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন:

কিয়দ্দিন পরে ব্রাহ্মণ যজমানপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গ্রামান্তরে গেলেন ব্রাহ্মণের পুত্রও অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন। উভয়ের অনুপস্থিতি-সময়ে এক সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে রূপে রতিপতি ও বিদ্যায় বৃহস্পতিতুল্য দেখিয়া মনে মনে বাসনা করিলেন, যদি এ ব্যক্তি সৎকুলোদ্ভব হয় ও অঙ্গীকার করে, তবে ইহাকেই জামাতা করিব। অনন্তর যথোচিত অতিথিসৎকার করিয়া তাহার কুলের পরিচয় লইলেন এবং সৎকুলজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বৎস, যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার মধুমালতীর বিবাহ দিই।" বিপ্রতনয় মধুমালতীর লাবণ্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কেশবপত্নীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র উভয়ে মধুমালতী-প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক এক পাত্র লইয়া প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল,—একের নাম ত্রিবিক্রম, দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাম মধুসূদন। তিনজনই রূপ, গুণ, বিদ্যা ও বয়ঃক্রমে তুল্য, কোনক্রমে ইতর-বিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ বিপদ্‌গ্রস্ত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক কন্যা, তিন পাত্র উপস্থিত, কি উপায় করি? তিন জনেই তিন জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, এক্ষণকার কর্তব্য কি?'

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিলেন "তুমি এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ? সর্পাঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়।" তখন কেশবশর্ম্মা সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া চারি পাঁচজন বিষবৈদ্য আনাইয়া অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই প্রতীকার দর্শিল না। বিষবৈদ্যেরা কহিল, "মহাশয়, আপনার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে এবং বার, তিথি, নক্ষত্র সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে; স্বয়ং ধন্বন্তরি উপস্থিত হইলেও ইহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্তব্য থাকে করুন; আমরা চলিলাম।" এই বলিয়া প্রণাম করিয়া বিষবৈদ্যেরা প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের পুত্র এবং তিন বর—পাঁচজন একত্র হইয়া তদীয় মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া যথাবিধি দাহক্রিয়া করিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রসহিত গৃহে আসিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বরেরা তিন জনেই এতাদৃশ অলৌকিক রূপনিধান কন্যারত্ন লাভে হতাশ হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে ত্রিবিক্রম চিতা হইতে অস্থিসঞ্চয়ন করিলেন এবং বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বামন সন্ন্যাসী হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেন এবং মধুসূদন সেই শ্মশানের প্রান্তভাগে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভস্ম রাখিয়া যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

একদিন বামন ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনকালে সন্ন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন "মহাশয়, যদি কৃপা করিয়া দীনের ভবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভিক্ষা স্বীকার করুন; তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হই; পাকের অধিক বিলম্ব নাই।" সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে বসিলেন। ব্রাহ্মণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণের পঞ্চবর্ষীয় পুত্র নিতান্ত অশান্তভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া পরিবেশনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণী নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, বালক কোনক্রমে প্রবোধ মানিল না। তখন ব্রাহ্মণী ক্রোধভরে পুত্রকে প্রজ্বলিতহুতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নির্বিঘ্নে পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখিয়া 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভোজনপাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, "মহাশয়, অকস্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন কেন?" সন্ন্যাসী কহিলেন, "যে স্থানে এরূপ রাক্ষসের ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয়?" ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুস্তক বহির্গত করিয়া তন্মধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র অবিলম্বে প্রাণদান পাইয়া পূর্ব্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। সন্ন্যাসী চমৎকৃত হইয়া ভোজন সমাপন করিলেন এবং মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র আছে; ঐ মন্ত্র জানিতে পারিলে প্রিয়াকে পুনর্জীবিত করিতে পারি। অতএব যেরূপে হয়, পুস্তকখানি হস্তগত করিতে হইবে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "অদ্য অপরাহ্ণ হইল। অতএব আর স্থানান্তরে না গিয়া, তোমার আলয়েই রাত্রিকাল অতিবাহিত করিব।" গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পরম সমাদর পূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সমুদয় গৃহস্থ ভোজনাবসানে

স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে শয়ন করিল। সকলে নিদ্রাভিভূত হইলে বামন নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্জীবনী-বিদ্যার পুস্তক হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অল্পদিন মধ্যেই জয়স্থলের শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মধুসূদন স্বহস্তনির্ম্মিত পর্ণকুটীরে অবস্থিত হইয়া যোগসাধন করিতেছেন। এই সময়ে দৈবযোগে ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন।

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে বামন কহিলেন, "আমি মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা শিখিয়াছি; তোমরা অস্থি ও ভস্ম একত্র কর, আমি প্রিয়ার প্রাণদান দিব।" এই কথা শুনিয়া সকলে তাহারা মহাব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভস্ম একত্র করিলেন। তখন বামন পুস্তক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র বহিষ্কৃত করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে অনতিবিলম্বে কন্যার কলেবরে মাংস, শোণিত প্রভৃতির আবির্ভাব ও প্রাণ সঞ্চার হইল। তখন তিনজনে মাধুমালতীর রূপ ও লাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া 'এই কামিনী আমার, এই কামিনী আমার' বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এই তিনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মধুমালতী পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে?" রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি কুটীর-নির্ম্মাণ করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্মশানবাসী হইয়া ছিল, আমার বিবেচনায় সেই এই কামিনীর পাণিগ্রহণে অধিকারী।" বেতাল কহিল, যদি ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত এবং বামন নানাদেশে ভ্রমন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যার সংগ্রহ করিতে না পারিত, তবে কি প্রকারে মধুমালতী প্রাণদান পাইত?" রাজা কহিলেন, "যাহা কহিতেছ, উহা সর্ব্বাংশে সত্য বটে; কিন্তু ত্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন দ্বারা মধুমালতীর পুত্রস্থানীয় আর বামন জীবনদান দ্বারা পিতৃস্থানীয় হইয়াছে; সুতরাং তাহারা উহার প্রণয়ভাজন হইতে পারে না। কিন্তু মধুসূদন ভস্মরাশিসংগ্রহ উটজনির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্মশানবাসী হইয়া যথার্থ প্রণয়ীর কার্য্য করিয়াছে। অতএব সেই ন্যায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার প্রণয়ভাজন হইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

তৃতীয় উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, বর্দ্ধমান নগরে রূপসেন নামে অতি বিজ্ঞ গুণগ্রাহী দয়াশীল পরমধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। একদিন দক্ষিণদেশবাসী বীরবর নামে রাজপুত কর্ম্মপ্রাপ্তির বাসনায় রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান্ তাহার প্রমুখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া রাজসমীপে বিজ্ঞাপন করিল, "মহারাজ, বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ কর্ম্মের প্রার্থনায় আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, সাক্ষাৎকারে আসিয়া স্বীয় অভিপ্রায় আপনার গোচর করিতে চায়; কি আজ্ঞা হয়?" রাজা আজ্ঞা করিলেন, "অবিলম্বে উহাকে লইয়া আইস।"

অনন্তর দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোচরে উপস্থিত করিলে, রাজা তদীয় আকার-প্রকার দর্শনে

তাহাকে বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বীরবর, কত বেতন পাইলে তোমার স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে পারে?" বীরবর নিবেদন করিল, "মহারাজ, প্রত্যহ সহস্র সুবর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে আমার চলিতে পারে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার পরিবার কত?" সে কহিল, "মহারাজ এক স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আমি স্বয়ং, এই চারি, এতদ্ব্যতিরিক্ত আর আমার পরিবার নাই।" রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'ইহার পরিবার এত অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত এত অধিক প্রার্থনা করে? যাহা হউক, এক ভৃত্যের নিমিত্ত নিত্য নিত্য এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত নহে অথবা এ অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে না; অবশ্যই ইহার অসাধারণ গুণ ও ক্ষমতা থাকিবে। অতএব কিছু দিনের নিমিত্ত রাখিয়া ইহার গুণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত।' অনন্তর কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া রাজা আজ্ঞা দিলেন, "তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহস্র সুবর্ণ দিবে; কোন মতে অন্যথা না হয়।"

বীরবর রাজকীয় আজ্ঞা-শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে সে দিবসের প্রাপ্য নির্দ্ধারিত সুবর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপনির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সে প্রথমতঃ সেই স্বর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বিপ্রসাৎ করিল; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া, এক ভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে দিল; অপর ভাগ দ্বারা নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া শত শত দীন দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করাইল; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ স্বয়ং পুত্র, কলত্র ও দুহিতার সহিত আহার করিল।

প্রতিদিন এইরূপে দিনপাত করিয়া সায়ংকালে বর্ম্ম, খড়্গ চর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক বীরবর সমস্ত রজনী রাজদ্বারে উপস্থিত থাকে। রাজা তাঁহার শক্তির ও প্রভুভক্তির পরীক্ষার্থ কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় প্রহর, যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিয়া আইসে।

একদিন নিশীথসময়ে অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিল, "মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়?" রাজা কহিলেন, "দক্ষিণদিকে স্ত্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুনা যাইতেছে; ত্বরায় ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দেও।" বীরবর "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা বীরবরকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন; এক্ষণে তাহার সাহস ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং গুপ্তভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বীরবর সেই ক্রন্দনশব্দ লক্ষ্য করিয়া অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শ্মশানে উপস্থিত হইল;—দেখিল, এক সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। বীরবর দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল এবং তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে, কি দুঃখে এই ঘোর রজনীতে একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ?" সে কোন উত্তর দিল না; বরং পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বীরবর সবিশেষ ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "আমি রাজলক্ষ্মী, রাজা রূপসেনের গৃহে নানা অন্যায়াচরন হইতেছে; তৎপ্রযুক্ত তদীয় আবাসে অচিরাৎ অলক্ষ্মীর প্রবেশ হইবে; সুতরাং আমি রাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমি প্রস্থান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই রাজার প্রাণাত্যয় ঘটিবে; সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি।"

প্রভুর এবম্ভূত অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া বীরবর কহিল, "দেবি! আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে কোন মতে সন্দেহ করিতে পারি না। কিন্তু যদি এই হৃদয়বিদারণ

অমঙ্গলঘটনার নিবারণের কোন উপায় থাকে, বলুন; আমি রাজার মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।" রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধযোজনান্তে এক দেবী আছেন। যদি কেহ ঐ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহস্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া রাজার সমস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন।"

রাজলক্ষ্মীর এই বাক্য শুনিয়া বীরবর অতি সত্বর ভবনাভিমুখে ধাবমান হইল; রাজাও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পত্নীকে জাগরিত করিয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলে সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, 'বৎস, তোমার মস্তক দিলে রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়।" তখন পুত্র কহিল, "মাতঃ! প্রথমতঃ আপনার আজ্ঞা, দ্বিতীয়তঃ স্বামিকার্য্য, তৃতীয়তঃ ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবসেবায় নিয়োজিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবে না; অতএব শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। আপনারা সত্বর হইয়া কার্য্যসম্পাদন করুন।"

বীরবর পুত্রের এতাদৃশ পরমাদ্ভুত বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে সহধর্ম্মিণীকে কহিল, "যদি তুমি স্বচ্ছন্দ-মনে পুত্র প্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করি।" স্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া বীরবরের পত্নী নিবেদন করিল, "নাথ! ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, স্বামী মূক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুব্জ, কুষ্ঠী যেরূপ হউন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে যেরূপ চরিতার্থতালাভ হয়, শাস্ত্রবিহিত দান, ধ্যান, ব্রত, তপস্যা দ্বারা তদ্রূপ হয় না; আর যদি স্বামীর প্রতি অযত্ন ও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া পারলৌকিক সুখসম্ভোগের লোভে নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সকল সর্ব্বতোভাবে বিফল ও অন্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব আমার পুত্র-পৌত্রে প্রয়োজন কি? তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রূষা করিলেই উভয় লোকে নিস্তার পাইব।" তাহার পুত্র কহিল, "পিতঃ! যে ব্যক্তি স্বামিকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক এবং সেই স্বর্গলোকে অনন্তকাল সুখসম্ভোগ করে। অতএব আর কি জন্য সংশয়ে কালহরণ করিতেছেন, কার্য্যসাধনে তৎপর হউন। বিলম্বে কার্য্যহানির সম্ভাবনা।"

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর বীরবর সপরিবারে দেবীর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাজা এইরূপ বীরবরের সপরিবারের প্রভুভক্তির প্রবলতা ও অচলতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আদি নানা উপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "জগদীশ্বরি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে বলিদান দিতেছি। কৃপা কর, যেন প্রভুর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজ্য হয়।"

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া বীরবর অকাতরে পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিল। বীরবরের কন্যা এইরূপে জীবিতাধিক সহোদরের প্রাণবিনাশ দেখিয়া খড়্গ-প্রহার দ্বারা প্রাণত্যাগ করিল। বীরবরের পত্নীও শোকে একান্ত বিকলচিত্তা হইয়া তৎক্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অনুগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা করিল, "প্রভুকার্য্য সম্পন্ন করিলাম; এক্ষণে আর কি নিমিত্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকি? আর কি সুখেই বা জীবনধারণ করি?" এই বলিয়া সেই বিষম খড়্গ দ্বারা স্বীয় শিরশ্ছেদন করিল।

এইরূপে অল্পক্ষণমধ্যে চারি জনের অদ্ভুত মরণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয়

নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, "যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ প্রভুভক্ত সেবকের সর্ব্বনাশ হইল, আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অতিশয় স্বার্থপর ও নিরতিশয় নির্বিবেক; নতুবা কি নিমিত্ত বীরবরকে পুত্রহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলাম না? কি নিমিত্তই বা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম? উপক্রমেই এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে বীরবরকে বিরত করা সর্ব্বতোভাবে আমার উচিত ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎকর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে আত্মহত্যারূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চিত্তসন্তোষ জন্মিবে না।"

এই বলিয়া খড়্গ লইয়া রাজা আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র ভগবতী কাত্যায়নী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন;—কহিলেন, "বৎস। তোমার সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর।" রাজা কহিলেন, "মাতঃ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চারি জনের জীবনদান কর; এক্ষণে ইহা অপেক্ষা আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই।" দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের গাত্রে সেচন করিবামাত্র চারি জনেই তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। রাজা যথার্থ প্রভুভক্ত বীরবরকে অপত্য কলত্র সহিত পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে দেবীর চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্গদবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া দেবী প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বারা রাজাকে চরিতার্থ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা রূপসেন সভাভবনে সিংহাসনে আসীন হইয়া রাত্রিবৃত্তান্ত কীর্ত্তন পূর্ব্বক সর্ব্বসভাজন-সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া অদ্ভুত প্রভুপরায়ণ বীরবরকে অর্দ্ধরাজ্যেশ্বর করিলেন।

এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিলে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার ঔদার্য্য অধিক হইল?" বিক্রমাদিত্য উত্তর দিলেন, "আমার বোধে রাজার ঔদার্য্য অধিক।" বেতাল কহিল, "কেন?" রাজা বলিলেন, "স্বামীর নিমিত্ত সর্ব্বনাশ স্বীকার ও প্রাণদান করা সেবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বীরবর রাজকার্য্যার্থে ঈদৃশ ঔদার্য প্রকাশ করিয়া আত্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু রাজা যে সেবকের নিমিত্ত রাজ্যাধিকার তৃণতুল্য বোধ করিয়া অনায়াসে প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ ঔদার্য্যের কার্য্য কস্মিন্‌কালেও কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল, রাজাও তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, ভোগবতী নগরীতে অনঙ্গসেন নামে অতি প্রসিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। চূড়ামণি নামে সর্ব্বগুণাকর শুকপক্ষী সর্ব্বকাল তাঁহার সন্নিহিত থাকিত। একদিন রাজা কথাপ্রসঙ্গে চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, "শুক, তুমি কি কি জান?" সে কহিল, "মহারাজ, আমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্রয়ের বৃত্তান্ত জানি।" তখন রাজা কহিলেন, "যদি তুমি ত্রিকালজ্ঞ হও, বল, কোন স্থানে আমার

উপযুক্ত রমণী আছে?" চূড়ামণি নিবেদন করিল, "মহারাজ মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরসেনের চন্দ্রাবতী নামে এক কন্যা আছে, সে পরম সুন্দরী ও সাতিশয় গুণশালিনী, তাহার সহিত মহারাজের বিবাহ হইবে।"

রাজা অনঙ্গসেন শুকের সর্ব্বজ্ঞতা পরীক্ষার্থ চন্দ্রকান্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, আপনি গণনা দ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়া বলুন, কোন্ কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হইবে?" তিনি জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, চন্দ্রাবতী নামে এক অতি রূপবতী রমণী আছে; গণনা দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে, তাহার সহিত আপনার পরিণয় হইবে।" রাজা শুনিয়া শুকের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; পরে এক সদ্বক্তা চতুর বুদ্ধিমান্ কার্য্যসাধক ব্রাহ্মণকে আনাইয়া নানা উপদেশ দিয়া সম্বন্ধস্থিরীকরণার্থ মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।

চন্দ্রাবতীর নিকটেও মদনমঞ্জরী নামে এক শারিকা থাকিত। তাহারও সর্ব্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। চন্দ্রাবতী একদিবস তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "শারিকে, যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয় বলিতে পার, আমার যোগ্য পতি কোথায় আছে, বল।" শারিকা কহিল, "রাজনন্দিনী! আমি দেখিতেছি, ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন। ফলতঃ অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী উভয়েরই এইরূপে শ্রবণ দ্বারা অন্তরে অনুরাগ সঞ্চার হইল এবং সমাগমের অভাব নিবন্ধন উভয়েরই ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে দিয়া এক ব্রাহ্মণকে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন,—কহিয়া দিলেন, 'তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিলে আমি কোন উদ্যোগ করিতে পারিব না।' বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ব্রাহ্মণ অনঙ্গসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং সুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত করিয়া মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবসে যথাসময়ে মগধেশ্বরের আলয়ে উপস্থিত হইয়া অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া পরম সুখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাবতী শ্বশুরালয়ে আগমনকালে মদনমঞ্জরী শারিকাকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতেন; রাজাও ক্ষণকালের নিমিত্ত চূড়ামণিকে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতেন না। এক দিবস রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং পিঞ্জরস্থ শুকশারিকাও তাঁহাদের সম্মুখে আছে; সেই সময়ে রাজা রাজ্ঞীকে কহিলেন, "দেখ, একাকী থাকিলে অতি কষ্টে কালযাপন হয়; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখি; তাহা হইলে উহারা আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবে।" রাজ্ঞী ঈষৎ হাসিয়া অনুমোদনপ্রদর্শন করিলে রাজা শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে রাখিয়া দিলেন।

একদিন রাজা নির্জ্জনে রাজমহিষীর সহিত রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, "দেখ, এই অসার সংসারে ভোগ অতি সার পদার্থ। যে ব্যক্তি এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগসুখে পরাঙ্মুখ থাকে, তাহার বৃথা জন্ম। অতএব কি নিমিত্ত তুমি ভোগবিষয়ে নিরুৎসাহিনী হইতেছ?" শারিকা কহিল, "পুরুষজাতি অতিশয় শঠ, অধর্ম্মী, স্বার্থপর

ও স্ত্রীহত্যাকারী ; এজন্য পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় না।" শুক কহিল, "নারীও অতিশয় চপলা, কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী।" উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শুক, হে শারিকে! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ?" তখন শারিকা কহিল, "মহারাজ, পুরুষ বড় অধর্ম্মী, এই নিমিত্ত পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার ও চরিত্র-বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন।"

ইলাপুরে মহাধন নামে অতি ঐশ্বর্য্যশালী এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহার পুত্র হইল না; এজন্য তিনি সর্ব্বদাই মনোদুঃখে কালহরণ করেন। কিয়দ্দিন পরে জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেষ্ঠী অধিক বয়সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া পরম যত্নে তাহার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বালক পঞ্চমবর্ষীয় হইলে তিনি তাহাকে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সে স্বভাবদোষ বশতঃ কেবল দুঃশীল দুশ্চরিত্র বালকগণের সহিত কুৎসিৎ ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া সতত কালযাপন করে, ক্ষণমাত্রও অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তরোত্তর ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে শ্রেষ্ঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। নয়নানন্দ সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি ব্যসনে আসক্ত হইল এবং কতিপয় বৎসরের মধ্যে দুষ্ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পড়িল। পরে সে ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিল। হেমগুপ্ত তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন; উহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং যথোচিত সমাদর ও সাতিশয় প্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি কি সংযোগে অকস্মাৎ এ স্থলে উপস্থিত হইলে?"

নয়নানন্দ কহিল, "আমি কতিপয় অর্ণবপোত লইয়া সিংহলদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম। দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত অকস্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপোত জলমগ্ন হইল। আমি ভাগ্যবলে এক ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়া বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন্ দিকে গেল, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লজ্জা হইতেছে। কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় ভাবিয়া পাইতেছি না। অবশেষে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া হেমগুপ্ত মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, "আমি অনেকদিন অবধি রত্নাবতীর নিমিত্ত নানা স্থানে পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি; কোথায়ও মনোনীত হইতেছে না; বুঝি ভগবান কৃপা করিয়া গৃহে উপস্থিত করিয়া দিলেন! এ অতি সদ্বংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির ন্যায় পৈতৃক অতুল গুণসম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব ত্বরায় দিন স্থির করিয়া ইহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিই।' মনে মনে এই প্রকার কল্পনা করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীনীর নিকটে গিয়া কহিলেন, "দেখ, এক শ্রেষ্ঠীর পুত্র উপস্থিত হইয়াছে; সে সৎকুলোদ্ভব। তাহার পিতার সহিত আমার অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। যদি তোমার মত হয়, তাহার সহিত রত্নাবতীর বিবাহ দিই।"

শ্রেষ্ঠীনী শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ভগবানের ইচ্ছা না হইলে এরূপ ঘটে না। বিনা

চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের কথা। অতএব বিলম্বে প্রয়োজন নাই; দিন স্থির করিয়া ত্বরায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন কর!" শ্রেষ্ঠী স্বীয় সহধর্ম্মিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাধনন্দনের নিকটে গিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তখন তিনি শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া মহাসমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন। বর-কন্যা পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে নয়নানন্দ মনোমধ্যে কোন অসৎ অভিসন্ধি করিয়া আপন পত্নীকে বলিল, "দেখ, অনেক দিন হইল, আমি স্বদেশে যাই নাই এবং বন্ধুবর্গেরও কোন সংবাদ পাই নাই; তাহাতে অন্তঃকরণে কি পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে, বলিতে পারি না; অতএব তোমার পিতামাতার মত করিয়া আমায় বিদায় দাও; আর যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহারে চল।" পতিব্রতা রত্নাবতী জননীর নিকট গিয়া স্বামীর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

শ্রেষ্ঠিনী স্বামীর সন্নিধানে গিয়া কহিলেন, "তোমার জামাতা গৃহে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।" শ্রেষ্ঠী শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "সে জন্য ভাবনা কি? বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান না, যম, জামাই, ভাগিনেয় এ তিন কোন কালে আপন হয় না ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না! জামাতা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাই সর্বাংশে কর্ত্তব্য। তাঁহাকে বল, ভাল দিন দেখিয়া বিদায় করিয়া দিতেছি।" অনন্তর শ্রেষ্ঠী আপন তনয়াকে হাস্যমুখে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে! তোমার অভিপ্রায় কি? শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে?"

রত্নাবতী কিয়ৎক্ষণ লজ্জায় নম্রমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল, অনন্তর কার্য্যান্তরব্যপদেশে তথা হইতে অপসৃত হইয়া স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল, "দেখ, পিতা-মাতা সম্মত হইয়াছেন,—কহিলেন, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও, তাহাই করিবেন। অতএব তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারণে আমায় ছাড়িয়া যাইও না; আমি তোমার অদর্শনে প্রাণধারণ করিতে পারিব না।"

পরিশেষে শ্রেষ্ঠী জামাতাকে অনেকবিধ দ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া মহাসমাদর পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং কন্যাকেও মহামূল্য অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা করিয়া তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। নয়নানন্দ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্বশুরের চরণবন্দনা পূর্ব্বক পত্নীর সহিত প্রস্থান করিল।

নয়নানন্দ এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠিকন্যাকে কহিল, "দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় দস্যুভয় আছে; শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কারধারণ করিয়া যাওয়া উচিত নহে; অলঙ্কারগুলি খুলিয়া আমার হস্তে দেও, আমি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখি, নগর নিকটবর্ত্তী হইলে পুনরায় পরিবে। আর বাহকেরাও শিবিকা লইয়া এই স্থান হইতে ফিরিয়া যাউক; কেবল আমরা দুই জনে দরিদ্রবেশে গমন করি, তাহা হইলে নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।"

রত্নাবতী তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া সমস্ত আভরণ স্বামিহস্তে ন্যস্ত করিল এবং দাস-দাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। নয়নানন্দ এইরূপে মহামূল্য অলঙ্কারসমূহ হস্তগত করিয়া ক্রমে ক্রমে অরণ্যের অতি নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং তাদৃশ পতিপরায়ণা হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক স্বদেশে উপস্থিত হইল। রত্নাবতী কূপে পতিত হইয়া 'হা তাতঃ! হা মাতঃ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে এক পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবিত রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং শব্দ অনুসারে গমন করিয়া কূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অবলোকন করিল, এক পরম সুন্দরী নারী উচ্চৈঃস্বরে রোদন

ও পরিবেদন করিতেছে। পথিক দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া পরম যত্নে সেই স্ত্রীরত্নকে কূপ হইতে উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কি নিমিত্ত একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আসিয়াছিলে, কি প্রকারেই বা তোমার এতাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিল, বল।"

রত্নাবতী পতিনিন্দা অতি গর্হিত বুঝিয়া প্রকৃত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিল, "আমি চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের কন্যা, আমার নাম রত্নাবতী, আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা কতিপয় দুর্দ্দান্ত দস্যু আসিয়া প্রথমতঃ অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আমায় এই কূপে ফেলিয়া দিল এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে করিতে লইয়া গেল। তাঁহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না।" পান্থ শুনিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান ও অভয়প্রদান পূর্ব্বক অতি যত্নে রত্নাবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিল।

রত্নাবতী পিতা-মাতার নিরতিশয় স্নেহপাত্রী ছিল। তাঁহারা তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া গলদশ্রুলোচনে আকুলবচনে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে! কিরূপে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল, বল।" সে কহিল, "এক অরণ্যে অকস্মাৎ চারিদিক্ হইতে অস্ত্রধারী পুরুষেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক আমার অঙ্গ হইতে সমুদয় অলঙ্কার খুলিয়া লইল এবং তাঁহাকে যত সম্পত্তি দিয়া বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদয়ও কাড়িয়া লইল, অনন্তর আমাকে এক অন্ধকূপে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে নিতান্ত নিষ্ঠুররূপে যষ্টিপ্রহার করিতে করিতে কহিতে লাগিল, 'আর কোথায় কি লুকাইয়া রাখিয়াছিস্, বাহির করিয়া দে।' তখন তিনি নিতান্ত কাতর-স্বরে অনেক বিনয় করিয়া বলিলেন, 'আমাদের নিকট যাহা ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে; আর কিছুমাত্র নাই।' তোমাদের প্রহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে; চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দেও।' তিনি বারংবার এই প্রকার কাতরোক্তিপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নির্দ্দয় দস্যুরা তথাপি তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া গেল; তৎপরে ছাড়িয়া দিল কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে পারি নাই।" তখন তাহার পিতা কহিলেন, "বৎসে, তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরেরা অর্থপিশাচ, অর্থ হস্তগত হইলে আর অকারণে প্রাণ নষ্ট করে না।" এইরূপে অশেষবিধ আশ্বাস ও প্রবোধ দিয়া তাহার পিতা অবিলম্বে আর এক প্রস্থ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এ দিকে নয়নানন্দ আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া অলঙ্কারবিক্রয় দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিবারাত্র দ্যূতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে পুনরায় নিঃস্বভাবাপন্ন ও অন্নবস্ত্রহীন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, "আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরালয়ে কোন প্রকারেই প্রকাশ পায় নাই। অতএব একটা ছল করিয়া তথায় উপস্থিত হই, পরে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া সুযোগক্রম কিছু হস্তগত করিয়া পলাইয়া আসিব।' মনে মনে এই দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পত্নী রত্নাবতীর দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

পতিপ্রাণা রত্নাবতী পতিকে সমাগত দেখিয়া অন্তঃকরণে চিন্তা করিল, 'পতি অতি দুরাচার হইলেও নারীর পরম গুরু, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। আর যে নারী কুমতিপরতন্ত্র হইয়া পরম গুরু স্বামীর কদাচিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য

করিয়া তাঁহার প্রতি কোন প্রকারে অশ্রদ্ধা বা অনাদর প্রদর্শন করে, সে আপন ঐহিক ও পারলৌকিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দেয়। আর উনি কেবল ভ্রান্তিক্রমেই সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। অতএব আমি সেই সামান্য দোষ ধরিয়া উঁহার চরণে অপরাধিনী হইব না। যাহা হউক, উনি সবিশেষ না জানিয়াই এখানে আসিয়াছেন, আমায় দেখিতে পাইলেই নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবেন। অতএব অগ্রে উঁহার ভয়ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত।'

রত্নাবতী অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়া ত্বরায় তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "নাথ, তুমি অন্তঃকরণে কোন আশঙ্কা করিও না। আমি পিতামাতার নিকট কহিয়াছি, চোরেরা অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক আমায় কূপে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে; অতএব সে পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া ভীত হইবার আবশ্যকতা নাই। আমার পিতা-মাতা তোমার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত আছেন, তোমায় দেখিলে যার পর নাই আহ্লাদিত হইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই স্থানেই অবস্থিতি কর। আমি যাবজ্জীবন তোমার চরণসেবা করিব।" এইরূপে তাহার ভয়ভঞ্জন করিয়া পরিশেষে রত্নাবতী কহিল, "আমি পিতা-মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে তুমিও সেইরূপ বলিবে।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া রত্নাবতী প্রস্থান করিলে পর সেই ধূর্ত্ত তখন শ্বশুরের নিকটে গিয়া প্রণাম করিল। শ্রেষ্ঠী আলিঙ্গন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে গদগদ-বচনে জামাতাকে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ স্বীয় সহধর্ম্মিণীর উপদেশানুরূপ সমস্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে কহিল, "মহাশয়, যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিমস্নেহসংবলিত আশীর্ব্বাদের প্রভাবে এ যাত্রা কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পাইয়াছি, যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রুও যেন কখনও এরূপ বিপদে না পড়ে।" ইহা কহিয়া যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থার স্মরণ হইল, এইরূপ ভাণ করিয়া সে রোদন করিতে লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় অনুকম্পা জন্মিল।

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্নাবতী স্বামিসমাগমসৌভাগ্যমদে মত্তা হইয়া তদীয় পূর্ব্বতন নৃশংস আচরণ বিস্মরণ পূর্ব্বক তৎসহবাসসুখ-সম্ভোগের অভিলাষে মনের উল্লাসে সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর নিদ্রাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্নাবতী কহিল, "আজ তুমি পথশ্রান্ত আছ, আর অধিকক্ষণ জাগরণক্লেশ সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর, আমি চরণসেবা করি।" সে কহিল, "তুমিও শয়ন কর, চরণসেবা করিতে হইবে না।"

অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে ধূর্ত্তশিরোমণি নয়নানন্দ অবিলম্বে কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক নাসিকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল; রত্নাবতীও পতিকে নিদ্রাগত দেখিয়া অনতিবিলম্বে নিদ্রায় অচেতন হইল। তখন সেই অদ্ভুত দুরাত্মা অবসর বুঝিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপন কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরী বহিষ্কৃত করিল এবং নিরুপম স্ত্রীরত্ন রত্নাবতীর কণ্ঠনালীচ্ছেদন পূর্ব্বক সমস্ত আভরণ লইয়া পলায়ন করিল।

ইহা কহিয়া শারিকা বলিল, "মহারাজ, যাহা বর্ণিত হইল, সমস্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তদবধি আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুরুষের

সহিত বাক্যালাপ করিব না এবং সাধ্যানুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে যত্নবতী থাকিব। পুরুষেরা অতি ধূর্ত্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর। মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস অপেক্ষাও ভয়ানক। এই সমস্ত কারণে আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা নাই।"

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া শুককে কহিলেন, "অহে চূড়ামণি, তুমি স্ত্রীজাতির উপর কি নিমিত্ত এত বিরক্ত, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর।"

তখন শুক কহিল, "মহারাজ, শ্রবণ করুন। কাঞ্চনপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁহার শ্রীদত্ত নামে সুরূপ সুশীল শান্তস্বভাব এক পুত্র ছিল। অনঙ্গপুরনিবাসী সোমদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা জয়শ্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিয়দ্দিন পরে শ্রীদত্ত বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে প্রস্থান করিলে জয়শ্রী আপন পিত্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি শ্রীদত্ত প্রত্যাগমন করিল না।

"একদিন জয়শ্রী আপন প্রিয়বয়স্যার নিকট কহিল, 'দেখ সখি, আমার যৌবন বৃথা হইল। আজ পর্য্যন্ত সংসারের সুখ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না, বলিতে কি, এরূপে একাকিনী কালহরণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোন উপায় স্থির কর।' তখন সখী কহিল, 'প্রিয়সখি, ধৈর্য্য ধর, ভগবানের ইচ্ছায় হয় ত অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবে।' জয়শ্রী ইচ্ছানুরূপ উত্তর না পাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃতা হইয়া গবাক্ষদ্বার দিয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে ঐ সময়ে এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ অতিমনোহর বেশে ঐ পথে গমন করিতেছিল। ঘটনাক্রমে তাহার ও জয়শ্রীর চারি চক্ষু একত্র হওয়াতে উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়শ্রী তৎক্ষণাৎ আপন সখীকে কহিল, 'দেখ, যেরূপে পার, ঐ হৃদয়-চোর ব্যক্তির সহিত আমার সংঘটন করিয়া দেও।" জয়শ্রীর সখী তাহার নিকটে গিয়া কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল, 'সোমদত্তের কন্যা জয়শ্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, সন্ধ্যার পর তুমি আমার আলয়ে আসিবে।' এই বলিয়া সে তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, 'তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম, সায়ংকালে তোমার আবাসে আসিয়া নিঃসন্দেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।'

তদনন্তর সখী জয়শ্রীর নিকটে গিয়া সবিশেষ সমুদয় তাহার গোচর করিলে সে অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল এবং তাহাকে পারিতোষিক দিয়া অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়া কহিল, 'যদি তুমি তাহার সহিত মিলন করিয়া দিতে পার, আমায় চিরকালের মত কিনিয়া রাখিবে, আমি কোন কালে তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়া অবস্থিতি কর, সে আসিবামাত্র আমায় সংবাদ দিবে।' এই বলিয়া সখীকে বিদায় করিয়া জয়শ্রী উল্লাসিত মনে ইচ্ছানুরূপ বেশ-ভূষা করিতে বসিল।

"শুভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই যুবা রতিপতির আদেশানুরূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া সখীর আলয়ে উপস্থিত হইল। সখী পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়া জয়শ্রীর নিকটে গিয়া প্রিয়তমের উপস্থিতি সংবাদ দিল। জয়শ্রী শুনিয়া আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া কহিল 'সখি, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, গুরুজন নিদ্রিত হইলেই তোমার সঙ্গে গিয়া প্রাণনাথের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া জন্ম সার্থক করিব।' অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিদ্রাগত হইলে জয়শ্রী সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া অননুভূতপূর্ব্ব চিরাকাঙ্ক্ষিত মদনরসের আস্বাদন দ্বারা যৌবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া নিশাবসান সময়ে স্বীয় আবাসে প্রতিগমন করিল। সে এইরূপে প্রত্যহ প্রিয়সমাগম-সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

"কিয়দ্দিন পরে তাহার স্বামী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়শ্রী শ্রীদত্তের সমাগমনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এ আপদ্ আবার এত দিনের পর কোথা হইতে উপস্থিত হইল? এখন কি করি, প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কত দিন থাকিবে, কত জ্বালাইবে, তাহাও জানি না।' এই চিন্তায় মগ্ন ও স্নান-ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিমুখ হইয়া বিষণ্ণ-মনে সখীর সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

"রজনী উপস্থিত হইল। জয়শ্রীর মাতা জামাতাকে পরম সমাদর ও যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া দাসী দ্বারা শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং আপনার কন্যাকেও পতিশুশ্রূষার্থ গমন করিতে আদেশ দিলেন। জয়শ্রী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে তাহার মাতা নানাবিধ প্রবোধবাক্য ও ভর্ৎসনা দ্বারা তাহাকে নিরুত্তরা করিয়া বলপূর্ব্বক গৃহ প্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা হইয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক পালঙ্কে আরোহণ করিয়া বিবৃত্তমুখে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত স্নিগ্ধ-সম্ভাষণ করিয়া প্রণয়িনীর প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে সাতিশয় বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। শ্রীদত্ত তাহার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিজানীত নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পট্টশাটী প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় দ্রব্য প্রদান করিলে জয়শ্রী সাতিশয় কোপপ্রদর্শন পূর্ব্বক তদ্দত্ত সমস্ত বস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন শ্রীদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিল এবং একান্ত পথশ্রান্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল।

"জয়শ্রী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইল এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়া ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। সেই সময়ে এক তস্কর ঐ পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা কামিনীকে অর্দ্ধরাত্র-সময়ে একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল, 'এই যুবতী অসহায়িনী হইয়া নিশীথসময়ে নির্ভয়ে কোথায় যাইতেছে? যাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল।' এই বলিয়া সে তাহার পশ্চাৎ চলিল।

"এ দিকে জয়শ্রীর প্রিয়সখা সখীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছিল। অকস্মাৎ এক কালসর্প আসিয়া দংশিয়া তাহার প্রাণসংহার করিয়া গেল। সে মৃত পতিত রহিল। জয়শ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া মৃত প্রিয়তমকে কপটনিদ্রিত বোধ করিয়া বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল; কিন্তু উত্তর না পাইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, আমার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না। অনন্তর তাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া বিনয় ও প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিলম্বের হেতুনির্দ্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সহাস্য আস্যে এই রহস্য দেখিতে লাগিল।

"নিকটস্থ বটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে সাতিশয় কুপিত হইয়া স্থির করিল, ঈদৃশী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্যক। অনন্তর সে তদীয় প্রিয়তমের মৃত-কলেবরে আবির্ভূত হইয়া দন্ত দ্বারা জয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন পূর্ব্বক আপন আবাসবৃক্ষে প্রতিগমন করিল। চোর এই সমস্ত নয়নগোচর করিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইল।

"জয়শ্রীর জ্ঞানোদয় হইল। তখন সে প্রিয়তমকে মৃত স্থির করিয়া সখীর নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া কহিল, সখি! আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করি, বল; গৃহে গিয়া কেমন করিয়া পিতা-মাতার নিকট মুখ দেখাইব? তাঁহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর

দিব? বিশেষতঃ আজ আবার সেই সর্ব্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে করিবে? সখি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দেও, খাইয়া প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল আপদ্ ঘুচিয়া যায়।' এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সখী শুনিয়া হতবুদ্ধি ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

"কিয়ৎক্ষণ পরে জয়শ্রী উৎপন্নমতিত্ববলে এক উপায় স্থির করিয়া কহিল, 'সখি! আর চিন্তা নাই, উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি; শুন দেখি, সঙ্গত হয় কি না। আমি এই অবস্থায় গৃহে গিয়া শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করি। গৃহজন রোদনশব্দে জাগরিত হইয়া কারণ-জিজ্ঞাসার্থ উপস্থিত হইলে বলিব, আমার স্বামী অকারণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া নিতান্ত নির্দ্দয়-রূপে বারংবার প্রহার করিয়া পরিশেষে নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন।' সখী কহিল, 'উত্তম যুক্তি হইয়াছে; ইহাতে সকল দিক্ রক্ষা হইবে। অতএব অবিলম্বে গৃহে গিয়া এইরূপ কর।"

"জয়শ্রী সত্বর গৃহে গিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। গৃহজন ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার নাসিকা নাই; সমস্ত গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইয়াছে এবং সে নিজে ভূতলে পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। অনন্তর তাহারা ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পুরঃসর বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া কহিল, 'ঐ দুর্বৃত্ত দস্যু আমার এই দুর্দ্দশা করিয়াছে।' তখন সমস্ত পরিবার একবাক্য হইয়া শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিরস্কার আরম্ভ করিল।

"সুশীল শ্রীদত্ত পূর্ব্বাপর কিছুই জানে না; অকস্মাৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকার তিরস্কারবাক্য-শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি সবিশেষ না জানিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া যার পর নাই অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছি। ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেখিতেছি। প্রথমতঃ শত শত চাটুবচনেও যে ব্যক্তি আলাপ করে নাই, সেই এক্ষণে অনায়াসে মুক্তকণ্ঠে মিথ্যাপবাদ দিতেছে। এই নিমিত্তই নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও স্ত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারেন না। জানি না, পরিশেষে কি বিপদ্ ঘটিবে। এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক সে অধোবদন হইয়া রহিল।

"পরদিন প্রভাত হইবামাত্র জয়শ্রীর পিতা রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া জামাতাকে বিচারালয়ে নীত করিল। প্রাড়্বিবাক বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া প্রথমতঃ জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কে তোমার এ দুর্দ্দশা করিয়াছে, বল, আমি সেই দুরাচারের যথোচিত দণ্ডবিধান করিতেছি।' জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, 'ধর্ম্মাবতার! ইনি আমার স্বামী; ইহা হইতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।' অনন্তর প্রাড়্বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত এমন দুষ্কর্ম্ম করিলে?' সে কহিল, 'ধর্ম্মাবতার! আমি এ বিষয়ের ভাল মন্দ কিছুই জানি না, ইহাতে আপনার বিচারে যেরূপ ব্যবস্থা হয়, করুন।' এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিষণ্ণবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

প্রাড়্বিবাক বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া ঘাতকদিগকে ডাকাইয়া শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার সবিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক দেখিতেছিল। সে অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবিনাশের উপক্রম দেখিয়া প্রাড়্বিবাকের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নিবেদন করিল, 'মহাশয়, সবিশেষ

অনুসন্ধান না করিয়া বিনা অপরাধে আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্ম্মাবতার, যথার্থ বিচার করুন; ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।'

প্রাড়্‌বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন এবং চোরের বাক্য শুনিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে জয়শ্রীর মৃত পতিত উপপতির বক্ত্রমধ্য হইতে তদীয় ছিন্ন নাসিকা আনীত হইল। তখন তিনি নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া চোরকে যথার্থবাদী ও শ্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া যথোচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক উভয়কে বিদায় দিলেন এবং জয়শ্রীর মস্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন।"

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া চূড়ামণি কহিল, "মহারাজ! নারী ঈদৃশ প্রশংসনীয় গুণে পরিপূর্ণা হয়।"

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ! জয়শ্রী ও নয়নানন্দ, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক দুরাচার?" রাজা কহিলেন, "আমার মতে দুই সমান।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, "মহারাজ! ধারা নগরে মহাবল নামে মহাবল-পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার দূতের নাম হরিদাস। ঐ দূতের মহাদেবী নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কালক্রমে কন্যা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে হরিদাস মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 'কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল; অতঃপর বর অন্বেষণ করিয়া উহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করা উচিত।' অনন্তর পরিবারের মধ্যে মহাদেবীর বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে সে একদিন আপন পিতার নিকট নিবেদন করিল, 'পিতঃ! যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত হন।' হরিদাস কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থনা শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

"একদিন রাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন 'হরিদাস! দক্ষিণ দেশে হরিশ্চন্দ্র নামে রাজা আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু দিন অবধি তাঁহার শারীরিক ও বৈষয়িক কোন সংবাদ না পাইয়া বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএব তুমি তথায় গিয়া আমার কুশল সংবাদ দিয়া ত্বরায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-সংবাদ লইয়া আইস।' হরিদাস রাজকীয় আদেশ অনুসারে কতিপয় দিবসের মধ্যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। হরিশ্চন্দ্র দূতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং সমুচিত পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক হরিদাসকে কতিপয় দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন।

"একদিবস রাজা হরিশ্চন্দ্র সভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হরিদাস! তুমি কি বোধ কর, কলিযুগের আরম্ভ হইয়াছে কি না?' তখন সে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, 'হাঁ মহারাজ! কলিকাল

উপস্থিত হইয়াছে। তাহার অধিকার-প্রভাবেই সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; সত্যের হ্রাস হইতেছে; 'পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন; লোক মুখে মিষ্টবাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে সম্পূর্ণ কপটতা; রাজারা প্রজার সুখসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোষপরিপূরণে যত্নবান্ হইয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন; স্ত্রীলোক লজ্জায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছে এবং সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে; পুত্র পরম গুরু পিতা-মাতার শুশ্রূষায় ও আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে; ভ্রাতা ভ্রাতার প্রতি সর্ব্বতোভাবে স্নেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; মিত্রতানিবন্ধন অকৃত্রিম প্রণয়সংবলিত সরল ব্যবহার আর দৃষ্টিগোচর হয় না; নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মে কাহারও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না; পামরেরা বুদ্ধি ও বিদ্যার অহঙ্কারে প্রতিকূল তর্ক দ্বারা ধর্ম্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। মহারাজ! ইত্যাদি নানা প্রকারে কেবল ধর্ম্মের তিরোভাব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সর্ব্বত্র নেত্রগোচর হইতেছে।' রাজা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন।

"সভাভঙ্গান্তে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস আপন অবস্থিতিস্থানে উপস্থিত হইয়া এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে, কি নিমিত্তে আসিয়াছ?' সে কহিল, 'আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।' হরিদাস কহিল, 'কি প্রার্থনা বল; আমার সামর্থ্য হয়, সম্পন্ন করিব।' সে কহিল, 'তোমার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্যা আছে; আমার সহিত তাহার বিবাহ দেও।' হরিদাস কহিল, 'আমি কন্যার প্রার্থনা অনুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহাকে কন্যাদান করিব। সে কহিল, 'আমি বাল্যকাল অবধি পরম যত্নে নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি; আর আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, এক অদ্ভুত রথ নির্ম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে আরোহণ করিলে এক দণ্ডে বর্ষগম্য দেশে উপস্থিত হওয়া যায়।'

"হরিদাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং কন্যাদানে সম্মত হইয়া কহিল, 'কল্য প্রাতঃকালে তুমি রথ লইয়া আমার নিকট আসিবে।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণতনয়কে বিদায় দিয়া হরিদাস স্নান, আহ্নিক ও ভোজন করিল এবং অপরাহ্নে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় লইয়া স্বদেশ-প্রতিগমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া রহিল।

"পরদিন প্রভাত হইবামাত্র ব্রাহ্মণতনয় হরিদাসের নিকটে উপস্থিত হইলে উভয়ে রথে আরোহণ করিয়া স্বল্পসময়ের মধ্যে ধারা নগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তদীয় পত্নী ও পুত্র পৃথক্ পৃথক্ এক এক ব্রাহ্মণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব, তাহাতে কেবল হরিদাসের গৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে সেই পূর্ব্বাশ্বাসিত বরেরাও হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া বিবাহের নিমিত্ত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল।

"এইরূপে তিন বর একত্র হইলে হরিদাস অতিশয় ব্যাকুল হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি; তিন জনই বিদ্যাবান্ ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন, কাহাকেই নিরাশ করি? অনন্তর সে তাহাদিগকে কহিল, 'অদ্য তোমরা আমার আলয়ে অবস্থিতি কর; আমি পুত্র ও গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব।' তাহারা সম্মত হইয়া সে দিন হরিদাসের আবাসে অবস্থিতি করিল। দৈববিড়ম্বনায় সেই রজনীতে বিন্ধ্যাচলবাসী এক রাক্ষস আসিয়া হরিদাসের কন্যাকে হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিল।

"গৃহজন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থী ব্রাহ্মণকুমারেরাও ভাবিনী ভার্য্যার অদর্শনবার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া ম্লানবদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সমাধিবলে ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমুদয় প্রত্যক্ষবৎ দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল, 'মহাশয়, উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি দেখিতেছি, এক রাক্ষস আপনার কন্যার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহাকে লইয়া গিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে রাখিয়াছে। যদি তথা হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোন উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন।' দ্বিতীয় কহিল, 'আমি শব্দবেধী শর দ্বারা বিপক্ষের প্রাণসংহার করিতে পারি, অতএব কোন উপায়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারিলে রাক্ষসের প্রাণবিনাশ ও কন্যার উদ্ধারসাধন করিতে পারিব।' তখন তৃতীয় কহিল, 'আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে।'

"অনন্তর সে ঐ রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হইল এবং শব্দবেধী শর দ্বারা ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া মহাদেবী সমভিব্যাহারে অবিলম্বে ধারা নগরে প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর তিন বর পরস্পর বিবাদ করিয়া কহিতে লাগিল, 'আমি ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী, আমি না হইলে ইহার উদ্ধার হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।' হরিদাস তাহাদের বাদানুবাদ শ্রবণে কর্ত্তব্যধারণে বিমূঢ় ও যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইল।"

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! এই তিনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি মহাদেবীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হইতে পারে?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "যে ব্যক্তি রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া মহাদেবীকে প্রত্যানয়ন করিয়াছে।" বেতাল কহিল, "তিন জনই সমান বিদ্বান্ এবং তিন জনই প্রত্যানয়ন-বিষয়ে সমান সাহায্য করিয়াছে, তবে কি জন্য অন্য কাহারও না হইয়া এই কন্যা প্রত্যাহর্ত্তারই প্রণয়িনী হইবে?" রাজা কহিলেন, "তিন জনই অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছে যথার্থ বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে প্রত্যাহর্ত্তার গুণেই প্রকৃত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব তাহারই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

ষষ্ঠ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ! ধর্ম্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্ম্মশীল নামে অতি সুশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী একদিন রাজাকে পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ! মন্দিরনির্ম্মাণ পূর্ব্বক কাত্যায়নীর প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিদিন যথাবিধানে পূজা করিতে আরম্ভ করুন: শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে।" রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রত্যহ মহাসমারোহে যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

রাজা এইরূপে দেবতার আরাধনে নিয়ত যত্নবান ও গো-ব্রাহ্মণে সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন; তথাপি সংসারাশ্রমের সারভূত তনয়ের মুখচন্দ্রনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সর্ব্বদাই তিনি মনে

মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র ব্যক্তির সংসারাশ্রম ধনে জনে পরিপূর্ণ হইলেও শূন্যপ্রায় এবং পরকালেও তাহার সদ্গতিলাভ হয় না। অতএব কি কর্ত্তব্য?

একদিন রাজা মন্ত্রিপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ পণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, "দেবি! তুমি ত্রিলোকজননী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিয়ত তোমায় আরাধনা করেন; তুমি কালে কালে ত্রিভুবনের মহানর্থহেতু উৎপাতধূমকেতুপ্রায় মহিষাসুর, রক্তবীজ প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দৈত্যদানবগণের প্রাণসংহার করিয়া ভূমির ভার হরিয়াছ; আর যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের পরিত্রাণ করিয়াছ; তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক; এই নিমিত্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমার মনস্কামনা পরিপূর্ণ কর।" স্তবাবসানে রাজা পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

অনন্তর আকাশবাণী হইল, "রাজন্! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর।" রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া আনন্দগদগদস্বরে কহিলেন, "জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, কৃপা করিয়া এই বর দাও, যেন আমি অবিলম্বে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করি।" দেবী কহিলেন, "বৎস! অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র সুশীল, শান্তভাব, সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে পারদর্শী হইবে।"

কিয়দ্দিন অতীত হইলে রাজার এক পুত্র জন্মিল। রাজা মহাসমারোহে সপরিবারে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন এবং সমাগত দীন-দরিদ্র অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

একদিন দীনদাস নামে তন্তুবায় কোন কার্য্য উপলক্ষে নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন করিতেছিল। দৈবযোগে তাহার সজাতীয়া রাজধানীনগরবাসিনী এক পরম সুন্দরী কন্যা নয়নগোচর হওয়াতে দীনদাস তদীয় অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। অনন্তর সে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তন্তুবায় মনে মনে চিন্তা করিল, আমাদের মহারাজ পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও ভগবতী কাত্যায়নীর প্রসাদে বৃদ্ধবয়সে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন। দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইলে আমারও এই স্ত্রীরত্নলাভ সম্পন্ন হইতে পারে।

এই চিন্তা করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তন্তুবায় কৃতাঞ্জলিপুটে মানসিক করিল, "ভগবতি! যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, স্বহস্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমার পূজা দিব।" এইরূপ মানসিক করিয়া প্রণাম পূর্বক সে আপন বন্ধুর সহিত নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল; পরে নিজালয়ে প্রতিগমন করিয়া সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীর দুঃসহ বিরহানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া আহার-বিহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃত্তিশূন্য হইল এবং অষ্টপ্রহর অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল সেই কামিনীর বিভ্রম বিলাস আদি ধ্যান করিতে লাগিল।

তাহার সহচর স্বীয় প্রিয় বয়স্যের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় স্মরদশার প্রাদুর্ভাব দেখিয়া নিরতিশয় বিষন্নমনা হইল এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও উপায়নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে তাহার পিতার নিকট সবিশেষে সমস্ত নিবেদন করিল। তাহার পিতা সমস্ত শ্রবণ ও স্বচক্ষে সমস্ত অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিল, ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় সেই কন্যার সহিত বিবাহ না হইলে প্রাণত্যাগ করিতে পারে। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা করা বিধেয় নহে; যাহাতে ত্বরায় ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

এই স্থির করিয়া দীনদাসের পিতা পুত্রের মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সেই কন্যার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইল এবং যথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর গৃহস্বামীকে কহিল, "আমি তোমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, যদি তুমি দয়া করিয়া প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হও ব্যক্ত করি।" সে কহিল, "যদি সাধ্যাতীত না হয়, অবশ্য করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এইরূপে গৃহস্বামীকে বচনবদ্ধ করিয়া দীনদাসের পিতা তাহার নিকট আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া কন্যাদান করিল। তন্তুবায়তনয় অভিলষিত দারসমাগম দ্বারা কৃতার্থম্মন্য হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিন পরে দীনদাস শ্বশুরালয়ে কর্ম্মবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে নিমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব-বন্ধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া পত্নীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল। তখন পূর্ব্বকৃত মানসিক স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে সে মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, 'আমি অতিশয় অসত্যবাদী পামর; দেবীর নিকট মানসিক করিয়া বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি; জন্মজন্মান্তরে আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যাহা হউক, এক্ষণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত।'

এইরূপ স্থির করিয়া দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, "মিত্র, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি দেবীদর্শন করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি।" এই বলিয়া তথায় উপস্থিত ও সন্নিহিত সরোবরে স্নাত হইয়া সে প্রথমতঃ যথাবিধি পূজা করিল; অনন্তর 'ভগবতি কাত্যায়নি, বহু কাল হইল, আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম; অদ্য তাহার পরিশোধ করিতেছি', এই বলিয়া মন্দিরস্থিত খড়্গ লইয়া স্কন্ধদেশে আঘাত করিবামাত্র তাহার মস্তক দেহ হইতে পৃথকভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল, "তুমি এইখানে থাক, আমি বন্ধুকে ডাকিয়া আনি।" এই বলিয়া তথায় গমন করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সে দেখিল, দীনদাসের মস্তক ও কলেবর পৃথক্ পৃথক্ পতিত আছে। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 'সংসার অতি বিরুদ্ধ স্থান; কোন ব্যক্তিই বোধ করিবে না যে, এ স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সকলেই বলিবে, আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আপন অসৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে এরূপ লোকাপবাদে দূষিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়।' এই ভাবিয়া সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সেই খড়্গ দ্বারা আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল।

তন্তুবায়তনয়া বহুক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের অন্বেষণার্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়া বিবেচনা করিল, 'দৈবদুর্বিপাকে আমার যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহাতে বোধ করি পূর্ব্বজন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যাবজ্জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অসার দেহভার বহন করা বিড়ম্বনা মাত্র। আর লোকেও বিশেষ না জানিয়া বলিবে, এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, আপন অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত স্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে; অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত।'

এই বলিয়া সেই শোণিতলিপ্ত খড়্গ লইয়া তন্তুবায়তনয়া আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যত হইবামাত্র দেবী তৎক্ষণাৎ আবির্ভূতা হইয়া তাহার হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, "বৎসে, আমি তোমার

সাহস ও সদ্বিবেচনা দর্শনে প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" তন্তুবায়কন্যা কহিল, "জননি! যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, ইহাদের দুই জনের প্রাণদান কর।" দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া উভয়ের কলেবরের সহিত মস্তকের যোগ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তন্তুবায়তনয়া কাত্যায়নীর বচন-শ্রবণে আহ্লাদে অন্ধপ্রায়া হইয়া একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল। উভয়েই তৎক্ষণাৎ প্রাণদান পাইয়া গাত্রোত্থান করিল।

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এক্ষণে কোন্ ব্যক্তি ঐ কন্যার স্বামী হইবে, বল।" রাজা কহিলেন, "শুন বেতাল, যেমন নদীর মধ্যে গঙ্গা উত্তম, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম, সেইরূপ সমুদয় অঙ্গের মধ্যে মস্তক উত্তম, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা মস্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তির কলেবরে পূর্ব্বস্বামীর উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহার স্বামী হইবে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সেই বৃক্ষে গিয়া লম্বমান হইল, রাজা বিক্রমাদিত্যও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

সপ্তম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, শ্রবণ কর। চম্পা নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাঁহার সুলোচনা নামে ভার্য্যা ও ত্রিভুবন-সুন্দরী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহযোগ্যা হইলে রাজা উপযুক্ত পাত্রের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন।. নানাদেশীয় রাজারা ক্রমে ক্রমে অবগত হইলেন, রাজা চন্দ্রাপীড়ের এক পরম সুন্দরী কন্যা আছে; তদীয় রূপলাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুনিজনেরও মন মোহিত হয়; তাঁহারা সকলেই বিবাহপ্রার্থনায় নিপুণতর চিত্রকর দ্বারা নিজ নিজ প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করাইয়া চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। রাজা মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই সকল চিত্র কন্যার নিকটে উপনীত করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারও ছবি কুমারীর মনোনীত হইল না। তখন রাজা কন্যার স্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অসম্মতা হইয়া কহিল, "তাত স্বয়ংবর বৃথা আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি বিদ্যা, বুদ্ধি, বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ হইবে, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব।"

কিয়দ্দিন পরে দেশান্তর হইতে চারি বর উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "মহারাজ, আমি বাল্যকাল অবধি বহু পরিশ্রমে নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছি; আর আমার এক অসাধারণ গুণ এই যে, প্রতিদিন একখানি মনোহর বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পাঁচ রত্ন মূল্যে বিক্রয় করি। তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি; দ্বিতীয় দেবসাৎ করিয়া তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি; চতুর্থ ভাবী ভার্য্যার নিমিত্ত রাখিয়া পঞ্চম দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। এই গুণ আমা ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির নাই। আর আমার রূপের পরিচয় দিবার আবশ্যক কি, মহারাজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।" দ্বিতীয় কহিল, "আমি জলচর স্থলচর সমস্ত পশু-পক্ষীর ভাষা জানি; আমার সমান বলবান্ ত্রিভুবনে আর কোন ব্যক্তি

নাই; আর আমার আকার আপনার সমক্ষেই উপস্থিত রহিয়াছে।" তৃতীয় কহিল, "আমি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়; আমার সৌন্দর্য্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন করিয়া নির্লজ্জ হইবার প্রয়োজন কি?" চতুর্থ কহিল, "আমি শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয়, আমি শব্দবেধী শর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি; আর আমার রূপলাবণ্যের বিষয় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে এবং আপনিও স্বচক্ষে দেখিতেছেন।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারি জনের রূপ-গুণ ও বিদ্যার পরিচয় লইয়া রাজা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, চারি জনকেই রূপে, গুণে ও বিদ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি, কাহাকে কন্যা দান করি? অনন্তর ত্রিভুবনসুন্দরীর নিকটে গিয়া চারি জনের গুণের পরিচয় দিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, এই চারি বর উপস্থিত, তুমি কাহাকে মনোনীত কর?" শুনিয়া ত্রিভুবনসুন্দরী লজ্জায় অধোমুখী ও নিরুত্তরা হইয়া রহিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, কোন্ ব্যক্তি যুক্তিমার্গ অনুসারে ত্রিভুবনসুন্দরীর পতি হইতে পারে?" রাজা কহিলেন, 'যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় করে, সে জাতিতে শূদ্র; যে ব্যক্তি পশু-পক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য, যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু শব্দবেধী ব্যক্তি কন্যার সজাতীয়; সেই শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এই কন্যার পরিণেতা হইতে পারে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে পুনরায় গিয়া সেই বৃক্ষে পূর্ব্ববৎ লম্বিত হইল; রাজাও পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় চিরঞ্জীব নামে রাজপুত তাঁহার বদান্যতা ও গুণগ্রাহকতা কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া কর্ম্মের প্রার্থনায় তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইল. কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে রাজা তৎকালে সর্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া মহিলাগণের সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও একবার রাজসভায় উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত হইল, তথাপি চিরঞ্জীব রাজার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিল না। এ দিকে ব্যয়নির্বাহের জন্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, তাহাও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 'প্রায় সংবৎসর অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বৃত্তিসেবার প্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে আসিয়া রাজ্যতন্ত্রপরাঙ্মুখ স্ত্রীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীষ্টসিদ্ধির কথা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ করিতেও পারিলাম না! দেবতা কত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। আর এ ব্যক্তিকে অমাত্যায়ত্ত দেখিতেছি, স্বয়ং রাজকার্য্যে মনোযোগ করেন না। কিন্তু রাজা স্বায়ত্ত না হইলেও তাঁহার নিকট মাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনাসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেই যে আমি এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহারই বা নিশ্চয় কি?

বিশেষতঃ এক্ষণে আমি নিঃসম্বল হইলাম ; ভিক্ষা দ্বারা উদরান্ন সংগ্রহ ব্যতিরেকে এ স্থলে অবস্থিতি করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব এক অনিশ্চিত স্বরৃত্তিলাভের প্রত্যাশায় অন্য এক স্বরৃত্তি অবলম্বন করা নিতান্ত নির্ঘৃণ ও কাপুরুষের কর্ম্ম। ফলতঃ আশার দাসত্বস্বীকার করিলেই নিঃসন্দেহ দুঃসহ ক্লেশভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি আশাকে দাসী করিয়া সকল ক্লেশের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক ; যদি সংসারে কেহ সুখী থাকে, তবে সে ব্যক্তিই যথার্থ সুখী। অতএব অদ্যই আমি সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে গিয়া জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব।' এই নিশ্চয় করিয়া মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরঞ্জীব অরণ্যে প্রবেশ করিল।

কিয়দ্দিন পরে রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ-কার্য্যে নিবিষ্টমনা হইলেন এবং কতিপয় দিবসের পর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মহাসমারোহে মৃগয়ায় গমন করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি এক মৃগের অনুসরণক্রমে অশ্বারোহণে একাকী অরণ্যের নিবিড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলে চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল এবং মৃগও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল।

রাজা যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল হইলেন। কিন্তু ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া ইতস্ততঃ জলের অন্বেষণ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে সাতিশয় হৃষ্টমনা হইলেন। রাজপুত চিরঞ্জীব বিষয়বিরক্ত হইয়া ঐ কুটীরে তপস্যা করিতেছিল। তথায় উপস্থিত ও কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক রাজা জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। চিরঞ্জীব আতিথেয়তা-প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তপোবনসুলভ সুস্বাদু ফল ও সুশীতল জল প্রদান করিল।

রাজা ফল ও জল পাইয়া ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাশান্তি করিলেন এবং নিরতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাকে পুনর্জ্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন ; পরে মহোপকারক চিরঞ্জীবের ভাব দর্শনে প্রকৃত ঋষি বলিয়া বোধ না হওয়াতে বিনয়নম্র-বচনে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, তাহাতে আমি আপনার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে এক অনুচিত প্রার্থনা দ্বারা ধৃষ্টতাপ্রকাশে প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ তপস্বী দেখিতেছি, কিন্তু আকার-ইঙ্গিত দর্শনে কোন ক্রমে প্রকৃত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এ বিষয়ে আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি প্রাণসংশয়সময়ে জলদান দ্বারা আমার প্রাণদান করিয়াছেন ; এক্ষণে কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক সংশয়াপনোদন দ্বারা আমায় চরিতার্থ করুন।"

চিরঞ্জীব রাজার অনুরোধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া আত্মপরিচয়প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "আমি লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাজা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া কর্ম্মপ্রার্থনায় তাঁহার রাজধানীতে গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে রাজা বিষয়সম্ভোগে আসক্ত হইয়া সংবৎসরমধ্যেও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু জাতিস্বভাবসিদ্ধ রজোগুণের আতিশয্য বশতঃ আমার অন্তঃকরণ সাত্ত্বিক কার্য্যে অনুরক্ত হইতেছে না ; এখনও রাজসপ্রকৃতিসুলভ বিষয়ানুরাগে বিচলিত হইতেছে। অতএব আপনার এ সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে ; আপনি উত্তম অনুভব করিয়াছে।" রাজা শুনিয়া মনে মনে নিরতিশয়

লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তখন কিছুমাত্র ব্যক্ত না করিয়া চিরঞ্জীবের অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক তদীয় কুটীরেই রজনীযাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা গুণাধিপ আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক চিরঞ্জীবকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন। তদবধি তিনি তাহার প্রতি সতত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন; সে ব্যক্তিও তদীয় নির্দেশসম্পাদনে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিল।

একদা রাজা অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রয়োজনবিশেষ বশতঃ চিরঞ্জীবকে দেশান্তরে প্রেরণ করিলেন। চিরঞ্জীব রাজকার্য্যসম্পাদন করিয়া প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকূলে এক দেবালয় দেখিতে পাইল; তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেবদর্শন করিয়া চিরঞ্জীব বহির্গত হইবামাত্র এক পরম সুন্দরী কামিনী সহসা তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। তদীয় কোমল কলেবরে লোকাতিগ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত হইয়া চিরঞ্জীব একতানমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই রমণী তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অহে পুরুষবর, তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তই বা চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ?" চিরঞ্জীব কহিল, "কার্য্যবশতঃ আমি দেশান্তরে গিয়াছিলাম, কার্য্য শেষ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছি; কিন্তু অকস্মাৎ তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান আছি।" তখন সেই সীমন্তিনী কহিল, "তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা হইলে আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইব।"

চিরঞ্জীব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সরোবরে অবগাহন করিল; কিন্তু জলের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে। তখন সে যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং অবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া রাজা অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি ত্বরায় আমায় ঐ স্থানে লইয়া চল।" অনন্তর উভয়ে সমুচিত যানে আরোহণ পূর্ব্বক অর্ণবতীরে উপস্থিত হইয়া সেই দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে পূজা ও প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী রাজার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তদীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হইয়া কহিল, "মহারাজ, আমার প্রতি যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিব।" রাজা কহিলেন, "যদি তুমি আমার বাক্য অনুসারে কার্য্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও।" সে কহিল, "আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হইয়াছি; এমন স্থলে কেমন করিয়া উহার সহধর্ম্মিণী হইব?" রাজা কহিলেন, "তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, 'আমার আদেশ অনুসারে কর্ম্ম করিবে।' সজ্জনেরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করেন। অতএব আপন বাক্যরক্ষা কর, চিরঞ্জীবের সহধর্ম্মিণী হও।" পরিশেষে সেই কামিনী সম্মতিপ্রদর্শন করিলে রাজা গান্ধর্ব্ববিধান দ্বারা উভয়কে পরস্পর সহচর করিয়া দিয়া আপন সমভিব্যাহারে রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাদের স্বচ্ছন্দরূপ জীবিকানির্ব্বাহের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বেতাল জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, রাজা ও চিরঞ্জীবের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অধিক সৌজন্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ হইল?" রাজা কহিলেন, "চিরঞ্জীবের।" বেতাল কহিল, "কি প্রকারে?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "রাজা পরিশেষে চিরঞ্জীবের নানা মহোপকার করিলেন যথার্থ বটে; কিন্তু চিরঞ্জীব মৃগয়াদিবসে

ফল, জল ও আশ্রয়দান দ্বারা রাজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার সহিত ও সকলের তুলনা হইতে পারে না।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পূর্ব্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

নবম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে হিরণ্যদত্ত নামে এক ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্ বাস করিত। ঐ বণিকের মদনসেনা নামে এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগত হইলে মদনসেনা স্বীয় সহচরীবর্গ সমভিব্যাহারে উপবন বিহারে গমন করিল। দৈবযোগে ধর্ম্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও পরিভ্রমণবাসনায় সেই সময়ে ঐ উপবনে উপস্থিত হইল। সে কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দূর হইতে দর্শন করিল, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী সখীগণ সহিত ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া সোমদত্ত মদনসেনার অসামান্য রূপলাবণ্য নয়নগোচর করিয়া মোহিত হইল এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাহার নিকট গিয়া কহিল, "সুন্দরী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব, যদি আমার প্রতি তুমি অনুকূল না হও, তোমার সমক্ষে আমি আত্মঘাতী হইব।"

মদনসেনা শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তকে অশেষ প্রকারে সদুপদেশ প্রদান করিল কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সোমদত্ত অধিকতর অধৈর্য্য ও ব্যাকুল হইয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সাশ্রুমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তখন মদনসেনা উদারস্বভাবতা বশতঃ পরের প্রাণরক্ষা প্রধান ধর্ম্ম বোধ করিয়া কহিল, "আগামী পঞ্চম দিবসে আমার বিবাহ হইবে; তৎপরে শ্বশুরালয়ে যাইব। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর।" সোমদত্ত মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া বিশ্বস্ত-মনে গৃহে গমন করিল।

তৎপরে পঞ্চম দিবসে পরিণীতা হইয়া মদনসেনা শ্বশুরালয়ে গেল। রজনী উপস্থিত হইলে গৃহজনেরা তাহাকে শয়নাগারে প্রবেশিত করিল। সে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া মৌন অবলম্বন পূর্ব্বক শয্যার এক পার্শ্বে উপবিষ্টা রহিল। তাহার স্বামী পরম সমাদরে করগ্রহণ পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণ করিতে লাগিল; কিন্তু মদনসেনা তৎকালোচিত নবোঢ়াচেষ্টিতসমুদয়ের বৈপরীত্যে সোমদত্তের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল, "যদি তুমি আমায় তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দেও, আমি আত্মঘাতিনী হইব।" তাহার স্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল; পরে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া কহিল, "যদি তুমি নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাও, যাও, আমি নিষেধ করিতে পারি না; প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন অবশ্যকর্ত্তব্য বটে।"

মদনসেনা এইরূপে স্বামীর সম্মতি লাভ করিয়া অর্দ্ধরাত্রসময়ে একাকিনী সোমদত্তের আলয়ে চলিল। রাজপথে উপস্থিত হইলে এক তস্কর তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "সুন্দরি, তুমি কে এবং

সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া এ ঘোর রজনীতে কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছ? তোমায় একাকিনী দেখিতেছি; অথচ তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার লক্ষিত হইতেছ না।" মদনসেনা কহিল, "আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেষ্ঠীর কন্যা; আমার নাম মদনসেনা; প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালনের জন্য আমি সোমদত্তের নিকটে যাইতেছি।"

চোর শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কারগ্রহণের উদ্যম করিলে মদনসেনা ব্যাকুল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ভ্রাতঃ, আমি অনেক যত্নে স্বামীকে সম্মত করিয়া তাঁহার অনুমতি হইয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইবার উপায় করিয়াছি; তুমি আমার বেশভঙ্গ করিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থান কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রত্যাগমনকালে সমস্ত অলঙ্কার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব।" চোর মদনসেনার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া অলঙ্কারের প্রত্যাশায় তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সুপ্ত দেখিয়া জাগরিত করিল। সোমদত্ত মদনসেনার অসম্ভাবিত সমাগমে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই ঘোর রজনীতে একাকিনী কি প্রকারে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে?" মদনসেনা কহিল, "বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে গিয়াছি; তথা হইতে আসিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনার্থে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী।" সোমদত্ত জিজ্ঞাসিল, "তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছ কি না?" মদনসেনা উত্তর দিল, "তাঁহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণনা করিলাম; তিনি শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে অনুমতি প্রদান করিলেন; তৎপরে তোমার নিকটে আসিয়াছি।"

সোমদত্ত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, "আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করিব না; শাস্ত্রে সে বিষয়ে সবিশেষ দোষনির্দ্দেশ আছে। যাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় ও তোমার পতির ভদ্রতায় অতিশয় প্রীত হইলাম। অকপট-হৃদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে যাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হও।"

তদনন্তর মদনসেনা প্রত্যাবর্ত্তনকালে মলিম্লুচের নিকট উপস্থিত হইল। সে তাহাকে ত্বরায় প্রত্যাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে মদনসেনা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। চোর শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া অকপট-হৃদয়ে কহিল, "আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই। তুমি অতি সুশীলা ও সত্যবাদিনী। ধর্ম্মে ধর্ম্মে তোমার যে সতীত্ব-রক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি নির্ব্বিঘ্নে শ্বশুরালয়ে গমন কর।" এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর মদনসেনা স্বামীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সে আর তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সম্ভাষণ না করিয়া অপ্রসন্ন-মনে শয়ান রহিল।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, এই চারি জনের মধ্যে কাহার ভদ্রতা অধিক?" রাজা উত্তর দিলেন, "চোরের।" বেতাল কহিল, "কি প্রকারে?" রাজা কহিলেন, "মদনসেনার স্বামী তাহাকে অন্যসংক্রান্তহৃদয়া দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল, প্রশস্ত-মনে সোমদত্তের নিকট গমনে অনুমতি দেয় নাই; তাহা হইলে উহার মন এখন অপ্রসন্ন হইত না। আর সোমদত্ত উপবনে তাদৃশ অধৈর্য্যপ্রদর্শন করিয়া এক্ষণে কেবল রাজদণ্ডভয়ে মদনসেনার সতীত্বভঙ্গে পরাঙ্মুখ হইল, আন্তরিক ধর্ম্মভীরুতা প্রযুক্ত নহে। মদনসেনা সোমদত্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং

প্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন করা উচিত কর্ম্ম বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্বপ্রতিপালন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। সুতরাং প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সতীত্বভঙ্গে প্রবৃত্ত হওয়া অসতীর কর্ম্ম বলিতে হইবে; অতএব তাহার এই সত্যনিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে। কিন্তু চোর স্বভাবতঃ অর্থগৃধ্নু; সে যে মহামূল্য অলঙ্কার সমস্ত হস্তে পাইয়া মদনসেনার সতীত্ব-রক্ষাশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া লোভসংবরণ পূর্ব্বক তাহাকে অক্ষত দেহে গমন করিতে দিল, ইহা অকৃত্রিম ঔদার্য্যের কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ গিয়া বৃক্ষে লম্বমান হইলে, রাজা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

দশম উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, গৌড়দেশে বর্দ্ধমান নামে এক নগর আছে। তথায় গুণশেখর নামে এক অশেষগুণসম্পন্ন নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। নরপতিও তদীয় উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্যকর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া মন্ত্রিপ্রধান অভয়চন্দ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, "আমার রাজ্যমধ্যে যেন এই সমস্ত অবৈধ ব্যাপার আর প্রচলিত না থাকে।"

সর্ব্বাধিকারী রাজকীয় আজ্ঞা অনুসারে রাজ্যমধ্যে এই ঘোষণা প্রদান করিলেন, 'যদি অতঃপর কোনও ব্যক্তি এই সকল রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সর্ব্বস্বহরণ ও নির্ব্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।' প্রজারা কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানের পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছুক ও রাজার প্রতি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াও দণ্ডভয়ে প্রকাশ্যরূপে তদনুষ্ঠানে বিরত হইল।

এক দিবস অভয়চন্দ্র রাজার নিকট নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, সংক্ষেপে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এ জন্মে কোন ব্যক্তি কাহারও প্রাণহিংসা করিলে, হতপ্রাণ ব্যক্তি জন্মান্তরে ঐ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্তা হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলতা প্রযুক্তই মানবজাতি সংসারে আসিয়া জন্মমৃত্যুর পরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়াছেন, অহিংসা মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। মহারাজ, দেখুন, হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান দেবতারাও কেবল কর্ম্মদোষে সংসারে আসিয়া বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব অতি প্রবল জন্তু হস্তী অবধি অতি ক্ষুদ্র জন্তু কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম ও পরম পবিত্র ধর্ম্ম। ধীর বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনুষ্যেরা যে পরমাংস দ্বারা আপন মাংস বৃদ্ধি করে, ইহা অপেক্ষা গুরুতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অসৎ কর্ম্ম আর নাই। এবংবিধ ব্যক্তিরা দেহান্তে নরকগামী হইয়া অশেষবিধ যাতনা ভোগ করে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদৃষ্টান্ত অনুসারে অন্যের দুঃখ বিবেচনা না করিয়া প্রাণহিংসা পূর্ব্বক মাংসভক্ষণ দ্বারা স্বীয় রসনা পরিতৃপ্ত করে, সে রাক্ষস; তাহার আয়ু, বিদ্যা, বল, বিত্ত প্রভৃতি হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সে কাণা, খঞ্জ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু ও বধিররূপে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। আর সুরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। অতএব জীবহিংসা ও সুরাপান সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত।"

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ দ্বারা অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মে রাজার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মাইল

যে, যে ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে ঐ ধর্ম্মের প্রশংসা করিত, সে অশেষপ্রকারে রাজপ্রসাদভাজন হইত। ফলতঃ রাজা সবিশেষ অনুরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে স্বীয় অধিকারে অবলম্বিত ধর্ম্মের বহুল প্রচার করিলেন।

কালক্রমে রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ পৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া বৌদ্ধদিগকে যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার দণ্ড করিতে লাগিলেন; পিতার প্রিয়পাত্র প্রধান মন্ত্রীকে শিরোমুণ্ডন পূর্ব্বক গর্দ্দভে আরোহণ ও নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া দেশবহিষ্কৃত করিলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সমূলে উন্মূলন করিয়া বেদবিহিত সনাতন ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনে অশেষপ্রকার যত্ন ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন পরে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে রাজা ধর্ম্মধ্বজ মহিষীত্রয় সমভিব্যাহারে উপবনবিহারে গমন করিলেন। সেই উপবনে এক সুশোভন সরোবর ছিল। রাজা তাঁহাতে কমল সকল প্রফুল্ল দেখিয়া স্বয়ং জলে অবতরণ পূর্ব্বক কতিপয় পুষ্প লইয়া তীরে আসিয়া এক মহিষীর হস্তে দিলেন। দৈবযোগে একটি পদ্ম মহিষীর হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া তদীয় বামপদে পতিত হওয়াতে উহার আঘাতে সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজা হা হতোঽস্মি বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। সুধাকরের উদয় হইবামাত্র তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালা স্পর্শে দ্বিতীয়া মহিষীর গাত্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল আর তৎকালে অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে উদূখলের শব্দ হইল; সেই শব্দ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তৃতীয়া মহিষীর শিরোবেদনা ও মূর্চ্ছা হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, উহাদের মধ্যে কোন্ কামিনী অধিক সুকুমারী।" রাজা কহিলেন, "সুধাকরস্পর্শে যে রাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুকুমারী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ গিয়া বৃক্ষে লম্বমান হইলে রাজাও পূর্ব্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

একাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, পুণ্যপুর নগরে বল্লভ নামে নিরতিশয় প্রজাবল্লভ এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস রাজা সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, "দেখ, যে ব্যক্তি রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিলাষানুরূপ বিষয়ভোগ না করে তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চমাত্র। অতএব অদ্যাবধি আমি ইচ্ছানুরূপ বৈষয়িক সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হইব; তুমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমস্ত রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমায় একবার অবসর দেও।" ইহা বলিয়া অমাত্যহস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভারার্পণ করিয়া অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল ভোগসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন; সত্যপ্রকাশ অগত্যা রাজকীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু নিয়ত রাজতন্ত্রনির্ব্বাহ ও অহর্নিশি দুরবগাহ নীতিশাস্ত্রের অবিশ্রান্ত পর্য্যালোচনা দ্বারা একান্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন।

এক দিবস অমাত্য আপন ভবনে উৎকণ্ঠিত-মনে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার সুলক্ষ্মী লক্ষ্মীনাম্নী পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীকে তথায় অবসন্ন ও নিরতিশয় দুর্ভাবনাগ্রস্ত

দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি নিমিত্ত তোমায় সতত উৎকণ্ঠিত দেখিতে পাই এবং কি নিমিত্তই বা তুমি দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছ ?" মন্ত্রী কহিলেন, "রাজা আমার উপর সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সুখভোগে কালযাপন করিতেছেন। তদীয় আদেশ অনুসারে ইদানীং আমায় রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে। রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তা দ্বারা আমি এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি।" তখন তাঁহার পত্নী কহিলেন, "তুমি অনেক দিন একাকী সমস্ত রাজকার্য্য নিষ্পন্ন করিলে, এক্ষণে কিছুদিনের অবকাশ লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তীর্থপর্য্যটন কর।"

সত্যপ্রকাশ সহধর্ম্মিণীর উপদেশ অনুসারে নৃপতিসমীপে বিদায় লইয়া তীর্থপর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে নানা স্থানের তীর্থদর্শন করিয়া পরিশেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শনাদি করিয়া নির্গত হইলেন এবং সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে, এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী হস্তে বীণা লইয়া মধুরকোমল তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে। সত্যপ্রকাশ বিস্ময়াবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল।

ঈদৃশ অঘটনঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া সত্যপ্রকাশ ত্বরায় স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি এক অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছি; কিন্তু বর্ণন করিলে তাহাকে কোনও প্রকারে আপনার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিব না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যাহা কাহারও বুদ্ধি ও বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাদৃশ বিষয়েও কদাপি নির্দ্দেশ করিবে না; করিলে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু মহারাজ, আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায় মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর লোকাতীত কীর্ত্তিহেতু সেতুসঙ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় মহীরুহ বিনির্গত হইল। তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী বীণাবাদন পূর্ব্বক মধুর স্বরে সঙ্গীত কহিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত জলে মগ্ন হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া তীর্থপর্য্যটন পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমি আপনার নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

রাজা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভার প্রদান পূর্ব্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে মহাদেবের পূজা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইবামাত্র সত্যপ্রকাশের বর্ণনারূপ ভূরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। মন্ত্রিবর্ণিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে ও সঙ্গীতশ্রবণে বিমূঢ় ও পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া রাজা অর্ণবপ্রবাহে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক অল্পক্ষণমধ্যে ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন; বৃক্ষও মহীপতি সহিত তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ওহে বীরপুরুষ, তুমি কে, কি অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে, বল।" রাজা কহিলেন, "আমি পুণ্যপুরের রাজা; আমার নাম বল্লভ; তোমার সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া সেই রমণী কহিল, "আমি তোমার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়াছি। যদি তুমি কেবল

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে আমার সহিত সর্ব্বপ্রকারে সম্পর্কশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হই।" রাজা শুনিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তৎপরে রমণী রাজাকে এই নিয়মের রক্ষার্থে পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গান্ধর্ব্ব-বিধানে আপন প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করিল। রাজা নবমহিষীর সহিত পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপস্থিত হইল। রাজমহিষী সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিকটে থাকিতে নিষেধ করিলে রাজা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপসৃত হইলেন। কিন্তু কি কারণে পূর্ব্বে রমণী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা সবিশেষ অবগত না হইব, তাবৎ আমার অন্তঃকরণে এক বিষম সংশয় থাকিবে। অতএব ইহার তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া কৌতূহলাকুলিতচিত্তে অন্তরালে থাকিয়া রাজা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধরাত্রসময়ে এক রাক্ষস আসিয়া কন্যার অঙ্গে করার্পণ করিল। রাজা দেখিয়া একান্ত অসহমান হইয়া করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অশেষপ্রকারে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "অরে দুরাচার রাক্ষস, তুই আমার সমক্ষে প্রিয়তমার অঙ্গে হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোকে না দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল; এক্ষণে দেখিয়া নির্ভয় হইয়াছি এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি।" এই বলিয়া খড়্গপ্রহার দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজমহিষী অকৃত্রিম পরিতোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন "তুমি দুর্দ্দান্ত রাক্ষস হইতে মুক্ত করিয়া আমার জীবনদান করিলে। আমি একতাল কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, বলিতে পারি না।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সুন্দরি, কি কারণে তুমি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত এই দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছিলে, বল।"

তিনি কহিলেন, "মহারাজ, শ্রবণ কর। আমি বিদ্যাধর নামক গন্ধর্ব্বরাজের কন্যা; আমার নাম রত্নমঞ্জরী। ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে পিতার তৃপ্তি হইত না; এজন্য নিত্যই ভোজনসময়ে তাঁহার সন্নিহিত থাকিতাম। একদিন বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া ভোজনবেলায় গৃহে উপস্থিত ছিলাম না। পিতা আমার অপেক্ষায় বুভুক্ষায় অভিভূত হইয়া ক্রোধভরে এই শাপ দিলেন 'অদ্যাবধি তুমি রসাতলবাসিনী হইবে এবং কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশীতে এক রাক্ষস আসিয়া তোমায় অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে।' আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম এবং পিতার চরণে ধরিয়া বহুবিধ স্তুতি ও মিনতি করিয়া নিবেদন করিলাম, 'পিতঃ, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ সামান্য অপরাধে উৎকট দণ্ডবিধান করিলেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া শাপমোচনের কোন উপায় করিয়া দিন; নতুবা কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব?' ইহা কহিয়া আমি বিষণ্ণ-বদনে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন তিনি পূর্ব্বার্জ্জিত স্নেহরসের সহায়তা দ্বারা আমার বিনয়ের বশীভূত হইয়া কহিলেন, 'এক মহাবল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আসিয়া সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া তোমার শাপমোচন করিবেন।' আমি সেই শাপে এই পাপে আশ্লিষ্ট ছিলাম। বহু দিনের পর তুমি আমায় মুক্ত করিলে। এক্ষণে অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই।

রাজা কহিলেন, "যদি তুমি উপকার স্বীকার কর, অগ্রে একবার আমার রাজধানীতে চল; পরে পিতৃদর্শনে যাইবে।" রত্নমঞ্জরী মহোপকারকের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতাস্বীকারের

অন্যথাভাবে অধর্ম জানিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি তাহাকে সমভিব্যাবারে লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং কিছু দিন তদীয় সহবাসে বিষয়রসে কালযাপন করিয়া পরিশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী কহিলেন, "মহারাজ, বহুকাল মনুষ্যসহবাস দ্বারা আমার গন্ধর্ব্বত্ব গিয়াছে, এখন সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার সর্ব্বগন্ধর্বপতি; এক্ষণে তাঁহার নিকটে গিয়া সমুচিত সমাদর পাইব না। অতএব আর আমার তথায় যাইতে অভিলাষ নাই; তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিব।" রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং রাজকার্য্যে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া দিনযামিনী সেই কামিনীর সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, কি কারণে আমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল।" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "মন্ত্রী বিবেচনা করিলেন, রাজা বিষয়রসে আসক্ত হইয়া রাজচিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর আর কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে না। অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ হইল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পূর্ব্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

দ্বাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, চূড়াপুরে দেবস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি রূপে রতিপতি, বিদ্যায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দেবস্বামী লাবণ্যবতী নামে এক গুণবতী ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঐ কন্যা রূপলাবণ্যে ভুবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বিপ্রদম্পতী গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত অট্টালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক গন্ধর্ব্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে বিপ্রকামিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে সে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল এবং বিমান কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া নিদ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়া পলায়ন করিল।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবস্বামী স্বীয় প্রেয়সীকে পার্শ্বশায়িনী না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন সন্ধান না পাইয়া সাতিশয় বিষণ্ণভাবে নিশাযাপন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি অতিমাত্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুলচিত্তে পুনরায় বিশেষ করিয়া অশেষ প্রকার অনুসন্ধান করিলেন; পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদিন দেবস্বামী দিবা দ্বিপ্রহরের সময় অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অতিথি হইলেন,—কহিলেন, "আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; কিছু ভোজনীয় দ্রব্য দিয়া আমার

প্রাণরক্ষা কর।" গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ একটি পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া অতিথি ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ ইতঃপূর্ব্বে এক কৃষ্ণসর্প ঐ দুগ্ধে মুখার্পণ করাতে তাহা অতিশয় বিষাক্ত হইয়াছিল। পান করিবামাত্র সেই বিষ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী হইয়া অতিথি ব্রাহ্মণকে ক্রমে ক্রমে অবসন্ন ও অচেতন করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে 'তুমি বিষভক্ষণ করাইয়া ব্রহ্মহত্যা করিলে' এই বলিয়া ভূতলে পড়িলেন ও প্রাণত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন এবং বাটীর মধ্যে প্রবেশিয়া আপন পত্নীকে 'তুই দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রহ্মহত্যা হইল; তুই অতিদুর্বৃত্তা, আর তোর মুখাবলোকন করিব না,' ইত্যাদি নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এ স্থলে কোন্ ব্যক্তি দোষভাগী হইবে?" রাজা কহিলেন, "সর্পের মুখে স্বভাবতঃ বিষ থাকে; সুতরাং সে দোষী হইতে পারে না; গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী সেই দুগ্ধকে বিষাক্ত বলিয়া জানিতেন না; সুতরাং তাঁহারাও ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইবেন না; আর অতিথি ব্রাহ্মণ সবিশেষ না জানিয়া পান করিয়াছেন; এ জন্য তিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে তিনি অকারণে পত্নীপরিত্যাগজন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ববৎ পুনর্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পূর্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, চন্দ্রহৃদয় নগরে রণধীর নামে প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা রণধীরের প্রভাবে প্রজারা চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিত। কিয়দ্দিন পরে নগরে গুরুতর চৌর্য্যক্রিয়া আরম্ভ হইল। পৌরেরা চৌরের উপদ্রবে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকলে মিলিয়া নৃপতিসমীপে স্ব স্ব দুঃখের পরিচয় প্রদান করিল। রাজা সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, "যাহা হইয়াছে, তাহার আর উপায় নাই; অতঃপর যাহাতে না হইতে পায়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ থাকিলাম।" এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন এবং নূতন নূতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতা পূর্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলেন;—বলিয়া দিলেন, 'চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে।' প্রহরীরা সাতিশয় সাবধানে নগররক্ষা করিতে লাগিল; তথাপি চৌর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্তি হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পুরবাসীরা পুনরায় একত্র হইয়া রাজার নিকটে গিয়া আপন আপন দুঃখ জানাইলে, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "এক্ষণে তোমরা বিদায় হও; অদ্য রজনীতে আমি স্বয়ং নগররক্ষার্থে নির্গত হইব।" প্রজারা রাজাজ্ঞা অনুসারে স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল। রাজাও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অসি, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক একাকী নগররক্ষার্থ নির্গত হইলেন ও কিয়দ্দূরে গিয়া এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায়?" সে কহিল, "আমি

চোর, তুমি কে, কি নিমিত্ত আমার পরিচয় লইতেছ বল।" রাজা ছল করিয়া বলিলেন, "আমিও চোর।" তখন সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই।" রাজা সম্মত হইলেন।

চোর রাজাকে সহচর করিয়া এক ধনাঢ্য গৃহস্থের ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক বহু অর্থ হস্তগত করিল এবং নগর হইতে নির্গত হইয়া কিয়দ্দূরে গিয়া এক প্রচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইল। আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়া রাজাকে দ্বারদেশে বসিতে আসন দিয়া সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। এই অবকাশে এক দাসী আসিয়া কথায় কথায় রাজার পরিচয় লইল এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া কহিল, "মহারাজ, তুমি কি নিমিত্ত এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর আবাসে আসিয়াছ? সে না আসিতে আসিতে যত দূর পার, পলায়ন কর, নতুবা সে আসিয়াই তোমার প্রাণসংহার করিবে।" রাজা শুনিয়া সাতিশয় বিষন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "আমি পথ জানি না, কিরূপে পলাইব? যদি তুমি কৃপা করিয়া পথ দেখাইয়া দেও, তাহা হইলে এবার আমার প্রাণরক্ষা হয়।" তখন সেই দাসী পথ প্রদর্শন করিলে রাজা পলাইয়া আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রাজা রণধীর বহু সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সুড়ঙ্গ দ্বারা পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া চোরের ভবনরোধ করিলেন। এক রাক্ষস সেই পাতালস্থ নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিত। চোর রাজকীয় অবরোধ হইতে আত্মরক্ষার নিতান্ত অনুপায় দেখিয়া নগররক্ষক রাক্ষসের শরণাপন্ন হইল এবং নিবেদন করিল, "এক রাজা সসৈন্য আসিয়া আমার উপর আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি এ সময়ে আমার সহায়তা না কর, অদ্যই তোমার নগর হইতে প্রস্থান করিব।" এই বলিয়া প্রলোভনস্বরূপ তাহার আহারোপযোগী দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া চোর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। আহারসামগ্রী উপহার পাইয়া রাক্ষস সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং 'তুমি নির্ভয় হও, কিয়ৎক্ষণমধ্যেই আমি রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন করিতেছি,' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদরস্থ করিতে আরম্ভ করিল।" রাজা রাক্ষসের ভয়ানক আকার ও ক্রিয়া দর্শনে অতিশয় কাতর হইয়া পলায়ন করিলেন। ফলতঃ যে পলাইতে পারিল, তাহারই প্রাণ বাঁচিল, অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের গ্রাসে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রাজা একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। চোর রাক্ষসের সহায়তায় সাহসী ও স্পর্দ্ধাবান হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল এবং ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, "অরে কুলাঙ্গার, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস্; তোরে ধিক্! রাজা হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরকবাস হয়।' রাজা তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্ব্বথা উপায়বিহীন হইয়াও কেবল কুলাভিমান ও খড়্গচর্ম্ম সহায় করিয়া চোরের সম্মুখীন হইলেন।

ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজা রণধীর চোরকে পরাজিত করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে শূলদানের ব্যবস্থা করিয়া বধ্যবেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া নগরের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। চোর প্রায় সকলেরই সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সুতরাং সকলেই তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার অশেষপ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

কিন্তু ধর্ম্মধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবর্ত্তী লইলে তাহার কন্যা শোভনা গবাক্ষদ্বার দিয়া চোরকে নয়নগোচর করিয়া একেবারে মোহিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "তুমি রাজার নিকটে গিয়া যেরূপে পার, ঐ চোরকে ছাড়াইয়া আন।" বণিক কহিল, "যে চোর সমস্ত নগর নির্ধন করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত রাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং রাজারও নিজের প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল, তাহাকে আমার কথায় কখনই ছাড়িয়া দিবেন না।" শোভনা কহিল, "যদি তোমার সর্ব্বস্ব দিলেও রাজা উহাকে ছাড়িয়া দেন, তাহাও তোমায় করিতে হইবে। যদি তুমি ইহাকে না আন, তোমার সমক্ষে আমি আত্মঘাতিনী হইব।"

কন্যা ধর্ম্মধ্বজের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল, সুতরাং সে তদীয় নির্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া রাজার নিকটে গিয়া আবেদন করিল, "মহারাজ, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি; আপনি দয়া করিয়া এই চোরকে ছাড়িয়া দিন।" রাজা কহিলেন, "এই চোর আমার ও পৌরবর্গের যৎপরোনাস্তি অপকার করিয়াছেন, আমি কোন প্রকারে উহাকে ছাড়িয়া দিব না।" তখন ধর্ম্মধ্বজ আপন কন্যার নিকটে গিয়া কহিল, "আমি সর্ব্বস্বদান পর্য্যন্ত স্বীকার পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলাম, রাজা কোন ক্রমে চোরকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না।" তখন শোভনা অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া বিষাদসাগরে মগ্ন হইল।

এই সময়মধ্যে রাজপুরুষেরা চোরকে সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে বধ্যভূমিতে আনয়ন পূর্ব্বক শূলস্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান করিল। শোভনার অপরূপ বৃত্তান্ত তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে প্রচারিত হওয়াতে অনতিবিলম্বে চোরেরও কর্ণগোচর হইল। তখন সে প্রথমতঃ হাসিতে লাগিল; অনন্তর হাস্য হইতে বিরত হইয়া রোদন আরম্ভ করিবামাত্র রাজপুরুষেরা তাহাকে শূলে আরোহণ করাইল।

বণিক্‌কন্যা চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইবামাত্র সহগমনের উদ্‌যোগ করিয়া বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল এবং যথানিয়মে চিতা প্রস্তুত হইলে চোরকে শূল হইতে অবতীর্ণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহাকে লইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল।

দাহকেরা অগ্নিপ্রদানে উদ্যত হইল। নিকটে ভগবতী কাত্যায়নীর মন্দির ছিল। দেবী তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, "বৎসে, বর প্রার্থনা কর; তোমার সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।" শোভনা কহিল, "জননি, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এই চোরের জীবনদান কর।" দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন পূর্ব্বক চোরের প্রাণদান করিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, চোর কি নিমিত্ত প্রথমে হাস্য ও পরে রোদন করিয়াছিল, বল।" রাজা কহিলেন "চোর কন্যার কামনা শুনিয়া আমার মৃত্যুসময়ে ইহার অনুরাগসঞ্চার হইল, ভগবানের কি ইচ্ছা কিছুই বুঝা যায় না; এই আলোচনা করিয়া প্রথমে হাস্য করিয়াছিল; অনন্তর এই কন্যা আমার নিমিত্ত রাজাকে সর্ব্বস্ব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমি ইহার এমন কি উপকারে আসিতাম, এই অনুশোচনা করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, কুসুমবতী নগরীতে সুবিচার নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চন্দ্রপ্রভা নামে অবিবাহিতা দুহিতা ছিল। রমণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজকুমারী উপবনবিহারে অভিলাষিণী হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন এবং রাজধানীর অনতিদূরে যে যোজনবিস্তৃত অতি রমণীয় উপবন ছিল, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিংশতিবর্ষবয়স্ক অতি রূপবান্ মনস্বী নামে বিদেশীয় ব্রাহ্মণকুমার পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়া উপবনমধ্যবর্ত্তী নিকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্নিগ্ধচ্ছায়াতে নিদ্রাগত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্যক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া প্রস্থান করিল। দৈবযোগে ঐ ব্রাহ্মণকুমার তাহাদের দৃষ্টিতে পতিত হইল না।

রাজকুমারী স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত উপবনে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পদশব্দে মনস্বীরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও রাজকুমারীর চারি চক্ষু একত্র হইলে ব্রাহ্মণকুমার মোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল; রাজকুমারীও আবির্ভূত সাত্ত্বিক-ভাবের প্রভাবে কম্পমান-কলেবরা ও বিকলিতচিত্তা হইলেন। সখীগণ অকস্মাৎ ঈদৃশ অতিবিষম বিষমশরদশা উপস্থিত দেখিয়া মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ করাইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইয়া গেল। ব্রাহ্মণকুমার সেই স্থানেই স্পন্দহীনভাবে পতিত রহিল।

শশী ও ভূদেব নামে দুই ব্রাহ্মণ কামরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তাঁহারাও আতপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থ উপবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশমাত্র সেই ব্রাহ্মণকুমারকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া ভূদেব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বল দেখি শশী, এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন?" শশী কহিলেন, "বোধ করি, কোন নায়িকা ভ্রূচাপ দ্বারা কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপ পতিত আছে।" ভূদেব কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিলেন, "ইহাকে জাগরিত করিয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।"

অনন্তর ভূদেব শশীর নিষেধ না মানিয়া নানাবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মণকুমারের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "অহে ব্রাহ্মণতনয়, কি কারণে তোমার ঈদৃশী দশা ঘটিয়াছে, বল।" ব্রাহ্মণকুমার কহিল, "যে ব্যক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তাহার নিকটেই দুঃখের কথা ব্যক্ত করা উচিত; নতুবা যার তার কাছে বলিয়া বেড়াইলে মূঢ়তা মাত্র প্রকাশ পায়।" ভূদেব কহিলেন, "ভাল, তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেরূপে পারি, তোমার দুঃখ দূর করিব।" মনস্বী কহিল, "কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিল; তাহাকে দেখিয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব।"

তখন ভূদেব কহিলেন, "তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল; যাহাতে তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়, সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিব। আর যদি তোমার প্রার্থিতসম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য্য হইতে না পারি, অন্ততঃ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব।" মনস্বী কহিল, "যদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীরত্নলাভের সদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই; নতুবা ধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই।"

ভূদেব মনস্বীর এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং 'অবশ্যই তোমার মনোরথ সম্পন্ন করিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে চল' এই বলিয়া আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়া দিলেন,—বলিলেন, "এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিলে তুমি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যার আকৃতি ধারণ করিবে এবং ইচ্ছা করিলেই পুনর্ব্বার আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।"

মনস্বী মন্ত্রবলে ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা হইল। ভূদেব অশীতিবর্ষদেশীয়ের আকার ধারণ করিলেন এবং মনস্বীকে বধূবেশ ধারণ করাইয়া রাজা সুবিচারের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বসিতে আসন প্রদান করিলেন।

ব্রাহ্মণ আসনপরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়জলধিজলে বিলীন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন, যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়জলধিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন, যিনি নৃসিংহের আকার স্বীকার করিয়া নখকুলিশপ্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনর্ব্বার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্বপদে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবনচ্ছেদন করিয়াছেন এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন, যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনা অনুসারে দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন, যিনি দ্বাপরযুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লীলা করিয়াছেন, যিনি বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া দয়ালুত্ব জিতেন্দ্রিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনমণ্ডলে কল্কি নামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক বেদবিদ্বেষী ধর্ম্মমার্গপরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, 'মহাশয়, কোথা হইতে আসিতেছেন?" বৃদ্ধবেশী ভূদেব কহিলেন, "মহারাজ, আমি গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ। ইহাকে ইহার পিত্রালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলাম; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক স্থানত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। গৃহে ব্রাহ্মণী ও বিংশতিবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলাম; তাহারাও সেই উপদ্রবের সময় দেশত্যাগ করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। জানি না কত স্থান ভ্রমণ করিলে কত কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহাদের অদর্শনে দুঃসহ শোকভারে আক্রান্ত হইয়া একবারে আমি আহার ও নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়াছি। এক্ষণে মানস করিয়াছি, পুত্রবধূকে বিশ্বস্তহস্তে ন্যস্ত করিয়া তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি; আপনার ন্যায় প্রকৃত বিশ্বাসভাজন কোথায় পাইব? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পুত্রবধূটিকে আপনার আশ্রয়ে রাখুন।"

রাজা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্ম্ম; কিন্তু অস্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন; অতএব চন্দ্রপ্রভার নিকটে গিয়া তাহার উপর ইহার

রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিই। এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "মহাশয়, আপনি যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম।" ভূদেব হৃষ্টচিত্তে আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক রাজার হস্তে পুত্রবধূ ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যার হস্তে কন্যাবেশধারী মনস্বীর ভার সমর্পণ করিলেন।

রাজকন্যা ব্রাহ্মণবধূকে সমবয়স্কা দেখিয়া আদর পূর্ব্বক তাহার ভার লইলেন এবং স্বীয় সহোদরার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন আদি দ্বারা পরস্পর প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল। মনস্বী ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া উঠিল। এক দিবস সে রাজকন্যার মনের ভাব পরীক্ষার্থ কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়সখি, তুমি দিবানিশি কি চিন্তা কর এবং কি নিমিত্ত দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছ বল।"

রাজপুত্রী কহিলেন, "সখি, বসন্তকালে একদিন সখীগণ সঙ্গে লইয়া বনবিহারে গিয়াছিলাম, তথায় দৈবযোগে এক পরম সুন্দর যুবা ব্রাহ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি তদাসক্তচিত্তা হইয়া তদ্বিরহে দিন দিন এরূপ দুর্ব্বল হইতেছি। দুঃসহ বিরহানল ক্রমে প্রবল হইয়া নিরন্তর অন্তর্দ্দাহ করিতেছে। আমার আহার-বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই সুখ নাই। দিবানিশি কেবল সেই মোহিনী মূর্ত্তির চিন্তা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি এবং চতুর্দ্দিক্ তন্ময় দেখিতেছি। তাঁহার নাম-ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত নির্লজ্জা হইয়া কাহারও নিকট মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে পারি না। তুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ; তোমার কাছে কোন কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতেই প্রকাশ করিলাম। ফলতঃ তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও অনেক অংশে স্বাস্থ্যলাভ হইল। তুমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে।"

এইরূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়া মনস্বী আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইল এবং কহিল, "প্রিয়সখি, আমি যদি তোমার প্রিয়সমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোষিক দেও?" রাজকন্যা কহিলেন, "সখি, অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাঁহাকে মিলাইয়া দিতে পার, তোমার দাসী হইয়া চিরকাল চরণসেবা করিব।" মনস্বী তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক রাজকুমারীর করগ্রহণ করিল। রাজকন্যা অসম্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ বাক্পথাতীত হর্ষ, বিস্ময় ও লজ্জার উদ্রেক সহকারে পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর লজ্জাভঙ্গ হইলে মনস্বীর রূপান্তরপ্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে আপন বিচেতনদশা অবধি ভূদেবের তিরস্করণী-বিদ্যা-প্রদান পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিল।

কিছু দিনের পর রাজকুমারী অন্তর্বত্নী হইলেন। এই সময়ে একদিন রাজা সুবিচার সপরিবার অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজকন্যা এক নিমিষের নিমিত্তও ব্রাহ্মণবধূকে নয়নের বহির্বর্ত্তিনী করিতেন না; সুতরাং তিনি অমাত্যভবনে প্রস্থানকালে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। অমাত্যপুত্র ব্রাহ্মণবধূর অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল এবং নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া আপন মিত্রের নিকটে কহিল, "যদি এই স্ত্রীরত্ন হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব।" ফলতঃ ক্রমে ক্রমে মন্ত্রিপুত্রের বিরহবেদনা এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, কেবল দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

তখন তাহার মিত্র অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অমাত্যের নিকটে গিয়া তদীয় অবস্থা ও প্রার্থনা জানাইল। অমাত্য অপত্যস্নেহের আতিশয্য বশতঃ উচিতানুচিতবিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া রাজসমীপে সবিশেষ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণবধূপ্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, "অরে মূর্খ! স্থাপিত ধন স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে দেওয়া সর্ব্বতোভাবে অতি গর্হিত কর্ম্ম। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কোন কালে কোন ক্রমে ব্যতিক্রমের আশঙ্কা নাই জানিয়া বিশ্বাস করিয়া আমার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসভঙ্গ শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে যার'পর নাই গর্হিত ব্যবহার। আমি তোমার অনুরোধে এরূপ দুষ্ক্রিয়ায় প্রাণান্তেও প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।" মন্ত্রী শুনিয়া নিরাশ হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন, কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশা দর্শনে, নিতান্ত কাতর হইয়া আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন।

সর্ব্বাধিকারী ক্রমে ক্রমে পুত্রের তুল্য দশা প্রাপ্ত হইলে রাজকার্য্য-ব্যাঘাতের উপক্রম দেখিয়া অন্যান্য প্রধান রাজপুরুষেরা রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, মন্ত্রিপুত্রের যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে তাহার জীবনরক্ষা হওয়া কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোন অমঙ্গল ঘটিলে মন্ত্রীও অবধারিত প্রাণত্যাগ করিবেন। এরূপ সর্ব্বাংশে কর্ম্মদক্ষ কার্য্যসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; সুতরাং রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। অতএব আমরা বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রবধূকে অমাত্যপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বহু দিন হইল, ব্রাহ্মণের উদ্দেশ নাই, আর তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা কোন ক্রমে বোধগম্য হইতেছে না; যদিও কালান্তরে প্রত্যাগমন করেন, ব্রাহ্মণজাতি সাতিশয় অর্থলোভী, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তুষ্ট করিয়া অনায়াসে বিদায় করিতে পারিবেন অথবা কন্যান্তরসঙ্ঘটন করিয়া তাঁহার পুত্রের বিবাহ দিয়াও তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারা যাইবে।"

রাজা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া অবশেষে ব্রাহ্মণবধূর নিকটে গিয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা জানাইলেন। কপটচারী বধূবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, "মহারাজ, আপনি দেশাধিপতি, আপনার ইচ্ছা সর্ব্বকাল সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাংশে বলবতী; বিশেষতঃ এক্ষণে আমি আপনার আশ্রয়ে আছি; আপনার আজ্ঞাপ্রতিপালন আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ উচিত কর্ম্ম; কিন্তু মহারাজ বিবেচনা করুন, আমি বিবাহিতা নারী; বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। আপনি দণ্ডধারী হইয়া কিরূপে ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। মহারাজ, আমি প্রাণান্তেও পরপুরুষের মুখ দেখিব না।" রাজা শুনিয়া নিরতিশয় বিষণ্ণ, হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন।

মনস্বী, আর এখানে থাকার ভদ্রস্থতা নাই, অতঃপর পলায়ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ, এই স্থির করিয়া বধূবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌশলক্রমে রাজবাটী হইতে পলায়ন করিল। রাজা ব্রাহ্মণবধূর অদর্শনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া একবারে বিষাদপারাবারে মগ্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক বিষম সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? ব্রাহ্মণবধূর নিকট ওরূপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কর্ম্ম হইয়াছে। যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ হইল না; অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

এ দিকে মনস্বী ভূদেবের নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন এবং স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্ষীয় পুত্র সাজাইয়া স্বয়ং পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধবেশ ধারণ পূর্ব্বক

রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা প্রণাম ও স্বাগতপ্রশ্ন পূর্বক বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন?" ভূদেব কহিলেন, "মহারাজ, বিলম্বের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? অনেক কষ্টে অনেক অন্বেষণ করিয়া পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া গৃহে যাইব।" রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া কোপে কম্পমানকলেবর হইলেন এবং শাপপ্রদানে উদ্যত হইয়া কহিলেন, "তোমার এ কি ব্যবহার; আমি তোমাকে রাজা জানিয়া বিশ্বাস করিয়া তোমার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ করিয়াছিলাম। তুমি আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছ বিনিয়োগে প্রবৃত্ত হইয়া আমার সর্বনাশ করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে আমার এ মনোবেদনা দূর হইবে না।" রাজা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন এবং অশেষপ্রকার স্তুতি ও বিনতি করিয়া কহিলেন, "মহাশয়, কৃপা করিয়া আমায় ক্ষমা করিতে হইবে; আপনার যে অপকার করিয়াছি, তাহার প্রতিক্রিয়ার্থে যে আজ্ঞা করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইব।"

ভূদেব কহিলেন, 'যদি তুমি আমার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেও, তাহা হইলে আমি কথঞ্চিৎ ক্ষমা করিতে পারি।"

রাজা ব্রহ্মকোপানলে কুলক্ষয়ভয়ে তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং জ্যোতির্বিদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্দ্ধারিত করিয়া ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। ভূদেব রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে শশী ও মনস্বী উভয়ে 'এই ভার্যা আমার, এই ভার্যা আমার' বলিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। মনস্বী কহিল, "আমি পূর্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি এবং আমার সহযোগে ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।" শশী কহিলেন, "রাজা সর্বসমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিয়াছেন।"

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ এক্ষণে এই কন্যা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কাহার সহধর্ম্মিণী হইতে পারে?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "আমার মতে মনস্বীর।" বেতাল কহিল, "শাস্ত্রে লিখিত আছে, কন্যার দান-বিক্রয়-পরিত্যাগে পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। রাজা সর্বসমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া শশীকে কন্যাদান করিয়াছেন। অতএব পিতৃদত্তা কন্যা শশীরই সহধর্ম্মিণী হইতে পারে; তাহা না হইয়া মনস্বীর কেন হইবে, বল।" রাজা কহিলেন, "তুমি যাহা কহিতেছ, তাহার যথার্থতা-বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মনস্বী পূর্বে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার সহযোগে রাজকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। এমন স্থলে সে মনস্বীর সহচারিণী হইলে তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্ম্মেরও মান থাকে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

———

পঞ্চদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, ভারতবর্ষের উত্তর-সীমায় হিমালয় নামে অতি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। তাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে পরমরমণীয় নগর ছিল। গন্ধর্বরাজ জীমূতকেতু ঐ নগরে রাজত্ব করিতেন। তিনি পুত্রকামনা করিয়া বহুকাল কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়াছিলেন। কল্পবৃক্ষ প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করিলে রাজা জীমূতকেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমূতবাহন রাখিলেন। জীমূতবাহন স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক, ধর্মশীল, দয়াবান্ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন এবং স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্পকালমধ্যে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও শস্ত্রবিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা জীমূতকেতু পুনরায় কল্পবৃক্ষকে প্রসন্ন করিয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'আমার প্রজারা সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হউক।' কল্পবৃক্ষের বরদান দ্বারা তদীয় প্রজাবর্গ সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ হইল এবং ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া রাজাকেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে রাজা ও প্রজা বলিয়া কোনও অংশে কোনও বিশেষ রহিল না। তখন জীমূতকেতুর জ্ঞাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, 'ইহারা পিতা-পুত্রে অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া দিবানিশি কেবল ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে; রাজ্যের দিকে ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করে না। প্রজা সকল উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল। অতএব ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়া যাহাতে উপযুক্তরূপ রাজ্যশাসন হয়, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।' অনন্তর বহুতর সৈন্যসংগ্রহপূর্বক তাহারা রাজপুরীর চতুর্দ্দিক্ নিরুদ্ধ করিল।

এই ব্যাপার দেখিয়া যুবরাজ জীমূতবাহন পিতার নিকটে আবেদন করিলেন, "মহারাজ, জ্ঞাতিবর্গ একবাক্য হইয়া আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়াছে। আপনার আজ্ঞা পাইলে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষপক্ষের সৈন্যক্ষয় ও সমুচিত দণ্ডবিধান করি।"

জীমূতকেতু কহিলেন, "এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর; বিনশ্বর রাজপদের নিমিত্ত বহুসংখ্যক জীবের প্রাণহিংসা করিয়া, মহাপাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নহে। ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ অনেক অনুতাপ করিয়াছিলেন। অতএব রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া কোন নিভৃত স্থানে গিয়া প্রশান্তমনে দেবতার আরাধনা করা ভাল।" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পিতা-পুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং মলয়-পর্বতে গিয়া তদীয় অধিত্যকায় কুটীরনির্মাণ পূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।

এক ঋষিকুমারের সহিত রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিল। একদিন দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া ভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহারা কৌতুকাবিষ্টচিত্তে সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী কন্যা বাণানুগত স্তুতিগর্ভ গীত দ্বারা ভগবতী কাত্যায়নীর উপাসনা করিতেছে। উভয়ে একতনমনা হইয়া শ্রবণ ও দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই কন্যা জীমূতবাহনকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ এবং স্বীয় সহচরী দ্বারা তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় গ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিল।

অনন্তর তাহার সহচরী তদীয় নির্দেশক্রমে তাহার মাতার নিকট পূর্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে তিনি স্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর নিকটে কন্যার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র মিত্রাবসুকে কহিলেন, "তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইয়াছে; আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে;

উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্যক। শুনিলাম, গন্ধর্ব্বাধিপতি রাজা জীমূতকেতু রাজ্যাধিকার পরিহার পূর্ব্বক নিজ পুত্র জীমূতবান মাত্র সমভিব্যাহারে মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার অভিপ্রায়, জীমূতবাহনকে কন্যাদান করি। তুমি রাজা জীমূতকেতুর নিকটে গিয়া আমার এই অভিপ্রায় তাঁহার গোচর কর।"

মিত্রাবসু পিতার আদেশ অনুসারে জীমূতকেতুর সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং জীমূতবাহনকে মিত্রাবসুর সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মলয়কেতু শুভ লগ্নে স্বীয় কন্যা মলয়বতীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। বর ও কন্যা পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন জীমূতবাহন ও মিত্রাবসু উভয়ে মলয়-মহীধরের পরিসরে পরিভ্রমণবাসনায় বাসস্থান হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উত্তরভাগে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তুরাশি নয়নগোচর করিয়া জীমূতবাহন মিত্রাবসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, গণ্ডশৈলের ন্যায় ধবলবর্ণ রাশীকৃত কি বস্তু দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবসু কহিলেন, "মিত্র, পূর্ব্বকালে গরুড়ের সহিত নাগগণের নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে নাগেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলে গরুড় কহিলেন, "যদি তোমরা আমার দৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত এক এক নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রার্থনায় সম্মত হই; নতুবা অবিলম্বে নাগকুল নিঃশেষ করিব।' নিরুপায় নাগেরা তাহাতে সম্মত হইল। তদবধি প্রতিদিন এক এক নাগ পাতাল হইতে আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে; গরুড় মধ্যাহ্নকালে আসিয়া ভক্ষণ করেন। এইরূপে ভক্ষিত নাগগণের অস্থি দ্বারা ঐ পর্ব্বতাকার ধবল-রাশি প্রস্তুত হইয়াছে।"

শ্রবণমাত্র জীমূতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'মধ্যাহ্নকাল আগতপ্রায়; অবশ্যই এক নাগ গরুড়ের আহারার্থ পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হইবে; আমি আপন প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব। অনন্তর কৌশলক্রমে শ্যালককে বিদায় করিয়া ক্রমে ক্রমে অস্থিরাশির নিকটবর্ত্তী হইয়া জীমূতবাহন রোদনশব্দ শ্রবণ করিলেন এবং সত্বর-গমনে রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা নাগিনী শিরে করাঘাত পূর্ব্বক হাহাকার ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। দেখিয়া একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া তিনি কাতর বচনে নাগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ?" সে গরুড়বৃত্তান্তের সে গরুড়বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, "অদ্য আমার পুত্র শঙ্খচূড়ের বার; ক্ষণকাল পরেই গরুড় আসিয়া আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবে। আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই, আমি দুঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি।" জীমূতবাহন কহিলেন, "মা, আর রোদন করিও না; আমি আপন প্রাণ দিয়া তোমার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিব।" নাগিনী কহিল, বৎস, তুমি কি কারণে পরের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে? আর পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া আপন পুত্রের প্রাণরক্ষা করিলে আমারও ঘোরতর অধর্ম্ম ও যার পর নাই অপযশ হইবে।"

এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে শঙ্খচূড়ও তথায় উপস্থিত হইল এবং জীমূতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত শত ব্যক্তি সংসারে জন্মিতেছে ও মরিতেছে; কিন্তু আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা দয়ালু সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না;

অতএব আমার পরিবর্ত্তে আপনার প্রাণত্যাগ করা কোনক্রমে উচিত নহে। আপনি জীবিত থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবে। আমি জীবিত থাকিয়া কোন কালে কাহারও কোন উপকার করিতে পারিব না। মাদৃষ ব্যক্তির জীবন-মরণ দুই তুল্য।"

জীমূতবাহন কহিলেন, "শুন শঙ্খচূড়, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয়েরা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষা প্রাণত্যাগ অতি লঘু ও সহজ জ্ঞান করেন! বিশেষতঃ প্রাণস্নেহে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে নরকগামী হইতে হয়। অতএব যখন স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্যই প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব। তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।" এইরূপ বলিয়া তিনি শঙ্খচূড়কে বিদায় করিলেন এবং তদীয় প্রতিশীর্ষ হইয়া গরুড়ের আগমন-প্রতীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন। শঙ্খচূড় জীমূতবাহনের নির্ব্বন্ধলঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষণ্ণ-মনে, বিরসবদনে মলয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া জীবনদাতা জীমূত বাহনের জীবনরক্ষণের উপায় প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে গরুড় আসিয়া চঞ্চুপুট দ্বারা জীমূতবাহনকে গ্রহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জীমূতবাহনের দক্ষিণবাহুস্থিত নামাঙ্কিত মণিময় কেয়ূর শোণিতলিপ্ত হইয়া মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল। মলযবতী নামাক্ষরপরিচয় দ্বারা প্রিয়তমের প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা কেয়ূর দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। রাজা মলয়কেতু চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক লোক প্রেরিত প্রেরিত করিয়া পরিশেষে স্বয়ং পুত্র সহিত জীমূতবাহনের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

শঙ্খচূড় কাত্যায়নীর আলয় হইতে রাজপরিবারের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জীমূতবাহনের অমঙ্গল-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইল এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "ওহে বিহঙ্গরাজ, তুমি শঙ্খচূড় ভ্রমে রাজা জীমূতবাহনকে লইয়া গিয়াছ, উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন। আমার নাম শঙ্খচূড়। অদ্য আমার বার। তুমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় ভক্ষণ কর; নতুবা তোমায় সাতিশয় অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হইবে।"

গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং মৃতকল্প জীমূতবাহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে মহাপুরুষ, তুমি কে, কি নিমিত্ত প্রাণদানে উদ্যত হইয়াছ?" জীমূতবাহন আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "অদ্য বা অব্দশতান্তে অবশ্যই মৃত্যু ঘটিবে। যে ব্যক্তি ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ শরীরের বিনিয়োগ দ্বারা পরোপকার করিয়া দিগন্তব্যাপিনী ও অনন্তকাল-স্থায়িনী কীর্ত্তি উপার্জ্জন করে, তাহারই এ সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক; নতুবা স্বোদরপরায়ণ কাক, কুক্কুর শৃগাল প্রভৃতি হইতে বিশেষ কি? এই বিবেচনায় আমি পাঞ্চপ্রাণব্যয় দ্বারা শঙ্খচূড়ের প্রাণরক্ষা করিতে আসিয়াছি।" গরুড় শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং জীমূতবাহনকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "জগতে জীবমাত্রেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষায় যত্নবান্। কিন্তু আপন প্রাণ দিয়া পরের প্রাণরক্ষা করে, এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল। যাহা হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।"

জীমূতবাহন কহিলেন, "খগেশ্বর, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এইবর দাও, তুমি অতঃপর আর নাগহিংসা করিবে না এবং দীর্ঘকাল ভক্ষণ করিয়া যে অসংখ্য নাগের প্রাণসংহার করিয়াছ, তাহাদেরও জীবনদান কর।" গরুড় 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণ পূর্ব্বক অস্থিস্তূপের উপর সেচন করিয়া মৃতনাগগণের জীবনদান করিলেন এবং জীমূতবাহনকে কহিলেন, "রাজকুমার, আমার প্রসাদে তোমাদের অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার হইবে।" এইরূপ বরপ্রদান করিয়া গরুড় অন্তর্হিত হইলে শঙ্খচূড়ও জীমূতবাহনের বহুবিধ স্তুতি করিয়া বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

জীমূতবাহন এইরূপ বরলাভে চরিতার্থ হইয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং লোক দ্বারা শ্বশুরালয়ে স্বীয় মঙ্গলসংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের রাজ্যপহারক জ্ঞাতিবর্গ বরপ্রদান-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা জীমূতকেতুর শরণাগত হইল, এবং স্তুতি ও বিনতি দ্বারা প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে রাজপদে পুনঃস্থাপিত করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, জীমূতবাহন ও শঙ্খচূড় এ উভয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অধিক ভদ্রতা প্রকাশ হইল!" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "শঙ্খচূড়ের।" বেতাল কহিল, প্রকারে?" রাজা কহিলেন, "শঙ্খচূড় জীমূতাবহনের প্রাণদানবিষয়ে প্রথমতঃ কোন মতে সম্মত হয় নাই, পরিশেষে সম্মত হইয়াও কাত্যায়নীর নিকট গিয়া উপকারকের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং পুনরায় আসিয়া প্রাণদানে উদ্যত হইয়া জীমূতবাহনের প্রাণরক্ষা করিল।" বেতাল কহিল, "যে ব্যক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য হইল না কেন?" রাজা কহিলেন, "জীমূতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি; ক্ষত্রিয়েরা প্রাণত্যাগ অতি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। অতএব এই জীবনদান জীমূতবাহনের পক্ষে তাদৃশ দুষ্কর নহে।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পূর্ব্ববৎ অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

ষোড়শ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, চন্দ্রশেখর নগরে রত্নদত্ত নামে বণিক্ বাস করিত। তাহার উন্মাদিনী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। সে বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার পিতা তত্রত্য নরপতির নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমার এক সুরূপা কন্যা আছে, যদি আপনার অভিরুচি হয় গ্রহণ করুন, নতুবা অন্য ব্যক্তিকে দিব।"

রাজা দুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে উন্মাদিনীর লক্ষণ-পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রাজকীয় আদেশ অনুসারে রত্নদত্তের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং উন্মাদিনীকে ইন্দ্রের অপসরা অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও সর্ব্বপ্রকারে সুলক্ষণা দেখিয়া পরামর্শ করিলেন, এই কন্যা মহিষী হইলে রাজা ইহার নিতান্ত বশতাপন্ন হইয়া একেবারেই রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিবেন। অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাউক।

অনন্তর তাঁহারা রাজসমীপে পরামর্শস্বরূপ সংবাদ দিলে তিনি তাঁহাদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অস্বীকার করিলেন। তখন রত্নদত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ বলভদ্রবর্ম্মার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিল।

একদিন রাজা নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া সেনাপতির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে উন্মাদিনী মনোহর বেশ-ভূষা করিয়া অট্টালিকার উপরিদেশে দণ্ডায়মান ছিল। রাজা উন্মাদিনীকে নয়নগোচর করিয়া মোহিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে সহসা প্রত্যাগত ও বিচেতনপ্রায় দেখিয়া এক প্রিয় পার্শ্বচর জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, কি নিমিত্ত আজ আপনাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিতেছি?" রাজা কহিলেন, "অদ্য বলভদ্রের ভবনে একটি স্ত্রীলোক দেখিলাম; তদীয় লোকাতীত রূপলাবণ্য দর্শনে আমার মন মোহিত হইয়াছে ও আমি এইরূপ বিকলচিত্ত হইয়াছি।"

পার্শ্বচর কহিল, "মহারাজ, যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে রত্নদত্তের কন্যা, তাহার নাম উন্মাদিনী। আপনি অস্বীকার করাতে সেনাপতি বলভদ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে।" রাজা কহিলেন, "আমি যাহাদিগকে ঐ কন্যার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, তাহারা প্রতারণা করিয়াছে।" অনন্তর রাজার আহ্বান অনুসারে রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দেখ, আজ আমি নগরভ্রমণে নির্গত হইয়া রত্নদত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। জন্মাবচ্ছিন্নে তাহার ন্যায় স্বরূপা ও সুলক্ষণা নারী আমার নয়নগোচর হয় নাই। তবে তোমরা কি নিমিত্ত তৎকালে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া আমায় তাদৃশ স্ত্রীরত্নলাভে বঞ্চিত করিলে?"

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, যে আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু তৎকালে আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ স্বরূপা কন্যা মহিষী হইলে মহারাজ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে রাজ্যভঙ্গের সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় আমরা ঐ কন্যাকে মহারাজের নিকট কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়াছিলাম। ইহাতে আমাদের যে অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।" রাজা, 'তোমরা যাহা কহিলে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়ানুগত বটে,' ইহা কহিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু আপনি নিতান্ত বিচেতন হইয়া দিনযামিনী কেবল উন্মাদিনীচিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই অবস্থা কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে সেনাপতি বলভদ্রবর্ম্মা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, বলভদ্র আপনার দাস, উন্মাদিনী দাসী। দাসীর নিমিত্ত ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকারের আবশ্যকতা কি? মহারাজের আজ্ঞা হইলেই সে উপস্থিত হইতে পারে।"

রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, "আমার কি ধর্ম্মজ্ঞান নাই যে, পরস্ত্রীস্পর্শ দ্বারা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইব? শাস্ত্রকারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃষ্টি করিতে কহিয়াছেন।" বলভদ্র কহিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্রকারেরা ইহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। তদনুসারে আমি আপনাকে উন্মাদিনী দান করিতেছি; তাহা হইলে আর মহারাজের পরস্ত্রীস্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না।" রাজা কহিলেন, "যাহাতে সমস্ত সংসারে অপযশ হইবে, প্রাণান্তেও আমি এরূপ কর্ম্ম করিব না। যশোধনেরা পঞ্চীকৃতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনশ্বর শরীরের অনুরোধে অবিনশ্বর যশঃশরীরের অপচয় করেন না।"

সেনাপতি কহিলেন, "মহারাজ, আমি তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া অন্য স্থানে

রাখিব, তাহা হইলে সে সাধারণ স্ত্রী হইবে, তখন আর অপযশের আশঙ্কা কি?" রাজা শুনিয়া পূর্ব্ব আপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যদি তুমি পতিব্রতা কামিনীকে কুলটা কর, আমি তোমার গুরুতর দণ্ডবিধান করিব এবং জন্মবচ্ছিন্নে আর মুখাবলোকন করিব না।" তখন বলভদ্র ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা কালস্বরূপিণী হইয়া দশম দিবসে রাজার প্রাণসংহার করিল।

প্রভুভক্ত বলভদ্র এবংবিধ ধর্ম্মশীল স্বামীর প্রাণবিকাশসংবাদ শ্রবণে সাতিশয় শোক ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'এতাদৃশ প্রভুর লোকন্তরগমনের পর আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি? বিবেচনা করিলে আমার নিমিত্তই স্বামীর এই অকালমৃত্যু হইল। জানি না, জন্মান্তরে এই পাপে আমায় কত যাতনা ভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে প্রাণত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ করি। এইরূপ অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তিনি প্রেতভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া সূর্য্যদেবের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ভগবান্ ভাস্কর, কৃতাঞ্জলি হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে জন্ম এইরূপ প্রভু পাই।"

এই বলিয়া বলভদ্র প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে তাহার পত্নী উন্মাদিনী মনে মনে বিবেচনা করিল, "আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি? বরং সহগমনপথ অবলম্বন করিলে পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। নারী চিরকাল দুশ্চারিণী হইলেও সহগমনবলে স্বামীর সহিত স্বর্গলোকে অনন্তকাল সুখসম্ভোগ করে এবং পতি অতি দুরাচার ও পাপাত্মা হইলেও সহগমন প্রভাবে নারী তাঁহারও উদ্ধারকারিণী হয়।" এই ভাবিয়া সহগামিনী হইয়া উন্মাদিনী প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ভদ্রতা অধিক?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "রাজার।" বেতাল কহিল, "কি নিমিত্ত?" রাজা উন্মাদিনীর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি অধর্ম্ম ও অপযশের ভয়ে পরস্ত্রীস্পর্শে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কর্ম্ম; স্ত্রীলোকেরও স্বামীর সহগামিনী হওয়া প্রধান ধর্ম্ম। অতএব রাজার ভদ্রতাই আমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ব্ববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

সপ্তদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, হেমকূট নগরে বিষ্ণুশর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার গুণাকর নামে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে পিতার সর্ব্বস্ব দুরোদরমুখে আহুতি দিয়া পরিশেষে অর্থের নিমিত্ত তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিল। তখন বিষ্ণুশর্ম্মা তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

গুণাকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমন করিতে করিতে এক নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল এবং দেখিল, এক সন্ন্যাসী শ্মশানে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেছেন। পরে সে যোগীর নিকটে গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক সমীপদেশে উপবিষ্ট হইল। যোগী গুণাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাকে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ?" "তুমি কিছু ভোজন করিবে ?" সে কহিল, "মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে অবশ্য ভোজন করিব।" তখন তিনি অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ এক নরকপাল তাহার সম্মুখে রাখিয়া ভোজন করিতে বলিলেন। সে কহিল, "মহাশয়, এ অন্ন, এ ব্যঞ্জন ভোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

তখন যোগী যোগাসনে আসীন হইয়া নয়নদ্বয় মুদিত করিবামাত্র এক যক্ষকন্যা অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক তাঁহর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া নিবেদন করিল, "মহাশয়, দাসী উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয় ?" যোগী কহিলেন, "এই ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আমার আশ্রমে আসিয়াছেন; ইঁহার যথোচিত অতিথিসংকার কর।" যোগী আজ্ঞা করিবামাত্র যক্ষকন্যার মায়াবলে নিমিষমধ্যে পরম রমণীয় সুসজ্জিত হর্ম্য আবির্ভূত হইল। সে ব্রাহ্মণকে তথায় লইয়া গিয়া সুরস অন্নব্যঞ্জন, মৎস্যমাংস, দধি-দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দ্বারা ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইয়া মণিময় পল্যঙ্কে শয়ন করাইল; পরে রজনী উপস্থিত হইলে স্বয়ং মনোহর বেশ-ভূষার সমাধান করিয়া পল্যঙ্কের একদেশে উপবেশন পূর্ব্বক তাহার চরণসেবা করিতে লাগিল। গুণাকরের সুখে রজনীযাপন হইল।

প্রভাত নিদ্রাভঙ্গ হইলে যক্ষকন্যা ও তৎকৃত যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপারের চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া গুণাকর নিরতিশয় দুঃখিতমনে সন্ন্যাসীর নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, "মহাশয়ের প্রসাদে কল্য রাজভোগে রজনীযাপন করিয়াছি। কিন্তু নিশাবসানে সেই কামিনী প্রস্থান করিয়াছে, এবং তৎকৃত সেই সমস্ত হর্ম্যাদিও লয় পাইয়াছে।" যোগী কহিলেন, "যক্ষকন্যা যোগবিদ্যার প্রভাবে আনিয়াছিল। যে ব্যক্তি যোগবিদ্যায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে সে চিরকাল অবস্থিতি করে।" গুণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, "মহাশয়! যদি কৃপা করিয়া উপদেশ দেন, আমিও সেই বিদ্যার সাধনা করি।" যোগী তদীয় বিনয়ের বশীভূত হইয়া এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া কহিলেন, "তুমি চত্বারিংশৎ দিবস অর্দ্ধরাত্রসময়ে জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ কর।"

গুণাকর সন্ন্যাসীর আদেশানুরূপ জপ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনার আদেশ অনুসারে যথানিয়মে চল্লিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয় ?" যোগী কহিলেন, "আর চল্লিশ দিন জলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে।" তখন সে কহিল, "মহাশয়। বহু দিবস হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। পিতা-মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, অতএব অগ্রে একবার পিতা-মাতার চরণ দর্শন করিয়া আসি; পশ্চাৎ আপনার আদেশানুরূপ মন্ত্রসাধন করিব।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় লইয়া গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার পিতা-মাতা বহুকালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে ? আমরা তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া আছি!" গুণাকর কহিল, "হে তাত! হে মাতঃ। আমি যদৃচ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে এক পরম দয়ালু সন্ন্যাসীর দর্শন

পাইয়াছি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তদীয় উপদেশ অনুসারে মন্ত্রসাধন করিতেছি। তোমাদিগকে বহু কাল না দেখিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও চলচ্চিত্ত হইয়াছিলাম; তাহাতেই একবার কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি জন্মের মত বিদায় লইয়া যোগসাধনার্থে প্রস্থান করিব।"

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থানের উদ্যম করিলে তাহার জননী বাষ্পকুললোচনে শোকাকুল-বচনে কহিতে লাগিলেন, "বৎস! এ তোমার যোগাভ্যাসের সময় নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই তুমি যোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ ফল পাইবে! গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের মূল এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ পরমগুরু পিতা-মাতার শুশ্রূষা করাই পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব যাবৎ আমরা জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নাই। আমাদের শুশ্রূষা কর, তাহাতেই পরম ধর্ম্মলাভ হইবে। আর বিবেচনা কর, তুমি আমার একমাত্র পুত্র; মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার নাই। অন্ধের যষ্টির ন্যায় তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। আমরা তোমায় বিদায় দিয়া কোন ক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসনা হইয়া থাকে, অন্ততঃ আমাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর; পরে ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবে।"

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল এবং কহিল, "এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে লিপ্ত থাকিলে কেবল জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয়। প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থমাত্রই মায়াপ্রপঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নহে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, কে কাহার পুত্র? সকলই ভ্রান্তিমূলক। অতএব আর আমি বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইব না এবং শ্রেয়ঃ সাধন বোধ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা ছাড়িতে পরিব না।" এই বলিয়া পিতা-মাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল এবং সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক মন্ত্রসাধনে যত্ন করিতে লাগিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

ইহা কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! কি কারণে ব্রাহ্মণ সাধন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিল না, বল।" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "একাগ্রচিত্ত না হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না; সেই বৈগুণ্য বশতঃ তাহার সাধনা বিফল হইল।" ইহা শুনিয়া বেতাল কহিল, "যে সাধক মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে ক্লেশস্বীকার করিল, সে একাগ্রচিত্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি?" বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "সে একাগ্রচিত হইলে পিতামাতার নিমিত্ত চলচ্চিত্ত হইত না এবং মধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া তাঁহাদের দর্শনে যাইত না। ফলতঃ সকলই অদৃষ্টমূলক, নতুবা যোগাভ্যাস দ্বারা সর্ব্বাংশে নির্ম্মম ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত সিদ্ধপ্রায় সাধনফলে বঞ্চিত হইল বল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া পূর্ববৎ সেই বৃক্ষে গিয়া লম্বমান হইল; রাজা বিক্রমাদিত্যও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখ চলিলেন।

অষ্টাদশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, কুবলয়পুরে ধনপতি নামে এক সম্পত্তিপন্ন বণিক্ ছিলেন। তিনি ধনবতীনাম্নী নিজ কন্যার গৌরীকালে গৌরীদত্ত নামক ধনাঢ্য বণিকের সহিত বিবাহ দিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধনবতীর এক কন্যা জন্মিল। গৌরীদত্ত কন্যার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তদীয় জ্ঞাতিবর্গ ধনবতীকে অসহায়িনী দেখিয়া তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। সে নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কন্যা লইয়া এক তমিস্রা রজনীতে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথ ভুলিয়া উহারা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। তথায় এক চোর রাজদণ্ড অনুসারে তিনদিন শূলে আরোপিত ছিল; বিধিবিপাকে সে পর্য্যন্ত তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই। দৈবযোগে ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে সংলগ্ন হইলে সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিল, "তুমি কে, কি নিমিত্ত এ মনোদুঃখের সময়ে আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা দিলে?" ধনবতী কহিল, জ্ঞান পূর্ব্বক আমি তোমাকে যাতনা দিই নাই! যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" অনন্তর আত্মপরিচয় দিয়া সে চোরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কি নিমিত্ত শ্মশানে আছ ও কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছ বল।"

চোর কহিল, "আমি বণিকজাতি, চৌর্য্যাপরাধে শূলে আরোপিত হইয়াছি, অদ্য তৃতীয় দিবস তথাপি প্রাণনির্গত হইতেছে না; তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি। জন্মকালে জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবে না। যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ আমায় এই অবস্থায় দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। যদি তুমি কৃপা করিয়া কন্যাদান কর, তবেই আমি এ অসহ্য যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাই। আমার চিরসঞ্চিত স্বুবর্ণরাশি আছে; যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দিই।"

ধনবতী অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া মনে মনে মলিম্লুচের প্রার্থনায় সম্মতপ্রায় হইল এবং কহিল, "তুমি যে প্রস্তাব করিলে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের ঐকান্তিক অভিলাষ আছে, তোমায় কন্যাদান করিলে আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় না।" এই কথা শুনিয়া চোর কহিল, "তুমি এখন কন্যাদান করিয়া আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে কোন ব্রাহ্মণতনয়কে ধনদান দ্বারা সম্মত করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে, তাহা হইলে তোমারও বাসনা পূর্ণ হইল, আমিও দুঃসহ যাতনা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।"

ধনবতী কন্যা সম্প্রদান করিল। তখন চোর কহিল, "ঐ পুরোবর্ত্তী গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমার গৃহ। গৃহের পূর্ব্বভাগে কূপের নিকট এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহার মূলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিহিত আছে, যাইয়া গ্রহণ কর।" ইহা কহিবামাত্র চোরের প্রাণবিয়োগ হইল, ধনবতীও চৌর নির্দ্দিষ্ট ন্যগ্রোধবৃক্ষের মূল খনন পূর্ব্বক সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা হস্তগত করিয়া পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। পরে সে পিতাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার হস্তে সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

কালক্রমে মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে একদিন স্বীয় সহচরীর সহিত গবাক্ষ দিয়া রথ্যা নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় দৈব্যযোগে এক পরম সুন্দর বিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণতনয় তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে নয়নগোচর করিয়া মোহিনীর মন মোহিত হইল; তখন সে আপন সহচরীকে কহিল, "তুমি এই ব্রাহ্মণকুমারকে আমার মার নিকটে লইয়া যাও।" সখী ব্রাহ্মণতনয়কে তাহার জননীর নিকটে

উপস্থিত করিলে, সে চৌরবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাহাকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দিয়া মোহিনীর পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্ত করিল।

মোহিনী গর্ভবতী ও যথাকালে পুত্রবতী হইল; সূতিকাষষ্ঠীর রজনীতে সেস্বপ্নে দেখিল, দুই হস্ত, পঞ্চ মস্তক, প্রতি মস্তকে তিন তিন চক্ষু ও এক এক অর্দ্ধচন্দ্র, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ভুজঙ্গের মেখলা, উজ্জ্বল রজতগিরির ন্যায় কলেবর, অতি শুভ্র নাগযজ্ঞোপবীত, সর্ব্বাঙ্গ ভস্মভূষিত এবংবিধ আকার ও বেশবিশিষ্ট বৃষভারূঢ় এক পুরুষ তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিতেছেন, "বৎসে মোহিনী! তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এ জন্য আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি আমার আজ্ঞা অনুসারে ঐ শিশুকে সহস্র স্বর্ণ সহিত পেটকের মধ্যগত করিয়া কল্য অর্দ্ধরাত্রসময়ে রাজদ্বারে রাখিয়া আসিবে। রাজা তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর তোমার পুত্র তদীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ক্রমে ক্রমে নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে।"

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে সমস্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত স্বীয় জননীর গোচর করিল। ধনপতি শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল এবং পরদিন নিশীথ সময়ে ঐ শিশুকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা সহিত পেটকের মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাজদ্বারে রাখিয়া আসিল। সেই সময়ে রাজাও স্বপ্নে দেখিতেছেন, পূর্ব্বোক্তপ্রকার পুরুষ তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতেছেন, "মহারাজ! গাত্রোত্থান কর; এক পেটকমধ্যশায়ী চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনীত, অবিলম্বে উহাকে আনিয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন কর। উত্তরকালে সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে।"

রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনাইলেন। অনন্তর উভয়েই দ্বারদেশে গিয়া পেটক পতিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পেটকের মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপূর্ণ হইয়া আছে। রাজ্ঞী সেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রগামিনী হইলেন; রাজা স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র রাজা সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণকে আনাইয়া দেবপ্রসাদলব্ধ বালকের লক্ষণপরীক্ষার্থে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপাততঃ তিন স্পষ্ট সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষঃস্থল।" অনন্তর তাঁহারা সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। মহারাজ! সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে। এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট্ হইবেন। সন্দেহ নাই।"

রাজা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পারিতোষিক প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় করিয়া দীন, দরিদ্র, অনাথ প্রভৃতিকে প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন। ষষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন দিয়া তিনি বালকের নাম হরদত্ত রাখিলেন। বালক অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং রাজার লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূ-মণ্ডলে একাধিপত্যস্থাপন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে হরদত্ত তীর্থযাত্রায় নির্গত হইয়া প্রথমতঃ পিতৃকৃত্য-সম্পাদনার্থে গয়াধামে উপস্থিত হইলেন। ফল্গুতীরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া রাজা পিতৃপিণ্ডদানে উদ্যত হইলে নদীর মধ্য হইতে পিণ্ডগ্রহণার্থে তিনজনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইল; প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতিপালক রাজার।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে হরদত্তদত্ত পিণ্ডের অধিকারী হইতে পারে?" রাজা বলিলেন, "চোর।" বেতাল কহিল, "অন্যেরা কি অপরাধ করিয়াছে?" রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া বীজ বিক্রয় করিয়াছেন; রাজাও সহস্র সুবর্ণ লইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন; এ জন্য তাঁহারা পিণ্ডগ্রহণে অধিকারী হইতে পারেন না।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও তাহাকে পুনরায় অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, চিত্রকূট নগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদিন একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগের অন্বেষণে বনে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি এক ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল। তিনি তাহার তীরে গিয়া দেখিলেন, কমল সকল প্রফুল্ল হইয়া আছে, মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে; হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ তীরে ও নীরে বিহার করিতেছে; চারিদিক্ কিশলয়ে ও কুসুমে সুশোভিত ও নানাবিধ পাদপসমূহ বসন্তলক্ষ্মীর সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছে, সর্ব্বতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে। রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, বৃক্ষমূলে অশ্ববন্ধন করিয়া তথায় উপবেশন পূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক ঋষিকন্যা আসিয়া স্নানার্থ সরোবরে অবগাহন করিল। রাজা দর্শনমাত্র অতিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন। স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া ঋষিতনয়া আশ্রমাভিমুখী হইলে রাজা তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "ঋষিকন্যে! তোমার এ কেমন ধর্ম্ম? আমি আতপে তাপিত হইয়া বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রয়ে অতিথি হইলাম, তুমি এমনি আতিথেয়ী যে, সম্ভাষণ দ্বারাও আমার সংবর্দ্ধনা করিলে না।" ঋষিতনয়া শুনিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এই অবসরে ঋষিও বনান্তর হইতে ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতি আহরণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজা দর্শনমাত্র আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে ঋষি 'অভীষ্টসিদ্ধির্ভবতু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা আশীর্ব্বাদ শ্রবণে মনে মনে তুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি, ঋষিবাক্য কস্মিন্‌কালেও ব্যর্থ হয় না। আপনি আশীর্ব্বাদ করিলেন, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক; কিন্তু আমি তাহার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।" ঋষি কহিলেন, "আমি বলিতেছি, অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" তখন রাজা অম্লানবদনে বলিলেন, "আমি এই কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াছি।"

ঋষি রাজার দুরভিপ্রায় শ্রবণে মনে মনে নিরতিশয় কুপিত হইয়াও স্বীয় আশীর্ব্বাদবাক্যের বৈয়র্থ্যপরিহারের নিমিত্ত রাজাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রাজা নবপ্রণয়িনীকে সমভিব্যাহারিণী করিয়া রাজধানী অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হইল। রাজা ও রাজপ্রেয়সী যথাসম্ভব ফল-মূলাদি দ্বারা কথঞ্চিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া তরুতলে শয়ন করিলেন।

অর্দ্ধরাত্রসময়ে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আসিয়া রাজাকে জাগরিত করিয়া কহিল, "আমি অত্যন্ত

ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছি, তোমার ভার্য্যাকে ভক্ষণ করিব।" রাজা কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর প্রাণহিংসায় বিরত হও ; অন্য যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।" তখন রাক্ষস কহিল, "যদি তুমি প্রশস্তমনে স্বহস্তে দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রিয়তমার প্রাণবধে ক্ষান্ত হই।" রাজা প্রিয়তমার প্রাণরক্ষার্থে ব্রহ্মহত্যাতেও সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি সপ্তম দিবসে আমার রাজধানীতে যাইবে ; সেই দিন আমি তোমার অভিলষিত সম্পন্ন করিব।"

এইরূপে রাজাকে ব্রহ্মবধপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া রাক্ষস প্রস্থান করিল। রাজাও প্রভাত হইবামাত্র প্রেয়সী সমভিব্যাহারে রাজধানীতে গিয়া প্রধান মন্ত্রীর সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি এ জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আমি অনায়াসে উহা সম্পন্ন করিয়া দিব।" রাজা মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নবপ্রণয়িনীর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চনময়ী প্রতিমা নির্ম্মিত করাইয়া মহামূল্য অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া নগরের চতুষ্পথে স্থাপিত করিলেন এবং প্রচার করিয়া দিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ বলিদানার্থে স্বীয় দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাইবেন।' এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ছিল। তিনি ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "দেখ, নির্দ্ধন ব্যক্তির সংসারাশ্রমে বাস করা বিড়ম্বনা মাত্র। ধনই সকল ধর্ম্মের ও সকল সুখের মূল। আমি জন্মদরিদ্র ; এ পর্য্যন্ত সাংসারিক কোন সুখের মুখ দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে ধনাগমের এই এক সহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর, পুত্র দিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমা লইয়া আসি। তাহা হইলে যত দিন বাঁচিব, পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিব।"

ব্রাহ্মণী সম্মতা হইলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র দিয়া, প্রতিমা লইয়া তদ্বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ করিলেন। সপ্তম দিনে প্রত্যূষ-সময়ে রাক্ষস রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র মন্ত্রী দ্বাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার ও তীক্ষ্ণধার খড়্গ আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর রাজা শিরশ্ছেদনার্থে খড়্গ উত্তোলিত করিলে ব্রাহ্মণকুমার অবনতবদনে ঈষৎ হাস্য করিল। রাজা অম্লানবদনে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষসের হস্তে অর্পিত হইল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, মৃত্যুসময়ে সকলে রোদন করিয়া থাকে ; বালক হাস্য করিল কেন, বল।" রাজা কহিলেন, "বাল্যকালে পিতামাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তৎপরে কোন বিপদ্ ঘটিলে রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন ; কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে বিপরীত হইল। পিতা-মাতা অর্থলোভে বিক্রয় করিলেন, প্রাণভয়ে যে রাজার শরণাগত হইব, তিনিই স্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। মনে মনে এই আলোচনা করিয়া সে হাস্য করিয়াছিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পুনরায় গিয়া তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, বিশাল-নগরে অর্থদত্ত নামে ধনাঢ্য বণিক ছিলেন। তিনি কমল-পুরবাসী মদনদাস বণিকের সহিত আপন কন্যা অনঙ্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে মদনদাস ভার্য্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে প্রস্থান করিল।

একদিন অনঙ্গমঞ্জরী গবাক্ষ দ্বারা রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে কমলাকর নামে সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল। উভয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে পরস্পর পরস্পরের রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল। ব্রাহ্মণকুমার নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া গৃহগমন পূর্ব্বক প্রিয়-বয়স্যের নিকট স্বীয় বিরহবেদনা নির্দ্দেশ করিয়া বিচেতন ও শয্যাগত হইল। তাহার সখা, উশীরানুলেপন, চন্দনবারি-সেচন, সরসকমলদলশয্যা, জলার্দ্র তালবৃন্তসঞ্চালন প্রভৃতি দ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এ দিকে অনঙ্গমঞ্জরীও অনঙ্গশর-প্রহারে জর্জ্জরিতাঙ্গী হইয়া ধরাশয্যা অবলম্বন করিলে তাহার সখী সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া প্রবোধদানচ্ছলে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তখন সে কহিল, "সখি, আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্তু মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দ্দয় কন্দর্পের নিরন্তর শরপ্রহারে আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ্য হয় না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়া দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব নতুবা নিঃসন্দেহে আত্মঘাতিনী হইব।"

ইহা কহিয়া অনঙ্গমঞ্জরী অশ্রুপূর্ণনয়নে অবিশ্রান্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সহচরী কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করিয়া কমলাকরের আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাহাকেও স্বীয় সহচরীর তুল্যাবস্থ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, 'দুরাত্মা কন্দর্পের কিছুই অসাধ্য নাই; কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলকেই সমানরূপে স্বীয় কুসুমময় শরাসনের বশবর্ত্তী করিয়া রাখিয়াছে।' অনন্তর সে কমলাকরের নিকট বলিল, "অর্থদত্ত শেঠের কন্যা অনঙ্গমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহার প্রাণদান কর।" কমলাকর শ্রবণমাত্র অতিমাত্র উল্লাসিত হইয়া গাত্রোত্থান করিল এবং কহিল, "আপাততঃ তুমি এই অমৃতবর্ষী মনোহর বাক্য দ্বারা আমার প্রাণদান করিলে।"

তৎপরে সহচরী কমলাকরকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনঙ্গমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অমনই কমলাকর 'হা প্রেয়সি!' বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহজন আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উভয়কে শ্মশানে লইয়া এক চিতায় অগ্নিদান করিল। দৈবযোগে অর্থদত্তের জামাতা মদনদাসও সেই সময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল এবং নিজ ভার্য্যা অনঙ্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃত্তান্ত শুনিয়া হাহাকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানে গিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এই তিনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক ইন্দ্রিয়দাস?" রাজা কহিলেন, "মদনদাস।" বেতাল বলিল, "কেন?" রাজা কহিলেন, "অনঙ্গমঞ্জরী পরপুরুষে অনুরাগিণী হইয়া তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাতে মদনদাসের অন্তঃকরণে অণুমাত্র বিরাগ জন্মিল না; প্রত্যুত তদীয় মৃত্যুশ্রবণে প্রাণধারণে অসমর্থ হইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিল।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পুনরায় গিয়া তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর নিকটে চলিলেন।

একবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, জয়স্থল নগরে বিষ্ণুস্বামী নামে ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ দ্যূতাসক্ত, মধ্যম লম্পট, তৃতীয় নির্লজ্জ, চতুর্থ নাস্তিক; ব্রাহ্মণ পুত্রগণের গর্হিত ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া একদিন চারি জনকে একত্র করিয়া এইরূপ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, "যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমলা ভ্রান্তিক্রমেও তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন না। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। দ্যূতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিতবিবেচনারহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য হয়। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া সাম্রাজ্য ও ভার্য্যা পর্য্যন্ত হারাইয়া পরিশেষে দুঃসহ বনবাসক্লেশে কালযাপন করিয়াছিলেন। আর যে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে সুখভ্রমে দুঃখার্ণবে প্রবেশ করে। লম্পটেরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উদ্দেশে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার, বিচার, নিয়ম, ধর্ম্ম, সমস্তই নষ্ট হয়। আর যে ব্যক্তি নির্লজ্জ, তাহাকে ভর্ৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা। তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না এবং গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও তাহার লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র মৃত্যু হয়, ততই পৃথিবীর মঙ্গল। আর যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্তিমান্ ও শ্রদ্ধাবান্ না হয় এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়, সে অতি পাষণ্ড; তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হয়। লোকে পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনায় জপ, তপ, দান, ধ্যান, ব্রত, উপবাস আদি করে কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে নিয়ত তোমাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিয়া থাকি।"

পিতার এই প্রকার তিরস্কারবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া চারি জনেরই অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, "বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য করিয়াছিলাম, তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এক্ষণে বিদেশে গিয়া প্রাণপণে বিদ্যাভ্যাস করা উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চারি জনে নানা দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইল। গৃহপ্রতিগমনকালে তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্ম্মকার মৃত ব্যাঘ্রের মাংস ও চর্ম্ম লইয়া প্রস্থান করিল; কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত রহিল।

তাহাদের মধ্যে এক জন অস্থিসন্ধানী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে বিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত অস্থি একস্থানস্থ করিয়া ব্যাঘ্রের কঙ্কালসঙ্কলন করিল। দ্বিতীয় মাংস-সঞ্জননী বিদ্যা দ্বারা ঐ কঙ্কালে মাংস জন্মাইয়া দিল; তৃতীয় চর্ম্মযোজনী বিদ্যা শিখিয়াছিল, সে তৎপ্রভাবে শার্দ্দূলের সর্ব্বশরীর চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর চতুর্থ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা দ্বারা প্রাণদান করিলে ব্যাঘ্র তৎক্ষণাৎ তাহাদের চারি সহোদরেরই প্রাণসংহার করিল।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, 'এই চারি জনের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক নির্ব্বোধ? রাজা কহিলেন, "যে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ব্বোধ।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে রাজাও পুনরায় গিয়া তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর নিকটে চলিলেন।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদিন তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 'এক্ষণে বার্দ্ধক্য বশতঃ আমার শরীর দুর্ব্বল ও ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে; কিন্তু ভোগাভিলাষ পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রদীপ্ত হইতেছে। আমি পরকলেবরপ্রবেশিনী বিদ্যা জানি। অতএব ভোগাক্ষম জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবরে প্রবিষ্ট হই; তাহা হইলে আর কিছু কাল অভিলাষানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ করিতে পারিব। কিন্তু সহসা কলেবরত্যাগ করিয়া অন্য কলেবরে প্রবেশ করিলে আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা। অতএব অগ্রে যোগাভ্যাসচ্ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রবেশ করি; পরে সুযোগক্রমে স্বীয় অভিপ্রায় সম্পন্ন করিব।' নারায়ণ এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া পত্নী, পুত্র, পৌত্র, দুহিতা, দৌহিত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে একত্র করিয়া তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি সংসারাশ্রমে আবদ্ধ থাকিয়া বিষয়বাসনায় আসক্ত হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম, একদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও পরকালের হিতচিন্তা করি নাই। এক্ষণে আমার শেষদশা উপস্থিত। এই জন্য অভিলাষ করিয়াছি, অরণ্যপ্রবেশ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করিব; আর আমার এক ক্ষণের জন্যও মায়াময় অকিঞ্চিৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসনা নাই। এক্ষণে তোমার ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অনুমতি কর, নির্ম্মম ও নিঃসঙ্গ হইয়া মোক্ষপথের পথিক হই।"

নারায়ণ এইরূপ কপটবাক্যপ্রয়োগ পূর্ব্বক পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রস্থান করিলেন এবং তথায় জীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া এক যুবার কলেবরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহারাজ, ব্রাহ্মণ পূর্ব্বকলেবর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে রোদন করিয়া পরকলেবরপ্রবেশকালে বিকসিত আস্যে হাস্য করিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, ইহার রোদন ও হাস্যের কারণ কি? বিক্রমাদিত্য কহিলেন, "শুন বেতাল, পূর্ব্বকলেবর পরিত্যাগ করিলেই বহুকালের যত্নের পরিবারের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকিল না; এই মমতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ রোদন করিয়াছিলেন; আর পরকলেবর প্রবেশ দ্বারা অভিলষিত ভোগপথ অকণ্টক হইল, এই জন্য আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করিয়াছিলেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্বার পূর্ব্ববৎ বৃক্ষোপরি গিয়া লম্বমান হইলেন, রাজাও পাশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন পূর্বক সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, ধর্ম্মপুরে গোবিন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। তন্মধ্যে এক জন ভোজনবিলাসী অর্থাৎ অন্নে ও ব্যঞ্জনে যদি কোন দোষ থাকিত তাহা দুর্জ্ঞেয়

হইলেও ঐ অন্ন ও ঐ ব্যঞ্জন ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত না; দ্বিতীয় শয্যাবিলাসী অর্থাৎ শয্যায় কোন দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন ঘটিলেও সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত না। ফলতঃ ওই এক এক বিষয়ে তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহাদের ঈদৃশ বিস্ময়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি তাহাদের ঐ ক্ষমতার পরীক্ষার্থ সাতিশয় কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন এবং উভয়কে রাজধানীতে আনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমারা কে কোন্ বিষয়ে বিলাসী?"

অনন্তর তাহারা স্ব স্ব পরিচয় দিলে, রাজা প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষার্থ পাচক ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া নানাবিধ সুরস অন্ন-ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাচক রাজকীয় আজ্ঞানুসারে সাতিশয় যত্ন সহকারে চর্ব্য চুষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্বিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ভূপতিসমীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিবার আদেশ করিলে সে আহারস্থানে উপস্থিত হইল এবং আসনে উপবেশনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া নৃপতিসমীপে প্রতিগমন করিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়াছ?" সে কহিল, "না মহারাজ, আমার ভোজন করা হয় নাই। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন?" সে কহিল, "মহারাজ, অন্নে শবগন্ধ নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যের তণ্ডুল পাক করিয়াছিল।" রাজা শুনিয়া তদীয় বাক্য উন্মত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং এই ব্যাপার গোপনে রাখিয়া ভাণ্ডারীকে ডাকাইয়া সেই তণ্ডুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ভাণ্ডারী সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নরপতিগোচরে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ অমুক গ্রামের শ্মশানসন্নিহিতক্ষেত্রজাত ধান্যে ঐ তণ্ডুল প্রস্তুত হইয়াছিল।" রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থই ভোজনবিলাসী।"

তদনন্তর রাজা এক সুসজ্জিত শয়নাগারে দুগ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন। সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া নৃপতিসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ, ঐ শয্যার সপ্তম তলে এক ক্ষুদ্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না।" রাজা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইলেন, শয্যার সপ্তম তলে যথার্থই একটি ক্ষুদ্র কেশ পতিত রহিয়াছে। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "তুমি যথার্থই শয্যাবিলাসী। অনন্তর তাহাদের দুই সহোদরকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ উভয়ের মধ্যে কোন্ জন অধিক প্রশংসনীয়?" রাজা কহিলেন, "আমার মতে শয্যাবিলাসী।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে, রাজাও পূর্ব্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীর নিকট চলিলেন।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল, মহারাজ, কলিঙ্গদেশে যজ্ঞশর্ম্মা নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনেক কাল অনেক দেবতার আরাধনা করিয়া একমাত্র পুত্র প্রাপ্ত হয়েন। ঐ পুত্র অল্পকালমধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রে সবিশেষ

পারদর্শী হইল এবং অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যধর্ম্মা হইয়া নিরন্তর পিতা-মাতার সেবা করিতে লাগিল। পিতা-মাতার ভাগ্যদোষে ঐ পুত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। তাহার পিতা-মাতা প্রথমতঃ যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন, পরিশেষে অগ্নিসংস্কারার্থ গ্রামের উপান্তবর্ত্তী শ্মশানে লইয়া গিয়া চিতারচনা করিতে লাগিলেন।

এক বৃদ্ধ যোগী বহুকাল অবধি ঐ শ্মশানে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন। তিনি অষ্টাদশবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের মৃত কলেবর পতিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'আমার এই প্রাচীন দেহ জরায় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া কার্য্যাক্ষম হইয়াছে, অতএব এই যুবার দেহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে বহুকাল যোগাভ্যাস করিতে পারিব।' এই বলিয়া জগদীশ্বরের নামস্মরণ পূর্ব্বক যোগী সেই যুবার কলেবরে প্রবেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞশর্ম্মা পুত্রকে প্রত্যাগত জীবিত দেখিয়া প্রথমতঃ প্রফুল্ল বদনে হাস্য করিলেন; কিন্তু এক নিমেষ পরেই বিষণ্ণ-বদনে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, পুত্রকে পুনর্জীবিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ হৃষ্টমনে হাস্য করিয়া কি কারণে পরক্ষণেই রোদন করিলেন, বল।" রাজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ পুত্রকে পুনর্জীবিত বোধ করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরকলেবর-প্রবেশিনী বিদ্যা জানিতেন, ঐ বিদ্যার প্রভাবে পরক্ষণে জানিতে পারিলেন, পুত্র পুনর্জীবিত হয় নাই; যোগীর প্রবেশ দ্বারা এরূপ ঘটিয়াছে, এই জন্য রোদন করিলেন।"

ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্ব্বার বৃক্ষোপরি গিয়া লম্বমান হইলে, রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া তাঁহাকে অবতারণ পূর্ব্বক স্কন্ধে লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান

বেতাল কহিল মহারাজ, দাক্ষিণাত্য দেশে ধর্ম্মপুর নামে নগর আছে। তথায় মহাবল নামে মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন। এক প্রবল প্রতিপক্ষ রাজা চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া তদীয় রাজধানী অবরোধ করিলে রাজা মহাবল স্বীয় সমস্ত সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবগাহন করিয়া অশেষপ্রকার প্রতীকারচেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাক বশতঃ ক্রমে ক্রমে স্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া প্রাণরক্ষার্থে মহিষী ও তনয়া সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রস্থান করিলেন। পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিন জনেই অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। তখন রাজা, মহিষী ও তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়া আহারোপযোগী দ্রব্যের আহরণার্থ গমন করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। রাজা প্রত্যাগত হইলেন না। রাজমহিষী ও রাজকুমারী রাজার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইয়া অশেষবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঐ দিন কুণ্ডিনের অধিপতি রাজা চন্দ্রসেন আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ঐ অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তাদৃশ নিবিড় অরণ্যমধ্যে অসম্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয়া বিস্ময়াম্বিত-চিত্তে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পুংবিলক্ষণ লক্ষণ দ্বারা উহা স্ত্রীলোকের

পদচিহ্ন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। রাজা কহিলেন, "চরণচিহ্নদর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দুই নারী অচিরে এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে। চল, চারিদিকে অন্বেষণ করি।"

পিতা পুত্রে অন্বেষণ করিতে করিতে সায়ংসময়ে দেখিতে পাইলেন, দুইটি পরম সুন্দরী রমণী তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া বাষ্পাকুল-লোচনে পরস্পর বদন নিরীক্ষণ করত যূথবিরহিত কুররীযুগলের ন্যায় প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছে। অবলোকনমাত্র উভয়েরই অন্তঃকরণে অতি প্রভূত কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তখন তাঁহারা স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ পুরঃসর অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও অভয়প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। কিছু দিন পরে রাজা রাজকন্যার এবং রাজকুমার রাজমহিষীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, এই দুই নারীর সন্তান জন্মিলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ হইবে, বল।" রাজা বিক্রমাদিত্য ঈষৎ হাসিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

উপসংহার

বেতাল কহিল, "মহারাজ, আমি তোমার ও অধ্যবসায় দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় কিছু উপদেশ দিতেছি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যে যোগী তোমাকে শবানয়নে নিযুক্ত করিয়াছে, সে কুম্ভকারকুলে উৎপন্ন; তাহার নাম শান্তশীল। আর যে শব লইতে আসিয়াছ, উহা ভোগবতীর অধিপতি রাজা চন্দ্রভানুর মৃতদেহ। শান্তশীল যোগসিদ্ধির নিমিত্ত অনেক কৌশলে চন্দ্রভানুর প্রাণবধ করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়া আছে, এক্ষণে তোমায় বলিদান করিতে পারিলেই উহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এজন্য আমি তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছি, যোগী পূজা সমাপন করিয়া তোমায় বলিবে, "মহারাজ, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর।' তদনুসারে তুমি যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইবে, অমনই সে খড়্গপ্রহার দ্বারা তোমার প্রাণসংহার করিবে। অতএব তুমি কোন ক্রমে সেরূপ প্রণাম না করিয়া বলিবে, 'আমি কোন কালে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি নাই এবং কেমন করিয়া সেরূপ প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানি না, আপনি কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিলে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি।' অনন্তর তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, অমনি তুমি খড়্গপ্রহার দ্বারা মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক তাহার ও চন্দ্রভানুর মৃতদেহ সন্নিহিত জলন্ত মহানলের উপরিস্থিত তৈলকটাহে বিক্ষিপ্ত করিবে এবং তাহা হইলেই তদীয় সম্পূর্ণ যোগফল প্রাপ্ত হইয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে। সে ব্যক্তি আততায়ী, আততায়ীর বধে পাতক নাই।"

এইরূপে বিক্রমাদিত্যকে সতর্ক করিয়া দিয়া বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহির্নিঃসরণ-পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রাজা সেই শবই লইয়া সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি সাতিশয় সন্তোষপ্রদর্শন ও রাজার অশেষপ্রকার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, অনন্তর চন্দ্রভানুর মৃতদেহে জীবনদান পূর্ব্বক বলিপ্রদান করিলেন এবং পূজার অন্যান্য অঙ্গ যথাবৎ সমাপ্ত করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর, তোমার প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।" রাজা বেতালদত্ত উপদেশ অনুসারে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিবিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে জানি না; আপনি গুরু, কি প্রকারে ওরূপ প্রণাম করিতে হয়, কৃপা করিয়া দেখাইয়া দিউন।" যোগী

রাজাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত যেমন ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, অমনি রাজা বেতালের উপদেশ অনুসারে খড়্গাঘাত দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

দেবতারা এই ব্যাপার দর্শনে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবরাজ দেবলোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক রাজাকে দর্শন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি তোমার সৌভাগ্যদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" রাজা অনিমিষ-সহস্র-নয়নে অলঙ্কৃত কলেবর দর্শনে দেবরাজ স্থির করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার প্রসাদে পৃথিবীতে আমার কোন প্রার্থয়িতব্য নাই। এক্ষণে এইমাত্র প্রার্থনা করি যেন, আমার এই বৃত্তান্ত সমস্ত সংসারে প্রসিদ্ধ হয়।" ইন্দ্র কহিলেন, "মহারাজ, যাবৎ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তোমার এই বৃত্তান্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবে।"

এইরূপে রাজাকে বর প্রদান করিয়া দেবরাজ দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর রাজা মন্ত্রপ্রয়োগ পূর্ব্বক দুই মৃতদেহ তৈলকটাহে নিক্ষিপ্ত করিবামাত্র দুই বিকটাকার বীরপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ কি আজ্ঞা হয়?" রাজা কহিলেন, "আমি যখন যখন স্মরণ করিব, তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" তাহারা 'যে আজ্ঞা মহারাজ' বলিয়া প্রস্থান করিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও সর্ব্বপ্রকারে চরিতার্থ হইয়া নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে রাজধানী প্রতিগমন পূর্ব্বক অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ

বাসবদত্তা

[পঞ্চম সংস্করণ হইতে]

৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত

গণেশ-বন্দনা

বিভাস—একতালা

হে হরসুত! বহু-গুণযুত! হর দুষ্কৃতিভারম্।
হে গণপতি! কুরু সম্প্রতি, দুর্গতিঅবহারম্॥
হে গজমুখ! ভব সম্মুখ, ত্যজ বৈমুখভাবম্।
দেহি সুখাবধি, হে গুণনিধি! ভববারিধিনাবম্॥
আশতমখ! সচতুর্ম্মুখ! পূজিতসুখপাদম্।
তং প্রতি নতি, কুরু রে মতি! শতশঃ স্তুতিবাদম্॥
সংসৃতি কৃতি, স্থিতি সংহৃতি, কুরুষে কতিবারম্।
হে পশুপতি! স্তুত মাং প্রতি, কুরু দুর্গতি-পারম্॥
ভো ভবসুত! কুরু সন্তোষ, দুরিতং দ্রুত দূরম্।
রণ-পণ্ডিত গুণ-মণ্ডিত! সুখ-ভণ্ডিতপুরম্॥
ভূষিত-মণি-গণ্ডিত-ফণি-মন্দিভমণিবন্ধম্।
গুন-গুন-নদ-বহু ষট্পদ-সূচিত-মদগন্ধম্॥
চঞ্চল-চল-মণিকুণ্ডল-কিঙ্কিণী-কলনাদম্।
রাজিত-রজ, পদ-নীরজ, মদন ব্রজ পাদম্॥

প্রার্থনা

পয়ার

গণপতি! বিনতি প্রণতি তব পায়।
মহিমা গরিমা সীমা কেবা তব পায়?
অনবদ্য-বেদ-বিধি-বাদ-বেদ্য তুমি।
মূঢ় হয়ে নিগূঢ় কি বলিব হে আমি?
সৃষ্টি-স্থিতি-হৃতি কৃতি-প্রকৃতি-নিদান।
কার্য্য হয়ে ধার্য্য কার্য্য কি করি বিধান?
অগতির গতি তুমি পুরুষ-প্রধান।
প্রলয়ে বিলয় কর নিলয়-প্রদান॥
কি করিব তব স্তব ওহে গজানন!
যা বলিব তাই তুমি জগৎ-কারণ।
সুতরাং পুনরুক্তি উক্তি যুক্তি নয়।
দেহি ভক্তি! যাতে ভুক্তি মুক্তি মম হয়॥
কি শক্তি প্রসক্তি আতে অত্যুক্তি-করণে
প্রণাম দিলাম ধাম দিও হে চরণে॥
বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর এই বর দিবে।
মদনে সদন-দানে বাম না হইবে॥

সূর্য্য-বন্দনা

মল্লার—ঝাঁপতাল

কিঙ্করে করুণা কর খরকর হে!
দিনে দীনে দয়া দেহ দিনকর হে!
মরীচি-সুরুচি-রুচি-ভাস্বর হে!
খরকর! খল-দল-নশ্বর হে!
তিমিরারি! তমোহর! তমো হর হে!
দুরিত দারিদ্র্য-দুঃখ দূর কর হে!
পাপ তাপ পরিতাপ সংহর হে!
কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে!
মার্ত্তণ্ড-প্রচণ্ড-ভানু-ভাস্কর হে!
মদনে সম্মোদ দেহ দিবাকর হে!

প্রার্থনা

লঘু ত্রিপদী,

ওহে ছায়ানাথ! কুরু ছায়াপাত,
আতপে সন্তাপ হর
ত্রিজগতমণি! ওহে দিনমণি!
দ্যুমণি! করুণা কর॥
ক'রে জোড় হাত, করি প্রণিপাত,
দাঁড়াইয়া তব আগে।
যদি হয় বিঘ্ন, করিবে হে নিঘ্ন,
মদন এ বর মাগে॥

বিষ্ণু-বন্দনা

ভজন

ভয়রোঁ—ছেপ্‌কা

কালিয়-মর্দ্দন ! কংসনিসূদন !
কেশিমথন ! কংসারে !
খগপতিবাহন ! খেচরপালন !
খিন্ন খলবল-হারে !
গোকুল-গোলোকচন্দ্র ! গদাধর !
গরুড়বাহন ! গিরিধারে !
ঘন-ঘন ঘুঙ্গুর-ঘোষক ! ঘনতনু !
ঘোর-তিমির সংহারে !
চঞ্চল চম্পক-চারু-চটুল-চল চীর !
চতুর্ভুজ ! চৈদ্যহরে !
ছদ্ম-বামন ! ছিন্ন রাবণ !
ছলিত-বলীবল ! শৌরে !
জগজন-জীবন ! জৈন ! জনার্দ্দন !
জলদ জলজ-রুচি-চৌরে !
ত্রিভুবন-তারক ! তাপনিবারক !
তরুণ-তনু-জিত-তোয়ধরে !
দৈত্যদলবল-দলন ! দুঃখ হর !
দুরিতদাহক ! দেব ! হরে !
নূতন-নীরদ-নীলকলেবর !
নন্দনন্দন ! নরকারে !
পতিত-পাবন ! পরম কারণ !
পীত-পটুপট-ধারে !
বল্লব-বালক ! বিপিন-বিহারক !
বংশীবট-তট-তীরে !
ভুবন-ভূষণ ! ভকতি-ভাজন !
ভীরু-ভবভয়-তারে !
মদনমোহন-মনসি-মোদন!
মন্দমধুমুরমান-হরে !

প্রার্থনা

পয়ার

ওহে নারায়ণ ! তব চরণ-যুগলে ।
কোটি কোটি শতকোটি নতি কুতূহলে ॥
যে পদ-কমল সেবা করেন কমলা ।
তাহার মহিমা ওহে কার সাধ্য বলা ॥
যাহাতে উদ্ভবা গঙ্গা ত্রিলোক-তারিণী ।
ত্রিপুরারি-ত্রিলোচন-শিরোবিহারিণী ॥
যে পদপঙ্কজরজঃ-কণামাত্র পেয়ে ।
পাষাণ মানবী হৈল পাপে মুক্তা হয়ে ॥
থাকুক্ সকল অঙ্গ কেবল চরণে ।
মরি কত গুণ কেবা পারে নির্ব্বাচনে ?
ওহে কি কহিব তব নামের মহিমা ।
কোটি কোটি কল্প ব'লে নাহি হয় সীমা ॥
একবার হরিনামে এত পাপ হরে ।
পাপীলোক তত পাপ করিতে না পারে ॥
অচিন্ত্য তোমার গুণ ওহে চিন্তামণি !
বলিতে সকল বুঝি না পারেন ফণী ॥
তবে এই দীনজন কি বলিতে পারে ।
বামন হইয়া হাত দিবে নিশাকরে ?
পতিত তারণ কর্ম্ম যদি হে তোমার ।
এ দীনে তারিতে তবে কেন হয় ভার ?
তুমি না তারিবে যদি পতিত-পাবন !
আমার কি হবে প্রভু ! তোমারি গঞ্জন ॥
দীননাথ কৃপাময় আছে যদি নাম ।
না করিয়া কৃপা তবে কেন হবে বাম ?
আমি না ছাড়িব প্রভু ! তোমার চরণ ।
মদন কহিছে ইথে আছে প্রাণপণ ॥

শিব-বন্দনা

ভজন

বেহাগ—আড়াঠেকা

প্রভু দয়াময় হে ! দীন-হীনে দয়া কর ॥ ধ্রু ॥
শম্ভু ! শুভঙ্কর ! শঙ্কর হে !
দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে !
ভস্ম-বিভূষিত-বিগ্রহ হে !
দৈত্য-বল-বলি-নিগ্রহ হে !
ভোগি ফণায় ভয়ঙ্কর হে !
পাদতলাশ্রিত-কিঙ্কর হে !
ভীমকলেবর ! ভৈরব হে !
ভূতভবাজনিসম্ভব হে !

ভীরুভয়াপহ! ভীষণ হে!
ভীমভবাম্বুধি-তারণ হে!
ভূত-ভৈরবভিভূষিত হে!
ভালসুধাকর-ভাষিত হে!
ভক্ত-ভবাগতি-ভঞ্জন হে!
সর্ব্ব-সুরাসুর-রঞ্জন হে!
নির্ভর পামরগঞ্জন হে!
সত্য-স্বতত্ত্ব-নিরঞ্জন হে!
নিত্য-বিতন্ত্র-সুখঞ্জন হে!
পার্ব্বতী-মানস-খঞ্জন হে!
ব্যাল-বিলাসিত-কুন্তল হে!
কুণ্ডলী-মণ্ডিত কুণ্ডল হে!
লোল-জটাপুট-লুণ্ঠিত হে!
ভোগিভরাভূতি-গুণ্ঠিত হে!
দীন সুদুঃখ-বিদারণ হে!
তুঙ্গ প্রপঞ্চিত-কারণ হে!
যুদ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত হে!
ভূতি-বিভূতি-সুমণ্ডিত হে!
দীন-দয়াময় ধূর্জ্জটি হে!
ব্যালবিলাসলসংকটি হে!
ভক্ত-ভবাব্ধি-বিমোচন হে!
কাম-নিমীলন-লোচন হে!
মদনাশ্রিত-পাদ-সুপঙ্কজ হে!
ক্ষুব্ধ-মনোমকরধ্বজ হে!

প্রার্থনা

পয়ার

আশুতোষ! আশু আশা পূরাও আমার।
পঞ্চানন! প্রপঞ্চে বঞ্চোনা বার বার॥
পঞ্চজনে তঞ্চ করে, লাঞ্ছনা বা কত।
অকিঞ্চন জন ধন জনে আছে হত॥
ওহে যোগিবর! ভোগিধর! স্মরহর!
কৃপা কর কাতর কিঙ্করে গঙ্গাধর!
আশা ত্যজ মজ মন বৃষধ্বজপায়।
হায়! হায়! এ কি দায় মিছে দিন যায়॥
ওহে শিব কি কহিব কি দিব উপমা?
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য কে করিবে সীমা?
ভালবাস দিগবাস নাহি বাস চাও।
শ্মশানে আসনে ভূত সনে সদা ধাও॥
অস্থিমালা ভিক্ষাঝোলা আলাভোলাপ্রায়।
ভোলানাথ! ভূতনাথ! অনাথের ন্যায়
মোটাসোটা জটাগোটা লুটায় ধূলায়।
ধুতুর বিস্তর খাও ভস্ম মাখ গায়॥
ভিক্ষা কর কি ভাবে সে ভাব কেবা পায়।
কি অভাবে এ ভাব সে ভাব না যোগায়॥
সূর্য্য চন্দ্র হুতাশন লোচন তোমার।
ভালে জ্বলে অনল কে দেখিয়াছে কার?
খণ্ডশশী বসি সদা সুধা-ধারা ক্ষরে।
জননী জাহ্নবী যিনি জটার ভিতরে॥
হেন অপরূপ রূপ কে দেখেছে কার?
সব রীত বিপরীত এ কি চমৎকার!
ওহে কৃত্তিবাস! কীর্ত্তি কি কব তোমার।
গোটা দুটা বিল্বপত্রে তুষ্টি হয় কার?
বুঝিলাম তুমি প্রভু নিজে আত্মারাম!
বিষয়-আশয় নাহি সদা পূর্ণ কাম॥
তোমার মহিমা-সীমা কে করিতে পারে?
হলাহল পানে মৃত্যু নাহি ঘেরে যাঁরে॥
নিরাকার কি সাকার বলা সাধ্য কার?
যাহা তুমি তুমি জান ওহে বিশ্বাধার।
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অর্ব্বাচীন।
না জেনে আপনা যথা পিপাসিত মীন॥
তোমারে প্রভু কি আছে শকতি?
তুমি যা লওয়াবে তাই লব মোর মতি॥
অতএব দীননাথ! দীনে দয়া ক'রে।
পদছায়া দিও প্রভু! মদন-কিঙ্করে॥

জগ-দুর্গা বন্দনা

ভয়রোঁ—ছেপ্‌কা

হে ভবভামিনি! ভীম বিলোচনি!
ভৈরব-নাদিনি! শৈলসুতে!
শঙ্খিনি! চক্রিণি! বজ্রিণি! শূলিনি!
বাণ-কৃপাণক-তুণযুতে!
হে শিবমোহিনি! ভক্ত-নিস্যন্দিনি!
দৈত্য-বিদারিণি! দুঃখ হরে!

হে গিরিনন্দিনি ! শত্রু বিমর্দ্দিনি !
দীন-দয়াময়ি ! দণ্ড-করে।
হে সুরবন্দিনি ! কর্ম্ম-নিবন্ধিনি !
পাপ- বিনিন্দিনি ! বিঘ্ন-হরে !
হে রণ-রঙ্গিণি! যুদ্ধ-তরঙ্গিণি !
অঙ্গ-বিভঙ্গিনি ! রঙ্গ-ভরে !
হে বহু-ভাষিণি ! দৈত্য-বিনাশিনি !
যুদ্ধ-বিলাসিনি ! পাহি শিবে !
হে মৃদুহাসিনি ! ঘোর-নিনাদিনি !
তারয় তারিণি ! মাং হি ভবে ॥

প্রার্থনা

পয়ার

জয় ! জয়দুর্গে ! জন্মজরা হরা।
কঠোর জঠর-জ্বালা হর হরদারা ॥
শিবানী সর্ব্বাণী বাণী ভবানী ভাবিনী।
ভৈরবী রৌরবী ভীমা ভৈরব-ভামিনী ॥
কৈরব-নয়নী কালী কৌরব-দমিনী।
কপর্দ্দিনী মহিষ-মর্দ্দিনী কাত্যায়নী ॥
খলদল-বল হর পরাৎপরা তারা।
নিরাকারা নির্ব্বিকারা সাকারা সাকারা ॥
ভবদারা ভবহরা ভবের জননী।
ভব জানে কি বিভব ও পদ দুখানি ॥
যে পদে আরাধে সাধে স্বয়ং শঙ্কর।
তাহার মহিমা সীমা কি জানে কিঙ্কর ?
অন্নপূর্ণা অপর্ণা সুবর্ণবর্ণা তুমি।
নিত্য তৃত্য তব তত্ত্ব কি জানিব আমি ?
নিরাধার নিরাহার নীরাহার ক'রে।
বিধি বিষ্ণু সদাশিব নাহি পান যাঁরে ॥
বিশ্বের জননী তুমি বিশ্বেরভামিনী।
অন্ত কি কহিব তুমি শিবের জননী ॥
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদর-ভিতরে।
ক্ষুদ্র জীব তাঁর তত্ত্ব কি জানিতে পারে ?
নিমেষেকে কর গো সৃষ্টি প্রলয় সংসার।
বলিতে তোমার তত্ত্ব সাধ্য আছে কার ?
কেহ বলে ব্রহ্ম সত্ত্ব প্রকৃতি তোমায়।
মহামায়া মায়াময়ী কেহ বলে তায় ॥

যে হও সে হও তাতে না করি বিবাদ।
আদার ব্যাপারী কেন জাহাজ-সংবাদ ?
এইমাত্র জানি তারা তুমি গো জননী।
আমি গো সন্তান তব ত্রিলোক-তারিণি !
নষ্ট দুষ্ট শিষ্ট কিংবা যদি পাপী হই।
তোমা বিনে ত্রিভুবণে অন্য কারু নই ॥
কুসন্তান ব'লে পিতা যদি করে রাগ।
কোথায় জননী মা গো করে তারে ত্যাগ
ঠাকুরাণি ঠেল না গো ! আর ঠাঁই নাই।
মদন কহিছে মা গো ! শিবের দোহাই ॥

সরস্বতী বন্দনা

বাগেশ্বরী-বাহার—মধ্যমানের ঠেকা
সরোজরাজে কে বিরাজে করেতে বীণা
কে ও নবীনা ত্রিভাঙ্গিমা সাজে ॥ ধ্রু।

তোটক ছন্দ

অয়ি বাণি ! তবানিশমঙ্ঘ্রি যুগম্।
করবাণি নতিং শতকোটিযুগম্ ॥
শিব-বিষ্ণু-বিরিঞ্চি-বিচিন্ত্যপদম।
মদনায় বিতর মোক্ষপদম্ ॥

প্রার্থনা

পয়ার

ওগো বাণি ! শিবানি ! সোমার শ্রীচরণে।
স্থান দান করো মা গো এই দীন জনে ॥
না জানি জননি ! কিছু তব স্তুতিবাদ।
তবু মোর মতি স্তুতি-বাদে করে সাধ ॥
আদি কবি বিধি যদি নিরবধি ভণে।
তথাপি অসাধ্য তাঁর অত্যুক্তি করণে ॥
যে বলিবে যে বাক্য তুমি যদি তাই।
সুতরাং অত্যুক্তি প্রবক্তি আর নাই ॥
অতএব তোমার যেমন যারে দয়া।
সেইরূপ সে বলিবে ওগো মহামায়া !
ইথে এই দীন যদি অসঙ্গত বলে।
দোষ না লইবে রাজা চরণ-যুগলে ॥

যে পদ-নীরজরজঃ কণা মাত্র পেয়ে।
বিধি ব্যাস বিখ্যাত জগতে কবি হয়ে॥
যত বল বুদ্ধি বল সব ও চরণ।
নতুবা কোথায় হবে বাক্যের স্ফুরণ?
অতএব দীন প্রতি হৈও না কৃপণা।
মদনে প্রদান কর পদধূলি-কণা।

গুরু-বন্দনা

সিন্ধু-খৎ

দীনে কর সুদিন উদয়।
দীন-দয়াময়! দীনে দেহি পদদ্বয়॥
না জানি তব ভজন ওহে বিপদভঞ্জন!
তাহে শমন-গঞ্জন হেরিয়া কাঁপে হৃদয়॥

পয়ার

ওহে গুরু কল্পতরু! কুরু জ্ঞান দান হে!
কর না করুণা মোরে করুণানিধান হে!
তপনতনয়-তাপ তরুণ হইল হে!
এ কারণ ও চরণ শরণ লইল হে!
এই অভাজন জন কলুষ-ভাজন হে!
এবে তবে কিবে হবে ভাবে অনুক্ষণ হে!
অপার-সংসার পারা-বার-পারাপার হে!
নাহি পাই ভাবি তাই উপায় এবার হে!
পাপ তাপ পরিতাপ সন্তাপেতে মরি হে!
এ পাথারে কাতরে বিতর কৃপাতরি হে!
ওহে নাথ জগন্নাথ! অনাথের নাথ হে!
কষ্টে নষ্ট হই কর তুষ্টি-দৃষ্টিপাত হে!
তব তত্ত্ব তত্ত্ব কি করিবে এই মূঢ় হে!
অনন্ত নিতান্ত ভ্রান্ত জানিতে নিগূঢ় হে!
শুনে যমডঙ্ক শঙ্কা-সঙ্কোচিত অতি হে!
বাঁচাও ঘুচাও ভীতি চাও মোর প্রতি হে!
অকিঞ্চনে বঞ্চনা করো না প্রভু আর হে!
জ্ঞানরত্ন দিয়া বাঞ্ছা পূরাও আমার হে!

গ্রন্থাবতারিকা

পয়ার

শেষশায়ি-চরণে অশেষ প্রণিপাত।
গড় করি গজাননে হয়ে যোড়-হাত॥
সুখসদ্মা-পদ্মাপাদপদ্মে প্রণমিয়া।
শিরিশে হরিষে শেষে প্রণতি করিয়া॥
বাগ্বাণী-বরদা-শারদা-শ্রীচরণে।
কতি কতি করি নতি নরনারায়ণে॥
দুর্গা দুর্গা বলি গ্রন্থ করিব সূচনা।
যে কারণে এই গ্রন্থ হইল রচনা॥
পূর্ব্বে পূর্ব্বাবধি এক অপূর্ব্ব নগর।
গুণ অনুরূপ নাম আছে যশোহর॥
যথায় বিখ্যাত ইশফ্‌ পুর পরগণা।
বৃথা চক্ষু তার না দেখিল যেই জনা॥
তার মধ্যে গ্রামচূড়া নবপাড়া নাম।
নবীন কৈলাস হেন দর্শনে সুঠাম॥
তথায় শ্রীশিবচন্দ্র রায় গুণমণি।
প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চূড়ামণি॥
যাঁর যশে যশোময় ছিল যশোহর।
যেন নবচন্দ্র নবপাড়ার ভিতর॥
শিব এসে নববেশে নবপাড়া গ্রামে।
বুঝি শিবচন্দ্ররূপে বসতি স্ব-ধামে॥
এবে সে সে বেশ ছেড়ে ভব সে সুবেশে
সতী সহ সতীপতি এ নব নিবেশে॥
ভবভোগ ভুঞ্জিতে আপনি মৃত্যুঞ্জয়।
এসেছেন ত্যজিয়া কপালে ধনঞ্জয়॥
নাহি সে বিষম দৃষ্টি সদ্দৃষ্টি সদা।
ভীম উগ্ররূপী নন সুশান্ত সর্ব্বদা॥
যাহাতে প্রলয়কালে হইত সংহার।
সে আগুন তমোগুণ নাহি তাঁর আর॥
প্রায় পূর্ব্ব গুণ-দোষ হয়েছিল হীন।
কিন্তু আশুতোষ দোষ ছিল চিরদিন॥
ধনাভাবে পূর্ব্বে দেহ আদি ছিল দান।
একণেও সেই সব ছিল বিদ্যমান॥
এইরূপে বহুকাল করি নানা ভোগ।
শেষে শিবচন্দ্র পুনঃ আরম্ভিল যোগ॥
তব ভবসুখ অনুভব করি শেষে।
ত্যজি মায়াময় দেহ গেলেন কৈলাসে॥

চারি সুত গুণযুত রেখে বর্ত্তমান।
শিবচন্দ্র শেষে হইলেন অন্তর্দ্ধান॥
গুণরূপ অনুরূপ চারি সহোদর।
জাতিতে অবর কিন্তু গুণে সর্ব্ব-বর॥
রতিকান্ত কালীকান্ত সর্ব্বগুণধাম।
বাণীকান্ত নবকান্ত এই চারি নাম॥
যেমন সুবর্ণ সুধাকর রত্নাকর।
তেমতি গুণানুরূপ নাম সবাকার॥
জ্যেষ্ঠ গুণজ্যেষ্ঠ শিষ্ট বিশিষ্ট-প্রকৃতি।
বাণীকান্ত তৃতীয় নিতান্ত শান্তমতি॥
কনিষ্ঠ কেবল তিনি বয়সে কনিষ্ঠ।
গুণ-গণনায় কিন্তু পরম গরিষ্ঠ॥
কি কহিব আমি সবমধ্যমের গুণ।
যারে গুণ দিয়া ব্রহ্মা হলেন নিগুর্ণ॥
শঙ্কর সর্ব্বস্ব দিয়া নিজে দিগম্বর।
ইথে কি করিব আমি বাক্য আড়ম্বর?
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যারে করিয়া অর্পণ।
অনঙ্গ অনঙ্গ শেষে হইল মদন॥
যাঁহার দাতৃত্ব-তত্ত্ব সংক্ষেপেতে বলি।
দানে অভিমানে গেল পাতালেতে বলি॥
কল্প করি কল্পতরু করিলেক দান।
রত্নাকর যত্ন বিনে না দেন নিধান॥
স্বভাবে আপনি ইনি সদা দেন ধন।
যথা ঘন ঘন করে স্বভাবে বর্ষণ॥
দেব দ্বিজে নিজে যিনি দৃঢ়-ভক্তি অতি।
বলিষ্ঠ বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট-নিষ্ঠ-মতি॥
শাস্ত্রালাপে কালযাপ নাহি পাপ-লেশ।
যার যশে বিশেষে প্রকাশে সেই দেশ॥
গণিয়া যাহার গুণ দিবস-রজনী।
না পারেন শেষ শেষ করিতে আপনি॥
সেই কালীকান্ত কান্ত শান্ত-দান্ত মতি।
করিলেন এই অনুমতি মোর প্রতি;—
'বররুচি ভাগিনেয় সুবন্ধু নামেতে।
শ্লেষ বক্তা বলি খ্যাতি যাহার জগতে।
তাহার রচিত গদ্য শ্লেষ-সংঘটিত।
যে বাসবদত্তা গ্রন্থ আছে প্রচলিত॥
তাহার তাৎপর্য্য ধার্য্য সংক্ষেপে করিয়া।
ভাষায় ভাষিত কর সত্বর হইয়া॥
সেই অনুমতিক্রমে এই মতি-হীন।
গ্রন্থ রচনাতে চিত্তে ভাবে দিন দিন॥
তথাপি ইহাতে আমি করিনু প্রয়াস।
ওহে গুণিগুণ! না করিহ উপহাস॥
যত্তপি আমার কাব্য শ্রাব্যযোগ্য নয়।
কৌতুক বলিয়া তবু দৃষ্টি যুক্তি হয়॥
শুকপক্ষি-মুখে যদি বাক্য শুনা যায়।
কীর ব'লে কোন্ ধীরে ফিরে নাহি চায়?
অতএব গ্রন্থারম্ভে সুজন-নিকটে।
মদন প্রার্থনা এই কয়ে করপুটে॥

গ্রন্থারম্ভ

রাজধানী-বর্ণনা

বাহার—খয়রা

কিবা অপরূপ স্বরূপ বিরাজে ধীরাজে॥ ধ্রু॥

লঘু ত্রিপদী

অতি মনোহর, মহেন্দ্র নগর,
ছিল এক রাজধানী।
তাহার তুলনা, ভুলেও ভুল না,
তুলনা মিলে না জানি॥
যবে সেই শোভা, অতি মনোলোভা,
দেখয়ে অমরাবতী।
রূপে হয়ে হীনা, ঈর্ষাতে প্রবীণা,
ক্ষুণ্ণা নিজ পতি প্রতি॥
কত শত স্থলে, মণিখনি জলে,
সে ভাসে প্রকাশে দিশি।
হেন আলো হয়, নাহিক নির্ণয়,
এ কি দিবা কিবা নিশি॥
গড়খাই-জল, দেখিয়া প্রবল,
শত্রুগণ পায় শঙ্কা।
যেন চারি ভিত, সমুদ্রবেষ্টিত,
শোভিছে সুবর্ণ লঙ্কা॥
চারিদিকে তার, আছে চারি দ্বার,
প্রত্যেকে সহস্র দ্বারী।
হেন লাগে ভয়, বুঝি যমালয়,
সহজে যাইতে নারি॥
অট্টালিকাময়, পুরী সমুদয়,
দশ ক্রোশ আয়তন।

প্রস্তরে গ্রথিত, অতি সুনির্ম্মিত,
যাহার নাহি পতন ॥
মধ্যে রাজবাটী, কিবা পরিপাটী,
শোভে সিপাহীর পারা।
মাঝে যেন শশী, চারিদিকে বসি,
সবে শোভে তারা তারা ॥
অট্টালিকামাঝে, রাজপুরী সাজে,
দেখিতে কিবা সে রঙ্গ।
যথা চারুভিত, পর্ব্বতে শোভিত,
মাঝে সাজে মেরুশৃঙ্গ ॥
গৃহের ভিতরে, শোভে থরে থরে,
হরেক হীরক মণি।
যেন দিবানিশি, আছে আসি বসি,
কত শশী দিনমণি ॥
ঝলকে ঝালর, ঝুলিছে বেলর,
ঝাড় ঝল ঝল জ্বলে।
তাতে বাতিপাতি, নাহি করে ভাতি,
মণির কিরণ-বলে ॥
এরূপে রচিত, মুকুরে খচিত,
ছবি সব শোভে তায়।
গৃহের বাহিরে, থরে থরে হীরে,
কি কাজ করেছে হায়!
কি কব অধিক, ধিক্ ধিক্ ধিক্,
এমন নয়নে তার।
যেই অভাজন, পেয়ে দুনয়ন,
না হেরিলে সে বাহার ॥
যদি একবার, তাহার বাহার,
দেখে কভু কোন জন।
বলে কেন বিধি, হয়ে গুণনিধি,
না দিলে শত নয়ন ॥
জিনি-চিন্তামণি, যথা-চিন্তামণি,
ভূপতিরে পেয়ে পতি।
স্বভাবে চপলা আপনি কমলা,
অচলা আছেন সতী ॥
তেজে দিনমণি, রাজা চিন্তামণি,
মহেন্দ্র নগরীপতি।
মন্ত্রে বিভীষণ, গুণে গজানন,
বুদ্ধে যেন বৃহস্পতি ॥
ভুবনে গৌরব, মানেতে কৌরব,
দান-ধ্যানে যেন বলি।
বলে বলরাম, সর্ব্ব-গুণধাম,
প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম বলী ॥
সত্যে যুধিষ্ঠির, যুদ্ধে দশশির,
নীর-সম স্থির-মতি।
যার বীরদাপে, ধরাধর কাঁপে,
যত্যাচারে মহাযতি ॥
রাম-রাজা-মত, রাজা প্রজা যত,
সমাদরে সম পালে।
গ্রহ-পীড়া-ভয়, রাজ্যে নাহি হয়,
বিষ্টি নাই বৃষ্টিকালে ॥
তাঁহার কুমার, জিনিয়াছে মার,
রূপের সৌন্দর্য্য হেতু।
ধরণীর মাঝে, সেই যুবরাজে,
নামেতে কন্দর্পকেতু ॥
তাঁর গুণ রূপ, অতি অপরূপ,
চপলা প্রকাশে হাসে।
চরণ-যুগল, যেন রক্তোৎপল,
সলিলে সলীলে ভাসে ॥
করিবর- কর, গুরু উরুবর,
কিংবা রম্ভা-তরু রাজে।
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত,
হীরক-বলয় সাজে ॥
নয়নযুগল, জিনিয়া কমল,
ভ্রমর ভ্রমিছে তায়।
মুখ-সুধাকর হেরে সুধাকর,
নখছলে পড়ে পায় ॥
উরু গুরু ভালে, পড়িয়াছে ভালে,
কামের কামানখানা।
আকর্ণ সন্ধান, করিয়া সন্ধান,
নারীদলে দেয় হানা ॥
সমরে করাল, যার করবাল,
বাল বৃদ্ধ নাহি বাঁচে।
পেলে বৈরিগণ, করিয়া ছেদন,
করতলস্থলে নাচে ॥
রণে সুপণ্ডিত, বাণে অখণ্ডিত,
হানিলে মারে সে প্রাণে।
শাস্ত্রে সুনিপুণ, আছে নানা গুণ,
কর্ণ-সম স্বর্ণদানে ॥
ত্রিলোক খুঁজিলে, হেন নাহি মিলে,
নানা গুণগণাক্রান্ত।

সেই তার মত, কহে এই মত,
মদনেরে কালীকান্ত ॥

— —

রজনী বর্ণন

বাহার—আড়াঠেকা

পুষ্প-নিকুঞ্জ-কাননে বসিয়া কিশোরী
ভাবে কিশোর বিহনে।
বেশ-ভূষা সজ্জা করি, সঙ্গে লয়ে সহচরী,
গাঁথি হার কুসুমেরি, কান্দিছে সঘনে ॥ধ্রু॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

মধু-সম মধুমাসে, তারা তারাগণ-পাশে,
শশী আসি বসি নিশিযোগে।
রজনী সজনী লয়ে, গুরুজন গুরুভয়ে,
আইল কৌতুকে সুখভোগে ॥
রজনীরে করে ধরি, সন্ধ্যা সুসন্ধান করি,
চলি গেল করিয়া মিলন।
নিশিকে না হেরে আগে, শশীছিল অনুরাগে,
পরে তাহা করিল গমন ॥
প্রেয়সীরে পেয়ে পাশে, শশী মৃদু মৃদু হাসে
হরিষে বরিসে সুধাধার।
রজনীরে ক'রে কোলে তিমির-বসন ফেলে
কলে বলে করিছে বিহার ॥
শশীর দেখিয়া রঙ্গ, সে কথা যতেক ভৃঙ্গ,
ঝঙ্কারেতে বলিয়া বেড়ায়।
হয়ে হিমাংশুহিতাশী হেনকালে বায়ু আসি
উপহাসে সে সব উড়ায় ॥
শশীর সে হাস হেরে কোকিল বৈরিতাকরে
কুহু কুঁহু কুহরে ডাকিছে।
এইরূপ ব্যবহার, হেরে সবে সবাকার,
ফুলগণ পুলকে হাসিছে ॥
নিশিগন্ধা বেল কুন্দ, গন্ধরাজ মুচুকুন্দ,
মকরন্দ সুগন্ধ বন্ধুক।
টগর কাঞ্চন কলি, সেঁউতি শিউলি বেলি,
কৃষ্ণকেলি পলাশ কিংশুক ॥
কুমুদ প্রমোদ-মদে, বিকসিত হয়ে হ্রদে,
ভৃঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ কত করে।
জলচরে জলচরে, কেলি করে পরস্পরে
কুতূহলে স্থলে স্থলচরে ॥
বিবাদ বিবাদ বাধে, অবাধে মনের সাধে,
সবে সাধে নিজ নিজ সাধ।
বিরহ-বিচ্ছেদ খেদ, পরস্পর হয়ে ভেদ,
পলাইল করিয়া বিবাদ ॥
নিজ গৃহে নির্বিরহে, সবে সুখে সুখে রহে
যামিনীর প্রভাব এমন।
প্রিয়ে সে প্রেয়সী-রসে তুলিয়া হৃদয়াকাশে
অনায়াসে তোষে তার মন ॥
কত নারী কুঞ্জে কুঞ্জে, নানামত সুখ ভুঞ্জে
প্রিয়পাশে করে অভিসার।
নায়ক নাবিক হয়ে, তরুণী তরণি লয়ে,
সুখে যায় সুখ-পারাবার ॥
কেহ চির-অভিলাষী, হয়ে ছিল পরবাসী,
আবেশে আবাসে সুখে আসি।
লইয়া নিজ কামিনী পেয়ে এ সুখ যামিনী
সারা নিশি পোহাইছে বসি ॥
একে মন্দ সমীরণ, তাহে শশীর কিরণ,
কাম-উদ্দীপন ক্ষণে ক্ষণে।
কথায় কথায় কেহ, রসেতে অবশ দেহ,
ঘন ঘন মাতিছে মদনে ॥
এরূপে নগরবাসী, সবে দুঃখতমো নাশি,
গৃহে রহে লইয়া রমণী।
যার ছিল যে বাসনা, সে পুরায় সে কামনা
পেয়ে এই সুখের রজনী ॥
ক্রমে নিশি হয় সাঙ্গ, নিদ্রায় বিবশ অঙ্গ,
অলসেতে ঢালিয়া শয্যায়।
সুখে মুখে মুখ দিয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে থুয়ে,
প্রিয়া লয়ে সবে নিদ্রা যায় ॥
রজনী-সম্ভোগ-পরে, স্নান করিবার তরে,
শশী অস্তাচলে উত্তরিল।
অনন্তর কুতূহলে, পশ্চিম জলধিজলে,
তারাগণ সহ ঝাঁপ দিল ॥
একাকিনী আমি নারী, কেমনে রহিতে পারি,
ইহা ভেবে নিশি যায় চলে।
সারি সারি শারী-শুকে, শাখী পরে শুয়ে সুখে
কৌতুকে এ সব কথা বলে ॥
কোকিল, অখিল নিশি, পেয়ে সুখে সুখশশী,
বসি বসি করে জাগরণ।

লোহিত নয়নভরে, 'উহু উহু' শব্দ করে,
অলস আবেশে অনুক্ষণ ॥
ময়ূর ময়ূরী মুরী, ডাক ডাকে ভূরি ভূরি
কলরবে কলরব বন ।
বকুলে মুকুল ফুটে, অলিকুল চলে ছুটে
মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
নিশি-অবসান ভাগে, কেহবা বিভাস-রাগে
ললিত আলাপে গীত গায় ।
সেই সে মধুর তানে, চেতনা পাইয়ে প্রাণে
শেল বিধে বিরহিণী গায় ॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যত, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উত্থিত
মুনি ঋষি যতি কত জন ।
ব্রহ্মা মুরারীতি ক'রে, বদ্ধ মৃদু মৃদু স্বরে
অন্নপূর্ণা শিবাদি ভজন ॥
কেহ গায় মুরহর, ডাকয়ে শিব শঙ্কর
শ্রীযদু-দুলাল-নন্দলালে ।
কেহ দুর্গা দুর্গা বলি, কুশ বা কুসুম তুলি
কোশা লৈয়া প্রাতঃস্নানে চলে ॥
কোননারী বিপ্রলব্ধা, পতিরে না পেয়ে ক্ষুব্ধা
মানভরে ফিরিয়া বসিল ।
কহিছে যামিনী যায়, প্রাণ কেন নাহি যায়
যদি নাথ ঘরে না আইল ॥
কোনবা অভিসারিকা, ডাকিছে শুকশারিকা
দেখে আস্তে-ব্যস্ত আঁখি মেলে ।
উঠিয়া ঘুমের ঘোরে, অতি ভোরে ঘোরে ঘোরে
ত্বরা করে ঘরে ঘরে চলে ॥
কোনবা খণ্ডিতাসতী, প্রভাতে আগত পতি
রতিচিহ্ন দে'খে কোপান্বিতা ।
গুরু অভিমানভরে, পতিরে না নিল ঘরে,
শেষে হইল কলহান্তরিতা ॥
স্বাধীন স্বাধীন-পতি, লয়ে সারারাতি রতি
করে অতি কাতরা নিদ্রায় ।
পতিরে লইয়া পাশে, বান্ধি বাহুলতাপাশে
নিদ্রা-আশে প্রাতে নিদ্রা যায় ॥
এইরূপে নিশি-রঙ্গ, সকল হইলে সাঙ্গ,
শশী-সঙ্গে যামিনী পোহায় ।
হেনকালে যুবরায়, ছিলেন সুখে নিদ্রায়,
তাঁরে স্বপ্ন মদনে দেখায় ॥

কন্দর্পকেতুর-স্বপ্নবিবরণ

লুম—খং

কবি কবি হে মিনতি থাক এ সুখ-রজনী ।
পোহায়ো না হেরি কামিনী ॥ ধ্রু ॥
যদি অপরূপ শশী, উদয় হইল আসি
হৃদিসরোরুহদলে পশিবে এখনি ॥

পয়ার

ক্রমে অস্ত শশী সঙ্গে করি তারাগণ ।
মকরন্দ গন্ধে ভৃঙ্গ করয়ে ভ্রমণ ॥
শারী-পরে শারী-শুক করে কলধ্বনি ।
অরুণ উদয় হয় প্রভাতা যামিনী ॥
মণিময় পর্য্যঙ্কেতে রাজার নন্দন ।
অবিরত নিদ্রা যায় হৈয়া অচেতন ॥
শুভক্ষণে শুভ স্বপ্ন হইল গোচর ।
নাহি জানে খেচর ভূচর বনচর ॥
দেখিতে না পান চক্ষু সে পরম রস ।
বাহ্যেন্দ্রিয় বৃত্তি চিত্ত নিদ্রায় বিবশ ॥
অন্য যে পদার্থ সার্থ করিয়া অন্তর ।
অন্তরে করয়ে নিদ্রা নৃপের গোচর ॥
ত্রিভুবন-লোভনীয়া যেন পূর্ণ শশী ।
স্বপ্নে দেখা দিল আসি ষোড়শী রূপসী ॥
অপরূপ রসকূপ অনুপ সেরূপ ।
রূপের স্বরূপ তার বর্ণিব কিরূপ ॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি কামিনীর বর্ণ ।
মসীময় বর্ণে বর্ণে হয় বা বিবর্ণ ॥
ইহা ভেবে বর্ণনে উচিত হওয়া চুপ ।
স্বরূপ সে রূপ পাছে হইবে বিরূপ ॥
তথাপি কহিব যথা শক্তি অনুসারে ।
সেরূপ যেরূপ কিছু পারি বর্ণিবারে ॥

কামিনীর রূপ-বর্ণন

পয়ার

কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী ।
কুণ্ডলী করিয়া যেন কাল কুণ্ডলিনী ॥
রমণী স্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে ।
তার চোরে অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বিরেজারে ॥

ভালে ভাল বিলসিত অলক-বিলাসে।
মুখপদ্মমধু আশে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সুষমা।
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু।
অভিমানে হর-হুতাশনে ত্যজে তনু॥
নাসা-বংশ নয়ন-যুগল মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্ব লোভে॥
কিংবা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু।
তার মধ্যে বুঝি বিধি বান্ধিয়াছে সেতু॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥
একে ত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূটসম॥
কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব।
অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব॥
সে বদন-বিধু অতি পরম বিভব।
অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব॥
কুন্দ-সুকুসুম সম দর্শনের শোভা।
ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ-আভা॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে।
পল্লবাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে॥
শোভে ভুজ-মৃণাল লাবণ্যসরোবরে।
পাণিপদ্ম প্রকাশে নখর রবিকরে॥
ক্ষীণাঙ্গিনী সে রমণী হইয়া তৎপর।
উচ্চ কুচ-ধরাধর ধরে বক্ষোপর॥
কি জানি কখন যদি পড়ে নিজ ভারে;
চুচুকের ছলে বিধি বিন্ধে লৌহসারে॥
নিরখি সে কুচশম্ভু বুঝি কাম ডরে।
পশিল অনঙ্গ হয়ে কটির মাঝারে॥
ত্রিবলির উর্দ্ধে তার শোভে রোমাবলী।
নাভিপদ্মগন্ধে যেন ধায় ভৃঙ্গাবলী॥
কি বলি ত্রিবলি কিছু বলিতে না পারি।
রতিপতি উঠিতে সোপান সারি সারি॥
সুবলনি মধ্যখানি কি বাখানি তার।
আছে কি না আছে অনুমান করা ভার॥
ভূধর হইতে গুরু সে নিতম্ব ভারী।
বুঝি বুঝিবারে হরি হন গিরিধারী॥
জঘনেতে শোভে মনি-কাঞ্চী-গুণশ্রেণী।
যুব-জন-মনোহারী বান্ধিতে বন্ধনী॥
সতর্কেতে নানা তর্ক করি হয় স্থির।
জঘন মদনপুরে কনকপ্রাচীর॥
কেবা করে করীকরে সে উরুতুলনা।
কদলী তুলনা তার মনেও তুল না॥
সুধু ধরাভারে ধৈর্য্যে নহে বিষধর।
তাহে তার ধরাধর সম পয়োধর॥
আর ততোধিক গুরু নিতম্বের ভর।
এ সকল ভারে ফণিপতি সকাতর॥
ইহা দেখি বিধি তার কৈল মন্দগতি।
যথা মন্দ মন্দ চলে মরালের পাতি॥
তথাপিও ফণিপতি থাকিয়া থাকিয়া।
মেদিনী সহিত উঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া॥
করীবর হেরি উরু গুরুপয়োধর।
মন্দগতি মন্দগতি নিরখি তৎপর॥
কি হইবে মুণ্ড শুণ্ড মন্দগতি তার।
ইহা ভাবি দেয় দেহে ধূলি অনিবার॥
নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে।
অপরূপ রূপ তার সৃজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত।
নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত॥
বুঝি মণি-নূপুরের করি কলধ্বনি।
পঞ্চ স্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধ্বনি॥
সপ্তস্বরা শরসম শুনি তার স্বর।
দেখি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার।
মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥

স্বপ্নান্তাবস্থা

টোড়ি—একতালা

মন-হরিণী আমার মন-বনে পশিল।
মম ধৈর্য্য-তৃণ-সব উন্মুলন করিল॥ ধ্রু॥
পাতিয়ে স্বপন পাশ ধরিতে করিনু আশ।
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস অমনি খসিল॥

লঘুত্রিপদী

সেরূপ নিদ্রায় হেরি ধুবরায়,
গোপনে স্বপনাবাসে।

তায় ত্বরা ক'য়ে, চায় ধরিবারে,
মদন-আবেশে শেষে ॥
চেতনা পাইয়া, উঠে শিহরিয়া,
তাহারে না হেরে ঘরে।
বেগেতে বাহিরে, দেখে ঘুরে ফিরে,
পরে আইল ঘরে ফিরে ॥
বুঝি সে ললনা, করিয়া ছলনা,
গোপনে গোপনে আছে।
ইহা মনে ক'রে, বাহিরে ও ঘরে,
যায় চায় ফিরে পাছে ॥
এরূপ স্বপন, নৃপের নন্দন,
হেরি হৈল চমকিত।
স্বপ্নে যারে হেরি, তারে না নেহারি,
ভাবে এ কি আচম্বিত ॥
যেন হারানিধি, হস্তে দিয়া বিধি
পুনরায় হ'রে লয়।
যথা শিরোমণি, হারায়ে সাপিনী,
অন্তরে তাপিত হয় ॥
তেমতি কুমার, ভাবি অনিবার,
নিবারিতে নারে দুঃখ।
ক্ষণেক শিহরে, ক্ষণে ধরাপরে,
পড়ে পরিহরি সুখ ॥
হৃদয় বিদরে, তথাপি আদরে,
পুনঃ করয়ে শয়ন।
স্বপ্ন দেখিবারে, নিদ্রা বাঞ্ছা করে,
মুদিত করি নয়ন ॥
কি হ'ল কি হ'ল, বুঝি প্রাণ গেল,
কি ঘটিল অকস্মাৎ।
হরি হরি এ কি, মরি মরি দেখি,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ॥
করিয়া নিধন, কোন শক্রজন,
সে ধন লইল হ'রে।
কিবা সে রমণী, গেল বা আপনি,
চলিয়া ছলিয়া মোরে ॥
কহে পুনঃ উঠে, এ ঘোর সঙ্কটে,
দেখা দিয়া রাখ প্রিয়ে।
তুমি প্রাণ-ধন, বিনা তোমা ধন,
থাকিব কি ধন লয়ে ॥
এই প্রাণপ্রিয়ে, দেখ মোর হিয়ে,
প্রফুল্ল কুমুদপ্রায়।
তোমা বিধু বিনে, বিরহতপনে,
তাপেতে শুকায়ে যায় ॥
নারি নিবারিতে, লাবণ্যবারিতে,
তোমার প্রেম-তরঙ্গ।
উপায় কি করি, মম মন-তরি,
ডুবিল কি দেখ রঙ্গ ॥
তোমার বিরহে, মোর প্রাণ দহে,
নাহি চাহে দেহে রহে।
ও বিধুবদন, না হেরি নয়ন,
নীরাধারা ধারা বহে ॥
একে ত অন্তর, দহে নিরন্তর,
দারুণ মদন-শিখী।
স্নেহে শত গুণ, হয়ে সে আগুন,
বিগুণ করয়ে দেখি ॥
দিয়া ধৈর্য্যবারি, নিবারিতে নারি,
অবারিত হয়ে জ্বলে।
নিবারণ জন্য, অনন্য-শরণ্য,
বিতর লাবণ্যজলে ॥
তব নবঘন, সম দুনয়ন,
বিতর তাহার ধার।
কিংবা অকপটে, সিঞ্চ স্তনঘটে,
সঙ্কটে কর হে পার ॥
কি কাজ পীযুষে, তবাধর রসে,
যদি কর রসায়ন।
তবে কামজ্বরে, পারি বাঁচিবারে,
নতুবা গেল জীবন ॥
নারীর হৃদয়, নবনীতময়,
অনায়াসে গলি যায়।
তবে তব হিয়ে, কেন ওহে প্রিয়ে,
হইল পাষাণপ্রায় ॥
মিছে পরিহাস, করে সর্ব্বনাশ,
কেন বা কর আমার ॥
কহি যে বচন, রাখহ জীবন,
দেখা দেহ একবার ॥
পেয়ে বহু তাপ, করিয়া বিলাপ,
এই মতে কতমত।
ক্ষণে ক্ষণে ধায়, ক্ষণে মোহ যায়,
ক্ষণে উন্মাদমত ॥
পড়িয়া ধরায়, ধূসরিতকায়,
এ দুঃখ জানাব কায়।

ভয়ে যত জন, নিজ পরিজন,
নৃপতিরে না জানায় ॥
সবে ঠারে ঠোরে, ভাবে পরস্পরে,
এ কি দেখি অকস্মাৎ।
অত যুবরাজ, উন্মাদের সাজ,
কি হ'ল দৈব-বশাৎ ॥
মনের ব্যসনে, ত্যজিয়া বসনে,
ম্রিয়মাণ অনশন।
নানা উপহার, তুচ্ছ নিদ্রাহার,
না গলে হার-ভূষণ ॥
এরূপ বিবশ, রহে সে দিবস,
দিনমণি অস্ত যায়।
নিশিতে অবাক্, দেখি চক্রবাক,
চক্রবাক মোহ যায় ॥
দেখহ বিরহ, কিবা সে দুঃসহ,
এক রজনীর তরে।
পদ্মিনী সকলে, ভ্রমরের ছলে,
কালকূট পান করে ॥
দুঃখনীর তীরে, তরুণী-তরিরে,
কষ্টেতে আশ্রয় করি।
এরূপে কুমার, দিবা হয়ে পার,
ঠেকিলেন বিভাবরী ॥
মদনজালায়, দ্বিগুণ জ্বালায়,
দেখিয়া উদিত শশী।
হায় এ কি কাল, মদন জঞ্জাল,
ভাবয়ে নিরখি নিশি ॥

দ্বিতীয় নিশি বিরহ-বর্ণন

মালকোষ বাহার—মধ্যমানের ঠেকা

মনে মনে করি না করি বিষাদ।
বিদিত করায়ে বিধি ঘটালে প্রমাদ ॥ ধ্রু ॥
স্বপনে হেরেছি যায়, তারি পিছে মন ধায়,
প্রাণ বুঝি পরে যায়, না পূরিতে সাধ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

উদয় গিরিগুহরে, ছিলেন শয়ন ক'রে
উঠি আসি গগন-কানন।
দুরন্ত শশী-কেশরী, কিরণ-নখরে করি,
তমঃকরী করে বিদারণ ॥
প্রকাশ হইল ভালে, যামিনী কামিনী-ভালে,
যেন শোভে সিন্দূরের বিন্দু।
মদনের গুপ্ত চর, এই হেতু নিশাচর,
হয়ে সদা চরে ফিরে ইন্দু ॥
সশঙ্ক শশাঙ্কে হেরি, ভ্রমে নানা ভ্রম করি,
ভাবে বসি সে কন্দর্পকেতু।
ভবনের জয় হেতু, মীনকেতু জয়কেতু,
অথবা উদিত ধূমকেতু ॥
সুদুষ্কর শশিকর, রমণের বশীকর,
বিরহীর দুঃখের আকর।
একে ত সে মধুনিশি, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণশশী,
তাহাতে সে নবীন নাগর ॥
না জানে বিরহজ্বালা, ঘটিল বিষম জ্বালা,
তনুজ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল।
না পায় উপায় বিধি, তারে ভাবে নিরবধি,
বিধি কিবা প্রমাদ পাড়িল ॥
একেভাবে মৌনভাবে, সমভাবে সদাভাবে,
প্রিয়াভাবে সকলি অভাব।
দেখ দেখি প্রেমদায়, ভাবিয়ে সে প্রেমদায়,
বড় দায় প্রেমের প্রভাব ॥
উদিত হইল ইন্দু, উথলিল শোকসিন্ধু,
বারিবিন্দু নয়নেতে ঝরে।
নহে সে নিষেধবেলা, লজ্জা ভয় দুই বেলা,
সে প্রবাহ রাখিতে না পারে ॥
প্রেমবায়ুর পেয়ে সঙ্গ, বাড়িল প্রেমতরঙ্গ,
তনু-তরি হারা হৈল প্রায়।
নয়নসলিলে ভাসে, সকাতরে মৃদুভাষে,
প্রেমাভাবে ভাসে যুবরায় ॥
হৃদয়ে বিরহানল, ক্রমেতে হয়ে প্রবল,
তনুতৃণ দহিছে কেবল।
না পায় উপায়বারি, কেহ নাহি সহকারী,
কেমনে নির্ব্বাণ করি বল ॥
ছিল যারা অনুকূল, তারা হয়ে প্রতিকূল,
যায় চ'লে অকূলে ফেলিয়া।
মন সদা তারে ধায়, নয়ন দেখিতে চায়,
প্রাণ যায় তাহার লাগিয়া ॥
ক্রমে তনু হৈল তনু, ভাবি সেই বরতনু,
অতনুর জর হৈল তায়।
সুকুমার মনকরী, মোহপঙ্কে বদ্ধ করি,
নৃপতিনন্দন মূর্চ্ছা যায় ॥

হৃদয়ে প্রেমের ছাপা, কভু নাহিরহে ছাপা,
জগৎ ছাপা প্রকাশিত হয়।
ধরাঠরি সবে ধরি, ধরা হতে তুলে ধরি,
ত্বরা করি চেতন করায়॥
ভূপতির আজ্ঞামত, শাস্তি করে কতমত,
নানামত চিকিৎসকগণ।
কুমারের সেই ভাব, দেখে করে অনুভব,
কি ভাব এ ব্যাধির কারণ॥
বৈদ্য কহে অপস্মার, গণকেতে কহে সার,
গ্রহ যে বৈগুণ্য বড় দেখি।
ভূতাগত স্কন্ধে হয়, ভৌতিক ওঝাতে কয়,
ক্ষিতিতলে খড়ি দাগ লিখি॥
এমত মত বিমত, পরস্পর অসম্মত,
দেখি নৃপ না পায় উপায়।
নাহি হয় রোগ স্থির, রাজা হইয়া অস্থির,
শোকাকুল হয়ে ফিরে রায়॥
মদন কহিছে সার, এ ত নহে অপস্মার,
নহে অন্য ব্যাধি আমি জানি।
প্রেমসুখ-রত্নাকর, তরাইতে ত্বরা কর,
মিলাইয়া তরুণী তরণি॥

কন্দর্পকেতুর উন্মাদাবস্থা

খাম্বাজ—একতালা

বিচ্ছেদানলে প্রাণ দহে বিরহজ্বালায়।
এ দুঃখ জানাব কায়, হিমকর কর জিনি,
দ্বিগুণ বাড়ায় তায়॥ ধ্রু॥
একবার হয় মন, বিষপানে ত্যজি প্রাণ,
আবার ভাবি প্রয়োজন,
কি জানি হয় আমায়॥

পয়ার

এইরূপ নিশি দিবে নৃপের নন্দন।
একভাবে ভাবে সেই স্বপ্নবিবরণ॥
সজল পঙ্কজপত্র উশীর চন্দন।
তাপ নিবারিতে অঙ্গে করয়ে লেপন॥
অন্তরে গুমরে দহে বিরহ-জ্বলন।
বাহিরে চন্দনে তাহা হয় কি বারণ?
পয়ান উপরে পঙ্ক করিলে লেপন।
সে অনল নাহি যথা হয় নিবারণ॥
বরঞ্চ দ্বিগুণ পুনঃ হয় সে আগুন।
তেমতি হইল তায় চন্দনের গুণ॥
ধরার ধূলায় গায় ধূসরিত-কায়।
হায় হায় করে সায় না দেয় কথায়॥
নিজ জন পরিজন সুহৃদ্ সজ্জন।
সঙ্গে সঙ্গ নাহি নাহি কথোপকথন॥
কথায় কথায় কত প্রলাপে আলাপ।
সন্তাপ সন্তত তাপ করে কালযাপ॥
দিশিহারা দিশি দিশি চায় দিবা-নিশি।
দিবস অবশ দিক্‌বাস্ থাকে বসি॥
হাহাকার অলঙ্কার শবাকারপ্রায়।
আহার বিহার হার নাহিক গলায়॥
বসন ভূষণ হীন আসন-বর্জ্জিত।
সমুচিত হিতাহিত বিহিত-রহিত॥
সম্ভাষে না ভাষে কিছু ভাসে দুঃখনীরে।
অমনি রমণী ভাবে ভাবে রমণীরে॥
মণিহারা ফণী দুঃখ গণিয়া আপনি।
যেমন তাপিত মন দিবস-রজনী॥
তেমতি তাহার মতি অতি নীতিহীন।
নিতি নিতি প্রতি বেলা ক্ষীণ দিন দিন॥
উন্মত্তের সাজ যুবরাজ হৈল ভেবে।
সদা সেই অনুরূপ সেবা করে সবে॥
বৃহচ্চন্দনাদি সে মধ্যমনারায়ণ।
সতত করয়ে তৈল গাত্রেতে মর্দ্দন॥
গুপ্তহ্রদ আছে যথা সূর্য্যাদি-বর্জ্জিত।
পঙ্কে পরিপূর্ণ বৃক্ষ-লতা আচ্ছাদিত॥
তুলিয়া তাহার বারি গাগরী সাজায়।
শত ভার পরিমাণে মজ্জন করায়॥
মকরধ্বজ রসাসিন্ধু বিন্দু পরিমাণে।
ক্ষণে ক্ষণে সেবনে মধুর অনুপানে॥
চতুর্ম্মুখ বৈমুখ হইল অভিপ্রায়।
দেখি চিন্তামণি রায় করে হায় হায়॥
সুস্নিগ্ধ খাদ্যের দ্রব্য সেব্য চর্ব্ব্য যত।
লেহ্য পেয় স্বর্ণ-কটোরাতে শত শত॥
নাহি দেখে গুণ তাহে দ্বিগুণ বিগুণ।
ক্রমে বৃদ্ধি জোউগৃহে লাগিল আগুন॥
যেবা আশা বাসা কি গুশ্রূষ তাহে মানে।
মরি মরি করি কর বক্ষোদেশে হানে॥

দেখিয়ে অস্থির হয়ে চারু চিন্তামণি।
উন্মাদ বিষাদ হেরি পরমাদ গণি॥
শত শত নানামত করে কত ক্রম।
ক্রমে সে বিষম বৃদ্ধি নহে উপশম॥
যতেক করয়ে শান্তি হয় কান্তি-হ্রাস।
গুপ্তভাব ব্যক্ত নহে ক্ষিপ্ততা প্রকাশ॥
উন্মত্ত জানিয়া শেষে দেশে সর্ব্বজনা।
নগরে নগরে পরে করে সে ঘোষণা॥
রস রত্নাকর দ্বিজ মদনে রচিল।
কালীর প্রভাবে ভাব প্রকাশ হইল॥

কন্দর্পকেতুর প্রতি বন্ধু মকরন্দের হিতোপদেশ

পয়ার

বিকট দেখিয়া কেহ নিকটে না যায়।
অন্তর হইতে অন্ত আভাসে সুধায়॥
নানা জন নানা বার্ত্তা করয়ে চালনা।
ঠারে ঠোসে ঘোরে ঘারে সঞ্চারে সূচনা॥
ইঙ্গিতে ত্বরিতে আইসে সুহৃদ-সজ্জন।
পাশে বসি তোষে মন করতে রঞ্জন॥
কন্দর্পকেতুর মিত্র পাত্রপুত্র যেই।
উন্মাদ-সংবাদ পেয়ে দ্রুত আসে সেই॥
গুণবান্ গুণধাম মকরন্দ নাম।
আস্তে-ব্যস্তে উত্তরিল কুমারের ধাম॥
ধীরে ধীরে ধীর গিয়ে কুমারের পাশ।
দেখে ধূলি ধূসরাঙ্গ ঘন বহে শ্বাস॥
অঞ্চলে মুছায়ে অঙ্গ বিস্তর কৌশলে।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া ভঙ্গী ভাবে হিত বলে॥
'তুমি মোর প্রাণ বন্ধু আমি মাত্র দেহ।
চেতন হইয়া উঠ এই ভিক্ষা দেহ॥
তুমি মম বুদ্ধি বল তুমি হে জীবন।
তিলেক না হেরে হই সজীবে নিধন॥
গুণজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ তুমি বিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান্।
বীর ধীর স্থির-মতি ভীষ্মের সমান॥
জগৎ-গণ্য-মান্য তুমি ধন্য খ্যাত্যাপন্ন।
তব দানে বিপন্ন সকল সুসম্পন্ন॥
সরস্বতী-বরপুত্র বিদ্যায় আপনি।
নিতান্ত সুশান্ত দান্ত গুণিগণ-মণি॥
সুরগুরুসদৃশ অভ্রান্ত বুদ্ধি তুমি।
ভ্রান্ত হয়ে হিত বাক্য কি কহিব আমি॥
সহজে ঔদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য স্বভাব।
মাধুর্য্য চাতুর্য্য শৌর্য্য নহে ক্রোধ্যভাব॥
ধনেতে ধনেশরূপে গুণে গুণবান্।
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান॥
কিসের অভাব তব হৈল হেন ভাব।
ভাব না বুঝিতে পারি এ কেমন ভাব॥
কিংবা কার ভাবে হইয়াছ ভাবান্তর।
নহে কেন এক ভাবে ভাব নিরন্তর॥
শৈশবকালের ভাব ভুলিয়াছ ভাই।
ভালো ভালো বুঝিনু সে ভাব আর নাই॥
যদি কোন ভাব মনে হয়েছে উদয়।
আমারে কি গুপ্তভাব উপযুক্ত হয়?
ভদ্রজন ভ্রমে কোথা দিশা-হারা হয়?
সুজন কুজনমত কভু তারা নয়॥
কুজনের মৈত্রী ভাব যেন জলে রেখা।
সম্ভাষ না করে পরে যদি হয় দেখা॥
আপাততঃ মুখে মধু তালফলসম।
পরিণামে পরিপাকে হয় সে বিষম॥
সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেলা।
সিতপক্ষ শশীসম বাড়ে প্রতিকলা॥
পাষাণের রেখাসম সম চিরদিন।
নিধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন॥
ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর॥
জ্বাল দিয়া দুগ্ধের বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে॥
এইমত সজ্জন মরণ-অবসরে।
যথাসাধ্য অপরের উপকার করে॥
তার সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য থাকি রাহুমুখে।
তথাপি প্রদান করে পুণ্য অন্য লোকে॥
মশকের রীতিসম হয় অসজ্জন।
কেবল পরের ছিদ্র করে অন্বেষণ॥
অগ্রেতে কাণের কাছে মৃদুধ্বনি।
পরে পৃষ্ঠ-মাস খায় নিঃশঙ্ক এমনি॥
খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার কেবা শত্রু-মিত্র॥

দেখা হৈলে দূর হৈতে করয়ে সম্ভাষ।
কাছে আসি বসি কহে মৃদু মৃদু ভাষ॥
কিন্তু কুটিলতা তার প্রতি পায় পায়॥
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায়॥
পরদোষ দর্শনেতে সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ॥
রচিতে পরের নিন্দা সহস্র রসনা।
শতমুখ হয় হেন করয়ে বাসনা॥
দেখিতে স্বদোষ আর সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্ম্মতি এমতি বিগুণ॥
মনে মনোগত ভাব থাকে একমত।
বাক্যেতে সে ভাব ব্যক্ত করে অন্যমত॥
কার্য্যমত সে মত বিমত হয় তার।
খলের চরিত্র চিত্ত এমত প্রকার॥
সজ্জনের মনে মনে থাকে যেই ভাব।
বাক্যেতে সে ভাব কভু নহে অন্যভাব॥
কার্য্যেতেও সেই ভাব নহে ব্যতিক্রম।
স্বভাবে সতের ভাব এইমত ক্রম।
তুমি বন্ধু সুধীর গম্ভীর সুচতুর।
সুস্থিরা হইয়া কেন অস্থির আতুর॥
মনস্থিরকর স্থির হৈও না অস্থির।
স্থির বিনা কোন কর্ম্ম নাহি হয় স্থির॥
সর্ব্ব সিদ্ধ সাধ্যে সিদ্ধি সাধে সেই ধীর।
সর্ব্বদা যাহার মন থাকয়ে সুস্থির॥
পরের বিপদে খল উল্লাসিত মন।
তোমায় এভাব দে'খে হাসে খলগণ॥
খল খল খলদল খল খল হাসে।
তোমার এ ভাব দে'খে সুখে তারা ভাসে
পরের বিপদে তারা হয় হৃষ্টচিত।
অতএব নহে তব এ ভাব উচিত॥
পূর্ব্বে যে জগত যশে করেছ উজ্জ্বল।
তারে তুমি শত্রুহাস করিছ ধবল॥'
মকরন্দ বাক্য-মকরন্দ ক'রে পান।
অচেতনে কুমার চৈতন্য জ্ঞান পান॥
ধীরে ধীরে ধীর কহে মৃদু মধুস্বর।
যেন মধু মত্ত পিক করে পঞ্চস্বর॥
কাব্য রস-রত্নাকরে করিয়া মজ্জন।
কালীর আভাসে ভাসে মদনমোহন॥

কন্দর্পকেতুর মকরন্দ প্রত্যুক্তি

বাহার-পঞ্চম—তেওট

না মানে মানা মনকরী হেরি রূপ স্বপনে।
সেরূপে উপমা দিতে ত্রিজগতে দেখিনে॥ ধ্রু॥

ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী

'শুন হে প্রাণ-বঁধু, যে সব মধু মধু,
হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে।
ভাল এ উপদেশ, আমারে সবিশেষ,
করিয়া অবশেষ শুনালে॥
ভাল হে ভাল বটে, যদি এলে নিকটে,
শুন তা অকপটে যা বলি।
তুমি তো আছ ভাল, শুনিলে থাকি ভাল,
কহ তো সুমঙ্গল সকলি॥
আমার যেবা দুখ, কহিতে ফাটে বুক,
ক্ষণেক নাহি সুখ মনেতে।
কি আর কব ভাই, ভাল কহিতে চাই,
ভাবি কি আমি নাই আমাতে॥
যদি হে এলে হেথা, শুন হে সব কথা,
কহি যে মনোব্যথা তোমারে।
শুন হে সব সম্ভাষা, যাহাতে করি আশা,
ঘটিল এ দুর্দ্দশা আমারে॥
একই নিশিশেষে, আসিয়া নিদ্রাবেশে,
সুমনোহরবেশে কামিনী।
দিয়া সে দরশন, হরিল মোর মন,
স্বপনে ত্রিভুবন-মোহিনী॥
সে ধনী মৃদুহাসে, দর্শনে তমো নাশে,
চপলা পরকাশে যেমন।
গগন হ'তে খসি, যেন শরদ-শশী,
রয়েছে তার বসি বদনে॥
তাহার দুনয়ন, নিরখি হয় মন,
দুটি খঞ্জন যেন বসিয়া।
তার মোহন ছাঁদে, মোর পরাণ কাঁদে,
সে যে কটাক্ষ-ফাঁদে পড়িয়া॥
কুণ্ডল দুল দুলে, রেখেছে শ্রুতিমূলে,
ফাঁসিয়া ভুরুছলে তুলিয়া।
যুবক-মন চাঁদা, আসি পড়িবে বাঁধা,
খাইতে মুখ-সুধা ভুলিয়া॥
তাহার কুচ উচ্চ, কমলকলিগুচ্ছ,
হেরিলে হয় তুচ্ছ সকলি।

তাহে মুকুতাহারে, মরি কি শোভা করে,
যেন কি শিব-শিরে গরলি ॥
উপরি রোমাবলি, তদধো তিন বলি,
করিছে যেন তুলি ধরিয়া।
অতি নিবিড় ঘন, তাহার সে জঘন,
দেখায়ে নিল মন হরিয়া ॥
কিবা সে মনোহর, তাহার উরুবর,
যেন কি করিকর-যুগলে।
বাজে নূপুর ঘন, যেন ভ্রমরগণ,
ডাকিছে সে চরণ-কমলে ॥
একরূপে সে অবলা, জিনি কামের কলা,
আসিয়া সে চপলা-বরণী।
মম হৃদি-গগনে, প্রকাশ হয় ক্ষণে,
চলিয়া গেল মেনে তখনি ॥
মরি সে সুখ-নিধি, করেতে দিয়া বিধি,
হইয়া প্রতিরোধী হরিল।
মম মানস-পাখী, আমারে দিয়া ফাঁকি,
তাহার সনে সুখী হইল ॥
বারেক তারে হেরে, মন পড়েছে ফেরে,
এ কি ঘটিল মোরে স্বপনে।
দেখ তার বিরহে, সতত প্রাণ দহে,
রহিতে নাহি চাহে ভবনে ॥
হেন মানস করি, হইব বনচারী,
অথবা ফণী ধরি ভক্ষিব।
বরঞ্চ সুখ বাস, না পেলে সে প্রেয়সী,
করি অনলরাশি পশিব ॥
সেই স্বপনে দেখা, না পেয়ে তার দেখা,
মিছে এ প্রাণ রাখা শরীরে।
করিয়া জান হত, সে গেছে যেই পথ,
আমিও সেই পথ ধরি রে ॥
বুঝি যামিনীশেষে, কাল কামিনীবেশে,
বিধি আপনি এসে বধিলে।
দেখায়ে প্রেমদায়, ঘটায়ে প্রেম-দায়,
কি বাদ হায় হায় সাধিলে ॥
ভাবিয়ে এ সন্তাপ, বিধি উপরে তাপ,
'অলীক এ আলাপ করিলে।
শুন শুন হে ভাই, নিবিড় বনে যাই,
নতুবা ত্রাণ পাই মরিলে ॥
আলি হয়ে বিরাগী, হইব দেশত্যাগী,
তুমি হে হও ভাগী এ দুঃখে।
হেন কর উপায়, না জানে বাপ মায়,
যেন না ভান পায় বিপক্ষে।
এই সে মনোরথ, সাধিবে মনোরথ,
দুজনে বনগত হইব।
এই ভাবিনু সার, সুখ নাহিক আর,
মিছায় গৃহ ছার ছাড়িব ॥
তুমি পরমসখা, যদি হে দিলে দেখা,
কি আর লেখা-জোখা করিয়া।'
মদন দিল সায়, এমনি প্রেম দায়,
রাজাও বনে যায় চলিয়া ॥

কামিনীর উদ্দেশ্যে পরামর্শ

ভৈরবী—আড়া

কেন চিন্তা কর সখা কি তোমার হে।
ভবচিন্তা চিন্তামণি করেন অনিবার হে ॥ ধ্রু ॥
সাধিতে নিজ বাসনা, তাঁর কর উপাসনা,
যদি হয় কৃপাকণা দান একবার হে ॥

পয়ার

কুমারের অভিপ্রায় শুনি মকরন্দ।
করপুটে করে স্তব বাড়িল আনন্দ ॥
'প্রেমানন্দে নিরানন্দ কেন বন্ধু আর।
সুসাধ্য স্বপন সিদ্ধ করিব তোমার ॥
ইহা যদি সখা ঐক্য করিয়াছ মনে।
তবে হেন মৌনভাবে ভাবিতেছ কেনে ॥
ধৈর্য্যমতে কার্য্য আজ্ঞা করহ প্রবীণ।
আছি চিরদিন তব আজ্ঞার অধীন ॥
এ বা কোন্ কর্ম্ম বন্ধু মর্ম্ম যা কহিলে।
একা আমা হৈতে সিদ্ধি হয় অবহেলে ॥
জলে চলি স্থলজ্ঞানে শূন্যে হই পাখী।
সমীরণ হুতাশন তৃণ-সম দেখি ॥
অনায়াসে যাই যথা স্বর্গ মন্দাকিনী।
যমালয় করি জয় ধর্ম্মরাজে জিনি ॥
বল তো বলির পুরী করি সাজ চুর।
আজ্ঞামাত্রে সুর জিনি যাই সুরপুর।
ভাণ্ডসম দেখি এ ব্রহ্মাণ্ড ত্রিভুবন।
কোথায় রহিবে তব কামিনীরতন ?

অনুমতি হৈলে আনি ইন্দ্রের অপ্সরী।
কোন্ কার্য্যে আইসে তব কামিনী-সুন্দরী॥
এ ত কার্য্য অতি লঘু তাহে গুরু করি।
কি লাগি হইবে বন্ধু তুমি বনচারী॥
সুস্থির হইয়া ধীর থাক হে ভবনে।
আজ্ঞা পাই যাই আমি কামিনী-সন্ধানে॥
কিন্তু যদি হেন বেশে থাক সখা তুমি।
তবে তোমারাখি একা যাইতে নারি আমি॥'
আনন্দে কহিল হিত মকরন্দ রায়।
না হয় সম্মত মত না দেন কথায়॥
পরামর্শ শুনি হর্ষ না হন কুমার।
সত্বর উত্তর বহুতর দেন তার।
'যেমন জীবন-হীন দেহ নারি রয়।
বলহীন মীন যথা বিনা জলাশয়॥
তেমতি কামিনী বিনে আমার শরীর।
ক্ষণমাত্র ওহে মিত্র নাহি হয় স্থির॥
আমি হে অসার দেহ সেই সার দেহী।
বল না ললনা বিনা কিসে গৃহে রহি॥'
এইরূপ ভ্রমক্রম ব্যতিক্রম দেখি।
মকরন্দ বাক্ মকরন্দে করে সুখী॥
'চল বন্ধু অদ্যই যামিনীশেষভাগে।
যদি তুমি হেন বদ্ধ তার অনুরাগে॥
আমি তব সহ কহ দিব সহযোগ।
যত বল সকল সহিব দুঃখভোগ॥
মিলায়ে সুমুখী সুখী করিব তোমায়।
ইহাতে কাহারো হাতে যদি প্রাণ যায়॥
সে যতন লাগি দেহ করিব পতন।
নিশ্চয় জানিবে বন্ধু এই মোর পণ॥
অবিলম্বে লম্বোদর জননীরে স্মরি।
যাত্রা কর কিঞ্চিৎ থাকিতে বিভাবরী॥'
দোঁহে মেলি এই বলাবলি করে স্থির।
গৃহ হৈতে বাহির হইছে দুই ধীর॥
ভাবি তাই ভালি ভাই কালীর খেলায়।
দেখি স্বপ্ন প্রাণরত্ন হারাইতে যায়॥
মদন লাগিলে পিছে সদন ছাড়ায়।
বলি বলিহারি মেনে পীরিতি তোমায়॥

পীরিতির ভর্ৎসনা

মালকোষ বাহার — খেমটা

পীরিতে নাহিক সুখ ফোটা
শেষটা প্রাণের পরে চোট্টা।
দেখছো যেবা সুখ, সে সব পেটে ভুখ,
শেষে মেনে কেবল দুঃখ মোটা।
এরূপে দিন ছুটো, যে কিছু মজা লুটো,
পরে এক সার ফুটো লোট্টা॥

দীর্ঘ মালঝাঁপ

একি রীত বিপরীত ও পীরিত তোরে রে।
যারে ধর প্রাণ হর শেষ কর ভোর রে॥
হাহাকার সবাকার শবাকর দেহ রে।
ভেবে তায় সদুপায় কেহ পায় নাহি রে॥
দেহ থাক দেখে তাক নাহি বাক্ সরে রে।
তোর স্থানে কুলমানে ধনে প্রাণে মরে রে॥
যারে ভায়া কর দয়া তার কায়া সার রে।
দীন বাছা গলে কাচা শেষ বাঁচা ভার রে॥
যারে ভুস্কী লাগে চুস্কী এক ফুস্কী প্রেম রে।
তার আগে ভূত ভাগে ষতচাগে প্রেম রে॥
চতুর্মুখ বহির্মুখ তার সুখ নাহি রে।
অতিরেক নাহি সেক দুঃখ এক বই রে॥
হরি হরি মরি মরি বলি হারি যাই রে।
কুবিক্রম ক'রে ক্রম হর ভ্রম তাই রে॥
প্রেমলেঠা বড় এটা শেষ কেটা রাখে রে।
হায় হায় তোর দায় প্রাণ যায় আখেরে॥
হেন পাশ প্রেম ফাঁস যারে আঁস লাগে রে।
যায় জান কুলমান ধনপ্রাণ ভাগে রে॥
কবি শর্ম্ম কহে মর্ম্ম এই কর্ম্ম ফল রে।
যথামতি তথাগতি পায় প্রতিফল রে॥

কামিনী-উদ্দেশ্যে গমন

কল্যাণ—ষৎ

কাল নিবারিণী কালী কল্যাণ দায়িনী!
দুস্তরে নিস্তার তাহা কুল কুণ্ডলিনী॥
ভবদারা ভবভয়ে, সদয়া ভব অভয়ে
জননি জননী হয়ে কেন ভুলিলে তারিণী॥

দীর্ঘ-ত্রিপদী—যমক

মনে করি মনোযোগ; পাইয়া উষার যোগ,
যোগাসনে বসিল অমনি।
গণ্ডযোগে দিয়া বলি, যাত্রা করে দুর্গা বলি,
মকরন্দ সহ গুণমণি॥
পুরবাসী জনে সব, দেখ সুনিদ্রায় শব,
দ্রুত সাজে সেই অবসরে।
উভয়ে একত্রে পরে, ঘোড়ার পোষাক পরে,
প্রহরীর হাত হৈতে সরে॥
শিরে পাগ বান্ধি শালে, প্রবেশিল অশ্বশালে,
বাছে তাজি বাজি পক্ষরাজ।
ভালো পাঁচ হাতিয়ার, লয়ে ঢাল তলোয়ার,
কটিতে আঁটিল যুবরাজ॥
অতি সুচতুর রায়, ত্বরা করি পুনরায়,
তোষাখানা হইল প্রবেশ।
প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল, বাছি লইল কেবল,
পথের সম্বল বল বেশ॥
সাহসে বান্ধিয়া হিয়ে, দোঁহে অশ্ব আরোহিয়ে,
কুতূহলে চাবুক হেলায়।
সেই বন্ধু অশ্ব যায়, নভস্বত হারে যায়,
শতক্রোশ চলিল হেলায়॥
ছাড়াইল নিজ সীমা, দেখিয়া বনের সীমা,
মনে মনে কত ভয় গণে।
গত হৈল নিশিকান্ত, প্রকাশে নলিনীকান্ত,
দীপ্তিময় উদয় গগনে॥
বিকাশ হইল দিক্, হেরে রায় চতুর্দিক,
দিক্‌-নিরূপণ নাহি হয়।
পথহারা হয়ে ফিরে, বনমধ্যে ফিরে ফিরে,
চলিতে অচল হয় হয়॥
দেখি বনে নানা লতা, অনুকল্প কল্পলতা,
পরিমল কুসুম সহিতে।
তাহে মকরন্দ বহে, গন্ধ বহে গন্ধবহে,
সে কুমার না পারে সহিতে॥
প্রফুল্ল বক-বকুলে, মালতী-মুকুলকুলে,
অলিকুলে করিছে বিহার।
বেল কুন্দ যুথি জাতি, চম্পকাদি নানা জাতি,
হের স্মরে স্বপন-বিহার॥
সারি সারি শারী শুক, নানা রঙ্গে ভুঞ্জে সুখ,
পিক করে কুহু কুহু ধ্বনি।
রতিসহ পঞ্চশরে, হানিতেছে পঞ্চশরে,
সে শরে কুমার স্মরে ধনী॥
অশ্ব রাখি তরুতলে, স্থল দেখি সুশীতল,
ধরাতলে বসিল ত্বরায়।
উপজিল প্রেমদায়, ভাবে স্বপ্ন প্রেমদায়,
ভাল দায় হৈল বলে রায়॥
বুদ্ধিমান্ ধীর শান্ত, কুমারে করিতে শান্ত,
স্নিগ্ধ কয়ে সুশীতল জলে।
কামিনীর প্রেমালয়, দহে তাহে মনানল,
জলে আরো অধিকন্তু জলে॥

অন্ত্যযমক পয়ার

পরে বন্ধু মকরন্দ রায় গুণাকর।
কত কহে কন্দর্পকেতুর ধরি কর॥
'স্মরণ করহ যাহা করিয়াছ পণ।
এমনে কেমনে বন্ধু সাধিবে স্বপন॥
স্থির হও চলি চল কামিনী-অঞ্চলে।'
বলিয়া নয়ন বারি নিবারি অঞ্চলে॥
দেখিলা কন্দর্প হত কন্দর্পের জালে।
ছলে বলে সুবোধ প্রবোধ বাক্যজালে॥
বলে 'বন্ধু বন হেরি হইলা বিগুণ।
এবে উঠ কহি পুনঃ কামিনীর গুণ॥
ওহে বন্ধু তার মন বন নিরখিলে।
দেখিলে তুলনা তার মিলে না অখিলে॥
শুন ভূপ তার রূপ সরোবর-কূলে।
রঞ্জন খঞ্জন কত নাচে শিখিকূলে॥
কোকিল কাকলী করে কিবা কলধ্বনি।
তার ধ্বনি মারে মারে এমনি সে ধনী॥
মুখ-অরবিন্দে মকরন্দ সদা গলে।
ইহা বলি যত অলি হারাবলি গলে॥
তাহার নিকুঞ্জ বন হেন মনোহর।
মদন সদমভ্রমে কোপে ধান হর॥
সে নিকুঞ্জে গাঁথে বসি তব লাগি হার।
এমতে কি সখা দেখা পাবে হে তাহার॥'
ইহা শুনি উঠিয়া বসিল সে কুমার।
বলে 'বন্ধু হেন ভাগ্য হবে কি আমার॥'
হায় হায় বলি পুনঃ ছাড়িল নিশ্বাস।
মনের চাঞ্চল্য গেল বাড়িল আশ্বাস॥
ক্রমে ক্রমে স্বয়ে করে সমুচিত দণ্ড।
দেখিল গগনে বেলা হৈল চারিদণ্ড॥

নানাবিধ বনফুল তুলি দুই জন।
স্নিগ্ধ সরোবরে পরে করিল মজ্জন॥
ইষ্টমত ইষ্ট পূজা সারি সেইক্ষণ।
বনফল জল দোঁহে করিল ভক্ষণ॥
তৃণ জল ফল পরে অশ্বে করে পান।
সেই অবসরে মুখ-শুদ্ধি করে পান॥
অবিলম্বে দোঁহে অশ্বে কৈল আরোহণ।
বাজিতে লাগায়ে বাজি চলে হন হন॥
নিমিষে নিমিষে রাখি নানা দিগ্‌দেশ।
মনের আনন্দে যায় কামিনী-উদ্দেশ॥
এইমতে এড়াইল কত কত স্থান।
বিনা উপসর্গে মার্গে করিছে প্রস্থান॥
দূর হৈতে বিন্ধ্যগিরি হেরি দুই ধীর।
বলে বন্ধু তথা যাব চল ধীরে ধীর॥
মন-তোষে সাহসে সহসা বেন্ধে বুক।
ঘোড়ায় দৌড়ায় তবু মারিছে চাবুক॥
দ্বিজ মনসিজ নিজ ভাবিয়া একান্ত।
কাব্য-রত্নাকরে ভাসে ভাষে কালীকান্ত॥

——

বিন্ধ্যগিরি বর্ণন

লঘুত্রিপদী-মধ্যযমক

যুবরায় চলে, অগ্রে বিন্ধ্যাচলে,
করে দূরে দরশন।
দেখি পুলকিত, হয় সচকিত,
আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড,
করিতে মার্ত্তণ্ড রোধ।
দেখিতে প্রখর, সহস্র-শিখর,
ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে, পরমাদ গণে,
সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে, অগস্ত্য-নিকটে,
নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ, চন্দ্র-সূর্য্য রোধ,
করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।
সদা অন্ধকার, নাহি জ্ঞান কার,
এ কি দিবা বিভাবরী॥

কি ঘটাল বিধি, নাহি যজ্ঞ বিধি
অনশনে প্রাণে মরি।
না করিলে ত্রাণ, নাহি পরিত্রাণ
রাজ প্রাণদান করি॥
দেবের দুর্গতি. দেখে শীঘ্রগতি,
অগস্ত্য তথায় যায়।
গিরি পেয়ে গুরু, যত্ন করে গুরু,
নতি করে গুরুপায়॥
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা ব'লে,
কুতূহলে গেল চ'লে।
বিন্ধ্য শুদ্ধমতি, গুরু-অনুমতি
তদবধি প্রতিপালে॥
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি,
দিনমণি যেন জ্বলে।
শাখা শাখামৃগ, বাস খগ মৃগ,
তুরগে উরগ চলে॥
করে বীণা ধরি, কত বিদ্যাধরী,
করিছে মধুর গান।
হৈল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত,
নিরখিয়া নানা স্থান॥
হীরক পাথর, শোভে থরে থর,
শিখরের আগে ভাগে।
করিয়া নিনাদ, কত নদী নদ,
পরে অদ্রি নিম্নভাগে॥
ঢাকিয়া অম্বরে, গহ্বরে সংবরে,
শতেক শম্বরকুল
হরে করে করি, শত শত করি,
মারি করিতেছে তুল॥
বানর ভল্লুক, গণ্ডার উল্লুক,
কাছে কত পালে পালে।
গোমুখ গবয়, সবে সমবয়,
সুহৃদতা ভাব পালে॥
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দেখিলে আপদ,
আপাতত উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে, উবু উবু গেলে,
নাহিক কোন সংশয়॥
সমুরু কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ,
ভ্রমে অন্য জঙ্গলেতে।
উষ্ট্র লোষ্ট্র খর, ত্যজি রাজি খর
ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে॥

যমের সোদর, হাতে ধনুঃশর,
যতেক শবরগণ।
দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল,
ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বন॥
দেখিয়া শবরে, কেহ বা বিবরে,
ডরে করে পলায়ন।
কেহ করি শ্রয়, লইতে আশ্রয়,
কৃচ্ছ্র য়ে গহন বন॥
অঙ্গে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে,
যেন ঝোরা ঝরে তায়।
কেহ মূর্চ্ছাগত, কার শ্বাসগত,
কাহারো জীবন যায়॥
দেখিয়া সকল, মহাকলকল,
বিকল কন্দর্পকেতু।
উঠে কত দূর, হিয়ে দুর্ দুর্,
কাঁপয়ে ভয়ের হেতু॥
নামিয়া কুহরে, শরীর শিহরে,
হেরে অন্ধকারময়।
হারাইয়া দিক্, হৈল বড় দিক্,
দিক্ ঠিক নাহি হয়॥
পেয়ে বহু কষ্ট, বাহির প্রকোষ্ঠ,
অকষ্টবদ্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে,
ক্রমেতে বাহির যায়॥
উভয়ে সত্বরে, অভয়ে উত্তরে,
উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশরণ্য, দেখে বিন্ধ্যারণ্য,
বন্য পশু রাশি রাশি॥
তার চারি ভিত, হেরে হৈল ভীত,
কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুল হে বদন,
এক্ষণে ভয়ে কি করে॥

গঙ্গাদর্শন

মুলতান—ছোট চৌতাল

জয় গঙ্গে জয় জয় গঙ্গে।
ত্রিজগত-জীবন-জীবন-তঙ্গে॥
বলি কলিমলহর নিরমলভঙ্গে।
নির্ভর ভ্রমিভর ভীমতরঙ্গে॥
বিধিকরকমলজকমলরঙ্গে।
হরিপদচারিণি বিপদ-বিভঙ্গে।
মদন হৃদয়-ভয় পরিভব দঙ্গে।

পয়ার

নামিয়া আইল দোঁহে দেখি বিন্ধ্যাচল।
বলে গুণমণি এ কি শুনি কোলাহল॥
হইয়াছি স্তব্ধ শব্দ শুনে অকস্মাৎ।
যেন অব্দে ক্ষুব্ধ বহে প্রলয়ের বাত॥
এ কি ঘনাঘন ঘন করিছে গর্জ্জন।
কিংবা ফণিপতি অতি করিছে তর্জ্জন॥
ঐরাবৎ-শব্দবৎ মহান ভৈরব।
জ্ঞান হয় দিগ্‌ হয় করিতেছে রব॥
যা হয় নির্ণয় বন্ধু কর অন্বেষণ।
শব্দ অনুসারে চল করিব গমন॥
হয়ে হর্ষ পরামর্শ এই করে স্থির।
উত্তরে উত্তরে পরে সত্বরে সুধীর॥
দেখে বেগবতী ভগবতী-ভাগীরথী।
উদ্ধারিতে যান সতী সগরসন্ততি॥
সেই জল তরল হইয়া অবিরল।
কল কল শব্দে করে মহা কল কল॥
নিকট হইয়া দেখে বিকট তরঙ্গ।
আবর্ত্তের গর্ত্ত-বত্ম দেখিতে কি রঙ্গ।
ভ্রমিতেছে ভ্রমিতে বা কত জলচর।
গম্ভীর সলিলে ভাসে কুম্ভীর মকর॥
কঠোর কমঠ-ঘটা তটের নিকটে।
ভাসে গ্রাসে অনায়াসে মৎস্যে অকপটে॥
কর্কশ ঘোষক জন্তু মশক-আকার।
ভীষক শিশুক ভাসে কত বার বার॥
সহ-বৎস মৎস্য কত ফিরিছে সঘনে।
পাছে তিমিঙ্গিলে গিলে এই ভয় মনে॥
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তথায়।
কল্লোল হিল্লোল হেরি উল্লাসিত কায়॥
তটে রাখি অশ্ব বিশ্ব-জননীর নীর।
হর্ষে স্পর্শ করি দোঁহে পবিত্রশরীর॥
গর্ভেতে অর্ভকদ্বয় করিয়া মজ্জন।
বৈধিক বৈদিক ক্রিয়া করে সমাপন॥

আনন্দেতে মগ্ন-গল-লগ্নবাস হয়ে।
বলে রঙ্গে হের গঙ্গে অপাঙ্গে অভয়ে॥
অংহ-সংহ সংঘটিত ঝটিতি নিবার।
মদনে সদন দেহি কহে রত্নাকর॥

কন্দর্পের গঙ্গা-স্তুতি

ললিত-ত্রিপদী

সুর-শৈবলিনী নাম, হইয়া গো মোক্ষধাম,
ত্রিগুণের গুণ তুমি,
একাধারে ধরেছ।
ছিলে ব্রহ্ম-কমণ্ডলে, দ্রবময়ী গঙ্গা হ'লে,
কে পায় তোমার অন্ত,
অনন্তরে তেরেছ॥
পতিতপাবনী তুমি, পবিত্র করিয়া ভূমি,
সগরের ধ্বংস বংশ,
আসি উদ্ধারিয়েছ।
অধম করিতে ত্রাণ, ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান,
অপরূপা আনন্দে,
অলকানন্দা হয়েছ॥
গলদেশে দিয়ে বাস, কবে যে অভিলাষ,
তুমি তার সেই আশ,
হেলায় পূরায়েছ।
আমি দীন কি কহিব, ও মহিমা কি জানিব,
যে কিছু জানেন শিব,
তাঁরে জ্ঞান দিয়েছ॥
ইন্দ্র-চন্দ্র আদি যত, সবে তব পদানত,
বিধিরে বিধিমত,
জ্ঞান দান করেছ।
এমতি তব মহিমা, কে করিতে পারে সীমা,
একেবারে যম-শঙ্কা
ডঙ্কা দিয়ে হরেছ॥
তপ-জপ-যোগবল, সকলি তোমার জল,
মরি কি অসংখ্য ফল
জীবেরে বিতরেছ।
কিভাবে সপত্নী-ভয়ে, কিংবা কুতুকিনী হয়ে
শিব-শির আরোহিয়ে,
শরীর সংবরেছ॥
ওগো সুরধুনি ধন্যে, ভকতবৎসলজন্যে
তুমি মা গো জহ্নুকন্যে,
এই নাম লয়েছ।
ভগীরথে দিয়ে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধকায়া
শতমুখী হয়ে দয়া,
প্রকাশিয়া রয়েছ॥
জয় মৃত্যুঞ্জয়-জায়া, মহেশমোহিনী-মায়া
হয়ে গোদাবরী গয়া,
অবনীতে এসেছ।
ওগো শিবপ্রেমপাত্রী, জীবের কৈবল্যদাত্রী
মদনের মুক্তি-কর্ত্রী,
হয়ে মা গো বসেছ॥

বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন

ঝিঁঝিট আলাইয়া—তেতলা

কার বামা সমরে নীরদবরণী।
হাহাকারা পড়িছে রুধিরধারা,
চঞ্চলা কুলবালা বিহ্বলা রমণী॥
শবশিব-হৃদিপরে, অভয় বিতরে করে,
নরশির বামে ধরে।
এলোকেশী দিগম্বরী, করে অসি ভয়ঙ্করী
নগমগনা ত্রিলোচনী।
ভাবিয়ে রতন বলে, হৃদি-সরোরুহদলে
স্থাং স্থীং স্থিবীভব ত্রৈলোক্যতারিণী॥

পয়ার

যথাশাস্ত্র বিস্তর করিয়া গঙ্গাস্তুতি।
কহে গুণসিন্ধু বন্ধু চল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়াছি যোগমায়া সঙ্গে সদাশিব।
চল বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্য-বাসিনী দেখিব॥
যোগে যোগমায়া হেরে জুড়াব জীবন।
যত্নে যাত্রা কর লয়ে জাহ্নবী-জীবন॥
ভাবিলে ভবের ভাঙ্গে ভবের ভাবনা।
তাঁহারে হরেরে হেরে হরিব যাতনা॥
চল চল চকিতে চলিতে চায় চিত।
হেরিব হরের দারা হয়ে হরষিত॥
এ কথায় তথায় মাতায় দেখিবারে।
দোঁহে দেহে চায় যায় কহে বারে বারে॥

নিন্দি ইন্দীবর-বর মন্দিরের শোভা।
অলিনে মলিন করে প্রস্তরের আভা॥
তদুপরে দীপ্তি করে কাঞ্চন-কলস।
অনায়াসে সে ভাসে প্রকাশে দিগ্‌দশ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেছে কত যত্নে।
থরে থরে রচিত খচিত মণিরত্নে॥
তার মধ্যে মণিপুরে মণিবেদিকায়।
নীল সিত পীতসিত রক্তপুষ্প তায়॥
ফুল্ল অরবিন্দ মকরন্দে আমোদিত।
আখণ্ডলমণ্ডল অধিক সুশোভিত॥
হেরিল তথায় বিন্ধ্যবাসিনী রূপিণী।
দশভূজা মহামায়া মহিষমর্দ্দিনী॥
করি-অরি পৃষ্ঠে করি দক্ষিণ চরণ।
অসুরের স্কন্ধে বামাঙ্গুষ্ঠ আরোপণ॥
কি ভঙ্গি সুভঙ্গি ভাব ত্রিভঙ্গিভঙ্গিমা।
দশ করে অস্ত্র দশ করে সুরঙ্গিমা॥
কোটি-ইন্দু বিনিন্দিত মুখ-ইন্দু পূর্ণ।
রূপে দর্পকের দর্প তূর্ণ করে চূর্ণ॥
এরূপ হেরিয়া হৃষ্ট ভাবে ভাবে ইষ্ট।
দেখে দাক্ষায়ণীরূপ দেখা দিলা ইষ্ট॥
ভাবি ভাবকের ভাবে ভৈরবভাবিনী।
অপরূপ কালীরূপ দেখান তখনি॥
দেখে যে বিরাজে মাতা হর-উরোমাঝে।
যেন হর-হৃদি-হ্রদে কোকনদ সাজে॥
তরুণ অরুণ জিনি চরণ বরণ।
তাহাতে অঙ্গুলিগুলি শোভে আভরণ॥
বিধু বিধুন্তুদ দন্তে দশখান হয়ে।
নখছলে পদতলে প'ড়ে আছে ভয়ে॥
বাজিছে রঞ্জিত মণি মঞ্জীর-রঞ্জিত।
শোভে যেন নবঘনে তড়িত জড়িত॥
গুরু উরু রম্ভাতরু অম্বর সাজিছে।
সঘনে জঘনে ঘনে কিঙ্কিণী বাজিছে॥
ত্রিবলি বলিত মায় মধ্যদেশ সাজে।
বুঝি গুণে বান্ধিয়াছে মৃগরাজে মাঝে॥
গভীর নাভির ধার সরোবর তীরে।
ত্রিবলিসোপান শোভে নামিতে সে নীরে॥
বুঝি উচ্চ কুচ করি-কুম্ভের সমান।
রোমাবলি করে করি করে জলপান॥
ভাল মুণ্ডমালা মার দুলিছে গলায়।
বরাভয়ে অসিকরে নৃমুণ্ড হেলায়॥
বদন শরদ-শশী সদা শোভা পায়।
লাঞ্ছন মৃগের আঁখি তেঁই দেখা যায়॥
ভালে ভাল আলো করে রশ্মি খণ্ড শশী।
তদুপরি পরিষ্কৃত শোভে কেশরাশি॥
কুহু কিংবা রাহু বাহু করিয়া প্রকাশ।
কেশচ্ছলে বুঝি বিধু করিতেছে গ্রাস॥
মুক্তকেশী মুক্তকেশী হয়ে দশভুজা।
কুমারে দর্শন দিলা কালী চতুর্ভুজা॥
মদনের মহামায়া দেবী যোগমায়া।
অপরূপ কালীরূপ দেখান অভয়া॥

যোগমায়ার পূজা

হৃষ্টচিত্তে শিষ্ট দুই জন।
পূজার করয়ে আয়োজন॥
মনে মনে আনন্দ বিপুল।
নদীকূলে তুলে নানা ফুল॥
আনিল উৎপল শতদল।
সরল সরল বিল্বদল॥
স্থলজ জলজ কত শত।
সিউলি সিউলি মনোমত॥
শ্বেত পীত লোহিতাদি জবা
পুষ্পপরিমাণে গণে কেবা॥
অপর অপরাজিতা আনে।
চম্পক চামেলি তার সনে॥
শিরীষ হরিষমনে তুলে।
সেউতি সুজাতি যূথি ফুলে॥
বনে বনে করিয়া বিহার।
সুমনে সুমনে গাঁথি হার॥
যেখানে পাইল যেবা ফল।
করঙ্গ পুরিয়ে গঙ্গাজল॥
সংগ্রহ করিয়া সব সুখে।
দোঁহে বসে দেবীর সম্মুখে॥
চন্দনে চর্চ্চিত করি ফুল।
মনের আনন্দে সমাকুল॥
নিতান্ত একান্ত করি মন।
উভয় রচয় আচমন॥
যেমত যেমত মত বিধি।
দুজন পূজেন তথাবিধি॥

সুবুদ্ধি আসনশুদ্ধি পরে।
ন্যাসের বিন্যাস বাহু করে॥
করিতে নিয়ম প্রাণায়াম।
প্রায় ত্যায় যায় এক যাম॥
মানসে মানস পূজা সারি।
দেয় সন্ত পদে পাদ্যবারি॥
ধেয়ান করিয়া পদতলে।
সেই ফুলফলজল ঢালে॥
ভাবিয়ে হৃদয়ে পদদ্বয়।
ত্রৈবিধ নৈবেদ্য নিবেদয়॥
যথাশক্তি মনে ভক্তিভাবে।
জপে শক্তিমন্ত্র শক্তি ভাবে॥
প্রদক্ষিণ করি যোড়হাত।
অষ্টাঙ্গে হইল প্রণিপাত॥
কালীরে কলিরে দিয়ে বলি।
মদনে বলিছে স্তবাবলি॥

যোগমায়াস্তব

কালি কুরু কালি কুরু কালভয়খণ্ডনম্।
তীক্ষ্ণভাসভালদ্দি-শশিবিম্বকৃতমণ্ডনম্॥
চর্ম্ম-অসিতরবারি-হৃতমুণ্ডশিরোমুণ্ডনম্।
ধর্ম্মদিতিমর্ম্মকৃতদণ্ডনম্॥ ধ্রু॥
বাণ খরশাণ সুকৃপাণ বরপাণিনী।
ঘোর-রণ-রঙ্গ-ঘন-ঘুঙ্গুর-নিনাদিনী॥
কুত্ত-করবাল নৃকপাল-কর-কারিণী।
দৈত্যদলহীনবলজীবন-সংহারিণী॥
লট্টপট-দীর্ঘজট-কট্টমট-ভাষিণী।
লিহিলিহি লোলজিহি হিহি হিহিহাসিনী
খড়্গাকৃতখণ্ডনরমুণ্ডবর-মালিনী॥
ধক্ধকক্কেরুমুখমধ্যশিখি জালিনী॥
লম্ফ করি ঝম্প রণঝম্প মহী-কম্পিনী।
দম্ভ করি ভম্ভরব ভূতগণ দম্ভিনী॥
অঙ্গ কতি ভঙ্গ রণভঙ্গি বহু-রঙ্গিণী।
মুণ্ড লয়ে তাললয়ে সঙ্গে নাচে সঙ্গিনী॥
যত্নে কর যত্ন হে সপত্ন-ভয়-হারিণী।
দেহি মদনায় দৃঢ়ভক্তি ময়ি তারিণী॥

ককারাদি স্তব

ক

কালী কালে কালহরা কৈবল্য-কারিণী।
কণ্টকের কণ্ঠ কুণ্ঠ কর কুণ্ডলিনী॥

খ

খর খর খট্টাঙ্গ খেটক-খর্পধরা।
খগনাসা খলনাশা খলখর্ব্ব-করা॥

গ

গিরিসুতা গজেন্দ্র-গমনী গমনী গঙ্গা গয়া।
গোপনে গোপিনীগৃহে গিরিশের জায়া॥

ঘ

ঘনাঘনরূপা ঘোর ঘন-নিনাদিনী।
ঘাঘর-ঘুংঘুর-ঘণ্টা-ঘর্ঘর-ঘোষিণী॥

ঙ

ঙকার বিষয় চণ্ড অভিধানে ধ্বনি।
ঙরার না চাহি মা গো ঙকার-দমনী॥

চ

চন্দ্রমুখী চণ্ডমায়া চামুণ্ডা চণ্ডিকা।
চাও চণ্ডা করিতে চার্ব্বঙ্গি চিদাত্মিকা॥

ছ

ছিন্নরূপা ছিন্নমস্তা ছিন্নমস্তকালে।
ছায়া দেহ ছায়ারূপা ছলনা ছায়ালে॥

জ

জয় জগদম্বা জয়া জগত-জননী।
জীবজন্মজরাহরা জঠর-জীবনী॥

ঝ

ঝঞ্ঝারূপা ঝঞ্ঝাট ঝটিতি ঝাঁপ মোর।
ঝম্পঝড়রূপা আঁখি ঝরে ঝর ঝর॥

ঞ

ঞকার কুৎসিত শব্দ রুদ্র ও ঞকার।
ঞকার-কারিণী ঞ চরণে তোমার॥

ট

টমকে টানিয়া টিকি টিপিয়া গো মারে।
টল টলে পৃথ্বী টক টাঙ্গীর টঙ্কারে॥

ঠ

ঠক ঠকে ঠেকিয়াছি ঠকের ঠমকে।
ঠাকুরাণী ঠাঁই নাই ঠেকো না আমাকে॥

ড

ডাগর ডমরু ডঙ্কা ডিণ্ডিম-বাদিনী।
ডাকি ডামরের ডরে ডাঁড়াও তারিণী॥

ঢ

ঢল ঢল ঢুলে আঁখি ঢুণ্ড,ভ-ঢলনা।
ঢাক ঢালে ঢেকা দিয়া ঢাক গো ঢৌকিনী

ণ

ণত্ব ণকারের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান কয়।
ণত্বরূপা ণত্ব বিনা ণত্ব কেবা পায়॥

ত

তব তত্ত্ব নাই তারা ত্রিতাপ-হারিণী।
তপন-তনয়-তাপে তরাও তারিণী॥

থ

থেকে থেকে থমকে থমকি থর থর।
থামাও আমায় থই থই নৃত্য কর॥

দ

দীন-দয়াময়ি দুর্গে দুর্গতি-দমনী।
দৈত্য-দল-দলনী গো দুরিতদারিণী॥

ধ

ধরণি-ধারিণী ধরা ধাত্রী ধূমা ধৃতি।
ধরাধর-সুতা ধীরা ধীর কর মতি॥

ন

নানা নট নিয়ে নাট্য করেছি নিকটে।
নারায়ণী নয়নে নেহার এই নটে॥

প

পশুপতিপ্রিয়া পাপি-পতিত-পাবনী।
প্রপঞ্চপাশেতে পরিত্রাহি পারায়ণী॥

ফ

ফেরাইয়ে ফিরে ফিরে ফেল না মা ফেরে।
কেন ফন্দি-ফান্দে ফেলে ফাঁকি দাও মোরে

ব

বিশ্বমাতা বিশ্বম্ভরা বিশেশ-বনিতা।
বিঘ্ন হর বিঘ্ন-হরা বিঘ্নেশ-প্রসূতা॥

ভ

ভীমবেশ,ভামিনী গো ভবানী ভাবিনী।
ভ্রুকুটি ভীষণাননা ভীমা ভৈরবিণী॥

ম

মহেশ্বর-মোহিনী মাতঙ্গী মৃডজায়া।
মহামোহে মোহিয়া জমালে মহামায়া॥

য

যামিনী যোগিনী যোগ-মায়া যোগেশ্বরী।
যাতায়াতে যাতনা জুড়ায় যাচ্ঞা করি॥

র

রুদ্রাণী রঞ্জনী রমা রিপুষট্‌ক রসে।
রাজি নয় রসনা রসে না তব রসে॥

ল

লোলা লাক্ষারূপা লজ্জা ললিত ললনা।
লোহিতাক্ষী লক্ষ্মী লোকে লজ্জিত করোনা॥

ব

বেদবাদী ব্রহ্মবলে বিকৃতি-বিহীন।
বল বলিব কি আমি বুদ্ধিবিদ্যাহীন॥

শ

শক্তিশবাসনা শিশু শ্রুতির শেভান।
শমন-শঙ্কায় শিবে তুমি গো শরণ॥

ষ

ষোড়শী ষড়ঙ্গা ষট্‌চরণবরণী।
ষড়জ সঙ্গিনী ষট্‌বদন-জননী॥

স

সত্যরূপা সত্ত্বগুণা সত্যব্রতা সতী।
সংসারে সারাৎসারা সতের সুমতি॥

হ

হের হরদারা হরি-হৃদয়বাসিনী।
হাহাকার হর হৈমা হরিণী নয়নী॥

ক্ষ

ক্ষণপ্রভাবরণী ক্ষণদা দেহ ক্ষণ।
ক্ষুণ্ণ হই ক্ষেমঙ্করী ক্ষম এই ক্ষণ॥

পয়ার

অ—নাদ্যা অনন্ত জয়া অপর্ণা, অম্বিকা।
আ—দ্যা আশারূপা আজ্ঞা আশাপ্রকাশিকা॥
ই—চ্ছাময়ী ইন্দুমুখী ইন্দিরা ইন্দ্রাণী।
ঈ—ষদ্ ঈক্ষণে ঈহা পূরাও ঈশানী॥
উ—মা উগ্রা উমাপতি-উরোনিবাসিনী।
ঊ—র্দ্ধমুখী ঊর্দ্ধনেত্রা ঊর্দ্ধাধোগমনী॥

ঋ—ঋপাঋপদদাত্রী ৯ কারস্বরূপা।
৯—স্তঘাতিনী একার্ণবে একরূপা॥
এ—বে এ সংসারে এসে এইলাভ হলো।
ঐ—কান্ত ঐহিক ইন্দ্রজালে প্রাণ গেল॥
ও–গো ওজো আভা ওজোরূপা ঔৎসর্গিকা।
অং—হহরা অংরূপিণী অঃকার-অংশিকা॥
এইরূপ স্তব যদি করিল মদনে।
রত্নাকর কহে কালী জানিলেন মনে॥

এই বাক্য শুনি হৃষ্ট তুষ্ট গুণমণি।
কালীরে প্রণতি করি লুটায়ে ধরণী॥
এইরূপে দেখে দোঁহে বিন্ধ্য নিবাসিনী
কৃতকার্য্য হয়ে যায় উদ্দেশে কামিনী॥
কিন্তু মদনের হেরে ও পদ দুখানি।
চলিতে নয়নে ঝরে দর দর পানী॥

যোগমায়ার বরপ্রদান

পয়ার

স্তব শুনে তুষ্টা হয়ে জগত-জননী।
যোগমায়া অন্নপূর্ণা প্রসন্না আপনি॥
দীনের প্রতি প্রীতিদৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাণী।
কর লহ বর লহ বলেন ভবানী॥
সচকিত চক্ষু মেলে মকরন্দ শুনি।
ভীতচিত মহাত্রাস মনে মনে গুণি॥
বলে বন্ধু শুন দৈবে হৈল দৈববাণী।
তবে স্তবে তুষ্টা বুঝি হলেন শিবানী॥
গগনে পাতিয়া পরে শ্রবণ দুখানি।
চারিদিকে চায় দোঁহে করি পুটপাণি॥
পুনরায় সেই শব্দ হইছে অমনি।
বর লহ বর লহ শুনিল তখনি॥
এই বাক্য শুনিতে পাইয়া দুই জ্ঞানী।
নতমস্তে হোড়হস্তে কহে এই বাণী॥
যদি মা কিঙ্করে বর দিবে গো তারিণি।
এবে তবে শ্রবণ কর গো সে কাহিনী॥
একদিন তমোহীন বসন্তযামিনী।
স্বপ্নে দিয়া দেখা একা সুন্দরী কামিনী॥
মোর মন হ'রে পলাইল সে পাপিনী।
আর দেখা নাহি দেয় সে কালসাপিনী॥
আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে সেই ধনী।
তাহারে না হেরে প্রাণ যায় গো জননি॥
অতএব যেইরূপে পাই সেই রমণী।
এই বর মোরে দেহি গিরিশমোহিনী॥
পুনরায় গগনেতে হৈল এই ধ্বনি।
অচিরেতে মনোবাঞ্ছা পুরিবে বাছনি॥

বন্ধুদ্বয়ের বিন্ধ্যাটবীপ্রবেশ

খাম্বাজ—একতালা

শিব-শঙ্করী ক্ষেম ক্ষেমঙ্করী জননী।
হের হরমোহিনী চরণ তরণি দিয়ে
ত্বরায় তরাও তারিণী॥ ধ্রু॥

পয়ার

পরে পরদিন দীন-দয়াময়ী-ভেবে।
উভয় অভয় হয়ে ভ্রমে হৃষ্টভাবে॥
সহিত সুহৃৎ হৃৎ পুলক পূর্ণিত।
যুবরাজ অশ্বরাজ চড়ি হরষিত॥
ত্বরিত নৈঋতভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়া।
হেলায় চালায় ঘোড়া ঘোড়ায় মিলিয়া॥
কুমার কুমার যেন ময়ূর বাহনে।
কতিপয় ক্রোশ গিয়ে প্রবেশে গহনে॥
প্রবেশিতে বিন্ধ্যারণ্য কহিছে কুমার।
বল বন্ধু এ কি দেখি অতি চমৎকার॥
ভয়ঙ্কর অন্ধকার দিবস-রজনী।
না হয় উদয় বুঝি শশী-দিনমণি॥
ঘন ঘন-ঘটাচ্ছটা সদৃশ বরণ।
তাহে ঘন ঘন হয় তর্জ্জন গর্জ্জন॥
এ কি দেখি রাহু কিংবা কুহুর ভবন।
কিংবা বন্ধু অন্ধ অন্ধকারের সদন॥
মকরন্দ কহে বন্ধু কংহ শ্রবণ।
বিন্ধ্যারণ্য নামে এই ভয়ানক বন॥
ইহ বনে চরে বনচর বহুতর।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ বরাহ উষ্ট্র খর॥
ইহারা যখন করে তর্জ্জন-গর্জ্জন।
জ্ঞান হয় প্রলয়ের মেঘ বিস্ফূর্জ্জন॥
মৃগয়া করিতে পূর্ব্বে কত নৃপগণ।
আসিতেন সহ সৈন্য বিন্ধ্যারণ্য বন॥

কিন্তু জন্তুগুলা অতি দন্তুরিত-কায়।
দেখিয়া ভূপতিগণ ফিরে যাইত প্রায়॥
আর যাহা শুনিয়াছি শুন নৃপবর।
এই বনমধ্যে ছিল হিরণ্যনগর॥
বিক্রম নামেতে তথা ছিলেন ভূপতি।
শক্রসম বিক্রমেতে কিন্তু শান্তমতি॥
জলনিধিমধ্যে যথা আছিল বারণ।
নৃপতি তেমতি ছিল লয়ে এই বন॥
প্রস্তর-প্রাচীর দেয়াছিল চারিপাশ।
প্রজাগণ লয়ে তার মধ্যে ছিল বাস॥
নৃপ হরিহরভক্ত ছিল অতিশয়।
সে মূর্ত্তি স্থাপিয়াছিল সেই মহাশয়॥
কিন্তু জন্তুগুলা কালরূপী হয়ে কাল।
সেই পুরীমধ্যে পরে পাড়িল জঞ্জাল॥
প্রতিদিন পুরীমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
প্রজা সহ সেই পুরী শেষ কৈল শেষ॥
প্রজারাজা-হীন পুরী স্বভাবে মলিন।
পতিহীন নারীমত প্রতি দিন ক্ষীণ॥
এইরূপে পশুগণ হইয়া দুর্ব্বার।
ক্রমে বিক্রমের রাজ্য করেছে সংহার॥
ইহা শুনি কুমার কহিছে মরি যাই।
কি বলিলে বন্ধু বিক্রমের রাজ্য নাই॥
অতি ধর্ম্মশীল রাজা সুশীল সুশান্ত।
সবংশে নির্ব্বংশ সে কি হয়েছে নিতান্ত।
তাহার গুণের কথা কি কব তোমায়।
কে পারে বলিতে তাহা সকল কথায়॥
কথায় কথায় অন্ত হইল স্মরণ।
শুন বন্ধু ভূপতির গুণের কথন॥
একদিন করপুটে পিতার চরণে।
নিবেদন করিলাম মৃগয়া কারণে॥
ইহা শুনি ভূপতি করিয়া উপহাস।
মোর প্রতি মহামতি করিলা সম্ভাষ॥
মৃগয়া করিবে বাপু সে নহে সহজ।
কিন্তু বনে ভ্রমে কত মহামত্ত গজ॥
মৃগয়া লাগিয়া গয়া হয় প্রাণধন।
এ কারণে মহাজন না যান গহন।
শুন একদিন আমি অশ্ব-আরোহণে।
গিয়াছিনু মৃগ জন্য বিন্ধ্যারণ্যবনে॥
ভ্রমিতে তাহার বাট বিভ্রাট যতেক।
বিশেষিয়া তার কথা কহিব কতেক॥

সুদূরে থাকুক সুখে বনেতে বিহার।
মৃগ মেরে ফিরে ঘরে আসা হৈল ভার॥
সপ্তাহ পর্য্যন্ত অন্ত না পাই তাহার।
দিগভ্রমে ভ্রমি বন ক'রে জলাহার॥
এইরূপ কষ্টে সৃষ্টে অষ্টাহের পর।
হিরণ্য নামেতে এক মিলল নগর॥
পুরমধ্যে প্রবেশিয়া দেখি রম্যস্থান।
ছাড়ি ঘোড়া ঘোড়া ধড়া জুড়াইল প্রাণ॥
বিক্রমনামেতে রাজা তার অধিপতি।
আমারে লইয়া সমাদর কৈল অতি॥
সপ্তাহ আমাকে প্রায় রাখিয়া তথায়।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজন করায়॥
পরে সঙ্গে শত দূত রাজপুত দিয়ে।
বিদায় করিল রাজা বিনয় করিয়ে॥
ভাগ্যে সেই রাজা রক্ষা করিল জীবন।
নতুবা যাইত প্রাণ মৃগয়া কারণ॥
এইরূপ পিতার বচনে হয়ে শান্ত।
মৃগয়া করিতে পরে হইলাম ক্ষান্ত॥
তোমার কথায় অন্ত জানিনু বিশেষ।
সেই বিন্ধ্যারণ্য বটে সেই এই দেশ॥
কিন্তু বন্ধু চল বিন্ধ্যারণ্য প্রবেশিব।
বিক্রম রাজার রাজ্য চল নিরখিব॥
কিরূপে সে নরপতি ছিল এই বনে।
সে সব দেখিতে বাঞ্ছা আছে বড় মনে॥
ভয় কি কালীর নাম করিয়া স্মরণ।
দোঁহে প্রবেশিব বনে কহিছে মদন॥

একাবলী—হিন্দি মিশ্র

দোই বঁধু কসে বান্ধিল জোড়া।
তাজ শিরে পরি ঘোড়িল ঘোড়া॥
বাজীগলে ঘন ঘুঙুর বোলে।
কাঞ্চনলাঙ্গন শোভন দোলে॥
ঝম্পই খোটক খট খট ধায়ে।
ধুলিকণা কত উঠই পায়ে॥
পাছ করে কত গাছ বিগাছা।
ধায়ত ধড়বড়ি ঘোটক বাছা॥
বাজাপরে নাহি চাবুক মারে।
বায়ুভরে চলি আপন জোরে॥
অশ্বপিঠে বসি দো অশবারা।
নিরখত মঙ্গল জঙ্গল ঘোরা॥

বোলত কোল মহাকলরোলে।
সিংহ বধে ধরি হস্তী কপোলে॥
ব্যাঘ্রগুলা কত কোক বিদারে।
মা ভৈরিতি যুবরায় ফুকারে॥
•গর্দ্দভ গোমুখ ব্যাঘ্র শৃগালা।
কেশরী শূকর নাগ বিশালা॥
ভল্লুক উল্লুক শল্লক জাতি।
পল্লব বল্লভ বানর পাঁতি॥
ঢুঁড়ত ঘুরত পল্বলনীরে।
রোয়ত শূকর মেঘগভীরে॥
আঁখি রাখি অনিমিখ বিভোরে।
কানন-শোভন ভূপতি হেরে॥
কালী বলে পথি ভীতি ন মানে।
ধন্য কহে কলিগুণ বাখানে॥

বনচরসমূহের বিক্রমদর্শন

ললিত-বিভাষ—যৎ

মা আমি কিরূপে যাইব ভবপার।
দুর্গম দেখিয়ে দুর্গে ভাবি অনিবার।
তরিবার বিধি নাই, দিবে-নিশি ভাবি তাই
মা হয়ে তনয়ে মা কি ভুলিবে এবার॥ধ্রু॥

পয়ার

সুজন দুজন ঘোর বিজন-ভিতরে।
সঙ্কিত কিঞ্চিৎ ভয় নাহিক অন্তরে॥
অনন্তরে কিঞ্চিৎ অন্তরে দোঁহে গিয়ে।
দেখিল আশ্চর্য্য এক অন্তরে থাকিয়ে॥
এক মদমত্ত গজ-রাজ ধূলিসাজ।
চলিছে গলিছে মদ করিছে বিরাজ॥
নিশ্বাস-প্রশ্বাস হরে প্রাণের আশ্বাস।
অনন্ত গরজে হেন হয় যে বিশ্বাস॥
নীল মহামহীধর কিংবা অহিধর।
অথবা কি ধরাধর কিংবা ধারাধর॥
জবন পবন যেন প্রলয়সময়ে।
তেমতি তাহার শ্বাস বহে রয়ে রয়ে॥
মাতঙ্গে আতঙ্কে হেরে যত বনচর।
পলায় আলয় কেহ কাঁপে থর থর॥

বনস্থল স্থলেস্থল হৈল হুলস্থুল।
গজের গরজে কারু হয় স্থূল ভুল॥
হস্তিবর মত্ত হস্ত করিয়া ক্ষেপণ।
আস্তে ব্যস্তে ত্রস্ত হয়ে করিছে গমন॥
হেন কালে এক সিংহ সিংহনাদ করে।
লাঙ্গুলে লম্ফিয়া এলো মাতঙ্গোপরে॥
চীৎকারে চীৎপাত হয়ে পড়ে কত পশু।
সেই শব্দে স্তব্ধ স্তনে মরে পশু শিশু॥
সংঘাত হইয়া যেন শত বজ্রাঘাত।
একবারে হস্তিবরে হইল আঘাত॥
লাঙ্গুলের চট্‌চটি দন্ত কট্‌মটি।
নখরের খিটি খিটি মুখের খামাটি॥
রাগে আগে জাগে সব শরীরের শির।
তর্জ্জন গর্জ্জন ঘন করিয়া গভীর॥
উগ্ররূপী অগ্রে গ্রীবা ব্যগ্র করি গ্রাস।
আক্রোশে কর্কশদৃষ্টি করিয়া প্রকাশ॥
চপটে চপেটাঘাত করিয়া দাপটে।
করি-শির-কপাট দোফাট কৈল চোটে॥
ভগ্নকুম্ভলগ্ন মুক্তা-ফল গেল ফুটে।
দর দর রুধির অধীর হয়ে ছুটে॥
মাতঙ্গের ভঙ্গ অঙ্গ করে ধড় ফড়।
তাহে লক্ষ বৃক্ষ ভাঙ্গে যেন বহে ঝড়॥
এইরূপে কেশরী আসুরী কর্ম্ম করে।
হস্তি-মস্ত-মস্তিষ্ক লইয়া গেল হ'রে॥
অদ্ভুত অভূতপূর্ব্ব অপর্ব্ব দেখিয়া।
সহমিত্র রাজপুত্র উঠে চমকিয়া॥
কহে বন্ধু এথা হৈতে করহ হে প্রস্থান।
বুঝি সিংহহাতে হৈতে গেল আজি প্রাণ
এইমত করে স্থির অস্থির দুজন।
ক্ষুণ্ণ হয়ে অন্য দিকে করিছে গমন॥
দেখে দুই বিপুল শার্দ্দূল পরস্পর।
তুমুল সংগ্রাম করে হইয়া তৎপর॥
নখাঘাতে বিদীর্ণ বিশীর্ণ কলেবর।
গরজে ভৈরব রব কাঁপে থর থর॥
চট পট চপেট চাপটে দোঁহে মারে।
গাত্র ফেটে রক্ত ছুটে পড়ে ভারে ভারে॥
কভু বা উভয় বাহু উভয়ে ধরিয়া।
গড়াগড়ি যায় ধরাতলেতে পড়িয়া॥
এইরূপ বিষম হেরিয়া দুই জন।
ত্রস্ত হয়ে অন্যত্র করিছে পলায়ন॥

সম্মুখে দুজন পরে করে নিরীক্ষণ।
মহান্ মহিষ ব্যাঘ্র-সনে করে রণ॥
মত্ত হয়ে মহিষ করিছে ঘনধ্বনি।
খর খুরে খুঁড়ে ক্ষুব্ধা করিছে মেদিনী॥
ক্ষুরাগ্রে ব্যাঘ্রের গাত্রে করিছে তাড়ন।
শৃঙ্গেতে লজ্ঘিয়া অঙ্গ করে বিদারণ॥
তরক্ষু ক্রোভেতে লক্ষ্য করিয়া মহিষে।
দোপাট চাপট মারে রুধির বরিষে॥
নখাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন শীর্ণ করে কায়।
এক লাফে লুলাপে সে ধরিল গলায়॥
মহিষ সবেগে বেগে আগে শৃঙ্গভাগে।
উদরে বিদরে ধ'রে মারে সেই বাঘে॥
সুশাণ বিষাণ যায় অশান হইয়া।
ব্যাঘ্র গড়াগড়ি যায় ধরায় পড়িয়া॥
মৃগাদন বদন বমন করে রক্ত।
শমনসদন যায় হইয়া অশক্ত॥
এইরূপ দেখে দোঁহে থাকি বহু দূর।
অশ্ব আরোহিয়ে হিয়ে কাঁপে দুরু দুর॥
সে দিক্ ছাড়িয়া পূর্ব্বে করিছে গমন।
দেখে তথা ভল্লুকে ভল্লুকে করে রণ॥
পূর্ব্বে না যাইব ব'লে ব্যস্ত যুবরায়।
উত্তর দিকেতে গতি করিছে ত্বরায়॥
দেখে তথা খড়্গীতে ব্যাঘ্রেতে যুদ্ধ করে।
দূর হৈতে দে'খে দোঁহে পলাইছে ডরে॥
এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া দুই জন।
অস্থির হইয়া বনে করিছে ভ্রমণ॥
কহে ওহে মিত্র এবে কি করি বিধান।
বুঝি পশুগুলাহাতে গেল আজি প্রাণ॥
হায় হায় কি করিব কোথায় যাইব।
এ ঘোর সঙ্কটে ত্রাণ কিরূপে পাইব॥
হায় কি করিলে বিধি এই কি হইবে।
একান্ত জন্তুর হাতে জীবন যাইবে॥
কেন বা আইনু হায় বিষম গহন।
ওহে বন্ধু গেল প্রাণ কি করি এখন॥
মকরন্দ বলে বন্ধু না কর রোদন।
চল পুনঃ পশ্চিমেতে করি হে গমন॥
পুনরায় যুবরায় মিত্রের কথায়।
বারুণদিকেতে অশ্ব চালাইয়া যায়॥
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পরে করিয়া গমন।
উত্তম পথের চিহ্ন করে দরশন॥
সেই পথে পরে দোঁহে চলিল হেলায়।
নাগর নগর এক দেখিবারে পায়॥
প্রাসাদ দেখিয়া গেল মনের বিষাদ।
কিন্তু তবু কাঁপে হিয়ে শুনি সিংহনাদ॥
রাজপুত্র মিত্র বলে জিজ্ঞাসেন তায়।
বল বন্ধু এ কোন নগরী দেখা যায়॥
মকরন্দ কন্দর্পকেতুকে কহে তবে।
বুঝি বন্ধু হিরণ্য-নগর এই হবে॥
শুনিয়াছি বনমধ্যে হিরণ্য নগর।
চল ইথে প্রবেশিব আর কি হে ডর॥
প্রবেশিয়া হরিহর হরিষে হেরিব।
তথা তড়াগের তোয়ে মজ্জন করিব॥
বুঝি কালী অকুলেতে কুলাইলা কুল।
মদন কহিছে ইথে কি আছে হে ভুল॥

হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন

মল্লার—যৎ

মরি মরি দেখি এ কি নগর এমন।
নাহি চিহ্ন ধন জন নিবিড় গহন।
ধীরাজ বিক্রমালয়, কিরূপে হইল লয়,
হেন মোর মনে লয় কি শমন-সদন॥

কুসুমমালিকা ছন্দ

হে'রে হিরণ্যনগর হরষিত দুই জন।
যেন পাণিপরে পায় পরে পরশে গগন॥
যথা দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়॥
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশুমিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে॥
হ'ল তেমনি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥
বলে বন্ধু হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরীপরিসরে দোঁহে যাই॥
হায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির।
ধীরে ধীরে ধীরে বিধিরে বন্দিয়া দুই ধীর॥

এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে স্থবেশে তুজন।
দেখে একে একে থেকে থেকে সকল-সদন॥
সে যে সহজে সহ যে প্রজারাজাহীনপুরী।
যথা শ্রীহীন-মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী॥
চলে চাইতে চাইতে চারিদিকে চলচিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয উপনীত॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
যথা বানর বানরী সনে সুখে কেলি করে॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধীর।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর॥
দোঁহে দেখে এই দৈবদুঃখ দুঃখিতহৃদয়।
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয়॥
দেখে সুচারুশোভিত সরসিজ সরোবর।
সদা শোভিছে সোপানসারি সব থরেথর॥
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীর সমীর সে নীর টল টল॥
যত ফুটিছে নলিন কত ছুটিছে অলিন।
মধু লুটিছে বলিন পরে উঠিছে পুলিন॥
তাহে জুটিছে সমীর যেন ফুটিছে শরীর।
কাম ছুটিছে কি তীর মান টুটিছে নারীর॥
পিক করে কুহু কুহু নৃপ করে উহু উহু।
বায়ু বহে হুহু হুহু দেহ দহে মুহুর্মুহু॥
নৃপ জরজর স্মরে কামিনীর রূপ স্মরে।
যেন পড়ে অপস্মরে ভূপ সকলি বিস্মরে॥
জল ঢলে ঢল চল পিক করে কল কল।
মন করে চল চল আঁখি করে ছল ছল॥
অলি করে গুন্ গুন্ গায় মদনের গুণ।
দেখে হইল দ্বিগুণ জ্বলে বিরহ-আগুন॥
তাহে বহে পদ্মগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ।
নৃপ দেখে এই ছন্দ একেবারে হইল ধন্দ॥
ভূপ এইরূপ অপরূপ বিরূপ দেখিয়া।
স্থির হইল আপনি মেনে মনে প্রবোধিয়া॥
ভেবে মনোগত ভাবে না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বঁধুর সকাশ॥
দেখ বন্ধু হে কি অপরূপ সরোবরনিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজেছে কি বিধি॥
কিবা মৃদুল মরুতে বহে জলের তরঙ্গ।
বুঝি ঘন ঘন অনঙ্গের অপাঙ্গের ভঙ্গ॥
আর কত শত শতদল শোভিছে সলিলে।
মেলি সহস্র নয়ন কাম দেখিছে অখিলে॥

চল বেলা বহে যায় আর দেখিতে সকলে।
বলে জলে চলে মজ্জন করিল কুতূহলে॥
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা করে অতঃপর।
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর॥
ইহা করি স্থির দুই ধীর সরোবরতীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে॥
দেখে চারি পাশ কুসুমনিবাস-সুশোভিত।
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত॥
তার ভিতর কি মনোহর হরিহরমূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয় শতদল-দল স্ফূর্ত্তি॥
মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে॥
মূঢ় ভেদবাদী বিবাদী করিতে তমোভেদ।
হরি হইলেন ত্রিপুরারি তনুতে অভেদ॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ॥
আধা কপালফলকে শোভে অপকারপাতি।
আধা ধক্‌ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবারাতি॥
আধা তিলক আলোক তিন লোক করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা॥
কিবা নলিন মলিনকারি নয়ন তরল!
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল॥
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠে কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় গোপীমন।
আধা রুদ্র অক্ষমালা আলা করে ত্রিভুবন॥
আধা কুঙ্কুম কস্তূরী হরিচন্দনচর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্মবিভূষিত॥
কিবা করকিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র॥
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া।
আধা বাঘছালা ভোলার ভুজগমালা বেড়া॥
আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন-মঞ্জীর।
আধা-ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গভীর॥
দেখে এইরূপ অপরূপ রূপ হরিহর।
রাজা পূজাবিধি করে যথাবিধি ততঃপর॥
ভণে মদনের মনে মনে আছে এই খেদ।
কবে কালীকৃষ্ণ শিবনামে ভেদ হবে ভেদ।

কন্দর্পকেতুর হরিহর-স্তুতি

পজ্ঝটিকা ছন্দ

পুরহর কৈটভমর্দ্দন শৌরে।
গিরিশ খগাধিপ সুন্দরধৌরে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
পীতাম্বর রব সুরধনী মস্তে।
স্থাণু ত্রিনয়ন দেব নমস্তে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
নারায়ণ শশিশেখর শম্ভো।
কালিয়মর্দ্দন ধৃত করকম্বো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
শূলিন্ শশিভূষণ পুরবৈরিন্।
দামোদর মধুকৈটভহারিন্॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
কেশিহর পুরুষোত্তম বিষ্ণো।
মৃত্যুঞ্জয় জয় দেব বরিষ্ণো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
গোপীজন-মনসিজ গিরিধারে।
গৌরীপ্রিয় নিজ মনসিজহারে॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
রাধাধরমধুপানবিলাসিন্!
দেবাসুরগুরুকামবিনাশিন্॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্॥
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
বিশ্বেশ্বর সুরবর গুণসিন্ধো।
চারুমুখামৃত-পরিভবদিন্দো॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
ছলিত-বিরোচন-বামনরূপ।
ধৃতশিরসামৃতদীধিতিকূপ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
শশিশেখর শিব শম্ভু শিবেশ।
কমলাকরকমলাহিতবেশ॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
পঞ্চানন গরলাশন ভীম।
গোবর্দ্ধন বন-বিঘটিত-সীম॥
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্।
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারম্॥
কংসহরানকদুন্দুভিসূনো।
গঙ্গাধর প্রমথাধিপ ভানো॥
মদনঃ প্রবদতি সকরুণবাণীম্।
কতি কতিশঃ প্রণমতি পুটপাণিম্॥

স্তুত্যানন্তর পুরী হইতে প্রস্থান

পূরবী—একতালা

যদি তরিবে বাসনা ভবভয়ে
তবে ভিন্ন ভেদ ভাব ভেব না।
যে কালীকৃষ্ণ, সেই শিবোঽভীষ্ট
দুষ্টমন দ্বিধা করো না॥
যদি বল ইথে সম্বল চাই,
গুরুদত্ত ধন-রতন পাই,
হরিহর মন্ত্র, হইও না ভ্রান্ত,
ডাক রে করালবদনা॥

পয়ার

হেরে হরিহরে হয়ে হরষিতকায়।
স্তুতি পড়ে নতি করে লুটায়ে ধরায়॥
মন্দির হইতে যায় বাহির হইয়া।
যুবরায় পুনরায় ত্বরায় চলিয়া॥
সরোবরতীরে ফিরে করিয়া গমন।
নিরমল ফল জল করিল ভক্ষণ॥
পুনঃ জোড়া ধরা ঘোড়া বান্ধি তাড়াতাড়ি
উঠে অশ্বপিঠে ছুটে দিল এঁটে বাড়ি॥
মনোজবে যায় জবে সেই বাজিরাজ।
জ্ঞান হয় হয়ময় যেন ক্ষিতিমাঝ॥
পুরীর পশ্চিম দ্বার দিয়া দুই জন।
নাগর নগর হইতে করিল গমন॥

সেই মুখে যায় সুখে কৌতুকে উভয় ।
প্রবেশিয়া বনে মনে নাহি গনে ভয় ॥
দুই মল্ল কাত নত্ব করিতে প্রয়াণ ।
দেখিতে দেখিতে হৈল দিবা অবসান ॥
দিনমণি অমনি পশ্চিমাচলে চলে ।
খগগণ হৃষ্টমন যায় স্থলে স্থলে ॥
নানা জাতি বকপাঁতি চলে পালে পালে ।
পক্ষী সব করে রব ব'সে ডালে ডালে ॥
খেচর ভূচর-বন-চর ঝাঁকে ঝাঁকে ।
উড়ে আসে নিজ বাসে কত লাখে লাখে ॥
চটক চটকী শাখীপরে থরে থরে ।
কলকলে যায় চলে নিজ ঘরে ঘরে ॥
প্রদোষে প্রবেশে পিকগণ মুহুর্মুহু ।
বিশাল রসাল শালে করে কুহু কুহু ॥
বৃক্ষোপরে করে পরে বসে শারি শারি ।
সুখে শুকে লয়ে বুকে গায় সারি সারি ॥
মুখে মুখে নিশিমুখে শিখরি-উপরে ।
সুখে সুখে শিখিকুল নৃত্য-কৃত্য করে ॥
গোটে গোটে গোঠে হৈতে সঙ্গেতে গোপাল ।
হাম্বা হাম্বা রবে গৃহে চলে গাভীপাল ॥
যুথে যুথে যুতে যুতে যতেক মরাল ।
তালে তালে গায় চ'লে যায় সন্ধ্যাকাল ॥
কল কল রবে কল কল বনস্থল ।
বেছে বেছে সবে আছে লয়ে ভাল স্থল ॥
বনে বনে করে মিলে বনচরগণ ।
ঘন ঘন ঘনাঘন সদৃশ তর্জ্জন ॥
ক্ষণে ক্ষণে চমকি চমকি ভূমিপাল ।
মনে মনে ভয় গণে দেখি সন্ধ্যাকাল ॥
দিবা গেল সন্ধ্যা এলো সূর্য্য অস্ত হলো ।
এ কি দায় উপজিল চক্রবাকী মলো ॥
পদ্মিনী মুদিল বিধু গগনে উদিল ।
কি দিল বিয়োগী মুখে শেল কি খুদিল ॥
কুমুদিনী ফুটিল যত যুটিল ষট্পদ ।
সৌরভ ছুটিল পদ্মে টুটিল সম্পদ ॥
বিষাদ ঘুচিল মনে চকোর নাচিল ।
কুলটা রমণী মেনে পরাণে বাঁচিল ॥
তিমির নাশিল শশী স্বস্থানে বসিল ।
কুমুদিনী বিকাশিল ভ্রমর পশিল ॥
প্রমাদ পাড়িল বিধি বিচ্ছেদ বাড়িল ।
বিয়োগী পড়িল ধরা নিশ্বাস ছাড়িল ॥

কে যেন গঠিল নিশি নক্ষত্র উঠিল ।
নিশাচরগণ বন বাটেতে রটিল ॥
রজনী হইল দে'খে পরে বন্ধুদ্বয় ।
মহাজম্বুবৃক্ষতলে লইল আশ্রয় ॥
ফল মূল সাধ্যমতে ক'রে আহরণ ।
জম্বুবৃক্ষতলে দোঁহে করিল ভোজন ॥
মকরন্দ পর্ণশয্যা করিয়া রচন ।
দুই বন্ধু তদুপরে করিল শয়ন ॥
কুসুম-শয়নে যার ফুটিত সর্ব্বাঙ্গ ।
কোথায় পাতায় শুয়ে নিদ্রার প্রসঙ্গ ॥
হয়ে আর্ত্ত পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করে মুহু ।
কিন্তু কুমারের স্পন্দ হয় দক্ষবাহু ॥
শুয়ে শুয়ে শুনে দোঁহে সেই বৃক্ষোপরে
শারিকা শুকের সহ মহাদ্বন্দ্ব করে ॥
বৃক্ষতলে দুই বন্ধু করিছে শ্রবণ ।
কালীকান্তে বিস্তারিয়া বলিছে মদন ॥

শারিকার শুকসহ দ্বন্দ্ব

বসন্তরাগেণ গীয়তে

একাবলী ছন্দ

শাখীশাখাশিরে শুইয়ে শারী ।
কহিছে দহিছে প্রাণ আমারি ॥
দ্বিতীয় প্রহর হইল রাতি ।
এখন কেন না আইল পতি ॥
আমি একাকিনী দুঃখিনী নারী ।
তাহার বিরহে রহিতে নারি ॥
হায় হায় মরি কি দায় হ'ল ।
পরাণ-দুর্ল্লভ কোথায় গেল ॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে ।
কহিব কাহারে প্রাণ যে করে ॥
একে ত কামিনী যামিনী ঘোর !
মরি কোথা গেল সে চিত্তচোর ॥
এরূপ বলিয়া কান্দিছে শারী ।
দুনয়ান বহি বহিছে বারি ॥
হেনকালে শুক পবনবেগে ।
আসিয়া বসিল শারীর আগে ॥
শারী হেরি সুখে বসিল ফিরে ।
মানভরে কিছু না কহে কীরে ॥

শুক কহে প্রিয়ে কি দোষ পেয়ে।
রহিলে সুমুখী বিমুখী হয়ে॥
মিছে ক'রে ঠাট কি দেখ নাট।
ছি মেনে ছলনা ছাড় লো ঝাট॥
মুখবিধুমধু কর লো দান।
তোমার বিরহে দহিছে প্রাণ॥
সাধে সাধে কেন সাধিয়া বাদ।
অমৃতে গরল কর বিষাদ॥
দেখ শশী মম দহিছে দেহে।
বুঝি গেল প্রাণ তুয়া বিরহে॥
শিশির সমীর শরীরজ্বালা।
ফুল শূলসম কি হ'ল জ্বালা॥
উহু কুহু রব তব বিরহে।
অশনিসমান লাগিছে দেহে॥
এরূপ শুকের সম্ভাষে শারী।
নাহি ভাষে ভাসে নয়নে বারি॥
বিনাইয়া বাণী বলিছে নারী।
বদনে রোদনবারি নিবারি॥
বাহ বাহ নাথ যাহার তুমি।
তব মনোমত নহি যে আমি॥
বল কি অলি কি কমলে ভুলে।
যাবে সে কি সুখে কিংশুকে ফুলে॥
রবি কভু নাই কুমুদী চায়।
কোথা শশী আসি সরোজে যায়॥
যার সনে যার আছে পীরিতি।
সেই তারে ভজে এই সে রীতি॥
তুমি হ'লে নাথ অন্যেরি ভক্ত।
কিরূপে তোমাতে হব আসক্ত॥
শুক কহে শারি তোমারি কিরে।
অন্য পানে যদি চাই লো ফিরে॥
কি কব অধিক তোরি দোহাই।
অন্যে যদি চাই আঁখিমাথা খাই॥
শারী কহে পুনঃ করিয়া রোষ।
কে বা কোথা রাগে না পেলে দোষ
বাহ বাহ জানি তোমার রীতি।
আমার করিয়া যত পীরিতি॥
ভাল ভালমতে প্রেম-আগুন।
জেনেছি মেনেছি তোমার গুণ॥
বাহ বাহ বাহ ওহে শঠরাজ।
আর তোমা লয়ে নাহিক কাজ॥
দেখ হে কিতব কি তব রীতি।
এমনি ক'রে কে রাখে পীরিতি॥
দেখ দেখি কত হয়েছে রাতি।
এখন এখানে কে আছে সাথী॥
আমি একাকিনী থাকিয়া ঘরে।
হরি হরি প্রাণে মরি যে ডরে॥
এতেক বলিয়া কান্দিছে শারী।
শুক দেখে কহে মিনতি করি॥
প্রেয়সি প্রেয়সি আমায় বলে।
যত যতনেতে বলিলে ছলে॥
যেমনে যে মনে করেছ মান।
কবে কবে কথা বাঁচিবে প্রাণ॥
জীবনে জীবনে বিনে মীনের।
বল কি বল কি থাকে হীনের॥
সুধা সুধাকর যদি না দিবে।
কৈরবে কৈ রবে গৌরব তবে॥
সারসে সার সে যদি না দিত।
মধু মধুব্রত কোথা পাইত॥
দিবা দিবাকর কর না দিবে।
আলো কে আলোকে লোক বাঁচাবে
ঘন ঘনরস দিলে পরে।
চাতকী চাত কি তবে তাহারে॥
দোষা দোষাকর বিধুকে বলে।
তেজে কি তাজে কি যাইবে চলে॥
অতঃ অতঃপর যদি দোষী হই।
ক্ষেম ক্ষেমঙ্করি সকলি সই॥
যেমত যে মত হয় তোমার।
সাজা সাজাইতে দেহ তাহার॥
যেবা যে বাসনা থাকে তোমার।
তদ্দণ্ডে তদ্দণ্ডে কর প্রহার॥
নয়ন নয়নেরি কটু কটাক্ষে।
লক্ষ লক্ষ্য করি হান হে বক্ষে॥
সাধ সাধ যেবা আছয়ে মনে।
সে সব সে সব কর না কেনে॥
কর করপুটে ধরি চরণ।
মানিনী মানি নি মনহরণ॥
রসনা রস না পেয়ে ও মুখে।
তা পেতে তাপেতে মরিছে দুঃখে॥
অধ অধরেতে যে তব সুধা।
তা পানে তাপানে হইছে ক্ষুধা॥

দেখি দেহি মুখ-পীযুষ পান।
কহ কহ কথা জুড়াক প্রাণ॥
পদে পদে পদে ধরি তোমার।
বার বার বার না হবে আর॥
এতেক শুকের বচনে নারী।
রসিকা শারিকা কহিছে ফিরি॥
ভাল বল দেখি বন্ধুয়া মোরে।
কেন এত রাতি আসিতে ঘরে॥
শুক কহে ওহে ইহারি তরে।
বল কি ছিলে কি মানের ভরে॥
আমি ভাবি কোন পাইয়া দোষ।
তুমি মোর প্রতি করেছ রোষ॥
হরি! এত লয়ে সহজ কথা।
মশক মারিতে কামান পাতা॥
আগে যদি ইহা বলিতে প্রাণ।
তবে ত তখনি হ'ত সমাধান॥
শুন কহি তবে তোমার কাছে।
নিশিতে বলিতে শুনে কে পাছে॥
সম্প্রতি এ অতি অপূর্ব্ব কথা।
যেহেতু গৌণ আসিতে হেথা॥
কিন্তু এ একে নিশি তুমি ত নারী।
কেমনে এক্ষণে বলিতে পারি॥
শারী কহে প্রিয় আমার প্রতি।
বলিতে বল না কি আছে ভীতি॥
তবে বল মোরে পর ভাবিয়া।
গোপন করিছ ছল করিয়া॥
তবে তব যথা সুহৃদ আছে।
বল গে যাইয়া তাহার কাছে॥
ইহা বলে যদি শারিকা মানে।
আবার বসিল নত বয়ানে॥
শুকেরে কহিছে কবি মদনে।
আর কি রাখিতে পার গোপনে॥

কন্দর্পকেতুর শুকমুখে কামিনীর বার্ত্তাশ্রবণ

খাম্বাজ—একতালা।

তোরে বলি শুন অসার আশয় ছাড় মন।
ত্যজ অনিত্যংভ্রমণ—
কালীপদ মোক্ষপদ হৃদে কর আরাধন।
যদি মনে থাকে সাধ, তবে কালীপদ সাধ,
যাহে হবে নিরাপদ
সে পদ বিপদভঞ্জন॥

পয়ার

সুখে শুক কহে তবে শুন ওগো ধনি।
কুসুম নামেতে এক আছে রাজধানী।
যথা ভগবতী সতী বেতণ্ডানামিনী।
কাল কালরূপা কালী কৈবল্যকারিণী॥
জ্ঞানদাত্রী জগদ্ধাত্রী কালরাত্রিসমা।
শিব অধিষ্ঠাত্রী মুক্তিকর্ত্রী নিরুপমা॥
শবাসনা ললিত রসনা বিবসনা।
সাট্টহাসা পট্টবাসা খট্টাঙ্গ-ধারণা॥
গলিছে রুধির করে দুলিছে নৃশির।
খণ্ড মুণ্ডমালা আলা করিছে শরীর॥
পুরীপ্রান্তভাগে জাগে অন্তকরূপিণী।
সদা সেই পুরী রক্ষা করেন আপনি॥
তাঁহার সম্মুখে ভগবতী জহ্নুকন্যা।
পবিত্র করিয়া পুরী বহিছেন ধন্যা॥
সেই পুণ্যবায়ু বহে পুরীসমুদয়।
নাহি পাপলেশ দ্বেষ নাহি যমভয়॥
সেই পরিপাটী পুরী ভূপতির ধাম।
পুরন্দরপুরী জিনি গঠনে সুঠাম॥
অট্টালিকাময় শোভে পুরী সমুদায়।
দেখিলে অখিলে হেন নাহি পাওয়া যায়॥
স্থানে স্থানে নানা কীর্ত্তি দেখিতে আশ্চর্য্য।
সদানন্দময় রাজা সুশাসিত রাজ্য॥
কুসুমরচিত প্রায় কুসুম নগর।
কুড়ায় নয়ন হেরে অতি মনোহর॥
চিরদিন বসন্ত একই ভাবে রহে।
মন্দ মন্দ মলয়ার বায় তাহে বহে॥
পঞ্চ ক্রোশ গড়মধ্যে রাজার বাজার।
ন্যায্য যে বাণিজ্য করে হাজার হাজার॥
কত শত সরোবর শোভে থরে থর।
সারস সারসোপরে চরে পরস্পর॥
সেই নগরের পতি সর্ব্বগুণস্থান।
অনঙ্গশেখররূপে অনঙ্গ সমান॥
তেজে তপনের প্রায় প্রতাপে রাবণ।
দানে বলি বলি তাঁরে মন্ত্রে বিভীষণ॥

শ্রীমান্ ধীর্মন্ কীর্ত্তিমান্ মহাশয়।
দোর্দ্দণ্ডে প্রচণ্ড দণ্ডধারী অতিশয় ॥
উর্ব্বশী রূপসী রাজমহিষী যুবতী।
নামেতে অনঙ্গবতী রূপে যেন রতি ॥
অপ্রদত্তা ভূপতির আছে এক বালা।
নামেতে বাসবদত্তা জিনি কামকলা ॥
আহ্লাদে কামিনী ব'লে ডাকেন ভূপতি।
সন্তান বিহনে তারে স্নেহ করে অতি ॥
অষ্টাদশ বর্ষপ্রায় পরমা রূপসী।
যেন শশী খসি ভূমিতলে আছে বসি ॥
বিনোদিনী যখন বিনায়ে বান্ধে বেণী।
পুরুষে বধিতে শিরে ধরে কি নাগিনী ॥
কে জানে কি বিষ আছে নয়নে তাহার।
কটাক্ষে পুরুষে করে জীবন সংহার ॥
ইহা ভেবে বিধি বুঝি তাহার বদনে।
পূরিয়া পীযূষরস রেখেছে যতনে ॥
হাটক কটক কিবা শোভিছে শ্রবণে।
ছলে কি ফাঁস তুলে রেখেছে যতনে ॥
রতিপতি রতিপ্রতি বিরতি করিয়া।
যার কটিমাঝে আছে অনঙ্গ হইয়া ॥
ত্রৈলোক্যের রূপ বিধি একত্র করিয়া।
রেখেছে কি রসে মাখি গুণেতে গাঁথিয়া ॥
এই হেতু সেই ধনী ত্রিলোকমোহিনী।
কামের কামিনী জিনি কামের কামিনী ॥
কি কব অধিক যারা বনের ষট্‌পদ।
যারে হেরে চম্পকেতে নাহি দেয় পদ ॥
নবীনা যৌবনা ধনী সেই নৃপবালা।
যৌবন বিবাহ বিনে বাড়ে মনোজ্বালা ॥
কুহু রবে উহু রবে ঝাঁপে দুই কাণ।
কুসুম বিষম বলে ছলে মারে টান ॥
ভ্রমর ঝঙ্কার হুহুঙ্কার ভেবে বালা।
অলঙ্কার ভয়ঙ্কর নাহি পরে মালা ॥
মঞ্জুরে মঞ্জরী হেরি কুঞ্জরগমনী।
নিকুঞ্জ বিপিনে আর না যায় আপনি ॥
শশী বিষবোধে নিশি মুখে শশী মুখে।
অঞ্চলে ঢাকিয়া চলে যায় মনোদুঃখে ॥
যৌবনের বেলা বালা বিবাহ বিহনে।
বিরহ হুতাশ বাস করে মনবনে ॥
প্রাণপণ গোপন করয়ে মনোজ্বালা।
দেহ দহে তবু নহে কহে সে অবলা ॥
মদন কহিছে বটে বালিকার ধর্ম্ম।
প্রাণ গেলে নাহি বলে আপনার মর্ম্ম ॥

বিবাহবিনা কামিনীর বসন্তে কামোদ্দীপন

ললিত দীর্ঘ-ত্রিপদী

বসন্ত ঋতুরাজ, করিয়া রাজসাজ,
আপনি ধরামাঝ আসিল।
মদন সহচর, লইয়া সংচর,
ঘিরিয়া চরাচর বসিল ॥
যাবত পিকবর, লইয়া সে খবর,
ফিরিয়া ঘর ঘর গাইল।
মলয় মৃদু বাত, ধরিয়া পিকহাত,
তাহারে ক'রে সাথ ধাইল ॥
কমলবন ফুটে, ভ্রমরগণ যুটে,
মধুর লোভে ছুটে চলিল।
শুনিয়া গুন গুন, বিরহি-মনাগুন,
হইয়া ষড়গুণ জ্বলিল ॥
পিক রসাল শালে, মুকুল ডালে ডালে,
দেখিয়া পালে পালে মাতিল।
পল্লবি-শাখিগণ, মদন দেখে বন
আপন শরাসন পাতিল ॥
ফুটিল যুথি জাতি, কুসুম নানা জাতি,
মাতি ভ্রমরপাতি পশিল।
ফুলের সুসৌরভে, বিপিনচর সবে,
সকল কলরবে রসিল ॥
একে ত কাল মধু, নিকটে নাহি বঁধু,
তাহে পবন মৃদু বহিল।
বিরহি-যুবতীর শরীরে সে সমীর,
যেন বিষম তীর দহিল ॥
একে ত নববালা, তাহে বিরহ-জ্বালা,
বিবাহবিনা জ্বালা ঘটিল।
এলো মাধবকাল, বিষম হ'ল কাল,
তাল কি জঞ্জাল রটিল ॥
ফুকুরে নাহি কহে, বিরহদাহে দহে,
নয়ন-বারি বহে ভাসিল।
কামিনী-অভিলাষ, হইল পরকাশ,
মদন কালী আশ ভাষিল ॥

কামিনীর বিবাহার্থে সখীগণের ভূপতির প্রতি নিবেদন

পয়ার

এইরূপ কাল হৈল সে বসন্তকাল।
প্রাতঃকাল সন্ধ্যাকাল ঘটায় জঞ্জাল ॥
কামিনীর আঁখি মন পানী থাকি থাকি।
চঞ্চল হইল যেন পিঞ্জরের পাখী ॥
হৃদয়-পিঞ্জর কেটে ছুটে যেতে চায়।
কি করিবে লজ্জার শৃঙ্খল আছে পায় ॥
ক্রমে কামিনীর হৈল এইরূপ ভাব।
দেখে সখীগণ তর্ক করে নানা ভাব ॥
কোন সখী বলে সখী এ কি দেখি আর।
কহ কামিনীর কেন এমত আকার ॥
সেই রামা বলে গো মা কে জানে কি হবে।
কেবল হইল ক্ষীণ নিশিদিন ভেবে ॥
জিজ্ঞাসিলে নাহি বলে করে গো গোপন।
অনুমানি বুঝি মনে জেগেছে মদন ॥
আর জনা বলে সই কি কথা বলিলে।
বিয়ে দিলে ষেটের কোলে হতো ছেলেপিলে
আঠার বৎসর প্রায় হ'ল বয়ঃক্রম।
কেন না হইবে তার মনে ব্যতিক্রম ॥
কি জানি ভূপতি কিবা ভেবেছেন মনে।
কামিনীর বিয়ে বুঝি নাহি দেবে মেনে ॥
আর রমা বলে বটে ইহারির তরে।
কামিনী যামিনী দিবা দুঃখিনী অন্তরে ॥
দাবদগ্ধ মৃগীপ্রায় চারিদিক্ চায়।
নহে কেন অকারণে শরীর শুকায় ॥
আর জনা বলে সই ইহা যদি হবে।
পিতায় মাতায় কেন নাহি কয় তবে ॥
কোপে কহে আর নারী তাহার কথায়।
বিয়ে দাও ব'লে না কি বাপে বলা যায় ॥
ছি ছি মেনে হেন কথা খেয়ে নিজ লাজ।
কে কহিতে পারে মর্ পিতার সমাজ ॥
তবে বুঝি এই গুণ তোর ভাল আছে।
বিয়ে লাগি বলেছিলি জনকের কাছে ॥
আর এক সখী কহে শুন লো গো তোরা।
ইহা লাগি কেন দ্বন্দ্ব ক'রে মরি মোরা ॥
চল মোরা সবে মেলি একত্র হইয়া।
ভূপতিরে কহে দিব কামিনীর বিয়া ॥

মহারাজ যা বলিবে সেই সে হইবে।
আমাদের এ কথায় কি ফল ফলিবে ॥
অতএব তোর সখি চল সবে মিলি।
বিশেষিয়া সব কথা ভূপতিকে বলি ॥
প্রবীণার এই বাণী যতেক নবীনা।
শুনি পরস্পর হৈল উত্তরবিহীনা ॥
সবে বলে ভাল কথা বলেছে গো সখি।
ইহা বিনা সদুপায় আর নাহি দেখি ॥
উঠ চল যাই মহারাজ আছে যথা।
বিশেষ বলিব সব কামিনীর কথা ॥
এই কথা স্থির ক'রে যত সখীগণ।
চলিল ত্বরায় যথা আছেন রাজন ॥
প্রণমিয়া পদতলে কহে করপুটে।
কামিনীর সব কথা রাজার নিকটে ॥
কামিনী দুঃখিনী ইহা শুনি সখীমুখে।
নিজে সখীসহ নৃপ চলে মনোদুঃখে ॥
উপনীত মহীপাল কন্যার সদন।
এথা বালা একা ব'সে করিছে রোদন ॥
ভূপতির আগমন শুনিয়া কামিনী।
সম্ভ্রমে উঠিয়া আসি প্রণমিল ধনী ॥
অমনি ভূপতি কামিনীরে লয়ে কোলে।
বৎসলে বাৎসল্য বাক্য কতমত বলে ॥
বল মা রঙ্গিণি ক্ষীণাঙ্গিণী এত কেন।
দেখি দাবদগ্ধ মুগ্ধ সারঙ্গিণী যেন ॥
কি দুঃখে হয়েছে হেন দুঃখিনী আকার।
নাহি গায় আভরণ নাহি গলে হার ॥
কিসের অভাবে হেন হইয়াছে ভাব।
কিবা কোন ভাব হইয়াছে আবির্ভাব ॥
মোরে সত্য বল মা গো না কর গোপন।
তোমার দেখিয়া দুঃখ দহিছে জীবন ॥
পিতার কথায় ধনী হ'ল নম্রমুখী।
লজ্জায় না কহে কথা কহে যত সখী ॥
মহারাজ কামিনীর বিবাহের চিন্তে।
অন্য কোন ভাব নহে নাহি কোন চিন্তে ॥
রাজা বলে কেন মা গো ইথে কি ভাবনা।
কারে বরিবে গো বিভা তা কেন বল না ॥
কত শত রাজসুত পাঠায় ঘটক।
তোমার বিবাহ হতে তার কি আটক ॥
আমার নিকটে দেখি এ কোন প্রয়াস।
আনিয়া মিলাব যারে কর অভিলাষ ॥

ত্বরায় হইবে স্বয়ংবরের উদ্যোগ।
আজ্ঞামাত্র হবে শুভকর্ম্ম যোগাযোগ ॥
ইহা ব'লে চলে মহীপাল কুতূহলে।
প্রবেশিল অন্তঃপুরে রাণীর মহলে ॥
এথায় মহিষী লয়ে দশ জন দাসী।
কামিনী-বিবাহ-কথা কহিছে রূপসী ॥
হেনকালে ভূপতি আসিয়া উপনীত।
উভে হেরি উভয়েরি বাড়িল সম্প্রীত ॥
কন্যার বিবাহজন্য অগ্রেই রূপসী।
ছলে বলে মহীপালে ভর্ৎসিয়া মহিষী ॥
আহ্লাদে কন্যা তব কামিনী রতন।
তাই বুঝি তারে এত কর হে যতন ॥
লালন পালন বহু করিয়াছ ব'লে।
এবে একেবারে বুঝি সুলে ভুলে গেলে ॥
বিশেষ বংশেতে তব নাহিক সন্তান।
তেঁই বুঝি কন্যাটিকে না করিবে দান ॥
এই বুঝি মনে মনে ভেবেছ রাজন।
অনায়াসে দৌহিত্রের দেখিবে বদন।
সদা ব্যস্ত রাজকর্ম্মে মত্ত যেন থাক!
লোকত ধর্ম্মত ভয় কিছু নাহি রাখ ॥
আমি নারী সতত কামিনী নিরখিয়া।
দিবানিশি ভাবি বসি বিবাহ লাগিয়া ॥
রাণীর কথায় আরো হইয়া অস্থির।
অগ্রেতে ব্যগ্রতা বড় হৈল ভূপতির ॥
রাজা বলে মিছে কেন আর বল মোরে।
এথা আসিয়াছি আমি উহারির তরে ॥
তব অনুমতিমাত্র অপেক্ষা ইহাতে।
অদ্যই উদ্যোগ হবে বিয়ে হয় যাতে ॥
মদন কহিছে আর না ভাব রূপসী।
ভাবিবে ভূপতি এবে নিশি দিবে বসি ॥

ভূপতির কামিনী স্বয়ংবরানুমতি

নৃপ গৃহ গিয়ে, বসে বার দিয়ে,
ডাকাইল সভ্যগণে।
পাত্র মিত্র যারা, ধেয়ে এলো তারা,
রাজার হুকুম শুনে ॥
রাজা মহামতি, করে অনুমতি,
শুন সবে সভ্যগণ।
দুহিতার বিভা, দিবানিশি দিবা,
কর তার আয়োজন ॥
আজি রাতারাতি, লিখে পত্রপাতি,
পাঠাইবে দেশ দেশ।
যত রাজগণ, করি নিমন্ত্রণ,
জানাবে মম আদেশ ॥
শুভ মন্ত্রী ধীর, ক'রে দিন স্থির,
লিখিবে যতন করি।
আছে মম কন্যা, ত্রিভুবনধন্যা,
রূপসী রূপে অপ্সরী ॥
তাহার বিবাহ, হইবে নির্ব্বাহ,
স্বয়ংবর-সমাধান।
এই সে জানিবে, সে যারে ধরিবে,
তারে দিব কন্যা-দান ॥
নানাবিধ দ্রব্য, দিব্য হব্য গব্য,
আন শত শত ভার।
দেব ঋষি মুনি, যেই মত যিনি,
পত্রিকা পাঠাও তার ॥
একে মোর কন্যা, তাহে মহী-মান্যা,
তাহার বিবাহ দিব।
কর এই মত, আয়োজন যত,
অধিক বা কি কহিব ॥
পুরী সমুদয়, সুসজ্জিতময়,
ত্বরায় করাও বসি।
আছে যথা নীত, হবে নৃত্য-গীত,
অদ্যাবধি দিবানিশি ॥
যত দাসদাসী, কিবা প্রতিবাসী,
সবে দিবে আভরণ।
যেবা যা চাহিবে, তারে তাই দিবে,
সন্তোষে তুষিবে মন ॥
এই আজ্ঞা দিয়ে, ভূপতি উঠিয়ে,
অন্দরে করে গমন।
আজ্ঞা অনুসারে, সেই কর্ম্ম করে,
সবে সভাসদগণ ॥
ঠাকুর-দুহিতা, হবে বিবাহিতা,
ইহা বলে পরস্পরে।
এদিকে সকলে, মহাকোলাহলে,
আনন্দ-উৎসব করে ॥

মদনমোহন, করিয়া যতন,
কালীর সম্প্রীতি তরে।
অসার আশার, করিতে সুসার,
ভাষার রচনা করে॥

স্বয়ংবরায়োজন ও নানা দেশীয় ভুপতিগণের স্বয়ংবরার্থে যাত্রা এবং পথি পরস্পর কলহ

পয়ার

রাজ-অনুমতি-মতে সব সভ্যগণ।
স্বয়ংবর লাগি করে নানা আয়োজন॥
আস্ত খাদ্য চতুর্বিধ হয় আহরণ।
বাদ্যকরে বাদ্য করে করে আনয়ন॥
সঙ্গীতে আলাপ করে সংগীতে আলাপ।
মৃদঙ্গ জয় ঢাকে ঢাকে আলাপ-কলাপ॥
নাচে নাচে নাচে কত নর্ত্তকী নর্ত্তক।
চারি ভিত সুশোভিত পৃথক্ পৃথক্॥
বীণা বিনা বিনাইয়া হেন গান গায়।
তানে মানে গানে আনে পঞ্চস্বর তায়॥
সপ্তস্বরা সুস্বরে সপ্তম স্বরে গায়।
লয়ে লয় হয় মন বসিলে তথায়॥
কতক কথক কত গাথকের মেলা।
আসরে আসরে গায় বাসরের বেলা॥
"দীয়তাং ভোজ্যতাং" বই অন্য কথা নাই।
এদিকে যে দিকে যাই তাই শুন্‌তে পাই॥
যেন শত মুখে একে এক মুখে ভাসে।
সুখের সাগরে সবে সুখে সুখে ভাসে॥
এথায় অন্তঃপুরে লয়ে সখীগণ।
রাণী নানামতে করে ধন-বিতরণ॥
মম এক কন্যা ধন্যা তার বিয়ে দিব।
ইথে যে চাহিবে যাহা তারে তাই দিব॥
ইহা শুনে আইসে যত ব্রাহ্মণীব্রাহ্মণ।
রাণী যত্নে রত্ন দান করে অনুক্ষণ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-কোলাহলে করে উলুধ্বনি।
মঙ্গলাচরণ করে যতেক রমণী॥
কামিনীর বিভা হবে শুনিয়া সকলে।
পরম কৌতুকে ভাসে আনন্দ সলিলে॥
এখানে যতেক রাজা পাইয়া সংবাদ।
সকলে জানিল মনে পরম আহ্লাদ॥
শুনিয়াছি ত্রিভুবন-মোহিনী কামিনী।
তার বিভা শুনে যাত্রা করিছে তখনি॥
কেহ বসেছিল মাত্র করিতে ভোজন।
কেহ নিশিযোগে ছিল করিয়া শয়ন॥
হয়ে গতব্রীড়া ক্রীড়া করিয়া কৌতুকে।
রমণীরে লয়ে শুয়েছিল কেহ সুখে॥
অর্দ্ধাশন অনশন ত্যজিয়া শয়ন।
অমনি রমণী থুয়ে করিছে গমন॥
আগে গেলে আগে পাব ইহা ক'রে মন।
পত্র পাবামাত্র ছুটে রাজপুত্রগণ॥
বারবেলা কালবেলা কেহ নাহি বাছে।
ভাবে আমি না যাইতে অন্যে লয় পাছে॥
কামিনী ভুলাতে ভূষা করে ভূপগণ।
যতনে রতনে পরে মনের মতন॥
জোড়ায় জড়ায় তেহ জড়াও রতন।
গলায় ঝুলায় কেহ দিব্য আভরণ॥
বহুমূল্য-মণি-তেজে তুল্য দিনমণি।
কোন নৃপ-চূড়ামণি করে চূড়ামণি॥
কোন মহারাজ করে সাজ শিরে তাজ।
কেহ ঢেড়ি পাগ্‌ড়ি বান্ধে মস্তক সমাজ॥
আভরণ বিবরণ কি কব বিস্তার।
বাছিয়া পরিল গৃহে যা ছিল যাহার॥
সবে গণে মনে মনে আমার সজ্জায়।
কামিনী দেখিবামাত্র বরিবে আমায়॥
এইরূপ মনোরথে ক'রে আরোহণ।
পথে রথে চড়ি কেহ করিছে গমন॥
কেহ অশ্বে কেহ উষ্ট্রে কেহ বা বারণে।
করিছে গমন সবে আনন্দিত মনে॥
কুতুহলে চলে আভরণ গলে দোলে।
তক্ তক্ চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ জলে॥
বেগেতে ভূষণ কারো পড়ে ধরাতলে।
কেবা তায় ফিরে চায় বেগে যায় চ'লে॥
পাছে দিন বহে যায় এই ভয় মনে।
অনাহার দিবানিশি যায় ভূপগণে॥
পথে পরস্পরে হেরে কহে এই কথা।
কেন বৃথা হেথা ভাই বল চল কোথা।
কামিনী অমনি ভাই আমায় বরিবে।
মিছে কেন পথ হেঁটে তোমরা মরিবে?

শুন মম সমুচিত হিত উপদেশ।
ফিরে ফিরে যাও ভাই নিজ নিজ দেশ॥
কি করিবে সাধ্য কি হে না ভাব বিষাদ।
বল বিধু পাওয়া যায় করিলে কি সাধ?
তাহা শুনে ক্রোধমনে কহে অন্য জনা।
মর বেটা তুই কেটা তোরে আছে জানা॥
কন্দর্প এসেছে যেন এই মহীতলে।
তাই সে বরিবে তোরে আমাদের ফেলে॥
ফিরে বল দেখি যাদু ফিরে বল দেখি।
মরি মরি কামিনী বরিবে তোরে না কি?
ধিক্ তোরে ধিক্ তারে ধিক্ ত আমারে।
আমারে হেরিয়া সে কি বরিবে রে তোরে
আর জন বলে তুমি গর্ব্ব কর কিসে?
আমাকে পাইয়া তোরে বরিবেক কি সে?
অমুকের বেটা তুই অমুকের নাতি।
কোন্ জন নাহি জানে তোর কুল জাতি?
দাঁড়কাক হয়ে কর সহকারে আশ।
কি কব অধিক ধিক্ তোর অভিলাষ॥
ক্ষত্রিয়কুলেতে আমি প্রধান কুলীন।
খাঁটা খাঁটি কুলে মোরে নাহিক মলিন॥
আর জন বলে মর কুলেতে কি কাজ।
এ কথা বলিতে তোর নাহি হয় লাজ?
কোথা জাতি কুল বাছে স্বয়ংবরায়।
ধন জন গুণ রূপ দেখয়ে তথায়॥
ধনেতে ধনেশ আমি গুণেতে গণেশ।
সকল জনেশ যশে খ্যাত দেশ দেশ॥
অতএব এই কথা নিশ্চয় জানিবে।
কামিনী দেখিবামাত্র আমাকে বরিবে॥
আর জন বলে বট উপযুক্ত বর।
আছে বটে ধন জন বহু গুণাকর॥
কিন্তু তব মুখবিধু নিরখিয়া ভাই।
কেমনে বরিবে সে যে আমি ভাবি তাই॥
মুখপোড়া বানরসম অতি মনোলোভা।
উল্লুক লুকায় লাজে দেখে যার শোভা॥
অতএব অনায়াসে শ্রীমুখের বেশে।
দেখিতে না ভর সবে বরিবেক এসে॥
অতঃপর সেই ধনী আমাকে বরিবে।
হৃদয়ের হারে সদা গাঁথিয়া রাখিবে॥
আর জন বলে সত্য বটে তব সনে।
কামিনীর স্বয়ংবরা নাহি হবে কেনে?

তব কান্তি কান্তি লৌহ কান্তি ভ্রান্তি কর
সুতরাং কেন নহ উপযুক্ত বর?
লোহার কার্ত্তিক যেন সুঠাম গঠন।
কি কব সঙ্গেতে নাই ময়ূর বাহন॥
অতএব ধিক্ ধন ধিক্ তোর গুণ।
ফিরে ঘরে যাও ভাই মোর কথা শুন॥
সুনিশ্চিত সে কামিনী আমার কামিনী।
তার লাগি আমি ভাবি দিবস যামিনী॥
এইরূপ পররূপ নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
আপনার গুণরূপ বন্দিয়া বন্দিয়া॥
পথমধ্যে বিবাদ করিতে পরস্পর।
উত্তরিল ভূপগণ কুসুম নগর॥
দেখে তথা তা বড তা বড় রূপবান্।
কামিনীর আশে আসিয়াছে সেই স্থান॥
তথাপি হয়েছে হেন বাহুজ্ঞানরোধ।
আমারে বরিবে ব'লে করিছে বিরোধ॥
মদন কহিছে মনে, মন! কলা খাও।
গাছেতে কাঁঠাল কেন ওষ্ঠে তৈল দাও॥

ভূপতিগণের কুসুমনগরে প্রবেশ

দীর্ঘ-ত্রিপদী

যত নরপতিগণ, হয়ে আনন্দিতমন,
প্রবেশিল কুসুমনগরে॥
সবে সুসজ্জিতময়, হেরি পুরী সমুদয়,
ভূপতিকে সাধুবাদ করে॥
কেহ কহে ধন্য ভূপ, মরি কিবা অপরূপ,
সুসজ্জিত করেছে নগরী।
তেমনি কি চারি ভিত, সদা করে নৃত্যগীত,
কিন্নরী অপ্সরী বিদ্যাধরী॥
যা হোক্ যেমন রাজা, তেমতি ইহার প্রজা,
তেমতি এ অপূর্ব্ব নগর।
তেমতি ভূপতি-কন্যা, রূপে গুণে মহীধন্যা,
এইরূপ ভাবে পরস্পর॥
ইতোমধ্যে দূতগণ, করে গিয়া নিবেদন,
ভূপতিরে অতি সমাদরে।
নিমন্ত্রিত রাজগণ, করিয়াছে আগমন,
মহারাজ তোমার নগরে॥

শুন শুন মহীপতি, যথা হয় অনুমতি,
দ্রুতগতি করহ বিধান।
করিয়াছ নিমন্ত্রণ, আসিয়াছে ভূপগণ,
কোথা কারে দিব বাসস্থান॥
কলিঙ্গ তৈলঙ্গপতি, অঙ্গ-বঙ্গ-অধিপতি,
মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
কাম্বোজ কামাখ্যা-কীর, আজমীর কাশ্মীরবীর
নানাদেশী মহামহীপতি॥
দূতের বচনে রায়, আপনি তথায় যায়,
যথাযোগ্য করিয়া সম্মান।
যে জন যেমত ভূপ, তাহার তদনুরূপ,
বাছি বাছি দিলা বাসস্থান॥
ভাণ্ডারী ডাকিয়া রায়, অনুমতি করে তায়,
নৃপগণে দিতে দ্রব্যজাত।
শয্যা আদি উপহার, দেয় দ্রব্য ভার ভার,
আছে লোক যার যত সাথ॥
এইরূপ আয়োজনে, রাজগণ হৃষ্টমনে,
পরস্পর নৃপেরে বাখানে।
সে দিন হইল সারা, পরদিন স্বয়ংবরা,
কবিবর ভাবিছে এখানে॥

ভূপতিগণের স্বয়ংবরা-পূর্ব্বনিশিতে কামিনীর নিমিত্ত উৎকণ্ঠা

পয়ার

সন্ধ্যা সহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা।
নৃপগণে করিতে আইল স্বয়ংবরা॥
প্রতি নৃপতির প্রতি করিয়া সম্প্রীতি।
নিশিযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি॥
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপতি।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রতি হইল বিমতি॥
কেবল অসার আশা মনে করি সার।
কাটায় সুদীর্ঘ নিশা ভাবিয়া অপার॥
আশাসঙ্গে সঙ্গ যত হয় সঙ্গোপনে।
ততই আশার প্রতি বাড়ে মনে মনে॥
আশার মহিমা-সীমা কি কব কথায়।
একা সবাকার মন সমান যোগায়॥
আশারে হৃদয়মাঝে করিয়া স্থাপন।
সবে সুখে শুয়ে করে নিশি জাগরণ॥
কেহ ভাবে রজনীতে কিরূপ পোহাবে।
কামিনীরে পেয়ে প্রাতে পরাণ জুড়াবে॥
কেহ কহে জননি রজনি! মোর প্রতি।
কৃপা করি সুপ্রভাতা হও গো সম্প্রতি॥
কামিনী বরিবে মোরে নাহি সহে ব্যাজ।
কি করে উদরে ক্ষুধা মুখে আর লাজ॥
উৎকণ্ঠায় কণ্ঠাগত হয়েছে জীবন।
উপায় না দেখি বিনা তার দরশন॥
কেহ ভাবে কি কাল হইল রাত্রিকাল।
প্রভাতা না হয় দেখি এ বড় জঞ্জাল॥
তবে বুঝি কোন জন প্রকাশিয়া ছল।
কামিনীরে হরিতে করেছে এই কল॥
কামিনীর সমা নিরুপমা কোথা আছে?
আমারে বঞ্চিয়া কেবা হ'রে লয় পাছে॥
কেহ ভাবে হেন ভাগ্য মোর কি হইবে?
কামিনী অমনি আসি আমায় বরিবে॥
ওহে বিধি! গুণনিধি! করি নিবেদন
কবে এই সুখসাধ হবে সম্পূরণ?
কামিনী যামিনীযোগে আমার ভবনে।
আসিয়া বসিবে মম হৃদিসিংহাসনে॥
যদি দিয়াছ হে আঁখি করিয়া যতন।
তবে এবে কর তার সফল জীবন॥
কহ কবে কামিনীর শরীর-পরশে।
মম দেহ লৌহ স্বর্ণ হইবে পরশে॥
হায় তার মুখমধু ক'রে পান।
সফল হইবে না কি এ বিফল প্রাণ?
ওহে অভাগার ভাগ্যে হেন কি লিখিবে।
স্বয়ং বিড়ালভাগ্যে শিকা কি ছিঁড়িবে?
এইরূপে ভূপগণ ভাবে কত মত।
ক্রমশঃ ক্রমশঃ নিশি ঘোর হয় যত॥
সারা নিশি জাগিয়া করিছে কালযাপ্য।
মনে মনে কত ভণে প্রলাপ আলাপ॥
কেবল করিয়া মনে কামিনীর আশ।
শয্যাকণ্টকের ন্যায় করে আশপাশ॥
যদি বৃক্ষে কোন পক্ষী ডাকে দৈববশে।
প্রভাত হয়েছে ব'লে সবে উঠে বসে॥
কোন রাজ করে সাজ হয়ে অগ্রসর।
কেহ বা পাঠায় অগ্রে নিজ সহচর॥
এইরূপে উৎকণ্ঠায় যত নৃপগণ।
সারানিশি বসি বসি করে জাগরণ॥

মদন কহিছে সবে বহুবিধ যুক্তে।
বুভুক্ষিত হ'লে কেবা দিকরেণ ভুক্তে?

ভূপতিগণের সভারোহণ

পয়ার

যোগেযাগে শুভযোগে পোহাইলা নিশা।
রবিকরে আলো করে প্রকাশিলা দিশা॥
খরকর হিম করে করাইলা মৃষা।
কুমুদিনী মনে মনে বাড়াইলা রিষা॥
পদ্ম ফুটে ভ্রমরের ঘুচাইয়া তৃষা।
কোকের বিরহানলে নিভাইলা শিশা॥
প্রভাতা যামিনী দেখে হইলা চেতন।
ভূপগণ হৃষ্টমন মেলিয়া নয়ন॥
দুর্গা দুর্গা বলে উঠে ত্যজিলা শয়ন।
নিত্য প্রাতঃকৃত্য ক'রে ধুইলা বদন॥
স্বয়ংবরা যেতে ত্বরা পরিলা বসন।
যার যত নামামত ধরিলা ভূষণ॥
মহাজাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে করিলা গমন।
স্বয়ংবরাস্থানে সবে বসিলা রাজন॥
প্রতিতক্তা পরে মুক্তা শোভিছে আসনে।
তাহে কার মন নাহি লোভিছে বসনে॥
নিবাতপ তন্দ্রাতপ দুলিছে পবনে।
তাহাতে ঝালর ভালো ঝুলিছে সঘনে॥
সূর্য্যকান্তমণি আরো জ্বলিছে তপনে।
যেন কি তারকা দেখা যাইছে গগনে॥
থরে থরে বেদি পরে বসিছে সকলে।
আপন আপন মন তুষিছে বিরলে॥
সম্মুখে নকীব কারু ফিরিছে টহলে।
জয়ধ্বনি ভূপতির হইছে মহলে॥
অগ্রবর্ত্তী ভাটে কীর্ত্তি গাইছে কৌশলে।
দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ করিছে কুশলে॥
কেহ নিজ দক্ষ বাহু রাখিয়াছে স্থূলে।
কেহ বা বলয় কর্ণে ধরিয়াছে ভুলে॥
কেহ বা কুণ্ডল পরিয়াছে শ্রুতি-মূলে।
কেহ বা সন্ধান পাতিয়াছে ভুরুছলে॥
কেহ বা যতনে মালা গাঁথিয়াছে ফুলে।
তাহাতে বিন্যাস কিবা করিয়াছে চুলে॥

এ দিকেতে ঘন ঘন বাজিল বাজনা।
হুলাহুলি কোলাহলি গাজিল গাজনা॥
অন্তঃপুরে নৃপবালা সাজিল সাজনা॥
সিন্দুর মুকুতাহারে মাজিল মাজনা।
মঙ্গল-আরতি দীপে রাজিল রাজনা।
যথাবিধি কুলদেবে যাজিল যাজনা॥
পুনরায় সুমঙ্গলে হয় হোলাহুলি।
কামিনীরে আনে যানে ক'রে তোলাতুলি॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলে কোলাকুলি।
আনন্দে সকলে করে নানা বোলাবুলি॥
দূর হৈতে হেরে হৈল মন দোলাদুলি।
লইতে ভূপতিগণ করে ঝোলাঝুলি॥
মদন কহিছে কেন কর রোলারুলি।
স্থির হও এখনি হইবে খোলাখুলি॥

কামিনীর স্বয়ংবরার্থ সভায় আগমন

মেঘ-মল্লার—যৎ

সুখে চলিল কামিনী ধনী লভিতে রতন।
সুধাসিন্ধুনীরে ভাসে প্রফুল্লবদন॥
সঙ্গে সহচরী যারা, সবে শোভে তারা তারা,
স্বয়ংবরা হেতু ত্বরা করে আকিঞ্চন॥ ধ্রু॥

অনুষ্টুপ্ ছন্দ

আইল নৃপ-বালিকা। বাজিল করতালিকা॥
দোলত ফুলমালিকা। সা মনসিজ নালিকা॥
মন্মথ-শিখিজালিকা। স্থাণু-মন-বিচালিকা॥
কামবিশিখপালিকা। মদন হৃদয়-লালিকা॥

একাবলী ছন্দ

রূপে ত্রিজগৎ করে উজলা।
সুখে সুখাসনে নৃপতিবালা॥
সাধেতে সাধিতে আপন কাজ।
পশিল সভার সভার মাঝ॥
ধনী সুখাসন হ'তে নামিল।
যেন কি চপলা ভূমে খসিল॥
একে রূপবতী করেছে সাজ।
শশী মসী মাখে পাইয়া লাজ॥
রূপ দেখে' দুঃখ স্ববর্ণ স্নেহ।
দহনে দাহন করিছে দেহ॥

তাহার চিকুরে যে করে শোভা।
শোভা শোভা পায় পাইয়া লোভা ॥
কমল কোমল-বদন হেরে।
জলমাঝে লাজে পশিল পরে ॥
ভুরু গুরু-কাম-কামান-মেন।
নয়ন-তারকা গুটিকা যেন ॥
যুবজন-মনমৃগ রধিছে।
সন্ধান পূরিয়া যত আসিছে ॥
হেমময় পয়োধর হেরিয়া।
গুরু মেরুবর গেল হারিয়া ॥
কোটি কাম তার কটির মাঝে।
দিবসরজনীসম বিরাজে ॥
সঘন জঘন ভারেতে ফণী।
কাতর ধরিতে শিরে ধরণী ॥
চলিতে ঈষৎ তুলিছে উরু।
যেন কি রতির পরম গুরু ॥
ধীরে ধীরে ধীরে আসিছে চ'লে।
অলি কি ফুকারে নূপুরছলে ?
ঝুণু রুণু রুণু নূপুর বাজে।
অরাল মরাল লুকায় লাজে ॥
সুধামাখা বাঁকা আঁখি ঠারিয়া।
তবু ধনী প্রাণ লয় কাড়িয়া ॥
হাব ভাব যার ভাবের ভাবা।
হেন রূপ কভু নভুতভাবা ॥
তার রূপ হেরে নৃপতি সব।
সজীবনে যেন হইলা শব ॥
যেখানে বসিয়াছিল যে জন।
হ'লো অচেতন থাকি চেতন ॥
পটের পৃথুল পুতুলপ্রায়।
হলো কায় সায় হেরিয়া তায় ॥
বুঝি সভাকার পরাণপাখী।
ধনী কি বধিল ঠারিয়া আঁখি ॥
কিবা গুরু ভুরু সরু বড়িশে।
যুবমনমীন ধরিল এসে ॥
শিব! শিব! শিব! কি দিব তুলা।
একেবারে ম'লো নৃপতিগুলা ॥
তাহে কহে ধনী মধুরধ্বনি।
বুঝি সেই গুণি-প্রাণ-হরণী ॥
গেল গেল বুঝি গেল জীবন।
হরি হরি এ কি বিষ-লোচন ?
কামিনী এমনি করে মোহিত'।
সভায় আইল সখীসহিত ॥
করে দোলে এক কুসুমমালা।
মূরতি মতি কি আশার হালা ॥
বরগলে দিয়ে মালিকা গাছি।
বেন্ধে লবে দিয়ে প্রেমের কাছি ॥
দেখে গলা তুলে সকলে আছে।
আগে দিবে আসি আমার কাছে ॥
সবে উর্দ্ধমুখ সুমুখী হেরে।
কতমত মনোরথ যে করে ॥
কহে ধনী যদি আমায় বরে।
তবে হৃদি হতে নামাবে কে রে ?
এরে ক'রে সদা মননপাখী।
পুষিব হৃদয়-পিঞ্জরে রাখি ॥
এইরূপ নানা করে মনন।
আশে ভাষে করি মদন ॥

কামিনীর নিকট ভাটমুখে ভূপতিদিগের পরিচয়

পয়ার

প্রথমতঃ কামিনী চলিলা মৃদুগতি।
যথা বসেছিলা কুন্তলের অধিপতি ॥
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে ভাষে সঙ্গিনীর প্রতি।
সখি হে জিজ্ঞাস ইনি কোন্ নরপতি ?
আভাসে বুঝিয়া ভূপ কামিনীর মতি।
ভাটপ্রতি আদেশ করিলা মহীপতি ॥
এক ভাট তাহে ভূপতির অনুমতি।
একে শত গুণ ভাষে রাজার পদ্ধতি ॥
শুন ধনী ধার্ম্মিক ধীমান্ ধীরমতি।
কুন্তল-রাজ্যের ইনি কুন্তলাকৃতি ॥
অনঙ্গের অনঙ্গ বলিয়া নিজে রতি।
যাঁরে হেরি রতি-বাঞ্ছা করে ছেড়ে পতি ॥
যাঁর যশে শশধর হয়ে ক্ষুণ্ণমতি।
দুঃখে রাহুমুখে যেতে চাহে নিতি নিতি ॥
গুণের কি কব কথা ধনে ধনপতি।
ইহার বরণ কর শুন লো যুবতি !
ইথে কামিনীর মনে নহিল সম্মতি।
অন্য নৃপতির প্রতি চলিল সম্প্রতি ॥

কবি মনে মনে হাসে দেখিয়া বিরতি।
পয়ার ছন্দেতে ভাষে করিয়া সঙ্গতি॥

অঙ্গরাজের পরিচয়

পয়ার

বিমতি হইয়া সতী অন্যপ্রতি চলেছে।
অমনি ভূপের গুণ ভাটে উঠে বলিছে॥
শুন ধনি যার গুণ বিধি ভাল বেসেছে।
সেই অঙ্গপতি এই তব লোভে এসেছে॥
রূপ হেরে রতি নিজ পতিপ্রতি ভুলেছে।
অভিমানে কাঞ্চন কৃশানু-তাপে গলেছে॥
যার যশে লোকে শশী কলঙ্কিত হয়েছে।
জলজ জলের মাঝে লাজে ডুবে রয়েছে॥
যার দাপে রিপুগণ বনে বনে ভেগেছে।
তাদের নারীর নেত্রে বর্ষা আসি লেগেছে॥
যারভূরুযুগ হেরে কাম ধনু ছেড়েছে।
কামিনীর কামসিন্ধু যারে হেরে বেড়েছে॥
যার দান দেখে বলি পাতালেতে পশেছে।
ফণিপতি যার গুণ-গণনায় বসেছে॥
মদন কহিছে ধনি! তব রসে রসেছে
না লাগে কপাট সনে একেবারে খসেছে॥

মগধাধিপতির পরিচয়

গজপতি ছন্দ

বরিব না ইহ নরে।
কহি নহি ধ্বনি করে॥
ফিরি ধনী নত মুখে।
চলি চলে মনোদুঃখে॥
নৃপ যথা গজপতি।
মগধ-ভূধরপতি॥
ধনী সুখে গজগতি।
চলিল সে নৃপপ্রতি॥
নৃপচরে করপুটে।
স্তুতি করে দ্রুত উঠে॥
শুন শুন নৃপসুতা।
মধুর কোকিলরুতা॥
যদি দিবে মন সঁপে।
বর তবে মম নৃপে॥
যিনি নিশাকর যশে।
কৃতধনাধিপ বশে॥
ফণিপ্রতি প্রতিনিধি।
বুঝি করেছিল বিধি॥
রিপুগণে নিশিদিনে।
ভ্রমিত দুরিত বনে॥
বিতরণে বলী বলি।
নিজ বশে কৃত কলি॥
তুমি ধনি! গুণবতী।
ইহা জনে কুরু মতি॥
মদনমোহন কৃতী।
ভগতি হে গজগতি॥

কলিঙ্গ-নৃপতির পরিচয়

তোটক ছন্দ

মগধাধিপতি বৈভব-কীর্ত্তি শুনে।
বিমুখে চলিলা ধনী লাজমনে॥
বলিছে সখি! এ জন কোন্ কৃতী
শুনিতে অভিলাষুক মোর মতি॥
শুনি ভাট কহে কত নাট ক'রে!
শুন লো ধনি কামিনি! ভূপবরে॥
রণপণ্ডিত খণ্ডিত বৈরী শিরে।
পারিলা যতনে গলহার ক'রে॥
সমরে রিহরে রিপু-দন্তী হরে।
রণসিংহ ইথে নৃপ নাম ধরে॥
কত তাপ করে তপনের করে!
আর মানস তামস যেই হরে॥
শশী যার যশে অতি চিত্তদুঃখে।
মরিতে ধনি! ঝাঁপই রাহুমুখে॥
ফণী যার গুণে বিতলে পশিলা।
নিরখি শিব কি গরলে গিলিলা॥
ধনি! সেই কলিঙ্গ-মহীপতি লো।
তব রূপসুধানিধিতে ডুবিল॥

নিজ রূপগণে অনুরূপ মণি।
ধনি! মূল্য বিনা লহ এরে কিনি॥
কি'ক'রে অলিরে নলিনী বিমুখ।
রজনী বিধুকে সুধু দেয় দুঃখ॥
অনুরূপ হ'লে সুজনে সুজনে।
কি মিলে কুজনে সুজনেরি সনে॥
অতএব ধনি! তব যোগ্য জনে।
বরলো! বর লো! কহিছে মদনে॥

তুমি লো নলিনী এই দিবাকর
তব অনুরূপ এই নৃপবর॥
হর সনে উমা হরিরে রমা।
শশধর বর সনে ত্রিযামা॥
এইরূপে যেবা যাহার সম।
তার সনে ঘটে এই সে ক্রম॥
অতএব ধনি! ইহারে বর।
মিছে কেন আর ভ্রমণ কর॥
ইহা শুনি ধনী নত বদনে।
ফিরে যায় কয় কবি মদনে॥

মিথিলাধিপতির পরিচয়

একাবলী ছন্দ

ধনি! শুনি নব ভাটবচন।
কহে নহে এ ত মনোমতন॥
চল সখি! দেখি এ কোন্ জন।
বসিয়া ভূষিত করে আসন॥
কামিনীরে দেখি উঠিল ভাট।
রাজ-গুণ-রূপ করিছে পাঠ॥
শুন ধনি! ইনি ধনী ধীমান্।
জগৎ যুড়িয়া যাহার মান॥
দাপে দশশির তাপে মিহির।
রণে রণবীর গুণে গভীর॥
রিপুরূপবনে ধীর সমীর।
সরলতা-গুণে নদীর নীর॥
সুজনে কোমল কমল প্রায়।
কুজনে কুলিশ কঠিন-কায়॥
দানে বলিরাজ মানে কুরুরাজ।
গুণে মহারাজ যেন ফণীরাজ॥
ধনে ধনপতি কি সুরপতি।
রূপে রতিপতি সুধীর মতি॥
কভু নাহি রোষ বিহীন-দোষ।
যেন আশুতোষ স্বজন-পোষ॥
মিথিলা নগরী নৃপের ধাম।
যাহার ভুবন-বিজয়ী নাম॥
বাহুবলে জয় করি ভুবন।
এই নাম নৃপ করে গ্রহণ॥
তুমি রূপে রতি এ জন কাম।
দুখে সাধ-কাম না হও বাম॥

ভূপতিদিগের বিলাপ ও স্বদেশে প্রত্যাগমন

পয়ার

ক্রমে ক্রম-পরিক্রম করিতে কামিনী।
অলসেতে মদালস মরাল-গামিনী।
চলিতে না চলে চারু চরণ দুখানি।
বলিতে না সরে বিধু বদনেতে বাণী।
মন্দ বদনেন্দু বহে স্বেদ-বিন্দু গলে॥
ক্রমে ক্রমে সকল ভূপতি প্রতি চলে॥
যবে যবে ধনী যার প্রতি যেতে চায়।
তখনি তাহারে যে জীবনে বাঁচায়॥
বরিব না ব'লে যারে ছাড়িল রমণী।
ছাড়িল তাহার প্রাণ আশ্চর্য্য এমনি॥
যাবতীয় ভূপগণে ধনী নিরখিল।
মনোমত মত তাহে পতি না মিলিল॥
আশা করি এসেছিল যত নৃপবর।
কোনজন না হইল মনোমত বর॥
অন্তরের আশা যদি অন্তর হইল।
অন্তরে দুরন্ত দুঃখ অন্তরে পশিল॥
আছিল প্রসন্না সতী ক্ষুণ্ণা নত শিরে।
সখি সম্বোধনে কহে চল যাই ফিরে॥
পরে মহাপাশ চড়ি মহীপালসুতা।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল হয়ে দুঃখযুতা॥
যদি সে রূপসীশশী অস্ত প্রবেশিল।
আশা কুমুদিনী-বন দেখিয়া মুদিল॥
সবাকার শোকতম হইয়া বিষম।
হৃদয়গগনে আসি করিল আক্রম॥

চিত্তচকোরের চিত্তে না পূরিল সাধ।
বিষাদ-আন্ধারে প'ড়ে বাড়িল বিষাদ ॥
কামিনীরে না দেখিয়া যত নৃপগণ।
দুঃখ-জলধির নীরে হইল মগন ॥
জ্ঞানহত মূর্চ্ছাগত শ্বাসগত প্রায়।
সকলে বিকল হয়ে করে হায় হায় ॥
কান্দিয়া নিন্দিয়া কত বিধাতারে কয়।
কি গুণে বিগুণ মোরে হৈলে দয়াময় ॥
ওহে নিধি! গুণনিধি দিয়ে নিধি করে।
আশাবাসা না পূরিতে পুনঃ নিলা হ'রে?
কি দোষে হে চতুর্ম্মুখ! বৈমুখ হইলে?
হরিয়ে সে ধন কেন নিধন করিলে?
মরি মরি কি দুঃখ না হ'ল সুখলেশ।
এরূপে কিরূপে ফিরে যাব নিজ দেশ ॥
কেমন রে কামিনীরে আবার হেরিব?
নীরস এ দেহ না কি সরস করিব?
আর জন বলে ধিক্ ধিক্ রে জীবন ॥
বৃথা এই দেহে আর থাক কি কারণ ॥
কি কব অধিক তোরে ধিক্ রে নয়ন!
তার সঙ্গে সঙ্গে কেন না হ'ল গমন।
যদি তার মধুস্বর না হ'ল শ্রবণ?
কি স্বর শ্রবণে তবে আছ রে শ্রবণ?
কেহ কহে ধিক্ মোরে ধিক্ মম ধন!
ধিক্ রূপ ধিক্ গুণ ধিক্ এ যৌবন!
কামিনী-বিরহ-তাপে তাপিত সকলে।
এইরূপে প্রলাপ আলাপে কত বলে ॥
গুরু আশা-তরু যদি হ'ল উন্মুলন।
মিছে আর আকিঞ্চন সলিলসিঞ্চন ॥
ইহা ব'লে অন্তরে হইয়া ম্রিয়মাণ।
সবে সভা ভাঙ্গি করে স্বস্থানে প্রস্থান ॥
মদন কহিছে সে যে রমণী রতন।
পায় কি সবাই ভাই করিলে যতন ॥

স্বপ্নে কামিনীর কন্দর্পকেতু দর্শন

শ্রীরাগেণ গীয়তে

লঘু ত্রিপদী

এই সব শুকমুখে, শুনিয়া শারিকা সুখে,
বলে নাথ! কহ অতঃপর।
কিরূপে নৃপতিবালা, সংবরিল মনোজ্বালা,
না পাইয়া মনোমত বর ॥
আমার মাথার কিরে, কহনাথ কহ ফিরে,
কি করিলে কামিনী সুন্দরী।
সে বালা বিহনে বিভা, চকিত হরিণীনিভা,
কৈল কিবা দিবা বিভাবরী ॥
শুনি খগ-চূড়ামনি, কহে তব শুনি ধনি,
আশ্চর্য্য! এ বিধির ঘটন।
ললাটে লিখিত যাহা, হয় কি খণ্ডন তাহা,
রাহুমুখে বিধুর পতন ॥
প্রভু হর দিগম্বর, অহিশয্যা মুরহর,
বনচর শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাঁ সবার বিড়ম্বনে, কি ছার মনুজগণে,
জন্ম কর্ম্ম বিবাহ মরণ ॥
বিশেষ বিধির খেলা, কামিনীত করে হেলা,
গৃহে গেলা না বরিলা বর ॥
সেই যোগে নিশিযোগে, সুখভোগে নিদ্রাভোগে,
দেখে যাগে স্বপ্ন মনোহর ॥
মুদিয়া যুগল আঁখি, বহিদ্বার বদ্ধ রাখি,
দেহে দিয়ে নিদ্রার দুয়ার।
হেন কালে মনচোর, হঠাৎ করিয়া জোর,
প্রবেশিল লুঠিতে ভাণ্ডার ॥
কামিনীরে এলো খেলো, পেয়ে চুরি ক'রে গেলো,
চকিতে চতুর চোররাজ।
যে দুঃখেতে পাগলিনী, অদ্যাবধি সে কামিনী,
মণিহত-ফণী মত সাজ,
কিবা বেশ চোরবেশ, যার বেশ হেরে শেষ,
কুললেশ কুলজার ভার।
কামরসে মনরসে, অবশেষে যায় খসে,
হৃদিদেশে প্রেমের দুয়ার ॥
যার বশী মুখশশী, হেরে শশী হ'ল মসী,
দোষী ভাবে বসি নিশিদিন।
রসে মাখা ভাবে ছাঁকা, আছে রাখা আঁখি বাঁকা,
যেন রাকাপতির হরিণ ॥
কি গুণ ভ্রূধনুগুণ, নারীগণ হয় খুন,
কামাগুন দ্বিগুণ বিগুণ।
খগ-গর্ব্ব-নাশা নাসা, অধরে সুধার বাসা
শ্রুতিযুগ স্মরাশুগ-তূণ ॥
চতুর চঞ্চল দৃষ্টি, তাহে হয় সুধাবৃষ্টি,
নষ্ট কামে সৃষ্টি কত করে।

কে গণে তাহার সনে, কামের তুলনা মেনে,
নিজে যে অনঙ্গ নাম ধরে ॥
কলকণ্ঠ নামে দর, বড়াই আছিল বড়,
যার কণ্ঠে কুণ্ঠ গেল চলে।
একা পড়ে কেকারব, মানিলেক পরাভব,
একা আমি একা আমি বলে ॥
যার বাহু পাণিতল, সমৃণাল শতদল,
হেরি হারি মানিয়া আপনি।
পুনশ্চ করিবে জয়, এই মনে কর শ্রয়,
সেবে নিশি দিবে পদ্মযোনি ॥
সে মুখে বিধুর দেখা ঈষৎ গোঁপের রেখা,
যেন শশলেখা দেখা যায়।
অথবা ভ্রমরপাতি বসিয়া করিছে ভাতি,
মুখপদ্মে সদা মধু খায় ॥
কনকচম্পক যারা, রূপযোগ্য নহে তারা
হরিদ্রায় দরিদ্রতা তায়।
গলে মুক্তাহার দোলে যেন তড়িতের কোলে,
বলাকা সতত শোভা পায় ॥
এইরূপে গুণরাশি, বিধুমুখে মৃদু হাসি,
স্বপ্নে আসি দিয়া দরশন।
চপলা চপলাপতি, চপলা চপলাকৃতি,
চপলেতে করিল গমন ॥
অমনি ঘুমের ঘোরে, কামিনী উঠিয়া ঘোরে,
ঘরে হেরে অন্ধকারময়।
না হেরে সে গুণধরে, নিরুপম শশধরে,
আঁখি জলধরে ধারা বয় ॥
ধনী ত আকাশ ভাবে, বসিয়া আকাশ ভাবে,
হঠাৎ আকাশে হয় বাণী।
আকাশে শুনিতে তায়, আকাশে পাণিতে পায়,
যেন পাইল আকাশের মণি ॥
শুন ওলো প্রাণসখি! তোমার বিরহশিখী,
এ কি দেখি দারুণ দহিছে।
জলেতে দ্বিগুণ জলে, শত জলে শত দলে,
দেহদারু দগধ হইছে ॥
বিস বিষ জ্ঞান হয়, গরল চন্দনচয়,
জলজে জলে যে আর দেহ।
হিমাকর দাহকর, শশধর বিষধর,
দিনকর ক্ষীণকর স্নেহ ॥
মরি লো মরমে মরি, বিষধরী খাই ধরি,
কালসাপে যদি হয় কাল।
তবে ত জুড়ায় কায়, নতুবা কি সদুপায়,
যাহে যায় এ ঘোর জঞ্জাল ॥
অধিকান্ত কব কিবা, এই দুঃখে রাত্রি দিবা,
দাবানল দহিছে অন্তরে।
এ জ্বালা জানাব কায়, জীবনে জীবন যায়,
জগৎপ্রাণ সেই প্রাণ হরে ॥
তুমি ত রাজার কন্যে, যদি হে আমার জন্যে,
হয় তব এমত যতন।
পূরালে পূরিবে সাধ, ঘুচিবে মনের বাদ,
বিষাদ না রবে কথঞ্চন ॥
যদি হে আমার তত্ত্ব, লইতে তোমার সত্ত্ব,
কহি তার তথ্য সমাচার।
মহেন্দ্র নগরীপতি, চিন্তামণি মহামতি
আমি হই তাঁহার কুমার ॥
নামে নাহি প্রয়োজন, যদি হও প্রিয়জন,
ইহাতেই প্রিয়জন পাবে।
তখনি কামিনী ধনী, শুনিয়া আকাশধ্বনি,
প্রিয়-অনুরাগে প্রিয় ভাবে ॥
বক্ষ ভাসে চক্ষুজলে, অচেতনা মহীতলে,
অমনি রমণী মোহ যায়।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
কখন বা করে হায় হায় ॥
কভু করে উহু উহু, সচকিতা মুহুর্মুহুঃ,
দেহ দহে দারুণ বিরহে।
কি ভাবে মনের ভাবে, কভু ভাবে মৌনভাবে,
সদা সমভাবে নাহি রহে ॥
সহজে কোমলকায়, না জানে যন্ত্রণাদায়,
দহে তায় স্বপনদর্শন।
এ হেন যে মুখশশী, বরণ হইল মসী,
শীতে যথা সরসিজগণ ॥
একে সে রাজার বালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
সুখে থাকে সতত আদরে।
বিধির কঠিন বুক, তারে দিল এত দুখ,
মদনের হৃদয় বিদরে ॥

কামিনীর বিরহ-লক্ষণ দৃষ্টে সখীদিগের তর্ক

পয়ার

কামিনীর নিরমল হৃদয়-গগন।
বিরহ-বরিষা-ঋতু হৈল আগমন॥
বিষাদ-মেঘের ঘটা হইল উদয়।
নয়নযুগেতে ঘন বরিষণ হয়॥
নিশ্বাস-প্রশ্বাস উনপঞ্চাশ পবন।
হাহাকার হুহুঙ্কার মেঘের গর্জ্জন॥
স্তন-শৈল ভেসে গেল নয়নের জলে।
ভ্রমরূপা চপলা মেঘের কোলে খেলে॥
প্রলাপ-ভেকের বড় বাড়িল কৌতুক।
উন্মাদ-ময়ূরী নৃত্য না ছাড়ে একটুক॥
সন্তোষচাঁদের আর নাহি পরকাশ।
ঘন ঘন পড়ে তার ঝঞ্চনা-হুতাশ॥
বেগবতী শোক-নদী জলেতে পুরিল।
তাহে বড় অসন্তোষ-তরঙ্গ বহিল॥
এইরূপে কামিনী ত করে কালযাপ।
কেবল হৃদয় পোড়ে প্রবল সন্তাপ॥
একদিন কামিনীর সহচরীগণ।
একত্র বসিয়া করে কথোপকথন॥
অনেক নবীনা ছিল বসিয়া তথায়।
কামিনীর কথা তোলে কথায় কথায়।
সে ধনী কহিছে তোরা বল দেখি সখি!
কামিনী কাতরা কেনে পুনরায় দেখি?
দিন দিন ক্ষীণ-তনু কাতরা কৃশাঙ্গী।
বিপিন দহনে যথা কাতরা কুরঙ্গী॥
চিন্তায় চিন্তায় কৈল তনু অপচয়।
তাই ভাবি আজিকালি না জানি কি হয়।
সোণার বরণ হইয়াছে কালীপারা।
দিবানিশি দেহদাহ দুনয়নে ধারা॥
নাহি করে কলেবরে মনোহর বেশ।
মোহন ছান্দেতে আর নাহি বান্ধে কেশ॥
চামেলী চন্দন চুয়া নাহি চায় আর।
চক্ষে নাহি চায় চারু চামীকর-হার॥
জিজ্ঞাসিলে না সম্ভাষে ক্ষুধায় না খায়।
কেবল কাটায় কাল শুইয়া শয্যায়॥
আর জন বলে ওগো সত্য বটে সত্য।
আমিও শুধাই তাই বল দেখি তত্ত্ব॥
ওগো আগে আমাদের সহ সহচরী।
করিত যে কত কেলি কব কত করি॥
আমাদের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী কত।
না দেখিলে তিলেক বৎসর প্রায় হ'তো॥
এবে না সম্ভাষে নাহি ভাষে সুধাভাষ।
সে বিধুবদনে আর নাহি মৃদু হাস॥
কি জানি কি ব্যাধি হ'ল বুঝিতে গো নারি
সহজে আমরা বালা ক্ষুদ্রমতি নারী॥
আর রামা বলে ব্যাধি বটে আমি জানি।
সাপের হাই বেদে চিনে শুনেছ ত বাণী?
জ্বর নহে তাপ নহে নহে অতিসার।
নহে মোহ নহে পাণ্ডু নহে অপস্মার॥
ভূত প্রেত যক্ষ নহে নহে সখি! দানা।
অনঙ্গ দিয়েছে কামিনীর অঙ্গে হানা॥
এমতি আশ্চর্য্য সে ত কুসুম-কার্ম্মুক।
তবু স্মর-শরে জরজর করে বুক॥
আর জন বলে বটে এ কথা প্রমাণ।
কিন্তু আমি এই ভেবে হ'তেছি অজ্ঞান॥
কামিনীর যদি শুধু হবে কামজ্বালা।
স্বয়ংবরে বরে কেন না বরিল বালা?
কত কত সুরূপ পুরুষ এসেছিল।
তাহা হ'লে সখী মোর কেন না বরিল?',
এইরূপ সংশয় করয় সখীচয়।
নিশ্চয় না হয় কিছু যেবা যত কয়॥
যে ভাবে যেভাবে কহে সেই সেই ভাবে।
স্ব ভাবে সবাই কহে স্বভাবে না ভাবে॥
না বুঝিয়ে ভাব সবে ভাবিয়ে অসার।
ভামিনীর ভাবভঙ্গী ভেবে বুঝা ভার॥
তার মধ্যে আছিল অনেক সহচরী।
গুণবতী সতী নামে মদনমঞ্জরী॥
চতুঃষষ্টি কলায় শিক্ষিত সুনিপুণ।
দীক্ষিত বিদ্যায় বড় আছে বহু গুণ॥
বুদ্ধে বড় দড় চতুরের চূড়ামণি।
পুরুষে শিখাতে পারে এমনি রমণী॥
ঠারে ঠোরে কয় কথা ইঙ্গিতে সম্ভাষে।
তা বড় তা বড় কর্ম্ম করে উপহাসে॥
কি কব অধিক সংক্ষেপেতে কয়ে যাই।
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ত্রিজগতে নাই॥
সে কহে সকলে শুন সহচরীগণ।
কামিনী কৃশাঙ্গী হইয়াছে যে কারণ॥

শয়নে স্বপনে কিংবা চেতনাচেতনে।
কামিনী পড়েছে কারু নয়ন-সন্ধানে ॥
সে করেছে প্রেম-বীজ হৃদয়ে বপন।
আকিঞ্চনসিঞ্চনে না হয় অঙ্কুরণ ॥
অনুমানি সে নায়ক পরম চতুর।
তার হাতে পড়ে ভেঙ্গে গেছে ভারিভুর ॥
তরুণী তরণি এরে নাবিকবিহনে।
ফাঁফরে পড়িয়া সদা পরমাদ গুণে ॥
লাজ্ বাসে পরকাশে গোপনে বিষম।
নবীনার কামপীড়া বড় ব্যতিক্রম ॥
বালার কামের জ্বালা বড় জ্বালা সই।
নাহি সুখ সরমে মরমে পোড়া বই ॥
কামিনী ত নবীনা নবীন রসবতী।
তাহাতে হয়েছে আর নব প্রেমে ব্রতী ॥
নবীন নাবিক সহ সঙ্গতি হয়েছে।
তার নব নব ভাবে নবীনা পড়েছে ॥
কুকুরে কহিতে নারে মরমের কথা।
গোপনে গুমুরে দহে সুদারুণ ব্যথা ॥
যাহা হোক মোরা সবে জীবিত থাকিতে।
অনুচিত কামিনীর এ দুঃখ দেখিতে ॥
অতঃপর বিলম্বেতে প্রয়োজন নাই।
চল সবে মেলি কামিনীর কাছে যাই ॥
আমি তার বিশেষ জানিয়া সমাচার।
কামিনীর করিব হে দুঃখ অবহার ॥
ভাল ভাল বলিয়া সকলে দিল সায়।
কামিনীর নিকটে যতেক সখী যায় ॥
ধীরে ধীরে প্রবেশিয়া কামিনী মন্দিরে।
মদন কহিছে ধীরে ধীরে উঠ ধীরে ॥

সখীদিগের নিকটে কামিনীর স্বপ্নাভাস প্রকাশ

জয়জয়ন্তী—তিওট

ভাজিয়া গেল ভারিভুরি
না খাটে আর জারিজুরি।
হইল জানাজানি সখি রে।
কাণাকাণি করিছে সবে ঠারাঠুরি।
নব অভিলাষ, হইল পরকাশ,
করিছ মিছে কারিকুরি ॥
মদন করি ভাষে, মুচকি মৃদু হাসে,
ও কথা কবে চারাচুরি।
আইল সখী সবে, আর কি হবে ভেবে,
উঠিয়া বস সারিস্থরি ॥ ধ্রু ॥

ভঙ্গপয়ার

তারা সব সখীগণ,
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন।
ধনী বিনত বদনে,
এসো এসো ব'স বলি তোষে সম্বোধনে।
তারা ঘেরি কামিনীরে,
বলাকা বসিল যেন ঘেরি পদ্মিনীরে।
সখী অনঙ্গমঞ্জরী,
বিনয়ে কহিছে কামিনীর করে ধরি।
কেন মলিন বদন ?
রোদনে গলেছে দেখি নয়ন-অঞ্জন।
একে তনু অতি ক্ষীণ,
কৃষ্ণপক্ষে শশীসম দেখি দিন দিন।
আগো কিসের অভাবে,
সুবর্ণ-সুবর্ণ তনু বিবর্ণ সম্ভবে ?
বল বদন কমলে,
সুধামাখা মৃদু হাসি কোথা গেল চ'লে ?
তুমি রাজার কুমারি !
কি অভাবে হেন ভাব বুঝিতে গো নারি।
ছি ! ছি ! এ আবার কি ?
রাজবংশে নাহি পাত্র তুমি মাত্র ঝি ?
যদি ভূপ ইহা শুনে,
কি ভাবিবে মনে তাহা না ভাবিছ মনে ?
রাজা তোমা ধন পেয়ে,
সংসারে সুস্থির থাকে নাহি দেখ চেয়ে ?
রাণী প্রাণসম বাসে,
শুনিলে তোমার দুঃখ মরিবে হুতাশে।
ভাল আর শুন সই।
কায়া ছায়া প্রায় মোরা সঙ্গে সদা রই।
আর তোমাগত প্রাণ,
সুখে সুখ দুখে দুখ ভাবি গো সমান ?
তবে বল কি কারণ,
মনের বেদন কেন কর গো গোপন ?
ধনী সখীর সম্ভাষে,

মনোগত স্বপ্নাভাস জানায় আভাসে।
বলি চাহি গো বলিতে,
যেমন হরিল মন না পারি কহিতে।
ভাল তথাপিও কই,
অঙ্গীকার কর প্রাণ দান দিবে সই।
নাহি বাক্যের স্ফুরণ
বুঝি আর নাহি বাঁচি সপ্তাহে মরণ।
শুনি কামিনার বাক্,
সকল সঙ্গিনীগণে হইল অবাক্।
সবে বলে আই! আই!
ছি! মেনে এমন কথা কভু শুনি নাই।
কেন কিসের লাগিয়া,
সুখী হবে এ দুঃখের তনু তেয়াগিয়া?
পুনঃ সখীগণ বলে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ পণ করিব সকলে।
ধনী শুনি হরষিত,
কহে বার্ত্তা বিনোদিনী বিনয়ে উচিত।
আর না রহে গোপন,
খুলিল মনের দ্বার কহিতে স্বপন।
শুন শুন সহচরি!
স্বয়ংবরসভা সাজে কাল-বিভাবরী।
তাহে সন্তাপিত মনে,
মণিময় পর্য্যঙ্কেতে ছিলাম শয়নে।
আঁখি করিয়া মুদ্রিত,
না জানি সজনি! কিছু ছিলাম নিদ্রিত॥
শুভ স্বপনপ্রসঙ্গে,
নিশি সাজে পশি অঙ্গে দহিল অনঙ্গে।
মরি সে যে কিবা রূপ,
সুখ সিন্ধু নীরে যেন সুধার স্বরূপ।
তার নাগরিয়া ফাঁদে,
তরুণ তরণি পেয়ে গুণে গুণে বান্ধে।
ছিনু সহজে অচল,
নূতন নাবিক চাপি করিল চঞ্চল।
বিধি হইয়া বিমুখ,
ত্বরায় তরঙ্গে ফেলি দেখিল কৌতুক।
তরি তরঙ্গ-তুফানে,
ডুবায়ে নূতন নেয়ে গেল নিকেতন।
নাম-ধাম তার কই,
স্বপনপ্রমাণে যাহা শুনিয়াছি সই।
ধাম মহেন্দ্রনগর,
নরেন্দ্র তাহাতে চিন্তামণি গুণাকর।
সেই রাজার কুমার,
সেই প্রিয়জন প্রয়োজন গো আমার।
যদি মিলে সেই কান্ত,
দেহে প্রাণ রহে নহে ত্যজিব নিতান্ত॥
শুনি সকরুণে বাণী,
সঙ্গিনী রঙ্গিণী সবে করে কাণাকাণি।
এথা কহিছে মদন,
শুকমুখে শুনে শারী মুদিয়ে নয়ন।

তমালিকা শারীকে কন্দর্পকেতুর উদ্দেশে প্রেরণ

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

সখি কালি যে করেন কালী।
ভজিব সেই বনমালী॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ, ভুবনমোহন রূপ,
মদনমোহন স্মিতশালী।
কূলে ফেলিয়া কূলে, কালার রূপ জলে,
ভাসিব কূলে দিয়ে কালি॥
সেও ত ভাল মেনে, যদি গো গুরুজনে,
খাইব গুরুতর গালি।
মদন কহে ভাল, কাল হইল কাল,
এ কায় সেই পদে ঢালি॥

পয়ার

কামিনীর কথা সবে শুনিয়া শুনিয়া।
সখীগণ কহে কথা বিস্ময় গণিয়া॥
ভাল, তোমায় শুধাই তুমি বুদ্ধিমতী দেখি।
শুনেছ কি স্বপ্ন কভু সত্য হয় সখি?
তিন লোকে তিন কালে এই সবে কহে।
ও কথা স্বপনপ্রায় কভু সত্য নহে॥
দেখ দেখি তবে কেন অলীক ভাবিয়া।
মিছামিছি মিছা ভাব ক্ষীণাঙ্গী হইয়া॥
ধনী কহে এ যে স্বপ্ন কভু মিথ্যা নহে।
মিথ্যা হ'লে কলেবর সদা কেন দহে॥
স্বপ্নে নাম ধাম আমি শুনিয়াছি তার।
তবু মিথ্যা ব'লে কেন কর তিরস্কার?

সে রূপ সতত মোর জাগিতেছে মনে।
মিছা কি বলিবে মিছা হইবে এখনে ?
তারা কহে এই স্বপ্ন যদি সত্য হয়।
তবে তব কান্তজনে মিলাব নিশ্চয়॥
স্বপ্ন সত্য হ'লে সত্য মিলিবে সে ধন!
মিথ্যা হলে মিথ্যা নহে মিথ্যা অকিঞ্চন॥
ধনী কহে মিথ্যা নহে কহিনু নিশ্চয়।
উপায় চিন্তহ সমুচিত যাহা হয়॥
ইহা শুনি সব সখী মনে বিচারিয়া।
পত্র লিখিবারে কহে যতন করিয়া॥
সতী বুদ্ধিমতী পাঁতি প্রস্তুত করিল।
তমালিকা সমিভারে পাঠাতে কহিল॥
সুন্দরীর সুন্দরী শারিকা এক ছিল।
তমালিকা নাম তার স্থানে পত্র দিল॥
বিস্তারিয়া বলিল তাহারে সমাচার।
যাও শীঘ্রগতি যথা আছয়ে কুমার॥
কামিনীর কথা সব বিস্তারি কহিবা।
পত্র দিয়া পাত্র লৈয়া সপ্তাহে আসিবা॥
বিলম্ব হইলে কিন্তু প্রমাদ ঘটিবে।
তার দুঃখে তবে তব কামিনী মরিবে॥
এত বলি শারিকায় বিদায় করিল।
তমালিকা পথি মোর সঙ্গেতে মিলিল॥
এই সব দুঃখকথা কহিতে কহিতে।
এতেক রজনী হৈল বাসাতে আসিতে॥
শারী কহে কই তব তমালিকা কই।
শুক বলে অই দেখ ডালে ব'সে অই॥
এথা বৃক্ষতলে মকরন্দ বন্ধু সনে।
নিদ্রা নাই সব কথা শুনিল শ্রবণে॥
শুকমুখে কামিনীর বারতা শুনিয়া।
তমালিকা ব'সে ডাকে আদরে মানিয়া॥
মকরন্দ কহে শুন তমালিকা শারী।
যার লাগি সকাতরা তোমার কুমারী॥
সেই এই কুমার শুইয়া তরুতলে।
ইহাতেই যত দুঃখ বুঝহ কৌশলে॥
রাজার নন্দন হয়ে বিপিনবিহারী।
কেবল কামিনী লাগি সদা অনাহারী॥
কামিনীর ধেয়ানে কেবল প্রাণ আছে।
এত শুনি তমালিকা উড়ে আইল কাছে॥
প্রণমিয়া পত্র দিল কুমারের হাতে।
পত্র পেয়ে কণ্ঠে রাখে কভু ধরে মাথে॥
আনন্দ-অবধি যে অমনি উথলিল।
কোথা হৈতে কলানাথ করেতে মিলিল॥
বিধি বুঝি এত দিনে হ'য়ে অনুকূল।
বাসনা-বৃক্ষের বৃন্তে ফুটাইলা ফুল॥
পড় পড় বলিয়া পড়িল তাড়াতাড়ি।
বাড়িল শুনিতে অনুরাগ বাড়াবাড়ি॥
মকরন্দ স্পষ্ট স্পষ্ট পড়ে বড় বড়।
মাঝে মাঝে মদন কহিছে পড় পড়॥
কর কালী কালীর মনের কালি দূর।
কালভয় হয় গো কলুষ কর চুর॥

কামিনীর পত্রশ্রবণ

পয়ার

স্বস্তি প্রজাপতি রতিপতি-পতিনিশাপতি।
স্বস্তি সদা সদাপতি! যিনি বিশ্বগতি॥
স্বস্তি ষড়ঋতু যারা ষড়রিপু মত।
স্বস্তি এই সবাকার অনুচর যত॥
শুন শুন নাথ! দুঃখিনীর নিবেদন॥
সংক্ষেপে জানাই কিছু মনের বেদন॥
যেই নিশাভাগে স্বপ্নে দেখেছি তোমারে!
সে অবধি বিধি বাদী হইল আমারে॥
আমি করি এক তাহে বিধি করে আর।
হিতে বিপরীত হয়ে উঠে আরবার॥
আমি নিদ্রা গেলে স্বপ্নে তোমারে দেখায়।
নয়ন মেলিবামাত্র অমনি লুকায়॥
আমি যেতে চাই ছুটে বিধি রাখে ধ'রে।
দারুণ লজ্জার পাশে দৃঢ় বদ্ধ ক'রে॥
কি করি রমণী তব তাপে তনু জ্বলে।
নিবারিতে নারি আর দুনা জলে জ্বলে॥
নিবারিতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ।
বিধির বিপাকে তাহা হ'য়ে উঠে বিষ॥
রতিপতি সেই অতি দুর্গতির মূল।
লোকে বলে ফুলধনু আমি বলি শূল॥
লোকে বলে রতি সদা সঙ্গে থাকে তারা।
কাম ত হৃদয়ে মোর কোথা রতি তার?
অনঙ্গ সকলে বলে নাহি কলেবর।
আমারে বধিতে কিন্তু দশ শত কর॥

পঞ্চশর যেবা বলে, সেই অর্ব্বাচীন।
পঞ্চ শত শর মোরে হানে প্রতিদিন॥
সার বুঝিয়াছি মার এই নাম তার।
কেবল মারিয়া, করে অবলা সংহার॥
নিশিতে কি কব নাথ নিশিনাথ কথা।
অনাথা জনের যত মর্ম্মে দেয় ব্যথা?
সরে বলে হিমকর সেই নিশাকর।
এই অবলার ভাগ্যে কিন্তু দিনকর॥
সদাগতি যে দুর্গতি দেয় হে আমারে।
সে কঠিন যন্ত্রণা জানাব আর কারে॥
মলয় পর্ব্বত হৈতে বহে সেই পাপ।
তবে কেনে তারে নাহি খায় কালসাপ?
কেনে তারে জগৎপ্রাণ বলে সর্ব্বজন।
আমি বলি জগৎ প্রাণ হরণ পবন॥
মন্দ মন্দ বহে কিন্তু দহে অঙ্গ অতি।
তাহার উপমা যেন তুষানল প্রতি॥
সংক্ষেপেতে কহি ষড়ঋতুর সংবাদ।
যেরূপে সে সাধে অধীনীর সঙ্গে বাদ॥
হিমে সীমে নাই জালা ফুটে সেফালিকা।
সেই সঙ্গে ফুটে মোর দুঃখের কলিকা॥
শিশিরে শশীর তাপ অসির সমান।
স্মর-শরে জরজর যায় যেন প্রাণ॥
মধুর সময় বড় বিধুর বিক্রম।
কাল কোকিলের রব কুলিশের সম॥
পদ্ম ফুটে নদীতটে ছুটে অলিকুল।
আকুল করায় প্রাণ যায় বুঝি কুল॥
নিদাঘে রবির তাপ বিরহের তাপ।
পঞ্চতপামধ্যে যেন করি কালযাপ॥
নানা জাতি যাতি যূথী ফুটে বহু ফুল।
মম কলেবরে সম বিন্ধে যেন শূল॥
বর্ষায় বর্শার প্রায় হয় দিনগুলা।
রজনীতে ঘনরবে করয়ে ব্যাকুলা॥
ভেক ডাকে সুখে শিখী নাচে শাখীপরে।
অবলার প্রাণ যেন কি জাতীয় করে॥
শরতে সুন্দর হয় গগন নির্ম্মল।
দ্বিগুণ প্রকাশে জ্যোতি চাঁদের মণ্ডল॥
অধীনীর সেই দিন বড়ই বিষম।
প্রাণ যাইবার যেন হয় উপক্রম॥
এইরূপ ষড়ঋতুর ষড়যন্ত্রে প'ড়ে।
অধীনীর যন্ত্রণায় প্রাণ নাই ধড়ে॥

ওহে নাথ! তুমি কেনে হইলে কঠিন॥
এত জালা অবলা ত সবে কত দিন?
যেইক্ষণে স্বপ্নে দেখি তোমারে নয়নে।
ধন প্রাণ কুল মান সঁপেছি যতনে॥
বিধি কৈল বল-হীন আমরা অবলা।
থাকিতে চরণ তবু সহজে অচলা।
ফেরফার নাহি বুঝি স্বভাবে সরলা।
অন্তর কপট নহে জানিবে অখলা॥
পরের অধীন প্রাণ পরাধীন সুখ।
পরাধীন দেহে হয় পরাধীন দুখ॥
পুরুষের, চিরদিন অধীন অবলা।
পুরুষে যে নাহি বুঝে এত বড় জালা॥
প্রেমিকা বলিয়া প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
যেন প্রেমদায় মজায়ো না প্রেমদায়॥
প্রেমিক প্রেমেতে নাহি পাড়ে প্রবঞ্চনা
ইহাতেই চিনা যায় অপ্রেমিক জনা॥
সরল জানিয়া আমি সরলা রমণী।
সমর্পণ করিয়াছি মম মনোমণি॥
সরলতা ভাব হয় সরলে সরলে।
তেমতি কুটিল ভাব কুটিলে কুটিলে॥
সামান্যে সামান্যে হয় সামান্য পীরিতি।
এইরূপ প্রথা আছে জগতের রীতি॥

কুটিলে সরলে কিন্তু নাহি বান্ধে ভাব।
যদি হয় ক্ষণমাত্র তাহার সম্ভাব॥
তার সাক্ষী বক্র ধনু শর সরল প্রাণ।
একত্র যগুপি কেহ করায় সন্ধান॥

ক্ষণমাত্র সংযোগেতে অমনি বিচ্ছেদ।
পরের সরল গুণে হয়ে পড়ে ভেদ॥
যাহা হোক তুমি নাথ সুধাকরোপম।
আমি নাথ! তবাধীন কুমুদিনীসম॥
আমার তোমার বই আর কেবা আছে॥

তোমা মত তুমি মোর এক নিশাকর।
মোর মত তব কুমুদিনী বহুতর॥
জলদের চাতকিনী আছে কতি কতি।
কিন্তু চাতকীর জলধর এক গতি॥
এই বিবেচনা নাথ! করিহ আমারে।
যেন তবাধীন জন প্রাণে নাহি মরে॥

নিকট দশম দশা কাম অতি বাম।
তবাধীন চিরদিন মম মনস্কাম॥

শতমুখ মোর দুঃখ কহিবারে নারে।
তবে কি জানাব কেবা লিখিতে হে পারে ?
অন্যান্য বৃত্তান্ত সব তমালিকা কবে।
তব প্রত্যাশায় প্রাণ সাত দিন রবে ॥
মরি তাহে খেদ নহে কিন্তু মনে করি।
একবার মুখশশী হেরে যেন মরি ॥
ইতি ব'লে আমার কথায় নাই ইতি।
মদন ইহাতে সাক্ষী নিবেদনমিতি ॥

—

কামিনীর পত্রশ্রবণে কুমারের বিলাপ

দীর্ঘ ত্রিপদী

কামিনীর পত্র পড়ে, কুমার ধরায় পড়ে,
উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করে।
অরে বিধি নিদারুণ! কি দারুণ তোর গুণ
এত দুঃখ কামিনীর তরে ?
দয়া নাই তোর মূলে, শিরীষ কমল ফুলে,
খড়্গধারে করিলি ছেদন ?
অথবা কি হবে ব'লে, এহেন যে শতদলে,
করি করে মূলে উৎপাটন ॥
তুমি ত' দুঃখের মূল, লোকের মজাও কুল,
ব্যাকুল করাও ফেরে ফেলে।
গগনবিহারী শশী, তাহার অন্তরে পশি,
রাহু আসি গ্রাসে অবহেলে ॥
শিব শিব হরি হরি, আহা আহা মরি মরি,
মোরে কেন প্রাণে না মারিলি ?
তাহার কুসুমকায় যাতনা কি সহ্য যায়,
তারে কেন এত দুঃখ দিলি ?
হায় হায় হই হত, কামিনী ত দুঃখ এত,
মোর জন্য জীবনে স'হেছে।
মরি হে! আমার জন্যে, সে ধনী রাজার কন্যে,
দিবানিশি বিরহে দহেছে ॥
এত বলি সে কুমার, ধরা প'ড়ে হাহাকার,
করে কত দুঃখের আলাপ।
দেখে তমালিকা কয়, উঠ উঠ মহাশয়
ত্যজ ত্যজ ক্রন্দন প্রলাপ ॥
ইহা সমুচিত নয়, বিলম্ব বিস্তর হয়,
তিন দিন মধ্যে যেতে হবে।

নতুবা রাজার কন্যে, বলেছে তোমার জন্যে
ধনে প্রাণে হত হবে তবে ॥
অতএব মহাশয়, আরোহণ হও হয়
দ্রুত চল কুসুমনগরে।
শুনি তমালিকা বাণী, কবি-গুণশিরোমণি,
অমনি উঠিল ত্বরা ক'রে ॥
বন্ধুসঙ্গে রঙ্গে দোঁহে, অশ্ব আরোহিতে কহে,
তমালিকা নিল করে ধরি।
আনন্দের নাহি পার, মদন কহিছে সার
যাত্রা কর বলিয়া শ্রীহরি ॥

—

কন্দর্পকেতুর তমালিকা সমভিব্যাহারে কুসুমনগরে গমন

তরল ত্রিপদী

দুই নৃপবরে, উঠে বাজি'পরে
স্মরে যোগমায়া-পায় রে!
মহাহৃষ্টমতি, বায়ুবেগে পথি
অতি দ্রুতগতি যায় রে!
তনু পুলকিত, বঁধুর সহিত,
দেখে মকরন্দ রায় রে!
ক্রোশ শত পথ, চলে যায় কত,
মারুতমত ত্বরায় রে!
দেখিলে চটক, অঘট ঘটক,
দোঁহার ঘোটক ধায় রে!
নাহিক বিরাম, ধায় অবিশ্রাম,
কুমারের কামনায় রে!
মারে মালসাট, দিবসের বাট,
একই সাটে কাটায় রে!
করে বীরদাপ, মারে হেন লাফ,
দাপটে মাটী ফাটায় রে!
যেন বিহঙ্গম, ধায় তুরঙ্গম,
পর্ব্বত বন এড়ায় রে!
দিবসে নিমিষে, মাসের দিবসে,
এরূপে পথ ছাড়ায় রে!
তিন হি দিবসে, উত্তরিল এসে,
নগর দেখিতে পায় রে ॥
নগর হেরিয়ে, উঠে শিহরিয়ে,
পুলকে পূর্ণিত কায় রে।

নগরের শোভা, অতি মনোলোভা,
বর্ণিবে কিবা কথায় রে!
নিমেষ নয়নে, না থাকিলে মেনে,
হেরিতাম সদা হায় রে!
অন্ত থাকে দূর, পুরন্দরপুর,
যোগ নহে তুলনায় রে।
জিনি পুরন্দর, অনঙ্গশেখর,
নৃপতি বসে যথায় রে।
কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে,
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয়, হইল উদয়,
কহিব কি তায় কায় রে!
নামিয়া দুজনে, আনন্দিত মনে,
পুরের নাম সুধায় রে!
সে নাম শ্রবণে, উচিত শ্রবণে,
উপমা যার সুধায় রে!
শুনি সবিশেষ, করিলা প্রবেশ,
হাতে স্বর্গ পায় প্রায় রে।
কহিছে মদনে, নৃপের সদনে
দেখিব চল তথায় রে।

কুসুমনগর প্রবেশিয়া সরোবরতীরে বিশ্রাম

পয়ার

দীন-দয়াময়ী দুর্গা! বলিয়া দুজন।
অশ্ব হৈতে হৃষ্টমনে নামে ততক্ষণ॥
কুসুমনগর নাম শুনিয়া কর্ণেতে।
অমৃত মিশ্রিত যেন প্রত্যেক কর্ণেতে॥
সে রস সরস মনে মন করে পান।
রসনা বাসনা ক'রে সে রস না পান॥
ঘুচিল বিষাদ মনে হইল আহ্লাদ।
মনসাধে অবিবাদে করিল আস্বাদ॥
পান করি সে রস বিরস অন্য রসে।
সরস বিরস যথা হয় ঘনরসে॥
চাতক নিরখি যথা নব-নীরধর।
আনন্দিত হয় তথা হৈল নৃপবর॥
ক্রমশঃ ক্রমশঃ যত হইয়া প্রবেশ।
একে একে দেখে সব পুর-সন্নিবেশ॥
যে বেশে প্রবেশে দোঁহে কি সে উপমা।
সে বেশেতে এবে সে অবশা যত রামা॥
নাগর নগরমাঝে করিল গমন।
মনোলোভা শোভা হেরে আনন্দিত মন॥
জ্ঞান হয় যেন বিশ্বকর্ম্মার রচিত।
উচিত হেরিতে যাহে স্থির হয় চিত॥
মন নাহি চায় যায় একবার চায়।
ত্যজি তায় অন্য তার পুনরায় যায়॥
বাঞ্ছা করে হই যেন সহস্র নয়ন।
একেবারে সব হেরে জুড়াক জীবন॥
না মেটে মনের সাধ হেরিয়া প্রাসাদ।
সে সাধে বিষাদ ঘটে এই পরমাদ॥
এরূপ আহ্লাদে প্রায় যায় দিবাভাগ।
কিন্তু মনে মনে জাগে কামিনীর যাগ॥
যে যাগের আগে দিতে মন-ছাগে বলি।
রহিয়াছে সদা মোহ-ময় খড়্গ তুলি॥
ধৈর্য্যকাষ্ঠে জ্ঞানহবি করিয়া সংযোগ।
বিয়োগহুতাশে হোমে হইতেছে ভোগ॥
আশারূপী শিখা বৃদ্ধি হইতেছে ক্রমে।
অন্ধকার করিল অজ্ঞানরূপ ধূমে॥
কামিনীরতন লাভ মনে করে কাম।
সতত হইছে যজ্ঞ নাহিক বিরাম॥
অতঃপর ভ্রমিতে শ্রমেতে দুই জন।
বসিতে সুরম্য স্থান করে অন্বেষণ॥
বিশ্রাম কারণে এক সরোবরকূলে।
দুই বন্ধু বসিলেন বটবৃক্ষমূলে॥
বৃক্ষমূলে সমূল ঢালিল যুবরাজ।
উঠিলা অনঙ্গরাজ করি নিজ সাজ॥
সঙ্গে লয়ে সখীগণে কুমারের অঙ্গে।
বিরাজে অনঙ্গ কত মত রঙ্গে ভঙ্গে॥
নিকটে নলিনীদলে কত মধুব্রত।
মধুপানে মত্ত করিতেছে কামব্রত॥
সলীলে সলিলে যত বহিছে পবন।
প্রেমজলে হইছে বিরহ উদ্দীপন॥
খঞ্জন খঞ্জনী মেলি কমলের দলে।
মুখে মুখ তুলি করে কুতুহলে॥
সারস সরসমনে সরোবরতীরে।
যেতে নাহি বাসে বাসে প্রিয়াপাশে ফিরে॥
অলিকুল সমাকুল সরোবরকূলে।
মকরন্দ গন্ধে দ্বন্দ্ব করে নিজ কূলে॥

যুথী জাতী নানা জাতি ফুটিয়াছে ফুল।
এমতি শকতি কি যে থাকে জাতি কুল
সুখে সুখে শারী শুক মুখে দিয়ে মুখ।
মাতি'কামে অবিরামে করিছে কৌতুক।
কোকিল কোকিলাগণ অখিল ভুবন।
শাখীপ'রে কলগানে করিছে মোহন ॥
মঞ্জুল বঞ্জুল শোভে সরোবর কুঞ্জে।
তাহে অলি গুঞ্জরিয়ে ভ্রমে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥
জ্ঞান হয় স্মর যেন ধরি শরাসন।
তথা বসি ত্রিভুবন করিছে শাসন ॥
বুঝ বিচক্ষণ জন বিচারিয়ে মনে।
বিরহী এমন স্থানে থাকয়ে যেমনে ॥
সুকুমার সে কুমার সরোবরতীরে।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে স্মরি কামিনীরে ॥
বিরহ-আগুন সদা দ্বিগুণ হইয়ে।
তনু-তৃণ দহিতেছে রহিয়ে রহিয়ে ॥
কেবল তাহার এই দেখ নিদর্শন।
সেই ধূমে নেত্রে নীর বহে অনুক্ষণ ॥
মদন কহিছে ধীর আর কেনে ভাব।
মিলিল ভাবুক জন ভাব কালী ভাব ॥

ষষ্ঠীপূজার নিমিত্ত আগত রমণীগণের কুমারদর্শনে বিতর্ক

পয়ার

এইরূপে বন্ধুসহ বটবৃক্ষমূলে।
কুমার বিশ্রাম করে সরোবরকূলে ॥
এমত কালেতে দিবা পরাহ্ণ সময়।
নানা রসঘটিকা রসিকা সমুদয় ॥
বাদ্যোদ্যমে আনন্দ উৎসবশব্দ করে।
কোলাহলধ্বনি উঠে নগর ভিতরে ॥
রাজপ্রতিবাসী এক সাধুর বনিতা।
ষষ্ঠী পূজিবারে আসে নবীন প্রসূতা ॥
নানা দ্রব্য উপহার সাজায়ে পসার।
রম্ভা আদি খদি দধি সঙ্গে শত ভার ॥
ধূপ দীপ চন্দনে সাজায়ে পুষ্পডালা।
নৈবেদ্যাদি পরিপূর্ণ হাতে স্বর্ণথালা ॥
কত কত রূপসী ধূপসী করে করি।
কেহ সাথী লয়ে পাথি খদি রম্ভা পুরি ॥

ঘড়ি ঘণ্টা কাঁসর শঙ্খের করে ধ্বনি।
আনন্দেতে উলু দেয় কত সুবদনী ॥
হরিদ্রা তৈলের পাত্র পূরে থরে থরে।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ কেহ লয়ে করে ॥
প্রবীণে সহিত কত নবীনে রূপসী।
দেখিতে চলিল কক্ষে করিয়া কলসী ॥
শাশুড়ী ননদী সহ কত শত নারী।
উজ্জ্বল করিল আসি বসি সারি সারি ॥
অশ্বত্থমূলের তলে বেদির উপরে।
বসিল কামিনী চতুষ্পার্শ্বে থরে থরে ॥
পূজক পুরুত হৈলা প্রাচীনা রমণী।
মনের আনন্দে পূজে ষষ্ঠী সন্তোষণী।
হেন কালে এক নারী বলে ওলো সই।
বটতলা আলো ক'রে বসে কেটা অই ?
কাণাকাণি যতেক কামিনী ঠারে ঠোরে।
কেহ কোন ছলে কলে হেরয়ে নাগরে ॥
পরস্পর রূপ হেরে হৈল চমৎকার।
ষষ্ঠীপূজা রাখি আঁখি ভুলিল সবার ॥
এক নারী বলে পূর্ব্বে শুনিয়াছি কথা।
কন্দর্প হয়েছে নষ্ট সে কথার কথা ॥
যদি মার মারা যেত হরকোপানলে।
তবে সে কেমনে এলো কুসুম-মণ্ডলে ॥
অপরা রমণী কহে এ কেমন রঙ্গ।
অনঙ্গের অঙ্গ নাই নিজে সে অনঙ্গ ॥
তথা সমাচার শুন আর রামা বলে।
বুঝি শশী খসি পড়িয়াছে ভূমিতলে ॥
আর জন বলে ইহা নাহি লয় মনে।
নিশানাথ বাস করে শুনেছি গগনে ॥
এ জন নহেক বিধু নহে এ ত মার।
ধরাতলে আসিয়াছে অশ্বিনীকুমার ॥
আর নারী বলে আমি শুনেছি পুরাণে।
স্বর্বৈদ্য তাহারা এথা কিসের কারণে ॥
যে হোক সে হোক নায়কের শিরোমণি।
এরে হেরে হইয়াছি মণিহারা ফণী ॥
ধন্য পুণ্যবতী সেই এই যার পতি।
না সাধিতে বুঝি সাধে সাধে নিজে রতি ॥
এ মুখ চুম্বন যবে করয়ে আবেশে।
না জানি মদনে মত্তা কি করে বা শেষে ॥
আর জন বলে সে কথায় কিবা ফল।
বিকল হইল প্রাণ গৃহে যাই চল ॥

সে বলে ঘরেতে গিয়া কি দেখিব ছাই।
দাঁড়া লো বারেক হেরে নয়ন জুড়াই॥
বৃথা দময়ন্তী নল নৃপতির তরে
সয়েছিল বনবাস-যাতনা অন্তরে॥
বৃথা ইন্দুমতী হৈয়ে অজানুরাগিণী।
হৈয়েছিল বিরহের যাতনা-ভাগিনী॥
মিছে রম্ভা ভুলে নলকুবরের রূপে।
গর্ব্বে মত্তা বরিল অন্য কোন ভূপে॥
এ ছার সংসার তার মুখে দিয়ে ছাই।
সেও ভাল যদি এর সনে বনে যাই॥
এইরূপে বিকল্প কল্পনা করি মনে।
অবশ হইল সবে মোহিত মদনে॥
মদনমোহন রূপ সে রূপ হেরিয়ে।
গৃহে যায় যত রামা মরমে মরিয়ে॥

নারীগণের স্ব স্ব গৃহে গমন

সুরট-মল্লার গজল-পোস্তা

মরি সে মরমে রূপ রহিল রে!
কামানলে কলেবর দহিল রে!
নিরখি নয়নে নীর বহিল রে!

আক্ষেপোক্তি—চৌপদী

যত রামাগণ, সে রূপ মোহন,
হেরি অচেতন হইল রে!
করিতে গমন, না চলে চরণ,
হেরি সে বরণ মোহিল রে!
কবরী ভূষণ, কাঁচলি কসন,
কটির বসন খসিল রে!
হেরি সেই জন, ভুলিল নয়ন,
কামরসে মন রসিল রে!
আছিল অটল, হইল সচল,
হৃদয়ের কল খুলিল রে!
আসি ফুলধনু সবাকার তনু
লয়ে শর-ধনু পশিল রে!
চলে ধীরে ধীরে চায় ফিরে ফিরে
নয়নের নীরে পূরিল রে!
কহিছে মদনে পীড়া দিয়া মনে
সব সখীগণে চলিল রে!

কুমারের বাজার ও রাজবাটী প্রভৃতি দর্শনান্তর নিশিতে মদনিকার বাটীতে অবস্থিতি

পয়ার

নাগরে নিরখি তারা যত নারীগণ।
গৃহেতে চলিতে চাহে না চলে চরণ॥
গুরুজন গুরুভয়ে তবু ধীরে ধীরে।
চলে যায় ছলে চায় পাছে ফিরে ফিরে॥
তারা আগে যায় কিন্তু মন ধায় পাছে।
কি করে বিষম কাজ লোকলাজ আছে॥
সরমের ধাঁকে তারা মরমে মরিয়া।
সব রামাগণ গেল গৃহেতে চলিয়া॥
এখানে কুমার প্রতি তমালিকা কয়।
উঠ মহাশয় বেলা অবসান হয়॥
তোমরা বিদেশী জন বল কি করিবে।
রজনী হইলে পরে যাইতে নারিবে॥
অতএব দিবাভাগে উচিত গমন।
তমালিকাবাক্য শুনি উঠিল দু'জন॥
সারি সারি দু'ধারি দেখয়ে অট্টালিকা।
পথধারে শোভা করে সুচারু দীঘিকা॥
তীরে তীরে তায়ারি কেয়ারি তরুশোভা।
নব নব পল্লব সুমনো মনোলোভা॥
শোভা করে পদ্মাকরে মরালের কুল।
উজ্জ্বল করেছে যেন তাহার দু'কূল॥
শত শত শতদল সরোবরে শোভে।
অলিকুল আকুল হইয়া উড়ে লোভে॥
এই অপরূপ রম্য হেরে পদ্মাকরে।
স্বর্গপুরে মানসে মানস কেবা করে?

আগে গিয়া নিরখিল রাজার বাজার।
হাজার হাজার কত প্রজার গুলজার॥

প্রবেশিয়া চারিদিকে দেখিল তাহার।
কত ক্রেতা বিক্রেতা সে সংখ্যা করা ভার॥

আশে পাশে দুই পাশে, বসেছে পশারি।
মণিহারি ভারি ভারি, মোদক কাঁসারি॥

জহরী পাথুরী যুগী, কত তন্তুবায়।
আপন আপণে পণে, করে ব্যবসায়॥

বহু বহু মূল্য, দ্রব্য কত কত।
হীরা মুক্তা চুণি মণি, কাঞ্চন রজত॥

কত কত ক্রয় হয়, কত বা বিক্রয়।
হেন সাধ্য কার আছে, করয়ে নিশ্চয়॥
বণিকদোকান দেখে হয় আহ্লাদিত।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধে, সদা আমোদিত॥
কি কব অধিক যাহা, ত্রিগজতে নাই।
তাও বুঝি সে বাজারে, অন্বেষণে পাই॥
কিঞ্চিৎ দূরেতে গিয়ে, দেখে রাজবাটী।
ইন্দ্রের ভবনতুল্য, অতি পরিপাটী॥
সন্ধি নাই চকবন্ধি, চিক্কণ গাঁথনি।
প্রস্তর বিস্তর তাহে, হীরা চুণি মণি॥
রক্ষক তক্ষকসম, সহস্র প্রহরী।
লম্ফে ঝম্পে কম্পে মহী, ফিরিছে শস্তরি॥
কাওয়াজে আওয়াজে গড়ে, ঝাড়ে গুলী-গোলা
শব্দ শুনি স্তব্ধ লোক, কর্ণে লাগে তালা॥
হুড় হুড় দুড় দুড়, সদা শব্দ হয়।
গুরু গুরু দুরু দুরু, কাঁপয়ে হৃদয়॥
দূর হৈতে চাহিতে, চাহিতে যত যায়।
ম গণ কতেক, কোক করে তায়॥
রাঙ্গাধূলাগুলা গায়, লোহিত লোচনে।
এটে সেটে মারে তাল, তর্জ্জন গর্জ্জনে॥
মজবুত রজপুত, যমদূত প্রায়।
ঢালী ঢালি ভুমে অঙ্গ, খেলিয়া বেড়ায়॥
দ্বারে দ্বারপালপাল, প্রায় কালমত।
ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি, বৈসে শত শত॥
সহজে দিবস সেই অপরাহ্ন কাল।
টহলে ফিরায় কত, অশ্ব পালে পাল॥
চাবুক সোয়ার সব, অশ্ব আরোহিয়ে।
বড় বড় রবে যায়, ভয়ে কাঁপে হিয়ে॥
সিন্দুরে সুন্দর শোভে, সিন্দুরের ছটা।
ফিরায় উপরে যন্তা, দন্তাবল ঘটা॥
মাতঙ্গে হেরিয়া সবে আতঙ্কে পালায়।
তমালিকা দোঁহাকারে, সঙ্গে লয়ে যায়॥
উপনীত রাজার বাটীর পূর্ব্বভাগে।
কামিনীর পুর দেখাইল, তার আগে॥
তমালিকা কহে অহে, শুন মহাশয়।
সহসা তথায় যাওয়া উচিত না হয়॥
একারণে এই স্থানে অন্ত লও বাসা।
কালি কালী পুরাবেন, তব মন-আশা॥
মকরন্দ কহে ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে।
কিন্তু কোথা পাব বাসা ইহার নিকটে?

বিদেশী বলিয়া কেহ নাহি দিবে বাস।
তবে বল রজনীতে কোথা করি বাস?
তমালিকা বলিছে সে ভার মোর আছে।
চল পরিপাটী বাসবাটী দিব কাছে॥
মদনিকা নাম কামিনীর সখীজনা।
তার গৃহে বাসা দিব কি আছে ভাবনা॥
মকরন্দ কহে শারি চল তবে চল।
আশার সুসার হবে সেই স্থানে ভাল॥
কামিনীর তথ্যতত্ত্ব পাইব তথায়।
ইহা ভেবে হৃষ্টভাবে সেই বাটী যায়॥
একা থাকে মদনিকা বাহিরে আইল।
তমালিকা সহ নাগরেরে নিরখিল॥
শশী যেন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে উদিল।
অপরূপ রূপ দেখে বিস্ময় হইল॥
ধনী কহে কে বট আপনি মহাশয়।
হেরিয়া অবলা জাতি পাইয়াছি ভয়॥
দেব কি গন্ধর্ব্ব বুঝি হইবে আপনে।
অধীনীর বাটী আগমন কি কারণে?
আসি গুণরাশি তমালিকা প্রতি কয়।
কোথায় আনিলে এবে দেহ পরিচয়?
তমালিকা বলে ওলো সব কি ভুলিলে?
কামিনীর মনচোরে চিনিতে নারিলে?
যতনে এনেছি দেখ সেই যে রতন।
এত শুনি মদনিকা পাইল চেতন॥
আস্তে ব্যস্ত আহ্লাদেতে পুলকিত কায়।
কোথা যে রাখিবে তার স্থান নাহি পায়॥
এ কি ভাগ্য অধীনীর হইল উদয়।
আপনি আইলা প্রভু আমার আলায়॥
এইরূপে বহুতর করি সম্ভাষণ।
কুমারের দিল ধনী রম্য নিকেতন॥
আর তার যথোচিত দেখিয়া যতন।
যামিনীতে কৈল দোঁহে রন্ধন ভোজন॥
মনোহর সজ্জা শয্যা করে দিল ধনী।
সুখে শুয়ে বঞ্চু বঞ্চিল, রজনী॥
এথা মদনিকার নয়নে নাহি ঘুম।
আশার বাজারে বড় পড়ে গেল ধূম॥
কালি কামিনীরে দিয়ে শুভ সমাচার।
পাইব সুবর্ণ কত শত ভারে ভার॥
কুমার এসেছে বলে সুসংবাদ দিব।
কামিনীর কণ্ঠমালা চাহিয়া লইব॥

সব সখীগণমধ্যে হব অগ্রগণ্য।
কামিনী করিবে পরে মোরে মহামান্য॥
এইরূপে সারানিশি ভাবিয়া ভাবিয়া।
পোহাইল মদনিকা জাগিয়া জাগিয়া॥
মদন কহিছে ধন পশ্চাৎ পাইবে।
ঈশ্বর ফুলিল ভাব তার কি হইবে?

প্রভাত-বর্ণন

গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী,
কূজতি ভৃশমমুবারম্।
বিকসিত কুসুমং, রৌতি চ বিষমং,
কল কলমলিপরিপারম্॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে,
স্ফুটতি চ নলিনী-জালম্।
কুমুদ-কলাপে, বিহিত-বিলাপে,
সীদতি রহসি বিশালম্॥
বিরহিত-শোকে, কূজতি কোকে,
হৃষ্যতি বিগত-বিকারম্।
সকল-কিশোরী, তৃষিত-চকোরী,
রোদিত সকরুণতারম্॥
শ্রীকবি-মদন, ধৃতহরি-চরণ,
রচয়তি রহিত-বিষাদম্।
বিহিত-সুসজ্জাং, পরিহর শয্যাং
নৃপসুত স্মর হরি-পাদম্॥

কামিনীর নিকট মদনিকা কর্ত্তৃক কন্দর্পকেতুর আগমনবার্ত্তা প্রদান

দীর্ঘ ত্রিপদী

পোহাইল বিভাবরী, কুমার স্মরিয়া হরি,
ত্বরা করি কৈলা গাত্রোত্থান।
উদয় হইল রবি, বন্ধু সহ যান কবি,
সরোবরে করিবারে স্নান॥
এদিকেতে মদনিকা, বেলাকন্দ শেফালিকা
মালিকা গাঁথিয়া থরে থরে।
রাখিল ভরিয়া ডালা, গৃহমধ্যে করে আলা
পূজাস্থান সেই অবসরে॥
করি নানা যোগাযোগ, দোঁহাকার জলযোগ,
দিব্য দ্রব্য সাজায়ে রাখিল।
কুমার আসিবামাত্র, কোশাকুশি পুষ্পপাত্র,
আদি সর্ব্ব দেখাইয়া দিল॥
অন্য গৃহকর্ম্ম যত, সব পরিহরি দ্রুত,
উত্তরিল কামিনীর বাসে।
আহ্লাদে উল্লাস গা, ধরায় না পড়ে পা,
মুখে মৃদু গদগদ হাসে॥
এথায় রাজার বালা, অন্তরে বিরহ-জ্বালা,
শয্যায় শয়ন ক'রে আছে।
কি কর কি কর ধনি! করিয়া মধুর ধ্বনি,
মদনিকা গেল তার কাছে॥
ধনী কহে ওলো সখি! আজি কেন হাস্যমুখী
কার সুখে হইয়াছ সুখী?
মদনিকা কহে ওলো, কি দিবে তা আগে বলো,
তবে সে কহিব বিধুমুখী॥
শুনি নৃপসুতা কয়, যদি মনোমত হয়,
যাহা চাহ তাই দিব তোরে।
সাক্ষী ক'রে সখীচয়, ধনী কয় মিথ্যা নয়,
আনিয়াছি তোর মনচোরে॥
আছেন আমার বাসে, নিশিতে তোমার পাশে
আনি দিব তোর প্রাণধন।
ধনী কহে রাখ নাট, বিস্তর জানহ ঠাট,
কোথা তুমি কোথা বা সে জন॥
যদি গিরিগণ চলে, অথবা পশ্চিমাচলে,
যদি হয় রবির উদয়।
তবু সে নিষ্ঠুর জনে, পাইব বলিয়া মনে,
কদাপিচ না হয় প্রত্যয়॥
সখী কহে মিথ্যা নহে, মম গৃহে আছে ওহে,
সত্য সত্য তোমার সে ধন।
কহিতে সে সব কথা, তমলিকা আসি তথা,
কামিনীরে করিলা বন্দন॥
কহে ওগো রাজকন্যে! তুমি তপ্তা যার জন্যে,
আগে শুন শুভ সমাচার।
অভিলাষ পূর্ণ তোর, আনিয়াছি মনচোর,
মদনিকা-মন্দিরে কুমার॥
নৃপসুতা সচকিত, ইহা শুনি চমকিত,
পুলকিত হৈল কলেবর।
অনুমানি পাইল ধনী, করে আকাশের মণি,
উথলিল আনন্দ-সাগর॥

আহ্লাদে গলার মালা, ছিঁড়িয়া রাজার বালা
মদনিকাকণ্ঠে সমর্পিল।
পুনরায় শারিকায়, হার সম ভাবি তায়
হৃদয়েতে যতনে রাখিল॥
ধনী কহে শুন শারি, আমি লো দুঃখিনী নারী
তব ঋণে হইনু বিক্রীত।
করেছ যে উপকার, সে ঋণ শোধন ভার
আমি চিরদিন তবাশ্রিত॥
এমন কি ধন আছে, কি দিয়ে তোমার কাছে
এই ঋণে পাব পরিত্রাণ।
প্রাণের অধিক নাই, তোমারে দিলাম তাই
মূল্য বিনে কিনে লও প্রাণ॥
হাসি তমালিকা কয়, ঠাকুরাণী এ কি হয়,
আমি তুয়া কেনা চিরদাসী।
মদনে করিল ঐক্য দাসীরে বিনয়বাক্য,
বিধুমুখী ভাল নাহি বাসি॥

—

কুমার আনিবার পরামর্শ

সরফর্দা—আড়াঠেকা

আজি আনন্দের সীমা নাই।
ভেটিবারে কিশোরী তোর কিশোর কানাই
ভালে ভালে কর শোভা,
তিলক ত্রিলোক-লোভা,
হরি হরি লয়ে সভা,
আনিব লো! চল যাই।
লহ পরি পরিধান,
সহ সহচরী আন,
সাধ মদনের মান,
যদি হরি পাবে রাই॥

পয়ার

আসি ব'লে মদনিকা গৃহে যেতে চায়।
অঞ্চলে ধরিয়া ধনী নিকটে বসায়॥
কহ লো কমলমুখি! কি করি এখন।
কিরূপে কখন এথা আসিবে সে জন?
সুসংবাদ দিয়ে বটে দিলে জীবদান।
বিনা দরশনে কিন্তু না জুড়ায় প্রাণ॥
জুড়ায় চাতকী বটে হেরে নবঘনে।
পিপাসা না যায় কিন্তু বিনা বরিষণে॥
সখী কহে আর কি বিলম্ব এবে সয়।
বুভুক্ষায় বটে গো! দু'হাতে খেতে হয়॥
মদনিকা কহে গো! উতলা এত কেনে?
যখন দেখিতে চাবে দেখাইব এনে॥
তব প্রেমপিঞ্জরে রাখিব তারে ভরি।
এ নবযৌবনডোরে দৃঢ় বদ্ধ করি॥
দেখিয়াছি আরো তার যে বিষম ক্ষুধা।
ভুলাইব ভুঞ্জাইয়া বদনের সুধা॥
অধরবিম্বের লোভে সে ক্ষুধিত শুক।
আর কি যাইতে পারে ছেড়ে এত সুখ?
একে চির উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিতা কামিনী।
আরো ততোধিক মদনিকার মোহিনী।
ধনী কহে তবে তবে অহে সহচরি!
কখন আনিবে তাঁরে কহ সত্য করি॥
মদনিকা কহে ওগো! শুন সুবদনি!
অদ্যই হইবে তব সফলা রজনী॥
নিশিযোগে যোগেযাগে আনিব তাঁহারে।
নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি সে ভার আমারে॥
এত বলি মদনিকা বিদায় হইল।
তার সাথে কামিনী কুমারে ভেট দিল॥
হাসি হাসি মদনিকা নিজ গৃহে যায়॥
যে যে দ্রব্য পেয়েছিল কুমারে দেখায়॥
কুমারীর ভেট দ্রব্য কুমারে অর্পিল।
পেয়ে সে কুমার সুখসাগরে ভাসিল॥
আরো কহে শুন অহে নৃপতিনন্দন।
কি কব তোমারে তার যতেক যতন॥
জনে যত্ন করে কোন ক্রমে মেলে রত্ন।
লহ বলে রত্ন কভু নাহি করে যত্ন॥
কিন্তু সে রমণীরত্ন তব ভাগ্যফলে।
সদাই করিছে যত্ন লহ লহ ব'লে॥
তোমার কথাটি মাত্র হইলে প্রসঙ্গ।
একচিত্তে শুনে ধনী রোমাঞ্চিত অঙ্গ॥
আরবার শতবার শুনিলে সে কথা।
নহে তৃপ্তে তত চিত্তে বাড়ায়ে ব্যগ্রতা॥
অমৃতেতে তত সাধ না হয় আবার।
যত সাধ তব গুণ শুনিতে তাহার॥
শুনি সে রহস্য-হাস্য-গুণধাম।
মনে মনে গণে বুঝি পূর্ণ হ'ল কাম॥

কবি কহে তবু আজি কি কহিল ধনী।
সখী কবে তোমা লয়ে যাইতে এখনি॥
তার ইচ্ছা এখনি লইয়া যেতে কাছে।
অনুচিত কিন্তু কে দেখিবে কোথা পাছে॥
আমি কহিয়াছি তথা যাইতে নিশিতে।
সেই যুক্তিমতে উক্তি করিল আসিতে॥
কন্দর্পকেতুর নাহি আনন্দের সীমা।
মদন কহিছে সব কালীর মহিমা॥

কামিনীর বাসসজ্জা

খাম্বাজ—মধ্যমানের ঠেকা

ওলো সই! মিলিবে বল কি সেই শ্যাম,
গুণধাম মনোহর মোহন মুরলী মনোরম?
নয়ন যুরিবে, আনন্দে ঝুরিবে,
মনেরি পূরিবে কাম।
করিব সফল, এই নিরমল,
রজনী সকল যাম॥
অনঙ্গ অঙ্গিম, সুরঙ্গ রঙ্গিম,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম।
পীত নিবসন, জঘনে কসন,
ললিত রসনদাম॥
মনোহর তনু, যেন ফুলধনু,
সে যে অতি অনুপম।
নিবারিব ক্ষুধা, পিয়ে তার সুধা,
সেই মুখসুধা-ধাম॥
মদন কহিবে, দুঃখ না রহিবে,
বিধাতা নহিবে বাম।
সে জন ভেটিবে, সুরত ঘটিবে,
গায়েন্দ্রি ছুটিবে ঘাম॥ ধ্রু॥

লঘু চৌপদী

এথায় নাগরী, সহ সহচরী,
সুখে মুখভরি হাস।
ভয় নাহি সহে, স্থির চিত্ত নহে,
সাজাইতে কহে বাস॥
সহচরী যত, উপদেশমত,
একে করে শত কাজ।
করে বেলাবেলি, সব সখী মেলি,
মনমথ-কেলি-সাজ॥
বিচিত্র বসন, আনে রামাগণ,
বসিতে আসন পাতে।
আনে নানা যন্ত্র, মদনের তন্ত্র,
ঘটায় কুতন্ত্র যাতে॥
প্রতি দ্বারে দ্বারে, কুসুমের হারে,
কি শোভা বিস্তারে তায়।
যার পরিমলে, ত্যজি শতদলে,
অলি কুতূহলে ধায়॥
সব গৃহচয়, করে আলোময়,
যেন কি উদয় রবি।
করে চক্‌মক, ঝাড় ঝক্ ঝক্,
তার তক্ তক্ ছবি॥
মণিতে খচিত, মুকুরে রচিত,
আনন্দিত চিত দেখি।
ভুলিবে নৃপতি, বলিয়া যুবতী,
রাখিল মুরতি লিখি॥
যার ভাল চর্য্যা, সেই করে শয্যা,
কি কহিব পর্য্যা তায়।
মদন নৃপতি, সঙ্গে লয়ে রতি,
নিজে অধিপতি যায়॥
কুসুমের ভার, রাখে চারি ধার,
কি কহিব তার শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মূরতি।
রতিপতি-মতি-লোভা॥
শুভ দিন আজি, সুখে বাটা মাজি,
রাখে পান সাজি তায়।
লবঙ্গ কর্পূর, করি রাখে চুর
অমৃতের পুরপ্রায়॥
জয়িত্রী এলাচি, রাখে বাছি বাছি,
মাঝে তার সাঁচি পান।
সমাপিয়া রতি, দিবেক দম্পতি,
যাহে শেষাহুতি দান॥
রাখে জায়ফল, সদা যায় ফল,
যুবক বিকল খেয়ে।
উভয় মিলনে, মদনের রণে,
বুঝিবে আপনে যেয়ে॥
আমোদিত পুরী, কুঙ্কুম কস্তুরী,
বাটি পুরি পুরি আনে।

মলয়জ রস, করিয়া পরশ,
নহে কে অবশ ঘ্রাণে ?
আর কোন বালা, গাঁথি ফুলমালা,
সাজাইয়া ডালা রাখে।
পাইয়া সে গন্ধ, আসি মন্দ মন্দ,
গন্ধবহ গন্ধ মাখে ॥
রাখে সখীচয়, সুধাময় পয়,
পানে তুষ্ট হয় প্রাণে।
খাদ্যোপকরণ, করি আয়োজন,
রাখিল শয়ন স্থানে ॥
শেষে ভরি বারি, কনকের ঝারি,
রাখে সহচরীচয়।
কহিছে মদন, মদন-সবন,
যাহে সমাপন হয় ॥

——

কামিনীর সজ্জা

দ্রুতগতি ছন্দ

হৃদি বিলসে পটু-বসনা।
কুচকলসে কৃত-কসনা ॥
স্বর অলসে মৃদু-হসনা।
তনু উলসে মদলসনা ॥
জঘনতটে ধৃত-রসনা।
অধরপুটে স্মিত-দর্শনা ॥
জিত-বরটা গজ-গমনা।
অরুণ ঘটা-সম-চরণা ॥
কনক ছটা-জিনি-বরণা।
চমর-সটা-কচ-রচনা ॥
ভণতি যথা-গত-মতিনা।
কবি মদন দ্রুতগতিনা ॥
একে ত চিক্কণ চিকুর-জাল।
তাহাতে গাঁথনি মুকুতা-মাল ॥
বিনাইয়া বেণী বাঁধিল ভালা।
বেড়িয়া বিলসে বকুলমালা ॥
খেদেতে ক্ষুব্ধ হেরি খোঁপায়।
রাগিণী নাগিনী রাগে ফোঁপায়।
মলয়জ-রজ-রস মিশালে।
তিলেকে তিলক করিল ভালে ॥
অঞ্জনে রঞ্জন করিল আঁখি।
যেন নাচে দুটি খঞ্জন পাখী ॥

গৃধিনীগঞ্জিত শ্রবণমূলে।
কুণ্ডলযুগল পরিল তুলে ॥
সহজে অধর বাঁধুলি-ফুল।
রঙ্গিণী রঞ্জিম করিল মূল ॥
মোহন মুকুরে মোহনে ছাঁদ।
নিরখিয়া নিজে নিন্দিল চাঁদ ॥
তরুণ তরল তারকাকার ॥
গলে গজমতি গছিল হার ॥
পয়োধর পরে ঈষত দোলে।
যেন শশীরাশি সুমেরু কোলে ॥
বাঁধে কুচযুগে কাঁচলি কসে।
যেন কি চিত্রিল হেম-কলসে ॥
কর-কিশলয়ে মণি-বলয়।
সাজে ভুজে মণি-কেয়ূরদ্বয় ॥
মুখর মঞ্জিম মঞ্জির-শোভা।
যুব-জন-মন-মরাল-লোভা ॥
কটিতটে করে মধুর রব।
শুনি যেন কি জাগে মনোভব ॥
সখীগণে মেনে মিটায়ে আশ।
বাছিয়া বাছিয়া পরাল বাস ॥
চিরদিন যার যে ছিল মনে।
সেই সাজাইল সেই ভূষণে ॥
একে রাকা-নিশাকর বরণী !
তাহে বেশ-ভূষা ধরিয়া ধনী ॥
দাঁড়াইল আসি সখীর মাঝে।
তারা তারাপতি লুকায় লাজে ॥
চলিতে নূপুর বাজিছে পায়।
কত শত কাম মোহিত তায় ॥
ধনী কহে কথা মধুর স্বরে।
যেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে ॥
আজি মনচোরে মিলিবে ব'লে।
মৃদু মৃদু হাস মুখ-কমলে ॥
গরবে উলসি উঠিছে কায়।
সঘন আপন মূরতি চায় ॥
শুন লো যুবতি! কহিছে কবি।
হের না আপনি আপন ছবি ॥
যে তব নয়ন বিষম ফাঁদা।
শেষে কি আপনি পড়িবে বাঁধা ॥
কামারের গলে পড়িলে অসি।
তারে কি কাটে না ওলো রূপসি!

কামিনীর নিকট কুমারের যাত্রা

ঝিঁঝিট-খয়রা

ওহে রসিকরাজ! ধীরে ধীরে চল।
দেখি রসভরে তনু করে টল টল॥
কোথা যাবে বল বল,
অঙ্গ শোভে ঝল ঝল,
বট বুঝি মদনে ভাবে ঢল ঢল। ধ্রু॥

পয়ার

ক্রমে দিন শেষ অস্ত হইল দিনেশ॥
এথা কুমারের অন্ত যাবতীয় ক্লেশ॥
আন্ধারে আবৃত কৈল সকল গগন।
আশায় আবৃত তথা কুমারের মন॥
প্রকাশিল চন্দ্রের চন্দ্রিকা সমুদয়।
অন্তরে সন্তোষ এথা হইল উদয়॥
চকোর চকোরী মেলি কেলি-সুখ করে।
তৃষ্ণাসহ লোভে এথা কৌতুকে বিহরে॥
হ্রদে কুমুদিনীগণ নয়ন মেলিল।
কুমারের হৃদে এথা উৎকণ্ঠা ফুটিল॥
এইরূপে ক্রমে নিশা বাড়িতে লাগিল।
বিনোদের বিশেষিয়া ব্যগ্রতা বাড়িল॥
একে শুধু মধুমাসে করায় ব্যাকুল।
তাহে আরো নানা জাতি ফুটিয়াছে ফুল॥
মধুলোভে মধুকর করে গুনগুন।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে পুনঃ পুনঃ॥
শশীকর শীকর বরিষে মুহুর্মুহুঃ।
কোকিল কোকিলাগণ করে কুহু কুহু॥
হেন দিনে বিরহী বিরহে রহে যেই।
সে দুঃখ কে জানে যেই জানে জানে সে॥
ইথে কুমারের আর কোথা সহে ব্যাজ
কি হবে উদরে ক্ষুধা মুখে আর লাজ॥
হেনকালে মদনিকা কহে যুবরাজ!
কিবা কর ধর শুভ গমনের সাজ॥
আর কি বিলম্ব সহে বাড়িল আবেশ।
তাড়াতাড়ি ধরে ধীর গমনের বেশ॥
মকরন্দ সানন্দ বন্ধুর কলেবরে।
সাজাইয়া দিল মণিমুক্তা চামী করে॥
ধরি সাজ যুবরাজ বাহিরে নামিল।
দ্বিজরাজ পেয়ে লাজ মরমে মরিল॥
না বলিতে বলিতে চলিতে চিত্ত চায়।
আগে যুবরাজ পাছে মদনিকা যায়॥
মদনে মাতিয়া যেন আপনি মদন।
রতি-আশে রতিপাশে করিছে গমন॥
আনন্দে অবশ তনু ট'লে পড়ে পা।
কামিনীর ভাব ভেবে পুলকিত গা॥
গুরু গুরু কাঁপে হিয়ে গুরুতর কামে।
যায় যুবরায় যামিনীর আশু যামে॥
কামিনীরে স্মরিতে স্মরেতে সমাকুল।
বিদগ্ধ-বিস্মিত-চিত পথ হয় ভুল॥
রসে খ'সে পড়ে ধুতি অলসে ঢালিয়া।
হাসিমাখা মুখে যায় সুখেতে চলিয়া॥
মত্ত-গজপতি-গতি মত্ত মদনেতে।
অভিসার করে ধীর সতী-সদনেতে॥

কামিনীর বিরহোৎকণ্ঠা

ভৈরব—আড়াঠেকা

কই এল সই সেই প্রাণ-কালিয়া।
স্মর-খর-শরে তনু যায় জ্বলিয়া॥
এ নব ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা,
এ দেহ বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া।
আনিতে যে গেল গেল
পুনঃ নাহি ফিরে এল,
নাথ বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলি:।

একাবলী ছন্দ

এথায় কামিনী সাজিয়া সাজ।
বসিয়া রসিয়া সখীর মাঝ॥
নাগর না এল হইল নিশা।
ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা॥
কি হ'ল কি হ'ল ওলো সজনি!
নাথ কই এল হ'ল রজনী॥
যা গো সখী! তোরা জনেক যাও।
বারেক বঁধুরে আনিয়া দাও॥
তাহারে না হেরে বুক বিদরে।
কারে কব সই! প্রাণ যে করে॥
হেদে মরনিকা বলিয়া গেল।
খেয়ে মোর মাথা কেন না এল॥

কত দিনু তারে মাথার কিরা।
যে গেল সে গেল এল না ফিরা॥
কি হবে সখি হে! অনঙ্গ লেখে।
বারেক বাহিরে আয় গো! দেখে॥
শুন সই! ওই প্রহর বাজে।
শেলসম মম হৃদয়ে বাজে॥
বুঝিনু বিধাতা নহেন রাজি।
নাগর নিশিতে না এল আজি॥
কি ফল এ ছার জীবনে তবে।
এত দুঃখ কেন পরাণে সবে?
বঁধু বিনে মধু মধুর মাস।
বিষ হৈয়া প্রাণ করিছে নাশ॥
নিশাকর-কর-দহন-কণা।
তবে ত' কেমনে বাঁচি বল না॥
জ্বালায় যে জ্বালা ফুলের মালা।
কি ছার মিছার বিছার জ্বালা॥
যে দুঃখ দিতেছে চন্দনচয়।
এ হতে কিসের বিষের ভয়॥
মণিমালা কালফণীর জ্বালা।
বল না ইথে কি বাঁচে গো বালা॥
আর কি আমার এ দুঃখ টুটে।
দ্বিগুন আগুন জ্বলিয়া উঠে॥
এ সুখশয়ন বৃথায় গেল।
কি লাজ এ সাজ বিফল হ'ল॥
কমলে সজল কমলদলে।
যায় জ্বলে দে গো হৃদয়তলে॥
মৃণালিকে আন মৃণালভার।
তনু জ্বলে যায় কি দেখ আর॥
ত্যজি রসবতী রসের গান!
আর না সহিছে দহিছে প্রাণ॥
সখি চিত্রলেখা! কি আর দেখ?
দেখি চিতচোরে বারেক লেখ॥
বঁধু ত এলো না প্রাণ গেল না!
তবে এবে কি যে করি বল না?
কাতরা কামিনী এতেক ব'লে।
মোহ যায় প'ড়ে সখী কোলে॥
উঠ বঁধু এল এল বলিয়া!
ধরাধরি তারা ধরে তুলিয়া॥
শুনি চমকিয়া চেতনা পায়।
দশদিকে ধনী চকিতে চায়॥
ক্ষণেক বাহিরে ক্ষণেক ঘরে॥
কত শত গতাগতিক করে॥
এইরূপে মনোদুঃখে রূপসী!
কামিনী যামিনী কাটিছে বসি।
মদন কহিছে শুন লো ধনি।
ভয় কি নাগর পাবে এখনি॥
সেই ভাবিছে ভাবনা যার।
তোমার যতেক শতেক তার॥
আপনি মদন ঘটক যাতে।
কভু কি অন্যথা হয় লো তাতে?

কামিনীর মন্দিরে কুমারের আগমন

বারোঁয়া—খং

হেদে হে সজনি! কি কর বসিয়া?
নাগর দাঁড়ায়ে দ্বারে দেখ তাঁরে আসিয়া॥
হেরিতে সে মুখচাঁদ, মদনমোহন ছাঁদ,
মন জলধির বাঁধ, গেল মোর খসিয়া।
মুখে মৃদু মৃদু হাস,
যেন মণি পরকাশ, হেন মনে করি আশ,
হৃদে রাখি পশিয়া॥ ধ্রু॥

লঘু ত্রিপদী

এমত সময়, আসি রসময়,
উদয় কামিনীদ্বারে।
যতেক প্রহরী, সবে সহচরী,
আছে বৈসে দুই ধারে॥
নাগরে দেখিয়া, ভয়ে চমকিয়া,
তনু শিহরিয়া উঠে।
তারা পরস্পরে, চাওয়াচাওয়ি করে,
মুখে বাক্ নাহি ফুটে॥
যেমত চঞ্চল, হরিণীমণ্ডল
মৃগপতি মুখ হেরে।
তেমতি বিকল, হইয়া সকল,
পড়ে বামাগণ ফেরে॥
সহচরী ঘটা, যেমন বরটা,
রাজহংস নিরখিয়ে।

না পারে চলিতে, না পারে বলিতে,
দুরু দুরু কাঁপে হিয়ে ॥
এ কে লো! এ কে লো! এ কে দেখি এলো
সবাকার এই কথা।
দেব কি দানব, হবে কি মানব
কেন বা নিশিতে এথা ॥
কে বলে সই! হবে বুঝি ওই,
সুরবর পুরন্দর।
কেহ বলে তবে, ষড়ানন হবে,
কেহ বলে পঞ্চশর ॥
এ বুঝি নায়ক স্বর্গের ভিষক্,
মনে নাহি তার নাম।
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম,
কেহ কহে সুধাধাম ॥
আর রামা কহে, চিনিয়াছি ওহে,
কামিনীর প্রিয় এই।
মদনিকাসঙ্গে, আসিতেছে রঙ্গে,
পশ্চাতে দেখ না সেই ॥
কহে আর জন, বুঝিনু এখন,
এই সেই মনচোর।
দেখিতে দেখিতে, এখনি চকিতে,
মন চুরি কৈল মোর
তারা কহে এ কি, ইহারে যে দেখি,
পরমপুরুষমত
সে কহে সামান্যে, হইলে কি জন্যে
রাজকন্যা দৈন্যে এত?
অতএব সার, বিনা দুঃখভার,
সুখ কভু কার নাই।
আগে পেলে দুখ, শেষে হয় সুখ,
কামিনার দেখ তাই ॥
যাহা হৌক ধন্যা, নৃপতির কন্যা,
রাজা ধন্য ধন্য বটে!
বর পুণ্যফলে, বসুমতীতলে,
এমত রতন ঘটে ॥
কহে আর রমা, সে যে নিরুপমা
সদা শ্যামা পূজেছিলা।
সেই পূজাফল, ফলিল সকল,
কালী কালে ফল দিলা ॥
হেরিয়া নাগরে, এইরূপে করে,
নানা জনে নানা কথা।
অনেক অমনি, আসিল রমণী,
কামিনী বসিয়া যথা ॥
নিবেদয়ে বাণী, শুন ঠাকুরাণী,
ঠাকুর আইলা দ্বারে।
উঠ ওগো উঠ, চর্ম্মচক্ষু দুট,
জুড়াও হেরিয়া তাঁরে ॥
মোরা কিবা জানি, কিন্তু অনুমানি,
সুধায় সে তনুখানি।
অমৃতে ছানিয়া, রসে চিকণিয়া,
গড়েছে বিধাতা জ্ঞানী ॥
মুখে মৃদু হাসি, সৌদামিনীরাশি,
তমো নাশি আসিতেছে।
এক নালে ফুটী সরসিজ দুটি
আঁখি দুটি ভাসিতেছে ॥
পুরী সমুদয়, হয় আলোময়,
অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু ॥
হেন লয় মতি, যেন ছেড়ে মতি,
রতিপতি ফুলধনু ॥
মদনিকা লয়ে, এল দেখ চেয়ে,
আর কেনে শুয়ে তবে।
তোল বিধুমুখ, দূরে যাবে দুখ,
এখনি যে সুখ হবে ॥
যেমনি শুনিল, অমনি উঠিল,
শিহরিল সর্ব্বকায়।
ছিল মৃতপ্রায়, শুনি সে কথায়,
মৃতপ্রায় প্রাণ পায় ॥
কই কই ব'লে, ধনী কুতূহলে,
সঙ্গেতে সঙ্গিনীগণ।
বসে সভা করি, পাশে সহচরী,
সবে আনন্দিত মন ॥
এমত সময়, নিজে রসময়,
হইল উদয় আসি।
শশীর আলয়, শশীর উদয়,
যে মত হইল নিশি ॥
কুমুদমণ্ডলে, কিংবা কুতূহলে,
কুমুদসখার দেখা।
আনন্দ-মহিমা, নাহি পরিসীমা,
কেবা করে তার লেখা ॥
সম্ভ্রমে সকলে, উঠি কুতূহলে,
সম্ভাষিল যুবরাজে।

সবে আঁখি ভরে, নিরখে নাগরে,
দূরে পরিহরি লাজে ॥
কামিনীর মন, চাতকী যেমন,
হেরে নবঘন হয় ।
শতাধিক আর, হলো সুখ তার,
মনে যেন হেন লয় ॥
যাতনা টুটিল, সুখ উপজিল,
পাসরিল পূর্ব্বদুখ ।
তাহা বর্ণিবারে, সেহ বুঝি নারে,
সেই ধরে শতমুখ ॥
কুমারের করে, মদনিকা ধরে,
কহে ধনি এই লও ।
আনিনু নাগর, যা জান তা কর,
মদনে খালাস দাও ॥

উভয়ের দর্শন

মেঘমল্লার—তিওট

নব নাগর নাগরী নিরিখে ।
দুঃখ পাশরে নয়নে নিমিখে ॥
উভয় তনুবর হইল জরজর,
নয়ন খরতর বিশিখে ।
যতহুঁ নিরখত অতহুঁ বরখত ।
নয়ন অবিরত বরিখে ॥
দুজন নববয়, সুজন পরিণয়,
মদন নিরণয় বিলিখে ॥ ধ্রু ॥

একাবলী ছন্দ

রসিক রসিকা রসের সার ।
পলকে পালটি না চাহে আর ॥
অনিমিখে দোঁহে রহিল চেয়ে ।
দুঃখী যথা হয় দ্রবিণ পেয়ে ॥
দোঁহে নিরখই দোঁহার তনু ।
এথা সাড়া দিল কুসুমধনু ॥
উভয়ে উভয় মন পশিল ।
রতি রতিরস-আশে ভুবিল ॥
কলেবর কামরসে রসিল ।
অলসে অঙ্গের বাস খসিল ॥
নিরখিয়া কাম দোঁহার ঠাট ।
হৃদয়ের খুলি দিল কপাট ॥
দোঁহার দারুণ নয়নপাশে ।
দোঁহাকার মন পড়িল ফাঁসে ॥
শুভদিনে শুভ হইল দেখা ।
রতিপতি পাতি করিল লেখা ॥
নয়ন তৃষিত চকোরী পারা ।
পিয়ে সুধা ক্ষুধা নিবায়ে তারা ॥
মৃদু মৃদু হাস বঙ্কিম ঠায় ।
চঞ্চল চঞ্চল নয়নে চায় ॥
সঞ্চারিল কাম-জলধি জল ।
দেখিতে দেখিতে দোহে বিকল ॥
ঘন ঘন কাম কামান টানে ।
শন্ শন্ বাণ হৃদয়ে হানে ॥
ঝর ঝর ঘাম ঝরিছে গায় ।
গর গর কামে কাঁপিছে কায় ॥
জরজর একে নয়ন-ঘায় ।
থর থর দোঁহে মোহিত হয় ।
ধর ধর কবি মদন কয় ॥

কুমারের প্রতি সখীর উক্তি

সিন্ধু—মধ্যমান

ওহে বঁধু কি ভাব দাঁড়ায়ে রসরাজ ।
নবীন নাগর তুমি তেঁই এত লাজ ॥
যদি বিধি ভাগ্যফলে, তোমাধনে মিলাইলে ।
তবে এ শুভ মঙ্গলে কেন কর ব্যাজ ॥ ধ্রু ॥
চন্দ্রমুখী সচকিতা সচেতনা হয় ।
বিনোদিনী বিনোদে আসন দিতে হয় ॥
শশীমুখী নামে সখী সসম্ভ্রমে উঠে ।
অমনি আসন দিল কুমার নিকটে ॥
বৈস ব'লে বিনোদেরে দিয়া সিংহাসন ।
ধৌত করে দিল ধনী যুগল চরণ ॥
কি বলিব কি করিব ভাবে দুই জন ।
ভাব বুঝি শশীমুখী কহিছে বচন ॥
শুন ওহে গুণমণি ! রসিক নাগর ।
বিস্তারিয়া সে যে কথা কহিতে বিস্তর ॥
কি শুভ নিশিতে তোমা হেরিল রূপসী ।
সে রূপসী না ছাড়ে হৃদয়ে র'লো পশি ॥
শুন ওহে সখা ! যেবা বাঁকা তব আঁখি ।
ইথে বাঁচা ভার অবলার প্রাণপাখী ॥

না জানি কি গুণ আছে তব ভুরুছলে।
অবলার জাতিকুল মজায় সমূলে॥
ওহে গুণধর! মরি কি গুণ ধরেছ।
একেবারে কামিনীরে কিঙ্করী করেছ?
যে নিশিযোগে তোমা হেরিল কামিনী।
তদবধি ভেবে ভেবে শুকালো ভামিনী॥
নহে সুখী শশীমুখী এক দিন তরে।
সদা ম্রিয়মাণ প্রাণ উড়ু উড়ু করে॥
বিশেষ বিধু হ'লো অনর্থের হেতু।
প্রতিপক্ষে প্রতি পক্ষে যেন ধূমকেতু॥
অগুরু উগারে গুরু গরল এ গাতে।
কঠিন কুলিশ ক্লেশ মলয়ার বাতে॥
ত্রিযামা যামিনী সেই হ'লে শত যামা।
এই ভেবে ভেবে গোরা তনু হ'লো শ্যামা॥
পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করিল রূপবতী।
বিরহদহনে দেহ দিবেক আহুতি॥
তোমা ধন কেবল করিতে আরাধন।
প্রতিজ্ঞা করিল তনু করিব নিধন॥
যাহার বিরহে পোড়া কাম ধরে ধনু।
কি ছার তবে'তো আর এ মিছার তনু॥
নিতান্ত কোমল যেই কামিনীর বুক।
অনুমানি তাই এত সয়েছিল দুঃখ॥
নতুবা হৃদয় যদি হইত কঠিন।
তবে বুক ফেটে প্রাণ যেতো এত দিন॥
কি হইবে কি ঘটিবে কোথায় মিলিবে।
কামিনীর মনসাধ কেমনে পূরিবে?
বিরূপে বা রূপসী তো পরাণে বাঁচিবে।
এই ভেবে ভেবে মোরা মরি নিশি দিবে॥
কি নিশি কি দিবা কিবা জাগ্রতে স্বপনে।
তোমা পাবো ব'লে আর কার ছিল মনে॥
যদি বিধি গুণনিধি হয়ে অনুকূল।
অদৃষ্টেতে ফুটাইলা সৌভাগ্যের ফুল॥
মৃত-দেহে প্রাণ যদি আসিল আবার।
নারিকেল ফলে যেন জলের সঞ্চার॥
এবে প্রতিক্ষণ এই প্রতীক্ষায় আছি।
কোন ক্রমে দুঁহাতে একহাত হ'লে বাঁচি॥
মৃদু মৃদু হাসি হাসি কহিছে কুমার।
দুহাতে কি একহাত বাকী আছে আর॥
বিধি গড়িয়াছে দুই প্রাণে এক প্রাণ।
অভিন্ন দোঁহার তনু ইথে নাহি আন॥
তবে বল কি ফল দুহাতে এক হাত।
কাকেতে কি কাজ যদি হইল প্রভাত॥
তবে যদি বল দুঃখ হ'লো কি কারণ।
কি করি অদৃষ্টে লেখা বিধির ঘটন॥
যেই বিধি সৃজিয়াছে কমলের ফুল।
সেই করিয়াছে করী নাশিতে সমূল॥
এই সুধাকর সৃষ্টি যেই বিধাতার।
সেই করিয়াছে তারে রাহুর আহার॥
যেই জন সৃজন করিল রত্নাকর।
সেই বাড়বাগ্নি কৈল তার দাহ-কর॥
পূর্ব্বাপর এইরূপ বিধির নিয়ম॥
অদৃষ্টের লেখা কে করিবে অতিক্রম?
কামিনী যে দুঃখ পেয়েছেন মোর লাগি।
কব কত আমি তার শত দুঃখ-ভাগী॥
দিবাভাগে কুমুদী কাতরা হয় কত।
সুধাকর দেখ একেবারে হয় হত॥
সেইরূপ মোরে বিধি করিয়াছে সখি।
শুনি পুনঃ হাসি হাসি কহে শশীমুখী॥
যা হবার হইয়াছে তাহে নাহি কাজ।
দেখি আঁখি ভ'রে বিভা কর যুবরাজ!
বসুক বামেতে বালা তুমি হে দক্ষিণে॥
জুড়াক জীবন তোমা যুগল ইক্ষণে॥
মদনে কহিছে ব্যাজ কেনে কর হায়।
বোলচালে এ দিকে যে নিশি বয়ে যায়॥

কামিনীকন্দর্পকেতুর বিবাহ

গৌর-সারঙ্গ—রূপক

মনগুণে গাঁথি মনোহর মালা।
লাজে নতমুখী নহে ত সুখী বালা॥
সুন্দরেরে হেরি, ভাবিছে সুন্দরী,
কিরূপেতে বরি শর্ব্বরী হলো জালা।
যুতি রতিপতি, রাকা রাকাপতি,
স্মরিয়া যুবতী লইল প্রেমডালা॥ ধ্রু॥

একাবলী ছন্দ

শশীমুখী আঁখি ঠারিয়ে কয়।
'বিবাহ নির্ব্বাহ নহিলে নয়॥

বুঝি মদনিকা আনিল থালা।
যাহে যূথী জাতি মতিয়া মালা॥
করে ধরি মালা কামিনী-করে।
দিয়ে কহে ধনী বরহ বরে॥
কুমারেরে আরো কহে রূপসী।
ধর বরমালা নাগরশশী॥
লহ কামিনীর কুসুমমাল।
না কর বিলম্ব এ ভাল কাল॥
সভাসদ যত সঙ্গিনী ছিল।
ভাল ব'লে সবে সায় পূরিল॥
অনুমতি পেয়ে উভয়ে সুখী।
বিশেষে প্রফুল্ল কমলমুখী॥
সম্ভ্রমে উঠিল নৃপের বালা।
আদরে খুলিয়া গলের মালা॥
বারে আগুসরে বারেক হটে।
সাত পাঁচ ভাবে পাছে কি ঘটে॥
সহসা সাহসে বান্ধিয়া হিয়ে।
নাগরের আগে দাঁড়াল গিয়ে॥
বরমালা দিতে বঁধুর গলে।
স্তনভরে তনু পড়িছে টলে॥
আবার বঁধুর বয়ান চেয়ে।
অধোমুখী লাজ অধিক পেয়ে॥
থর থর থর কাঁপয়ে বালা।
বরগলে দিল বরণমালা॥
সখীগণে দেয় উলুর ধ্বনি।
লাজে নতমুখী বিধুবদনী॥
আহা মরি? বলে ধরিয়া করে।
রমণ রমণী কোলেতে করে॥
সঘন চুম্বন বদনবিধু।
পান করে ধীর অধরমধু॥
যত সখীগণ ছিল তথায়।
এ পড়ে হাসিয়া উহার গায়॥
কেহ বা বদনে বসন দিয়ে॥
খল খল হাসে বাহিরে গিয়ে॥
এথা কুমারের বাড়িল রঙ্গ।
সখীগণ দিল দেখিয়া ভঙ্গ॥
ধীরে ধীরে ধীরে কহিছে ধনী।
ক্ষমা দেহ ওহে নাগরমণি॥
এখন এতেক সখীর মাঝ।
বড় লাজ বঁধু ছাড় এ কাজ॥

হের পয়োধরে নখের দাগ।
বহিছে অধীর রুধির-রাগ॥
করি হে মিনতি ধরি হে হাত।
ছি! ছি! ছাড় হাত শুন হে, নাথ!
অহে! আলি কালি গালি যে দিবে।
সে দুঃখ কেমনে প্রাণে সহিবে?
অহে! ও কি কর সরমে মরি।
আজি ক্ষম প্রভু চরণে ধরি॥
পীরিতে এ রীত নহে যে বঁধু।
আজি থাক কালি পিয়াসী মধু॥
দেখেছ কোথায় বড় ক্ষুধায়।
ভাল হে বল কে দুহাতে খায়॥
যত কহে হাত ধরিয়া ধনী।
চোরা কোথা শুনে ধর্ম্ম-কাহিনী॥
উথলিল কাম জলধি-পয়।
বারণ-বালির বান্ধে কি রয়॥
বিনোদ বিবাহ-বিধি তেয়াগে।
প্রবর্ত্ত প্রকৃত বিবাহ-যাগে॥
বাজে যে কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল।
তার কাছে আর কি কাজ ঢোল?
এয়ো হয়ে রতি আপনি হাসি।
বিবাহে বরণ করিল আসি॥
কুচঘটে কর-ফুল চন্দন।
প্রেমডোরে হয় কর-বন্ধন॥
ভাল নিয়েছিল ক'রে বাছনি।
উরু ভুজযুগে নাচে নাচনি॥
রসনা অধর কর চরণ॥
সুখে ষড়রসে করে ভোজন॥
আগে যে দোঁহার লাজ আছিল।
সেই লাজে লাজ অঞ্জলি দিল॥
দেখে উলু দিল পিক-রমণী।
গান গায় মধুকরঘরণী॥
সুমতি দম্পতি মদনানলে।
সুখে মুহুর্ম্মুহুঃ আহুতি ঢালে॥
স্তনঘটে স্বেদ-শান্তির জল।
বিধিমতে করে ক্রিয়া সফল॥
যৌতুক লইয়া কৌতুক করে।
বরকন্যা উঠে অপূর্ব্ব ঘরে॥
ছলেতে বিহার বর্ণিনু এই।
পশ্চাতে প্রকাশে দেখিবে সেই॥

কালীর আদেশে মদনে ভাসে
সুরসিক জন শুনিয়া হাসে ॥

অলস অচেতন দোজন মোহে ।
ক্ষণহি বিলম্বন চেতন পায়ে ।
পজ্ঝটিকা কবি মদনে গায়ে ॥

সম্ভোগ-শৃঙ্গার-বর্ণন

আলাইয়া—ঠুংরি

বিহরে নাগর নাগরী রঙ্গে ।
তনু পরশে অলসে অবশ অনঙ্গে ॥
ঝপট ঝটাপট, লপট লটাপট,
লুঠত দোনহি অঙ্গে ।
চমকে কামিনী, ঝমকে দামিনী,
তনু অনুকম্পন, রুণু রুণু কঙ্কণ,
বাজত মদন-তরঙ্গে ॥

পজ্ঝটিকা ছন্দ

খেলই নাগর নাগরী কোলে ।
চুম্বই বিম্বাধর দু-কপোলে ॥
নূপুর কঙ্কণ কিঙ্কিণী বোলে ।
মণিময় মণ্ডল কুণ্ডল দোলে ॥
নাগর ঝাঁপই কাঁপই বালা ।
দোজন সোঁসর সরম করালা ॥
বিধিমত বন্ধন দোভুজপাশে ।
কোহি ন ছাডত রতিরস আশে ॥
মাতিল দম্পতি মুখমধুপানে ।
শশীমুখী বৈমুখ নহি সুখদানে ॥
মুখমে দোনহু রসনা যোতে ।
কুজতি রতি মদমত্ত কপোতে ॥
আকুল কুন্তল ধরণী লুটায়ে ।
খেলত উরুযুগ বাস উঠায়ে ॥
লঘু লঘু চুম্বন শিহরই অঙ্গে ।
ঘন ঘন দোতনু ঝম্পন রঙ্গে ॥
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঘুঙ্গুর বাজে ।
জঘনতটে মণি-কাঞ্চী সুগাজে ॥
তাবত ঝটপটি যাবত আশা ।
বরষিল বারিদ মিটিল পিপাসা ॥
শীতল ধরণীতল জলপাতে ।
ছাড়ল বাদল দক্ষিণ বাতে ॥
শ্রমজলসিক্ত-কলেবর দোঁহে ।

কুমারের বিদায় এবং কামিনীর বিবাহার্থে ভূপতির উদ্যোগ

পয়ার

শশীমুখী সংবরিয়া পরিয়া বসন ।
সঙ্গভঙ্গে অঙ্গে ধরে অঙ্গের ভূষণ ॥
লাজে বিধুমুখখানি বসনে ঢাকিয়া ।
সেরে এল শেষ কাজ বাহিরে যাইয়া ॥
সুখের শয্যায় সুখে বসিল দম্পতি ।
পলায় পাইয়া লাজ রতি রতিপতি ॥
ক্রমে সহচরীগণ সন্নিধি আইলা ।
লাজে সুবদনী অধোবদনে রহিলা ॥
মুচকি মুচকি মুখে মৃদু মৃদু হাসি ।
যার যেবা করে সেবা সকলেই আসি ॥
কেহ বা চামর করে কেহ বা ব্যজন ।
আতর গোলাপ কেহ করায় সেবন ॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া সুগন্ধি চন্দন ।
কোন সহচরী অঙ্গে করায় লেপন ॥
রতিক্লেশ লেশমাত্র না রহিল আর ।
উপজিল সুখে আরো সুখ দোঁহাকার ॥
মিষ্ট গন্ধ মিষ্ট মালা সুমিষ্ট পবন ।
সেবনমাত্রেতে ঘর্ম্ম হইল বারণ ॥
নানাবিধ মিষ্ট-অন্ন ছিল আয়োজন ।
মিষ্টমুখে মিষ্টমুখ কৈল দুই জন ॥
হেসে হেসে তুলে দেয় এ উহার মুখে ।
কি ছার অমৃত-তার ভুঞ্জে দোঁহে সুখে ॥
সুবাসিত মিষ্ট জল একাধারে পান ।
মিঠে পাথুরিয়া চুণ মিঠে গুয়া পান ॥
আর যেবা মিষ্ট ভোগ অবশিষ্ট ছিল ।
মিঠে মিঠে কথায় সকল সেরে নিল ॥
শেষে সুখ-শয়নেতে করিল শয়ন ।
মুখে মুখে বুকে বুকে চরণে চরণ ॥
বরকন্তা গুলো যদি বাকি থাকে কেবা ।
উঠিল সকল সখী যথা থাকে যেবা ॥

নিদ্রায় যামিনীটুকু হইল যাপন।
আদিত্য উঠিবে শশী করেছে গমন॥
ক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইল অরুণ-বরণ।
ধড়মড়ি উঠে ধীর হইয়া চেতন॥
বিনয়ে বিনোদ ধরি বিনোদীর হাত।
বলে প্রাণ আসি নিশ হইল প্রভাত॥
ধনী কহে নাথ! তুমি প্রাণের সমান।
বিদায় কি দিতে পারি থাকিতে পরাণ॥
নয়ন-চকোরী মোর কেমনে বাঁচিবে।
না হেরে ও মুখ-চাঁদ কেমনে রহিবে॥
কবি কহে এত কেন ভাব হে রূপসি।
পুনরায় হবে দেখা পুনঃ হবে নিশি॥
মম দেহে তুমি দেহা রূপে কর ভোগ।
ইথে কি বিয়োগ হবে নহিলে বিয়োগ॥
এত বলি সুন্দরীরে সুন্দর চলিলা।
বাসায় আসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপিলা॥
বাসায় বন্ধুর সনে দিবসে কৌতুক।
নিশিতে কামিনী লয়ে বিধিমতে সুখ॥
ওথায় কামিনী গৃহ নাটে কাটে দিবা।
নিশি হ'লে বঁধু কোলে হয় নানা সেবা॥
এই রূপে দিন তিন যায় সুখে সুখ!
কে বুঝে কালীর খেলা দেখহ কৌতুক॥
এক দিন মনে মনে ভাবে নৃপরায়।
না হলো মেয়ের বিয়ে কি হবে উপায়?
ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝি।
বিবাহ না হ'লে পরে লোকে কবে কি?
অরক্ষণে হ'ল মেয়ে কামিনী আমার।
বিবাহ না দিয়া অনু চত রাখা আর॥
এতেক চিন্তিয়া স্থির কৈল মহারাজ।
অদ্যই বিবাহ দিব তবে আর কাজ॥
বরাবর বার দিয়া বাহির দেওয়ানে।
পাত্র মিত্রে আজ্ঞা দিয়ে কুলাচার্য্য আনে॥
আইল ঘটকগণ লেগে গেল ঘটা।
দীর্ঘকটা শিখা কাটা ভালে দীর্ঘফোঁটা॥
এক মুখে শতভাষে ঘটকালি-মালা।
কলরবে কেকা রবে কাণে লাগে তালা॥
রাজা বলে শুন ওহে কুলাচার্য্যগণ।
গোলের এ কর্ম্ম নয় শুন দিয়া মন॥
কামিনী নামেতে মোর আছে এক কন্যা।
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী অতি ধন্যা॥
অনুরূপ পাত্র যদি থাকয়ে সন্ধানে।
স্থির কর সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ তার সনে॥
একেবারে কুলাচায্য সবে দেয় সায়।
আমি আনি দিব পাত্র এত কোন্ দায়?
একে একে দিল সবে পাত্র-পরিচয়।
কোনমতে নৃপতির সম্মতি না হয়॥
অবশেষে একজন কুলপতি কয়।
আমি ভাল পাত্র দিব শুন মহাশয়॥
বিজয়কেতুর পুত্র পুষ্পকেতু নাম।
সেই বিদ্যাধর বর সর্ব্বগুণধাম॥
সেই মাত্র যুক্ত পাত্র তোমার কন্যের।
সিংহেতে সিংহেতে যোটে সাধ্য কি অন্যের?
রাজা বলে ভাল ভাল বুঝা যাবে পাছে।
অগ্রেতে সম্বন্ধ স্থির কর তার কাছে॥
যথা আজ্ঞা কুলাচার্য্য হইল বিদায়।
সভা ভঙ্গ দিয়ে ভূপ অন্তঃপুরে যায়॥
রাজা যদি উঠে গেল সভা হ'ল ভঙ্গ।
মদন কহিছে হেদে দেখসিয়া রঙ্গ॥

বিবাহ শুনিয়া কুমারের কামিনী লইয়া পলায়ন

পয়ার

অন্তরে উল্লাস নৃপ অন্তঃপুরে যায়।
ঘন ঘন ঘরণীর নিকটে ঘোনায়॥
কি কর রূপসী বসি শুনিয়াছ আর।
কামিনীর বিভা হবে শুভ সমাচার॥
রাণী বলে গালগল্পে জ্বলে মোর অঙ্গ।
মাঝে মাঝে মিছে কি করিতে এসো রঙ্গ॥
ভূপ কহে মিথ্যা নহে শুন ওহে প্রিয়ে।
বসে থেকে দেখ তুমি কালি দিব বিয়ে॥
অন্য দিন বলি বটে সে কথার কথা।
অদ্যকার কথা কিন্তু নহেক অন্যথা॥
বিজয়কেতুর সুত নাম পুষ্পকেতু।
তারে পত্র পাঠায়েছি বিবাহের হেতু॥
কুলে শীলে ভাল বটে সুপাত্র সুধীর।
সেই বিদ্যাধর বর করিয়াছি স্থির॥
কামিনীর অনেক সঙ্গিনী তথা ছিল।
শুনি সে হরিষে তার বিষাদ জন্মিল॥

তাড়াতাড়ি ধেয়ে গিয়ে কামিনী সদনে।
হেসে হেসে কহে ধনী প্রফুল্ল-বদনে ॥
কিংকর গো শশীমুখী শুনেছ কি আর।
তোমার বিবাহ না কি হবে পুনর্ব্বার?
গিয়াছিনু আজি ঠাকুরাণীর মহল।
শুনিনু তোমার পক্ষে বড়ই মঙ্গল ॥
ঠাকুর কহিলা ঠাকুরাণীর নিকটে।
কালি ত দিবেন বিয়ে শেষ যেবা ঘটে ॥
কে জানে কোথায় এক আছে বিদ্যাধর।
শুনিলাম সেই না কি বিবাহের বর ॥
এত দিনে হলো মেনে পূর্ণ মনস্কাম।
যাহা হোক ঘুচে গেল আইবুড় নাম ॥
কারো ভাগ্যে রাজ্য-লাভ কারো বনবাস।
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট কারো সর্ব্বনাশ ॥
আজি বাদে তুমি ত হইবে বিদ্যাধরী।
মোসরার হৈতে হবে নাচের ভিখারী ॥
দুঃখ যে উপজে পোড়া মুখে হাসি পায়।
হেদে ভালো মানুষের কি হবে উপায়?
ধনী কহে মিছামিছি কি করিস্ ছল।
কোথায় কি শুনে এলি সত্য করি বল্ ॥
সখী বলে এ ত বড় পড়িনু সঙ্কটে।
প্রত্যয় না হয় যাও মায়ের নিকটে ॥
ধনী কহে আর মোর শুনে কাজ নাই।
বরের মুখেতে আর তোর মুখে ছাই ॥
সে কহে ভালো গো ভালো কালি দেখা যাবে।
বিদ্যাধর বর পেলে ফিরে না তাকাবে ॥
এইরূপে বোলে চালে গেল দিবাভাগ।
নিশিতে নাগর লয়ে মদনের যাগ ॥
সহচরীগণে সবে নিদ্রিত দেখিয়া।
নাগরেরে কহে ধনী হাসিয়া হাসিয়া ॥
শুনিলাম কালি না কি পিতা মহাশয়।
বিবাহ দিবেন বলে করেছেন শ্রয় ॥
কে জানে মিলেছে কোথা বিদ্যাধর বর।
তার সহ মোর বিভা দিবে নৃপবর ॥
কবি বলে ইথে ধনি! কেনে ভাব দুখ।
জান না কি বিদ্যাধর কত দেয় সুখ ॥
অট্টালিকোপরে অষ্টপ্রহর রাখিবে।
সখীচয় চতুর্দ্দিকে চামর করিবে ॥
সুগন্ধি চন্দনমালা সুগন্ধি পবন।
কোলে বসি দিবানিশি করিবে সেবন ॥
পুরাতন ফেলে পাবে সুনূতন পতি।
নূতন নূতন হবে নূতন পীরিতি ॥
প্রতিদিন নব নব সুরত দেখাবে।
নিত্য নিত্য নৃত্যগীত নূতন শিখাবে ॥
তুমি তো সুখেতে রবে রবে রাজহালে ॥
যে দুঃখ সে দুঃখ মাত্র আমার কপালে।
তুমি রাজকন্যা রবে রাজ-সমাদরে ॥
হাতে খোলা কাঁধে ঝোলা মোর ঘরে ঘরে ॥
যাহা হোক সুবদনী সুখের সময়।
অভাগায় বারেক মনেতে যেন হয় ॥
ধনী কহে কত মেনে জান নাগরালী।
কথায় কথায় ঠাট কত চতুরালী ॥
মরুক্ কপালে ছাই কাজ নাই সুখ।
তব সঙ্গে হয় যেন এই মত দুখ ॥
তুচ্ছপদ ব্রহ্মপদ স্বর্গ দেখি ছার।
যেবা সুখ তব মুখ-চুম্বনে আমার ॥
কার বলে সে সকল বুঝিলাম আমি।
ভূপতি বিবাহ দিলে কি করিবে তুমি?
কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম বলে পিতৃদত্তা মেয়ে।
কি করিতে পারে অন্যে রাজা দিলে বিয়ে?
দেশ কাল-পাত্র দেখে মনে পায় ভয়।
শুনেছি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥
ধনী কহে গুণমণি! ভয় কি হে আছে।
কে লইবে যার বস্তু সে থাকিলে কাছে?
নিজ বস্তু লয়ে গেলে লয়ে যাওয়া যায়।
একেবারে হালি ছাড়া উপযুক্ত নয় ॥
তুমি যদি সাহসে বান্ধিতে পার বুক।
যাইতে বিলম্ব মোর নাহি একটুক ॥
কবি ভাবে আমি ত উহাই এঁচে আছি।
কোনরূপে স্বদেশ যাইতে পেলে বাঁচি ॥
কালী কি এমন দিন দিবেন আবার।
পিতা মাতা হেরে তনু জুড়াবে আমার ॥
অস্থির নারীর মন চঞ্চল সদাই।
আন্তিক বটে কি নহে কিন্তু জানা চাই ॥
অগ্রেতে কেমন মন নেড়ে চেড়ে জানি।
জল নেড়ে বুঝা যেন মীনের মর্দ্দামি ॥
প্রকাশিয়া কহে কবি ওলো সুবদনি!
কি বলিলে তুমি কি যাইতে চাহ ধনি?
জনকজননী ছেড়ে ছেড়ে বন্ধুগণে।
তুমি যে যাইবে ইহা নাহি লয় মনে ॥

এমন কি হয় ধনি! তবু আমি পর।
মোর তরে তুমি কি ছাড়িতে পার ঘর?
ধনী কহে কি বলিলে রসিক নাগর!
অন্য কি আত্মীয়জন তুমি মোর পর?
কি বলিলে গুণমণি! বল দেখি ফিরে।
বাহিরে সুবর্ণ রেখে অঞ্চলে কি গিরে?
বিজ্ঞ বট বন্ধু হে! বচন কেন হেন।
মাঝে মাঝে হ'য়েন কতই নেকা যেন?
সতীর জীবন পতি পতিমাত্র গতি।
দেব গুরু সেবা যেবা সব তার পতি॥
জনকজননী যত সুহৃদ বান্ধব।
সকল হইতে বড় রমণীর ধব॥
তবে যদি দাসী ব'লে তুমি কর ঘৃণা।
কি কাজ জীবনে আর তবে তোমা বিনা॥
বুঝিনু কপাল মন্দ কাল হ'য়ে বাপ।
এ হেন পরম সুখে দিলা মনস্তাপ॥
না জানি বিধাতা কিবা লিখেছে ললাটে।
অভাগীর অদৃষ্টেতে কোন্‌খান ঘটে॥
কিন্তু বঁধু অন্য যদি লয়ে নাহি যাবে॥
তোমায় অবলাবধে ভাগী হৈতে হবে॥
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল।
দর দর হৃদয়ে বহিয়ে পড়ে জল॥
আহা মরি বলে কামিনীরে লয়ে কোলে।
করে কবি সান্ত্বনা মধুর মৃদু বোলে॥
কেন লো কমলমুখি, কান্দ অকারণ।
তুয়া দুঃখ দেখে বুক বিদরে এখন॥
গুণবতি! তোমায় গাঁথিয়া গল-হার।
লইয়াছি অসার সংসার ক'রে সার॥
ভালই ত তুমি যদি যেতে চাহ ধনি!
ভাবনা কি তোমা লয়ে যাইব এখনি॥
ইথে আর কেনে তবে ভাব লো বিষাদ।
সুধামুখি! সুধাপানে কাহার অসাধ?
কিন্তু তবে বিলম্ব বিহিত আর নয়।
কি জানি বিলম্বে পাছে জানাজানি হয়॥
এত বলি গমনে নিশ্চিত্ত করে মতি।
শ্রীহরি শ্রীহরি স্মরি উঠিল দম্পতি॥
অগ্রেতে কুমার যায় পশ্চাতে কামিনী।
সুধাকরসনে যেন চলিল যামিনী॥
ধনী চলে ধরাতলে অঞ্চল লুটায়।
রাজগৃহ হৈতে যেন রাজলক্ষ্মী যায়॥
ধীরে যায় ধনী ফিরে চায় বারে,বারে।
জনক-জননী-স্নেহ পাসরিতে নারে॥
হাজার হউক তবু পতি-স্নেহ কত।
জন্মভূমি ছাড়িতে কে পারে জন্মমত?
তথাপিহ সাবাসি রে রমণীর হিয়ে।
পরঘর করে যারা অনায়াসে গিয়ে॥
এ দিকেতে যুবক যুবতী দুই জন।
বাছিয়া লইল অশ্ব গমনে পবন॥
মনোজবে নাম তার পৃষ্ঠে আরোহিয়ে।
মনোজবে যায় দোঁহে নগর বহিয়ে॥
ভণে কবি মদনে মদনে বলি হারি।
কে লয়ে কোথায় যায় দেখ কার নারী॥

পলায়নে শ্মশান-দর্শন

দীর্ঘ ত্রিপদী

একে সে রজনী ঘোর, ভয় পাছে হয় ভোর,
চলে চোর হরিয়া রমণী।
দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি, করেতে লইয়া ছড়ি,
তাড়াতাড়ি কসিল অমনি॥
দাবায়ে চলিল ঘোড়া, টমকে ঝমকে জোড়া,
কামিনীরে বসাইয়া কোলে।
কোথা বা রহিল বন্ধু, পাসরিল গুণসিন্ধু,
নারী পেলে কেবা কি না ভোলে?
বেগেতে চলিছে হয়, হেরে হেন জ্ঞান হয়,
বাজিময় রেখা ভূমণ্ডলে।
অনিল উলকাপাত, কে পারে যাইতে সাথ
তারা যারা তারা কত চলে?
সদরে পাহারা আছে, কি জানি রে ধরে পাছে,
সে পথ ছাড়িয়া যুবরায়।
সাহসে বান্ধিয়ে হিয়ে, দক্ষিণে মশান দিয়ে,
দ্রুতগতি চলিলা হেলায়॥
বেতাল পিশাচ ঘটা, কারো শিরে রুক্ষ জটা,
কেহ কটা পিঙ্গললোচন।
ডাকিনী শাকিনী দানা, শ্মশানে পাতিয়া থানা,
শব সব করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত, কেহ কালো কেহ শ্বেত,
চিতা হৈতে লয়ে যায় শব।

পচা শুষ্ক কেবা বাছে, মৃতকায় পেয়ে নাচে,
আনন্দেতে হুহুঙ্কার রব ॥
করতলে দিয়ে তাল, বেতাল নাচয়ে ভাল,
ভৈরবে মা ভৈঃ রবে ফেরে।
সর্ব্বাঙ্গে বিকট শির, গলে ঝুলে নরশির,
চাদ্রায়ণ হয় রূপ হেরে ॥
ফেরে কত ফেরুপাল, পিশিত রসিত গাল,
তবু নৃকপাল নাহি ছাড়ে।
গলিত পলিত কায়, কবলে কবলে খায়,
শেষে চিবায় হাড়ে হাড়ে ॥
কেহ বা তুলেছে মড়া, অতি পূতি পচা সড়া,
ঝগড়া করয়ে লয়ে তাই।
যাহার অধিক জোর, তাহারি অধিক সোর,
তোর মোর বাছাবাছি নাই ॥
শৃগালের খেঁকাখেঁকি, পিশাচের মেকামেকি,
ঢেকাঢেকি হেঁকাহেঁকি রব।
দেখিয়া বিষম ভয়, ধীরে ধীরে ধনী কয়,
প্রাণনাথ! একি দেখি সব?
কবি কয় নাহি ভয়, তবু ভয় যদি হয়,
নয়ন মুদিয়া ধনি থাক।
কপর্দ্দি-কামিনী কালী, মহামায়া মুণ্ডমালী,
ভয়হারা ভবানীকে ডাক ॥
ভাবিলে যে পদদ্বয়, ভবভয় দূর হয়,
ভবের উকতি এই সার।
ইহকাল পরকাল, কাটিয়া কুটিল কাল,
চিরকাল সুখ হয় তার ॥
হ'লে ভবানীর দাস, ভবপাশ হয় নাশ,
বারোমাস অভিলাষ ঘটে।
এবা কোন্ দায় তবে, অনাশে বিনাশ হবে,
মদন কহিছে তাই বটে ॥

—

কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিলাপ

লঘু ত্রিপদী

অটল সোয়ার, নৃপেন কোঙর,
পবন-বেগেতে যায়।
নানা দিগ্‌দেশ, এড়াইয়া শেষ,
বন পরিবেশ পায় ॥
হেরে হয় ভান, নিশি অবসান,
পূরবে হইল আলা।
যেন কি ভকত, দিল মরকত,
রকত কুসুমডালা ॥
ক্রমশঃ তরুণ উদিত অরুণ,
কিরণে তিমির নাশে।
যত খগদল, করে কল কল,
অবিরল বসি বাসে ॥
পথ পাসরিয়া, না জানি আসিয়া,
পড়িনু এ কোন্ স্থান।
সেই বিন্ধ্যবন, জানিয়া তখন,
ভয় হ'ল অবসান ॥
সেই তাল শাল, তমাল পিয়াল,
বিশাল রসালগণ।
কেতকী ধাতকী, হরি হরীতকি,
সেই আম্রাতকী-বন ॥
কহে গুণমণি শুন লো রমণি!
সকল রজনী চলে।
হয়েছে অলস, ঘুমে পরবশ,
তনু পড়িতেছে ট'লে ॥
অতএব বলি, এই বনস্থলী,
ক্ষণেক বিরাম ক'রে।
শেষে বেলা হ'লে, তরুতলে তলে,
যাব চ'লে এর পরে ॥
ধনী কহে নাথ, কেন অকস্মাৎ,
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি।
ওহে বল দেখি, সন্মুখে একি,
ঘুরে কেন পড়ে পাখী?
অশিব লক্ষণ, শিবার রোদন,
মনে ভাল নাহি বাসি।
ঘুমে ঘোরে গা, ট'লে পড়ে পা,
চল এইখানে বসি ॥
বিধির লিখন, কে করে খণ্ডন,
যেমন বসিল দোঁহে।
অমনি নগর, ঘুমে সকাতর,
ভুমেতে পড়িয়া মোহে ॥
দিন দুপহর, এথায় নাগর,
অকাতরে নিদ যায়।
কপাল ফাটিল, যে দায় ঘটিল,
কিছু না জানিতে পায় ॥

যে ধন লাগিয়া, গৃহ তেয়াগিয়া,
করেছিল প্রাণপণ।
বাদী হয়ে ধাতা, খেয়ে তার মাথা,
হরে নিল সে রতন॥
ঘুম ভাঙ্গি গেল, সচেতন হৈল,
উঠিল রাজার সুত।
প্রিয়া না দেখিয়া, উঠে চমকিয়া,
মানিলেক অদভুত॥
চারিদিকে চায়, দেখিতে না পায়,
মাথে হাত দিয়া পড়ে।
কান্দে এ কি হ'ল, প্রেয়সী যে গেল,
প্রাণ কেনে রহে ধড়ে॥
ক্ষণেক উঠিয়ে, কহে প্রাণপ্রিয়ে!
বিদরিছে হিয়ে মোর।
ছল কর কেনে, দেখা দেও মেনে,
হেরি বিধুমুখ তোর॥
না হেরে শ্রীমুখ, ফেটে যায় বুক,
আর দুঃখ কব কারে?
কে সাধিল বাদ, যত সুখসাধ,
বাদ হ'ল একেবারে?
হায় বুক চিরে, কে নিল বাহিরে,
তোমা হেন মণি মোর?
মুখের আহার, হরিল আমার;
না জানি কেমন চোর॥
অথবা শ্বাপদ, করিয়া বিপদ,
ভুখিল কোমল কায়।
সে যে দুরজন, মোরে কি কারণ,
রেখে গেল হায় হায়!
রাজহালে ছিলা, কেন বা আইলা,
তুমি অভাগার লাগি?
হায়! কি করিনু, কেন বা আনিনু,
হইনু বধের ভাগী?
আহা! কত জন, করে আরাধন,
পাবে ব'লে তোমা ধন।
আমি তোমা ধনে, এ ঘোর গহনে,
দিলাম কি বিসর্জ্জন?
ওহে শুন বিধি, সিঞ্চিয়া জলধি,
যদি নিধি দিয়েছিলে।
কি করম-দোষ, পেয়ে ক'রে রোষ,
পুনরায় হরে নিলে॥

হায় কবে কার, কিবা অপকার,
বল করিয়াছি আমি?
কেন এত দুখ দিলে চতুর্ম্মুখ,
হইলা বিমুখ তুমি?
কোথা গুণসিন্ধু, রহিলে হে বন্ধু,
এ কি অদৃষ্টের লেখা।
জনমে মরণে আর তোমা সনে,
নহিল বুঝি হে দেখা॥
ওহে প্রাণাধিক, মোরে শত ধিক,
ধিক্ ধিক্ মম জনু।
মিছে নারীমদে, ভুলিয়া সম্পদে,
পাসরিনু তব তনু॥
গৃহের ভিতর, পরিহরি সব,
তুমি মোর সনে এলে।
আমি নারী পেয়ে, সকল ভুলিয়ে,
আইলাম তোমা ফেলে॥
ওহে কেবা আর দুঃখ-পারাবার,
করিবে আমায় পার?
ধ'রে স্নেহহালি, তুলে জ্ঞানপালি
হইবে করণধার?
আর কারে পাব, কার মুখ চাব,
কারে কব মনোদুখ?
পাথারে ডুবিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
বিদরিয়া যায় বুক॥
ওহে গুণমণি, হারায়ে রমণী,
পড়েছি বিষম দায়।
কর জ্ঞানদান, রাখ মোর প্রাণ,
ব'লে দেহ সদুপায়॥
এত বলি ধীর কান্দিয়া অস্থির
পড়িয়া লুটায় ধরা।
ঝরে ঝর ঝর, নয়ন যুগল,
ফণী যেন মণিহারা॥
শেষ কৈল সার, কি কারণে আর,
এ ছার পরাণ রাখি।
ফল না ফলিলে, ফলিবে রাখিলে,
কি ফল বিফল শাখী॥
সেই সার বিনে, তবে কি কারণে,
অসার সংসারে রই।
আর কি এখন, আছয়ে শরণ,
আমার মরণ বই?

পিতা মাতা দারা, হয়ে বন্ধু-হারা,
যে জন বাঁচিয়া রয়
ধিক্ সে জীবনে, কহিছে মদনে,
তার বেঁচে বাচা নয়

কামিনী বিয়োগে কুমারের ষড়্ঋতুক্লেশ-বর্ণন

পয়ার

বিনোদ বিয়োগী বেশে বিপিনে বেড়ায়।
কেবল কামিনী ব'লে কেঁদে কাল যায়॥
ঘন বরষণে আঁখি সদা জলধর।
ক্রমশঃ আইল কাল কাল জলধর॥
গুরু গুরু গগনে গরজে ঘন সব।
ভুক্ ভুক্ দাদুর আদরে করে রব॥
আলো ক'রে বলাকা তিলকা যেন ভালে।
উজলী বিজলী খেলে জলধরকোলে॥
তড়তড়ি রবে অবিরত পড়ে বৃষ্টি।
চড়চড়ি মেঘরবে যায় যেন সৃষ্টি॥
জল দে জল দে ব'লে ডাকিত যাহারা।
মহাসুখ চাতক কৌতুক করে তারা॥
কাল পেয়ে নদীগণ হয়ে রসবতী।
নানা রঙ্গে ভঙ্গেতে ভেটিছে নিজ পতি॥
যে জন যোড়েতে আছে তারই মাত্র সুখ।
রাখিতে না ঠাঁই যোড়ে বিযোড়ের দুখ॥
ক্ষণে ক্ষণে যোগীজনা করে নানা ভোগ॥
হেন দিনে বিয়োগীর কেবল বিয়োগ॥
একে ধরাধররবে ধৈর্য্য ধরা ভার।
কেকারবে একা রবে হেন সাধ্য কার?
দিন দিন কুমারের বিরহ-নদীর।
বিষম বরিষা পেয়ে ভেসে গেল তীর॥
হয়েছে নূতন প্রেমে নূতন বিচ্ছেদ।
তাহে নবমেঘে যে নূতন হৈল খেদ॥
কষ্টেতে বরিষা গেল হয়ে মৃত্যুবৎ।
দেখিতে দেখিতে পুনঃ আইল শরৎ॥
শরতে সদাই সুখ ক্ষণ নাহি ভঙ্গ।
যুবক যুবতী জন করে নানা রঙ্গ॥
ঘন বিনা সঘন গগন নিরমল।
উজ্জ্বল প্রকাশে জ্যোতিঃ চন্দ্রের মণ্ডল॥
সারস সারস বনে সদা করে খেলা।
মৃণালের আশে আসে মরালের মেলা॥
এমতি সুখের কাল সবে সুখ আসে।
পরবাসে কেহ না থাকিতে ভালবাসে॥
একামাত্র রাজপুত্র এ সুখবঞ্চিত।
সুখে সদা দুঃখজ্ঞান হিতে বিপরীত॥
শরত আসিল তবু নয়নের আড়ে।
লেগে আছে বরিসা তিলেক না ছাড়ে॥
বিধু যত নিরমল হয় দিন দিন।
কুমারের মুখশশী ততই মলিন॥
কেন্দে কেন্দে হ'ল যদি শরতের সীমে।
কিন্তু বিরহীর বড় বাঁচা ভার হিমে॥
আইল হেমন্ত ঋতু কৃতান্তসমান।
কান্ত বিনা নারীর কে শান্ত করে প্রাণ?
একাকী যে রহে দুঃখ কি কব তাহার?
দিন যদি যায় কিন্তু রাত্রি যাওয়া ভার॥
হেমন্ত দুরন্ত দুঃখে গেল কুমারের।
শিশির ঋতুর সমাগম হৈল ফের॥
শিশিরে অসির সম শিশিরের ধারা।
বিরহী যুবক জনা প্রাণে যায় মারা॥
অনল তপন তুল্য তরুণীর কোল।
শিশিরে পরাণ বাচে ইথেই কেবল॥
নৃপতিনন্দন সদা করিয়া ক্রন্দন।
বনেতে বেড়ায়ে শীত করিল বঞ্চন॥
শীত যদি গেল এল বসন্ত সময়।
এই কালে বিয়োগীর হয় বড় ভয়॥
তরুগণ নব নব পল্লব প্রকাশে।
অনায়াসে প্রাণ নাশে দক্ষিণ-বাতাসে॥
বনে বনে পিকগণ করে কলগান।
মধু পিয়ে মধুকরে করে মধুতান॥
শুনিয়া যোগীর হয় যোগ-যাগ ভঙ্গ।
বিয়োগী কোথায় তবে জাগিলে অনঙ্গ॥
যবে মনে পড়ে কামিনীর তনুখানি।
তখনি পরাণ লয়ে পড়ে টানাটানি॥
এইরূপে কুমারের গেল দশ মাস।
আইল দশম দশা হ'ল সর্ব্বনাশ॥
ক্রমেতে বসন্ত যদি হইল স্থগিত।
দেখিতে দেখিতে ভীষ্ম গ্রীষ্ম উপনীত॥

একে দেহ কামিনী-বিরহে দহে অতি।
তাহাতে দ্বিগুণ দাহ করে দিনপতি॥
নিশিতে শশীর কর বিষের সমান।
কোকিলের পঞ্চ স্বর যেন পঞ্চবাণ॥
মন্দ মন্দ মলয়-পবন সদা বয়।
ইথে প্রাণ আজ কা'ল রয় কি না রয়॥
অবশিষ্ট অস্থি চর্ম্ম কর্ম্মভোগ সার।
অনাহারে সবাকার মুখে হাহাকার।
কামিনার আশে প্রাণ ধরিয়া বারণ।
এইরূপে সংবৎসর করিল ভ্রমণ॥
অন্বেষিয়া যুবরাজ স্থাবরজঙ্গম।
শেষে উপনীত গঙ্গা সাগর সঙ্গম॥
বিবেচনা কৈল যদি ত্যজিব পরাণ।
তবে ত তাহার এই উপযুক্ত স্থান॥
শুনেছি পুরাণ লোকে পুরাণের বাণী।
নিষ্কাম ত্যজিলে তনু হয় চক্রপাণি॥
সকাম হইয়া পরে যেই জন মরে।
সত্য সিদ্ধ হয় সেই যে কামনা করে॥
অতএব এই স্থানে উচিত মরণ।
জীবনে জীবন ত্যজে জুড়াবে জীবন॥
এতেক ভাবিয়া বীর স্থির কৈল মতি।
মদন কহিছে ভালো বটে এ যুকতি॥
জঠরযাতনা যায় যাহে পরশিলে।
এ কোন কঠিন ক্লেশ মরিলে সলিলে?

সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগোদ্যোগে কুমারের দৈববাণী শ্রবণ

লঘু ত্রিপদী

নৃপের সন্ততি, দৃঢ়তর মতি,
নামিয়া জাহ্নবী জলে।
স্নানাহ্নিক যত, জনমের মত,
সমাপিল কুতূহলে॥
কামিনী-কামনা, মনেতে বাসনা,
করিয়া রাজার সুত।
শিরে যোড়ি কর, একান্ত অন্তর,
স্তব করে অবিরত॥

আমি অতি দীন, গতি-মতি-হীন,
কি জানি মহিমা তব।
কিঞ্চিৎ জানিয়া, আদরে মানিয়া,
শিরে ধরেছেন ভব॥
ওগো ভবদারা, পরাৎপরা তারা,
তুমি ভবভয় হরা।
এবার আমারে, ভবপারাবারে,
পার কর তারা ত্বরা॥
ভবে আনাগোনা, জঠর-যাতনা,
সহে না সহে না আর।
এবার তনয়ে, চাহ গো অভয়ে,
এ নহে কঠিন ভার॥
আর কেবা আছে, যাব কার কাছে,
কব কারে মনোদুখ?
জননীর ছেলে, জননীরে ফেলে,
আর কার চায় মুখ?
ভব বন ঘোর, তাহে কাল-চোর,
পাতিয়া রয়েছে থানা।
কি জানি কখনে, এ দেহ ভবনে,
আসিয়া দিবেক হানা॥
শুন গো জননি, 'পতিত-পাবনী',
আপনি ধরেছ নাম।
তবে যে পতিতে, এবার তারিতে,
কেন গো হয়েছ বাম॥
ওগো ভবদারা, মাতা পিতা যারা,
সময়ে সকলি বটে।
অসময়ে পেলে, যায় তারা ফেলে,
কেবল তোমার তটে॥
তুমি তো তেমনি, নহ গো জননি,
অমনি লইবা কোলে।
মুখে দাও পয়, দূর হয় ভয়,
সে জন যন্ত্রণা ভোলে॥
তুমি মূলাধার, জেনে সারাৎসার,
শরণ লয়েছি তোমা।
দেহি স্থানদান, কুরু পরিত্রাণ,
ঠেল না চরণে আমা॥
জ্বলিছে বিগ্রহ, করিছে নিগ্রহ,
গ্রহগণ দিন দিন।
আমি গো পড়েছি, শরণ লয়েছি,
ভকতি-শকতি হীন॥

কামনা করিব, জনম পাইব,
ভজিব কামিনীধন।
আজি তব তীরে, এ পাপ-শরীরে,
করিব গো বিসর্জন॥
এতেক বলিয়া, সলিলে থাকিয়া,
ডাকে মা। সুরধুনি!
পতিত-পাবনি! মহেশ মোহিনি।
জয় জয় ত্রিলোচনি!
জয় মহামায়া! জয় শিবজায়া,
জয় জয় ভবহরা!
জয় জয় গঙ্গে! তরল তরঙ্গে।
জয় জয় জয়করা!
জয় গো জাহ্নবি! ভবানি ভৈরবি!
জয় জয় জয় গঙ্গে!
জয় গো শঙ্করি! জয় শুভঙ্কর!
হের গো ময়ি অপাঙ্গে॥
এতেক বলিয়া, সলিলে চলিয়া,
যেমন ডুবিবে রায়।
অমনি গগনে, আকাশ-বচনে,
শ্রবণে শুনিতে পায়॥
না মর না মর, ওহে নৃপবর!
ফিরে যাও বিন্ধ্যবন।
শুন ওহে শুন, এই দেহে পুন,
দোঁহে হবে সংগঠন॥
যেইক্ষণে যাবে, কামিনীরে পাবে,
ইহাতে নাহিক আন।
তবে কেন বল, প্রবেশিয়া জল,
ছাড়িবে আপন প্রাণ॥
এতেক শুনিল, আহ্লাদে ভাসিল,
উঠিল রাজার সুত।
মদন কহিছে, ব্যাজ না সহিছে,
চল নৃপ চল দ্রুত॥

পুনর্ব্বিন্ধ্যারণ্যে কামিনীসহ কন্দর্পকেতুর মিলন

পয়ার

আকাশবাণীতে পেয়ে পাণিতে আকাশ।
যুবরায় চ'লে যায় লইয়া আশ্বাস॥
পুনঃ উত্তরিল গিয়ে সেই বিন্ধ্যবন।
যথা হারা হয়েছিল রমণীরতন॥
প্রবেশিয়া বনমধ্যে করিতে গমন।
দেখে দিব্য অপূর্ব্ব সুসেব্য তপোবন॥
সুলক্ষণ সুস্নিগ্ধ সুবৃক্ষসুবেষ্টিত।
সবে সত্ত্বগুণান্বিত তমোবিবর্জিত॥
অধিক কি কব যারা পশুপক্ষগণ।
পক্ষাপক্ষ ভেদ নাই সখ্যতাচরণ॥
মৃগে বাঘে খগে নাগে হয় সদা খেলা।
শ্রুতি স্মৃতি মন্ত্র পাঠ দিন তিন বেলা॥
অবিরত হোমের ধূমের বড় ধূম।
তাঁর কাছে কি সুগন্ধ কস্তুরী কুঙ্কুম?
তপ জপ যোগ-যাগ হয় অবিরত।
বল্মীক হইয়া মুনি আছে কত শত॥
তেজেতে তপনতুল্য তপস্বীনিচয়।
নাহি জন্মজরামৃত্যুরোগশোকভয়॥
দেখিতে দেখিতে নৃপ করিতেছে গতি।
অগ্রেতে হেরিল এক পাষাণ-মূরতি॥
রমণী-আকার মণি-হার তার গলে।
কটিতটে কিঙ্কিণী নূপুর পদতলে॥
নিজে সে পাষাণ কিন্তু রূপের নিশান।
হেরিয়া অশান হয় পুরুষে পাষাণ॥
ক্রমেতে কুমার তার যাইয়া নিকটে।
চিনিল আমার সেই প্রেয়সী যে বটে॥
সেই মুখচাঁদ সেই ছাঁদ সেই নাট।
সেই ত সকল বটে কামিনীর ঠাট॥
তবে ত বিরহে পোড়া জুড়াক জীবন।
এত বলি দেয় ধীর প্রেম আলিঙ্গন॥
দেখহ বিধির খেলা আশ্চর্য্য এমনি।
স্পর্শমাত্র পূর্ব্বরূপ ধরিল কামিনী॥
সেইরূপ অপরূপ হলো চাঁদের কোণা।
পরশপরশে যেন লোহা হয় সোণা॥
হেরিয়া উভয় মুখে হাসি খল খল।
কিঞ্চিৎ অন্তরে আঁখি ঝরে ঝল ঝল॥
প্রথমে দর্শনমাত্র হৃষ্ট হলো অতি।
এ কারণ খল খল হাসিল দম্পতি॥
পশ্চাৎ যাবৎ দুঃখ হইল স্মরণ।
এ কারণ দুই জন করিল রোদন॥
ধরিয়া বিনোদবর বিনোদীর গলে।
বলিতে বয়ান ভাসে নয়নের জলে॥

ওলো ধনি তুয়া লাগি পেয়েছি যে দুখ।
বলিতে পারে কি নারে যেই শতমুখ॥
যেই দিনে তোমা ধনে হইয়াছি হারা।
তদবধি আছি লো জীয়স্তে যেন মরা॥
যেখানে যে দিনে যত দুঃখ পেয়েছিল।
যাবৎ বৃত্তান্ত বীর চূড়ান্ত কহিল॥
পাষাণ গলিয়া যায় শুনিলে সে কথা।
এ কোন্ আশ্চর্য্য যে কামিনী পাবে ব্যথা॥
ধনী কহে সব অভাগিনীর কপাল।
নহিলে এতেক কেন ঘটিবে জঞ্জাল॥
এইরূপে যখন যাহার ভাগ্য ফাটে।
ভালো যে করিতে গেলে মন্দ আসি ঘটে॥
আনিতে সোণার মৃগ গেলা রঘুবীর।
এ দিকে বনিতা লয়ে গেল দশশির॥
কবি কহে কে বুঝিবে অদৃষ্টের ফের।
বিস্তার বলিতে হলে' গ্রন্থ বাড়ে ঢের॥
ধুলামুঠা সোণা হয় কভু ভাগ্যফলে।
পোড়া শোল কখন পলায়ে যায় জলে॥

কামিনী পাষাণ হওয়ার বৃত্তান্ত

পয়ার

শুন নাথ! বলে ধনী কহে আরবার।
যে কারণ এ দুর্দ্দশা ঘটিল আমার॥
তুমি তো ছিলে হে সেই ঘুমে অচেতন।
করিতেছিলাম আমি ফল আহরণ॥
কি জানি কি জনমের করমের পাক্!
এখনো কহিতে মোর নাহি সরে বাক্॥
চতুরঙ্গ বল সঙ্গে এক মহীপতি।
দূরে হৈতে দেখিনু আসিছে মোর প্রতি॥
তারে নিরখিয়া আমি বিচারিনু মনে।
বুঝি পিতা আসিছেন মোর অন্বেষণে॥
ইহা ভেবে যত আমি করি পলায়ন।
মোর প্রতি ধাবমান হইল রাজন॥
শেষে সেই দুরাচার করিয়া বিক্রম।
হরিতে আমারে দেখি কৈল উপক্রম॥
ভয়ে মরি আমি একে একাকিনী নারী।
তাহাতে অবলা জাতি চলিতে কি পারি?

কি করি কোথায় এসে কোথা এবে যাই।
হরি! হরি! হায় রে! কি করিলে গোঁসাই?
কোথায় রহিল নাথ কেবা লয় হরে।
কেন্দে মরি একাকিনী পড়িয়া ফাঁফরে॥
মরার উপর খাঁড়া দেখিনু আবার।
আর এক নরপতি আসিল দুর্ব্বার॥
সঙ্গেতে অগণ্য সৈন্য অরণ্যমাঝারে।
মনেতে বাসনা তার লইতে আমারে॥
দূর হৈতে দুই নৃপে হয়ে দেখাদেখি।
দুই জনে লইতে করয়ে ঝকাঝকি॥
আমি লব আমি লব দোঁহাকার বোল।
কথায় কথায় বেধে গেল গুণ্ডগোল॥
এক পতি দুসতীনে যেমন ঝগড়া।
এক মাংসে যথা দুই শকুনে ঝগড়া॥
তেমতি আমারে লৈতে করিয়া ঝগড়া।
দুই নৃপে বেজে গেল সমরের কাড়া॥
ডগরু ডমরু বাজে বাজে জয় ঢাক।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাজে বাঁক আর বাজে শাঁক॥
ঘোরতর লেগে গেল সমরের ধুম।
উঠে রণধূলি যেন প্রলয়ের ধূম॥
যুঝিছে হলকা হাতী হলকে হলকে।
মদে মত্ত মদ ঝরে ঝলকে ঝলকে॥
গজে গজে যুঝে যুঝে ঘোটকে ঘোটকে।
রথে রথে যুথে যুথে কটকে কটকে॥
অবিরত অস্ত্র-শস্ত্র হয় বরিষণ।
রথ রথী কিছু নাহি হয় দরশন॥
দুই দলে যুদ্ধে হত হলো দুই দল।
শেষ অবশিষ্ট দুই নৃপতি কেবল॥
আরক্তলোচন ক্রোধে ঘন বহে শ্বাস।
উভয়ে চলিল উভে করিতে বিনাশ॥
সুশাণ কৃপাণমাত্র সঙ্গেতে দোসর।
সমরে সমান দোঁহে শমনসোসর॥
ক্ষণমাত্রে উভয়ের খর খড়্গঘায়।
ধরা পরে ধড় ছেড়ে প্রাণ উড়ে যায়॥
মরিল দুজন দেখে দূরে গেল ভয়।
বিধির কৃপায় বিষে বিষ হলো ক্ষয়॥
যায় শত্রু পরে পরে হইল নিধন।
ষাঁড় শত্রু বাঘে মলো হইল তেমন॥
আমি তো লুকায়ে ছিনু মুনির কুটীরে?
ক্ষণেক বিলম্বে মুনি আইল ধীরে ধীরে॥

ক্রোধে কম্পমান মুনি থর থর কাঁপে।
ঘরেনা আসিতে আগে ভাগে মোরে শাপে॥
মুনি বলে এ যে মোর তপস্যার স্থান।
তোর লাগি হইয়াছে বিষম শ্মশান॥
ধ্যানেতে দেখেছি আমি তোহারি কারণ।
মরিয়াছে দুই নৃপ ক'রে ঘোর রণ॥
মম অপকার তুমি করেছ যুবতি!
এই পাপে হবে তোর পাষাণ মূরতি॥
দারুণ মুনির বাক্য ফলিল কপালে।
হায় রে খোঁড়ার পদ প'ড়ে গেল খালে॥
কান্দিয়া করিনু কত মুনিরে বিনয়।
কোনমতে মুনিবর শান্ত নাহি হয়॥
অবশেষে পড়িলাম ধরিয়া চরণ।
ক্ষম প্রভু অপরাধ লইনু শরণ॥
মুনি বলে মোর বাক্য নহিবে অন্যথা।
তবে কেন কান্দ কন্যে! পায়ে ধরে বৃথা?
ভাল তবু তোর স্তবে তুষ্ট হনু আমি।
মুক্ত হবে যবে পরশিবে তব স্বামী॥
আর কি মুনির বাক্য কভু হয় আন।
দেখিতে দেখিতে তনু হইল পাষাণ॥
এই ত দুঃখের কথা কহিল মদন।
তোমার পরশে পুনঃ পাইনু মোচন॥

কুমারের স্বদেশগমন এবং কামিনী লইয়া সুখভোগ

ভৈরবী—ঠেকা

পরাণবঁধু চল চল হে।
আবার আঁখি কেন ছল ছল হে॥
যদি হে মৃত দেহে, মিলন হ'ল দোঁহে,
ব্যাজ কি আর সহে, বল বল হে।
মদন বলে বটে, এ ঘোর বন বাটে,
আসি বিপদ ঘটে, পল পল হে॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

আনন্দে প্রফুল্ল হিয়ে, দোঁহে অশ্ব আরোহিয়ে
চ'লে যায় কুমারী কুমার।
রূপে আলো করে বন, হেরে পশুপক্ষিগণ,
অন্তরেতে হয় চমৎকার॥
বেগে অশ্ব যায় হেন, অনিলে কে নিলে যেন,
তারা তারা ঘুরে ঘুরে পড়ে।
ঘন ঘন ছড়ি যায়, হন হন রবে যায়,
শন্ শন্ শব্দ যেন ঝড়ে॥
ক্ষণে কত পথ যায়, কে তার নির্ণয় পায়,
দিনের কে করে তবে লেখা?
এড়াইয়া বিন্ধ্যবন, চ'লে যায় দুই জন,
মকরন্দ সহ হ'ল দেখা॥
বন্ধুরে পাইয়া পথি, আনন্দ বাড়িল অতি
সোণায় সোহাগা আরো হ'ল।
আনন্দেতে গলাগলি, দোঁহে হ'ল কোলাকুলি
বলাবলি ক'রে দুঃখ গেল॥
ছাড়াইয়া নানা দেশ, স্বদেশ আইল শেষ,
নৃপে সংবাদিল গিয়ে দূতে।
শুনি চিন্তামণি রাজা, সহ রাণী সহ প্রজা,
ভেটিতে আইল নিজ সুতে॥
জনকজননী পেয়ে, কবিবর হৃষ্ট হয়ে,
আদরেতে চরণে লুটায়।
সদানন্দ মকরন্দ, রাজরাণী পদদ্বন্দ,
প্রণমিল ভক্তিযুক্তকায়॥
বদনে বসনখানি, ধীরে ধীরে দিয়া টানি,
চাঁদে যেন হ'ল অভ্রচ্ছায়।
লাজে করি হেঁট মাথ, ধনী করে প্রণিপাত,
শ্বশুর শাশুড়ী রাঙ্গাপায়॥
রাজারাণী পুত্র পেল, যত দুঃখ দূরে গেল,
আনন্দেতে হ'ল আটখান।
তাহে আরো হ'ল সুখ, হেরে পুত্র বধূ মুখ,
কোলে ক'রে চুম্ব শিরোঘ্রাণ॥
পুত্র পুত্রবধূ দোঁহে, রাণী লয়ে গেল গেহে,
কুলাচার যেমন আছিল।
দশ জন কুলদারা, বরণ করিয়া তারা,
জলধারা দিয়ে ঘরে নিল॥
বারতা শুনিতে পায়, প্রতিবাসী মেয়ে ধায়
ভরে গেল ভূপতির বাটী।
সকলেই এই বলে, যা হোক যেমন ছেলে,
তেমনি সেজেছে পরিপাটী॥
কেহ বলে ওগো রাণি, বধূর বদনখানি,
খুলিয়া দেখাও মোসবারে।
রাণী দিল মুখ খুলে, উদিল কি বাহুমূলে,
শত চাঁদ যেন একবারে॥

সবে বলে রাণী তোর, ভাগ্যের নাহিক ওর,
আহা মরি! কি বধূ পেয়েছ।
এমনি কি সুকপাল, রোপিয়া সোনার ডাল
মাণিকের ফল ফলায়েছ॥
দূরে যায় যত তাপ, পলায় চক্ষের পাপ,
হেরিলে গো তোর বৌর মুখ।
এই গো মানত করি, সুচির আইওং ধরি,
পুত্র পৌত্র লয়ে কর সুখ॥
রাণী ত আনন্দমনে, সমুদায় এয়োগণে,
দিয়ে নানা দ্রব্য আভরণ।
আপনি আনন্দবাসে, আনন্দসলিলে ভাসে,
আনন্দেতে দেয় সন্তরণ॥
কুমার কন্দর্পকেতু, করয়ে আনন্দহেতু,
মনানন্দে ষড়ঋতুভোগ।
যত পেয়েছিল দুখ, করে তার শত সুখ,
নারী লয়ে সদানন্দযোগ॥
অধিক কতেক কব, নিত্য নিত্য নব নব,
অবিরত সুরত কৌতুক।
বারেক নয়ন-আড়ে, কামিনীরে নাহি ছাড়ে,
তাল ভঙ্গ নাই একটুক॥
দোঁহার যৌবনরাজ্য, দোঁহে করে রাজকার্য্য
ঋতুযোগে ভোগের বিশেষ।
এমনি কৌতুক ভেলো, মদন যে এল গেল,
রতির বিরতি হৈল শেষ॥
মদন আনন্দে ভণে, সদাই আনন্দমনে,
আনন্দেতে রোমাঞ্চ কপোল।
মন রে আনন্দে মজ, সদানন্দপদ ভজ,
আনন্দেতে বল হরিবোল॥
কালীকান্ত উরস্থলে, উর উমা কুতূহলে,
আনন্দরূপেতে কর বাস।
সতত প্রসন্না থাক, সকলে আনন্দে রাখ,
পাঠকের পূর্ণ কর আশ॥
বসু পশুপতিভাল, একত্র মিশেছে ভাল,
সঙ্গে ঋষি চাঁদের মেলানি।
সেই শক নিরূপণ, এই গ্রন্থ সমাপন,
করিলেন শঙ্কর শিবানী॥

সম্পূর্ণ

কাদম্বরী

পণ্ডিত তারাশঙ্কর কবিরত্ন বিরচিত

কাদম্বরী

উপক্রমণিকা

শূদ্রক নামে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন অতিবদান্য মহাবল-পরাক্রান্ত প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। বিদিশানাম্নী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল; যে স্থানে বেত্রবতী নদী বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। রাজা নিজ বাহুবলে ও পরাক্রমে ক্রমে অশেষ দেশ জয় করিয়া সসাগরা ধরায় আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক সুখে ও নিরুদ্বেগচিত্তে সাম্রাজ্য ভোগ করেন। একদা প্রাতঃকালে আপন অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্য রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ দক্ষিণাপথ হইতে এক চণ্ডালকন্যা আসিয়াছে। তাহার সমভিব্যাহারে এক শুকপক্ষী আছে। কহিল, মহারাজ সকল রত্নের আকর, এই নিমিত্ত এই পক্ষিরত্ন ত্বদীয় পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, অনুমতি হইলে আসিয়া পাদপদ্ম দর্শন করে।"

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শুনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবর্ত্তী সভাসদগণের মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, "কি হানি আছে, লইয়া আইস।" প্রতীহারী 'যে আজ্ঞা'' বলিয়া চণ্ডালকন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। চণ্ডালকন্যা সভামণ্ডপে প্রবেশিয়া দেখিল, উপরে মনোহর চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিক মুক্তাকলাপ মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে; নিম্নে রাজা স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সমাগত রাজগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। অন্যান্য পর্ব্বতের মধ্যগত হইলে সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, রাজা সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জ্বল করিতেছেন। চণ্ডালকন্যা সভার শোভা দেখিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল, এবং নৃপতিকে অনন্যমনা করিবার আশায় করস্থিত বেণুযষ্টি দ্বারা সভা-কুট্টিমে একবার আঘাত করিল। তালফল পতিত হইলে অরণ্যচারী হস্তিযূথ যেরূপ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে, বেণুযষ্টির শব্দ শুনিবামাত্রই সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার মুখ মণ্ডল হইতে অপসৃত হইয়া সেই দিকে ধাবমান হইল।

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগ্রে এক জন বৃদ্ধ, পশ্চাতে পিঞ্জর-হস্তে একটি বালক এবং মধ্যে এক পরম সুন্দরী কুমারী আসিতেছে। কন্যার এরূপ রূপলাবণ্য যে, কোন ক্রমেই তাহাকে চণ্ডালকন্যা বলিয়া বোধ হয় না। রাজা তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও অসামান্য সৌকুমার্য্য অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা বুঝি হীনজাতি বলিয়া ইহাকে স্পর্শ করে নাই, মনে মনে কল্পনা করিয়াই ইহার রূপলাবণ্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহা না হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ও অলৌকিক সৌন্দর্য্য কিরূপে হইতে পারে? যাহা হউক, চণ্ডালের গৃহে এরূপ সুন্দরী কুমারী সমুদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব ও আশ্চর্য্যের বিষয়। এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কন্যা সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। বৃদ্ধ পিঞ্জর লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিল,

"মহারাজ! পিঞ্জরস্থিত এই শুক সকল শাস্ত্রের পারদর্শী, রাজনীতিপ্রয়োগবিয়োগে বিলক্ষণ নিপুণ, বক্তা, চতুর, সকল কলাভিজ্ঞ, কাব্য-নাটক-ইতিহাসের মর্ম্মজ্ঞ ও গুণগ্রাহী যে সকল বিদ্যা মানুষেরাও অবগত নহেন, সমুদয় ইহার কণ্ঠস্থ। ইহার নাম বৈশম্পায়ন! ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরপতি অপেক্ষা আপনি বিদ্বান ও গুণগ্রাহী। এই নিমিত্ত আমাদিগের স্বামি-দুহিতা আপনার নিকট এই শুকপক্ষী আনয়ন করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে ইনি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন।" এই বলিয়া সম্মুখে পিঞ্জর রাখিয়া কিঞ্চিদ্দূরে দণ্ডায়মান হইল।

পিঞ্জরমধ্যবর্ত্তী শুক দক্ষিণ-চরণ উন্নত করিয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা শুকের মুখ হইতে অর্থযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অমাত্য! পক্ষিজাতিও সুস্পষ্টরূপে বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরস্বরে কথা কহিতে পারে। আমি জানিতাম, পক্ষী ও পশুজাতি কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় প্রভৃতিরই পরতন্ত্র, ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাক্‌শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। প্রথমতঃ ইহাই আশ্চর্য্য যে, পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আশীর্ব্বাদপ্রয়োগের সময় ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিল। কি আশ্চর্য্য! ইহার বুদ্ধি ও মনোবৃত্তিও মনুষ্যের মত দেখিতেছি।"

রাজার কথা শুনিয়া কুমারপালিত কহিলেন, "মহারাজ! পক্ষিজাতি যে মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। লোকেরা শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষীদিগকে প্রযত্নাতিশয়সহকারে শিক্ষা দেয় এবং উহারাও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশতঃ অনায়াসে শিখিতে পারে। পূর্ব্বে উহারা ঠিক মনুষ্যের মত সুস্পষ্টরূপে কথা কহিতে পারিত; কিন্তু অগ্নির শাপে এক্ষণে উহাদিগের কথায় জড়তা জন্মিয়াছে।" এই কথা কহিতে কহিতে সভাভঙ্গসূচক মধ্যাহ্নকালীন শঙ্খধ্বনি হইল। স্নানসময় উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত রাজাদিগকে সম্মানসূচক বাক্য-প্রয়োগ দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, চণ্ডালকন্যাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন এবং তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীকে কহিলেন, "তুমি বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে লইয়া যাও ও স্নান-ভোজন করাইয়া দাও।"

অনন্তর আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কতিপয় সুহৃৎ সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। তথায় স্নান, পূজা, আহার প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নের আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে আদেশ দিলেন। প্রতীহারী আজ্ঞামাত্র বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "বৈশম্পায়ন! তুমি কোন্ দেশে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তোমার জনক জননী কে? কিরূপে সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিলে? তুমি কি জাতিস্মর অথবা কোন মহাপুরুষ, যোগবলে বিহগবেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিম্বা অভীষ্টদেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি পূর্ব্বে কোথায় বাস করিতে? কিরূপেই বা চণ্ডালহস্তগত হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে? এই সকল শুনিতে আমার অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, অতএব তোমার আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।"

বৈশম্পায়ন রাজার এই কথা শুনিয়া বিনয়বাক্যে "কহিল, যদি আমার জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে মহারাজের নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ করুন।"

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদী তীরে ভগবান অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রের নিকট হইতে জানকীকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদগদবচনে নানাপ্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলী বৃক্ষ আছে; বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে। উহার শাখ-প্রশাখা সকল এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার আশায় মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক, শারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুখে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন; সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়; প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্‌দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণ পূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্যসামগ্রী আনে ও যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকাপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগশোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন, তথাপি স্নেহবশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না, তথাপি আস্তে আস্তে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট যে যৎকিঞ্চিৎ আহার-দ্রব্য পাইতেন, আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত, আপনি ভোজন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেন।

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহন মানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়া-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গভীর-স্বরে গর্জ্জন

করিতে লাগিল; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশু সকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইত লাগিল; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তু সকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহল শ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের 'ঐ বরাহ যাইতেছে, ঐ হরিণ দৌড়িতেছে, ঐ করভ পলাইতেছে,' ইত্যাদি নানাপ্রকার কোলাহল শুনিতে পাইলাম।

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক পশ্চাৎ অবগত হইলাম। সুরাপানে দুই চক্ষু জবাবর্ণ, সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা লাগিয়াছে, সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শীকারী কুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত। জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য-মাংস আহার, ধনু ধন, কুকুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধাশান্তি করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া চলিয়া গেল।

শবর-সৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সে দিন কিছুই শীকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলের দৃষ্টিপথের অগোচর হইল, রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দ্বারা সেই তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একবার নিরীক্ষণ করিল। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে? সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপ পূর্ব্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ সেই প্রকাণ্ড মহীরুহে সেইরূপ অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিয়া প্রাণসংহার পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার একে বৃদ্ধ বয়স, তাহাতে অকস্মাৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া আমাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে

আচ্ছাদন করেন, তখন দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া কালসর্পাকার বামকর কোটরে প্রবেশিত করিয়া পিতাকে ধরিল; তিনি চঞ্চুপুট দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন, কিছুতেই ছাড়িল না; কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল, পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া আমাকে দেখিতে পাইল না। ঐ তরুতলে শুষ্ক পর্ণরাশি একত্রিত ছিল, তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না, কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে। শৈশবপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল ভয়েরই পরতন্ত্র হইলাম। প্রাণপরিত্যাগের উপযুক্ত কালেও নিতান্ত নৃশংস ও নির্দ্দয়ের ন্যায় উপরত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থির চরণ ও অসমগোদিত পক্ষপুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করাতে বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলেন;—ভাবিলাম, বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করালগ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল। পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়া নিকটস্থ এক তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্রিত ও লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে শবরসৈন্যেরা গিয়াছিল, সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।

দূর হইতে পতিত ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে কলেবর কম্পিত হইতেছিল; আবার বলবতী পিপাসা কণ্ঠশোষ করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক দূর গিয়া থাকিবে, এই সম্ভাবনা করিয়া মুখ বাড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিবামাত্র অমনি শঙ্কিত হইয়া পদে পদে বিপদ আশঙ্কা করিয়া তমালমূল হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কখন বা পার্শ্বে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর ধূলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম কি আশ্চর্য্য! যত দুর্দ্দশা ও যত কষ্ট সহ্য করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ জীবন-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম, আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইয়াছি, তথাপি বাঁচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। হায়, আমার তুল্য নির্দ্দয় আর কে আছে। মাতা প্রসবসময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কেবল আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত বৃদ্ধবয়সেও তাদৃশ বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়া আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি সে সকল একেবারে বিস্মৃত হইলাম। আমার পর কৃতঘ্ন আর নাই; আমার মত নৃশংস ও দুরাচার এই ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য! সেরূপ অবস্থাতেও আমার জলপান করিবার অভিলাষ হইল। দূর হইতে সারস ও কলহংসের অনতি-পরিস্ফুট কলরব শুনিয়া অনুমান করিলাম, সরোবর দূরে আছে। কিরূপে সরোবরে যাইব, কিরূপে জলপান করিয়া প্রাণ বাঁচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড অংশুসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পাদক্ষেপ

করা কাহার সাধ্য? সেই উত্তপ্ত বালুকায় আমার পা দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে মরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা করিতে হইল! চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ হইল।

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবালি নামে পরম পবিত্র মহাতপা মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হারীত কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে সেই দিক দিয়া সরোবরে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি এরূপ তেজস্বী যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ভস্মপুণ্ড্রক, কর্ণে স্ফটিকমালা, বামকরে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়দণ্ড, স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, পরম কারুণিক ভূতভাবন্ ভবানীপতি আমার রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত স্বভাবতই দয়ার্দ্র। আমার সেইরূপ দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল এবং আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বয়স্যদিগকে কহিলেন, "দেখ দেখ, একটি শুকশিশু পথে পতিত রহিয়াছে। 'বোধ হয়, এই শাল্মলীতরুর শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া থাকিবে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও বারংবার চঞ্চুপুট ব্যাদান করিতেছে। বোধ হয়, অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকিবে। জল না পাইলে আর অধিকক্ষণ বাঁচিবে না। চল, আমরা ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই। জল পান করাইয়া দিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।" এই বলিয়া আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাঁহার করস্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখে উন্নত চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারিপ্রদান করিলেন। জল পান করিয়া পিপাসা-শান্ত হইল। পরে আমাকে স্নান করাইয়া নলিনীপত্রের শীতল ছায়ায় বসাইয়া রাখিলেন। অনন্তর ঋষিকুমারেরা স্নানান্তে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্ব্বক ভগবান ভাস্করকে প্রণাম করিলেন এবং আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নূতন বসন পরিধান পূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া তপোবনাভিমুখে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন।

তপোবন সন্নিহিত হইলে দেখিলাম, তত্রস্থ তরু ও লতাসকল কুসুমিত পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমগন্ধে দিক্ আমোদিত হইতেছে। মধুকর ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। অশোক, চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশ এবং তাহাদিগের শাখা ও পল্লবের পরস্পর সংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপে বৃক্ষের পল্লব সকল মলিন হইয়া যাইতেছে। গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বেদ উচ্চারণ, কেহ বা প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। মৃগকদম্ব নির্ভয়-চিত্তে বনের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুখভ্রষ্ট নীবারকণিকা তরুতলে পতিত রহিয়াছে।

তপোবন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলাম, রক্তপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরুর ছায়ায় পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রাসনে ভগবান্ মহাতপা মহর্ষি জাবালি বসিয়া আছেন। অন্যান্য মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহর্ষি অতি প্রাচীন, জরার প্রভাবে মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোম সকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলী, গণ্ডস্থল

নিয়, শিরা ও পঞ্জরের অস্থি সকল বহির্গত এবং শ্বেতবর্ণ লোমে কর্ণ-বিবর আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রশান্ত ও গভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, তিনি করুণারসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, শান্তিলতার মূল, ক্রোধভুজঙ্গের মহামন্ত্র, সৎপথের দর্শক এবং সৎস্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে একদা ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, মহর্ষির কি প্রভাব! তাঁহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বৈর, মৎসর্য্য, কিছুই নাই। ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর শিখাকলাপের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া আছে। হরিণশাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তনপান করিতেছে। করভ সকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে। মৃগকুল অব্যাকুলচিত্তে বৃকের সহিত একত্র চরিতেছে এবং শুষ্ক বৃক্ষও মুকুলিত হইতেছে। বোধ হয় যেন, সত্যযুগ কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিগণের বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমালা ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদি নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন, বৃক্ষ সকলও তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময় মুনিকুমার হারীত আমাকে সেই রক্তাশোকতরুর ছায়ায় বসাইয়া পিতার চরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক স্বতন্ত্র এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য মুনিকুমারেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া হারীতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সখে! এই শুকশিশুটি কোথায় পাইলে?" হারীত কহিলেন, "স্নান করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, এই শুকশিশু আপন কুলায় হইতে পতিত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। ইহাকে তাদৃশ বিষম দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল। কিন্তু যে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করা আমাদিগের অসাধ্য বোধ হওয়াতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকলকে যত্ন পূর্ব্বক ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"

হারীতের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ জাবালি কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিলাম। তিনি পরিচিতের ন্যায় আমাকে বারংবার নেত্রগোচর করিয়া কহিলেন, "এই পক্ষী আপন দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে।" সেই মহর্ষি কালত্রয়দর্শী; তপস্যার প্রভাবে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় দেখেন এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত জগৎ করতলস্থিত বস্তুর ন্যায় দেখিতে পান; সকলে তাঁহার প্রভাব জানিতেন, তাঁহার কথায় কাহারও অবিশ্বাস হইল না। মুনিকুমারেরা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, কিরূপেই বা তাহার ফলভোগ করিতেছে? জন্মান্তরে এ কোন্ জাতি ছিল, কেনই বা পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার দুষ্কর্ম্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।"

মহর্ষি কহিলেন, "সে কথা বিস্ময়জনক ও কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু অতি দীর্ঘ, অল্পক্ষণের মধ্যে সমাপ্ত হইবে না। এক্ষণে দিবাবসান হইতেছে, আমাকে স্নান করিতে হইবে। তোমাদিগেরও দেবার্চ্চনসময় উপস্থিত। আহারাদি সমাপন করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলে আমি ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেই সমুদায় জন্মান্তরবৃত্তান্ত ইহার স্মৃতিপথারূঢ় হইবে।' মহর্ষি এই কথা কহিলে মুনিকুমারেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নান, পূজা প্রভৃতি সমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দনসহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমলবন ত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল যেন, পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণে তরুশাখা সকল সঞ্চালিত হইলে, বোধ হইল যেন, তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। মুনিজনেরা ধ্যানে বসিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহ্যমান হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিল। হরিদ্বর্ণ কুশ দ্বারা অগ্নিহোত্রবেদি আচ্ছাদিত হইল। দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল; এই সময় সময় পাইয়া অন্ধকার তথা হইতে সহসা বহির্গত হইল। সন্ধ্যা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তাহার শোকে দুঃখিত ও তিমিররূপ মলিন বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া বিভাবরী আগমন করিল। ভাস্করের প্রতাপে গ্রহগণ তস্করের ন্যায় ভয়ে লুকাইয়া ছিল, অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ব্বদিগ ভাগে সুধাংশু অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বোধ হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বদিক্ দশনবিকাশ পূর্ব্বক মন্দ মন্দ হাসিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দ্ধমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ সন্ধ্যাসমীরণ সুখাসীন আশ্রম-মৃগগণকে আহ্লাদিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও তপোবন জ্যোৎস্নাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারি দণ্ড রাত্রি হইল।

হারীত আহারাদি সমাপন করিয়া আমাকে লইয়া ঋষিকুমারদিগের সমভিব্যাহারে পিতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তিনি বেত্রাসনে বসিয়া আছেন, জালপাদনামা শিষ্য তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছেন। হারীত পিতার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-বচনে কহিলেন, "তাত! সকলে এই শুকশিশুর বৃত্তান্ত শুনিতে অতিশয় উৎসুক। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করিলে কৃতার্থ হই।"

মুনিকুমারের সকলেই কৌতুকাক্রান্ত ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহর্ষি কথা আরম্ভ করিলেন।

কথারম্ভ

অবন্তী দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভুবনত্রয়ের সর্গস্থিতিসংহারকারী মহাকালাভিধান ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থিতি করেন। যে স্থানে শিপ্রানদী তরঙ্গরূপ ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। তথায় তারাপীড় নামে মহাযশস্বী তেজস্বী প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় নিজভুজবলে অখণ্ড ভূমণ্ডল জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়া সুখে রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া লক্ষ্মী কমলবন তুচ্ছ করিয়া নারায়ণবক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; সরস্বতী চতুর্ম্মুখের মুখপরম্পরায় বাস করা ক্লেশকর বোধ করিয়া তাঁহারই রসনামণ্ডলে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্যের নাম শুকনাস। শুকনাস ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল শাস্ত্রের পারদর্শী, নীতিশাস্ত্র প্রয়োগ-কুশল, ভূভারধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, ধীরপ্রকৃতি, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার পত্নীর নাম মনোরমা। ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকনাসও সেইরূপ রাজকার্য্যপর্য্যালোচনাবিষয়ে রাজাকে যথার্থ সদুপদেশ দিতেন। মন্ত্রীর বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ যে, জটিল ও দুরবগাহ কোন কার্য্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেও বিচলিত বা প্রতিহত হইত না। শৈশবাবধি অকৃত্রিম প্রণয়সঞ্চার হওয়াতে রাজা তাঁহাকে কোন বিষয়ে অবিশ্বাস করিতেন না। তিনিও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নৃপতির হিতকার্য্য অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। পৃথিবীতে তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। এবং প্রজাদিগের উৎপাত ও অসুখ আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক পদার্থ হইয়াছিল, সুতরাং সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া শুকনাসের প্রতি রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ পূর্ব্বক রাজা যৌবনসুখ অনুভব করিতেন। কখন জলবিহার, কখন বনবিহার, কখন বা নৃত্য-গীত-বাদ্যের আমোদে সুখে কাল হরণ করে। শুকনাস সেই অসীম সাম্রাজ্যকার্য্য অনায়াসে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার অপক্ষপাতিতা ও সদ্বিচারগুণে প্রজারা অত্যন্ত বশীভূত ও অনুরক্ত হইয়াছিল।

তারাপীড় এইরূপে সকল সুখের পার প্রাপ্ত হইয়াও সন্তানমুখাবলোকনরূপ সুখলাভ না হওয়াতে মনে মনে অতিশয় দুঃখিত থাকেন। সন্তান না হওয়াতে সংসারে অরণ্য জ্ঞান, জীবনে বিড়ম্বনা জ্ঞান ও শরীর ভারমাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং আপনাকে অসহায়, ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। ফলতঃ তাঁহার পক্ষে সংসার অসার ও অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। নৃপতির বিলাসবতী নাম্নী পরমরূপবতী পত্নী ছিলেন। কন্দর্পের রতি ও শিবের পার্ব্বতী যেরূপ পরমপ্রণয়িনী, বিলাসবতীও সেইরূপ রাজার পরমপ্রণয়াস্পদ ছিলেন। একদা মহিষী দুঃখিত অন্তঃকরণে অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নরপতি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহিষী বামকরতলে কপোলদেশ সংস্থাপিত করিয়া বিষণ্ণ-বদনে রোদন করিতেছেন; অঙ্গের ভূষণ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন; অঙ্গরাগ বা অঙ্গসংস্কার কিছুমাত্র নাই। সখীগণ নিঃশব্দে ও দুঃখিত-চিত্তে পার্শ্বে বসিয়া আছে। অন্তঃপুরবৃদ্ধারা অনতিদূরে উপবিষ্ট হইয়া প্রবোধবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। রাজা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে মহিষী আসন হইতে উঠিয়া সম্ভাষণ করিলেন। রাজাকে দেখিয়া তাঁহার দুঃখ দ্বিগুণতর হইল ও দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। মহিষীর আকস্মিক শোক ও রোদনের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া নরপতি মনে মনে কত ভাবনা, কত শঙ্কা ও কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরে আসনে উপবিষ্ট

হইয়া বসন দ্বারা চক্ষুর জল মুছিয়া দিয়া মধুর-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে! কি নিমিত্ত বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন করিয়া বিষণ্ণ-বদনে ও দীন-নয়নে রোদন করিতেছ? তোমার দুঃখের কারণ কিছু জানিতে না পারিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল ও বিষন্ন হইতেছে। আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? অথবা অন্য কেহ প্রজ্বলিত অনলশিখায় হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবে? যাহা হউক, শোকের কারণ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর কর।"

রাজা এত অনুনয় করিলেন, বিলাসবতী কিছুই উত্তর দিলেন না, বরং আরও শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনি কোন অপরাধ করেন নাই এবং রাজমহিষীর নিকটে অন্যে অপরাধ করিবে, এ কথাও অসম্ভব। মহিষী যে নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন। সন্তানের মুখবিলোকনরূপ সুখলাভে বঞ্চিত হইয়া রাণী বহুদিবসাবধি শোকাকুল ছিলেন; কিন্তু মহারাজের মনঃপীড়া হইবে বলিয়া এত দিন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই; মনের দুঃখ মনেই গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য চতুর্দ্দশী, মহাদেবের পূজা দিতে মহাকালের মন্দিরে গিয়াছিলেন; তথায় মহাভারত পাঠ হইতেছিল, তাহাতেই শুনিলেন, সন্তান-বিহীন ব্যক্তিদিগের সদ্গতি হয় না; পুত্র না জন্মিলে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই, পুত্রহীন ব্যক্তির ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা নাই; তাহার জীবন, ধন, ঐশ্বর্য্য, সকলই নিষ্ফল। মহাভারতের এই কথা শুনিয়া অবধি অতিশয় উন্মনা ও উৎকণ্ঠিতা হইলেন। বাটী আসিলে সকলে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিল ও আহার করিতে অনুরোধ করিল; কোন ক্রমেই শান্ত হইলেন না ও আহার করিলেন না। সেই অবধি কাহারও কোন কথার উত্তর দেন না, কাহারও সহিত আলাপ করেন না। কেবল বিষণ্ণ বদনে অনবরত রোদন করিতেছেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য করুন।"

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীর কথা শুনিয়া রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "দেবি! দৈবায়ত্ত বিষয়ে শোক ও অনুতাপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। মনুষ্যেরা যত যত্ন ও যত চেষ্টা করুক না কেন, দৈব অনুকূল না হইলে কোন প্রকারে মনোরথ সফল হয় না। পুত্রের আলিঙ্গনে শরীর শীতল হইবে, মুখারবিন্দদর্শনে নেত্র পবিত্র হইবে, অপরিস্ফুট মধুর-বচন শ্রবণে কর্ণ জুড়াইবে, এমন কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি? জন্মান্তরে কত পাপ করিয়া থাকিব, সেই জন্য এত মনস্তাপ উপস্থিত হইতেছে। দৈব অনুকূল না হইলে কোন অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব দৈবকর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত হও। মনোযোগ পূর্ব্বক গুরুভক্তি, দেবপূজা ও মহর্ষিদিগের পরিচর্য্যা কর। অবিচলিত ও অকৃত্রিম ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। পুরাণে শুনিয়াছি, মগধদেশের রাজা বৃহদ্রথ সন্তানলাভের আশায় চণ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন এবং তাঁহার বরপ্রভাবে জরাসন্ধ নামে প্রবলপরাক্রান্ত এক পুত্র প্রাপ্ত হন। রাজা দশরথও মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসন্ন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে মহাবলপরাক্রান্ত চারি পুত্র লাভ করেন। ঋষিগণের আরাধনা কখন বিফল হয় না, অবশ্যই তাহার ফল দর্শে সন্দেহ নাই। দৃঢ়ব্রত ও একান্ত অনুরক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে দেব ও দেবর্ষিদিগের অর্চ্চনা কর, তাহাতেই মনোরথ সফল হইবে। হায়! কত দিনে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যে দিনে স্নেহময় ও প্রীতিময় সন্তানের সুধাময় মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিব। পরিজনেরা আনন্দে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিবে। নগর উৎসবময় হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্যের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইবে। শশিকলা উদিত হইলে গগনমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, কত দিনে দেবী পুত্র ক্রোড়ে করিয়া

সেইরূপ শোভিত হইবেন? নিরপত্যতা এক্ষণে অতিশয় ক্লেশ দিতেছে। সংসার অরণ্য ও জগৎ শূন্য দেখিতেছি। রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্তু অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে শোক ও দুঃখ করা বৃথা বলিয়াই ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যথাকথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।" এইরূপ নানা প্রবোধবাক্যে আশ্বাস দিয়া স্বহস্তে মহিষীর নেত্রজল মোচন করিয়া দিলেন; অনেকক্ষণ অন্তঃপুরে থাকিয়া পরে বহির্গত হইলেন।

রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে বিলাসবতী প্রবোধবাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া স্নান-ভোজনাদি সমাপন করিলেন। যে সকল আভরণ ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পুনর্ব্বার অঙ্গে ধারণ করিলেন। তদবধি দেবতার আরাধনা, ব্রাহ্মণের সেবা ও গুরুজনের পরিচর্য্যায় অতিশয় অনুরক্ত হইলেন। দৈবকর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া চণ্ডিকার গৃহে প্রতিদিন ধূপ, গুগ্‌গুল প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের গন্ধ বিস্তার করেন, দিবসবিশেষে তথায় কুশাসনে শয়ন করিয়া থাকেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণপাত্র দান করেন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী রজনীতে চতুষ্পথে দেবতাদিগের বলি উপহার দেন। অশ্বত্থ প্রভৃতি বনস্পতিদিগকে প্রদক্ষিণ করেন। ষোড়শোপচারে ষষ্ঠীদেবীর পূজা দেন। ফলতঃ যে যেরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে কহে, অতিশয় ক্লেশসাধ্য হইলেও অপত্য-তৃষ্ণায় উহার অনুষ্ঠান করেন, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হয়েন না। গণক অথবা সিদ্ধ পুরুষ দেখিলে সমাদর পূর্ব্বক সন্তানের গণনা করান। রাত্রিতে যে সকল স্বপ্ন দেখেন, প্রভাতে পুরন্ধ্রীদিগকে তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা রাত্রিশেষে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন, বিলাসবতী সৌধশিখরে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করিতেছে। স্বপ্নদর্শনানন্তর অমনি জাগরিত হইয়া শীঘ্র শয্যা হইতে উঠিলেন। অনন্তর শুকনাসকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শুকনাস শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ও প্রীতি প্রফুল্লবদনে কহিলেন, "মহারাজ! বুঝি, অনেক কালের পর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। অচিরাৎ আপনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমিও আজি রজনীতে স্বপ্নে প্রশান্তমূর্ত্তি, দিব্যাকৃতি এক ব্রাহ্মণকে মনোরমার উৎসঙ্গে বিকশিত পুণ্ডরীক নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। শাস্ত্রকারেরা কহেন, শুভ ফলোদয়ের পূর্ব্বে শুভ লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমাদিগের চিরপ্রার্থিত মনোরথ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় কি আছে? রাত্রিশেষে যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা প্রায় বিফল হয় না।" রাজমহিষী বিলাসবতী অচিরাৎ পুত্রসন্তান প্রসব করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজা মন্ত্রীর স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উভয়ে আপন আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন দ্বারা রাজমহিষীর আনন্দোৎপাদন করিলেন।

কিছু দিন পরে বিলাসবতী গর্ভবতী হইলেন; শশধরের প্রতিবিম্ব পতিত হইলে সরোবর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, পারিজাতকুসুম বিকসিত হইলে নন্দনবনের যেরূপ শোভা হয়, বিলাসবতী গর্ভধারণ করিয়া সেইরূপ অপূর্ব্বশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। দিন দিন গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। সলিলভারাক্রান্ত মেঘমালার ন্যায় বিলাসবতী গর্ভভারে মন্থরগতি হইলেন। মুখে বারংবার জৃম্ভিকা ও জল উঠিতে লাগিল; শরীর অলস ও পাণ্ডুবর্ণ হইল। এই সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পরিজনেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল, রাণী গর্ভিণী হইয়াছেন।

একদা প্রদোষসময়ে শুকনাস ও রাজা রাজভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কুলবর্দ্ধনানাম্নী,

প্রধান পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার কর্ণে মহিষীর গর্ভসঞ্চারের সংবাদ কহিল। নরপতি শুভসংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলমূল বিকসিত হইয়া উঠিল। তখন হর্ষোৎফুল্ল লোচনে শুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি রাজার ও কুলবর্দ্ধনার আকৃতি দেখিয়াই অনুমান করিলেন, রাজার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছে, তথাপি সন্দেহনিবারণের নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, স্বপ্নদর্শন কি সফল হইয়াছে?" রাজা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যদি কুলবর্দ্ধনার কথা মিথ্যা না হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন সফল বটে। চল, আমরা স্বয়ং গিয়া জানিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া শুভসংবাদের পারিতোষিকস্বরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার কুলবর্দ্ধনাকে দিয়া বিদায় করিলেন। আপনারাও মহিষীর বাসভবনে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাজার দক্ষিণলোচন স্পন্দ হইল।

তথায় গিয়া দেখিলেন, মহিষী গর্ভোচিত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গর্ভে সন্তানের উদয় হওয়াতে মেঘাবৃতশশিমণ্ডলশালিনী রজনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শিরোভাগে মঙ্গলকলস রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে মণির প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত-সর্ষপ বিকীর্ণ আছে। রাণী রাজাকে দেখিয়া সম্ভ্রমে শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাজা বারণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! আর কষ্ট পাইবার প্রয়োজন নাই। বিনা অভ্যুত্থানেই যথেষ্ট আদর প্রকাশ হইয়াছে।" এই বলিয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন। শুকনাস স্বতন্ত্র একস্থানে উপবেশন করিলেন। রাজা মহিষীর আকারপ্রকার দেখিয়াই গর্ভলক্ষণ জানিতে পারিলেন; তথাপি পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়ে! শুকনাশ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কুলবর্দ্ধনা যাহা কহিয়া আসিল, সত্য কি না?" মহিষী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। বারংবার জিজ্ঞাসা ও অনুরোধ করাতে কহিলেন, "কেন আর আমাকে লজ্জা দাও, আমি কিছুই জানি না।" এই বলিয়া পুনর্ব্বার অধোমুখী হইলেন। এইরূপ অনেক পরিহাসকথার পর শুকনাস আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে মহিষীর যে কিছু গর্ভদোহদ হইতে লাগিল, রাজা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিতে লাগিলেন। প্রসবসময় সমাগত হইলে মহিষী শুভদিনে শুভলগ্নে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরবাসী লোকের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। রাজবাটী মহোৎসবময়, নগর আনন্দময় ও পথ কোলাহলময় হইল। গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ হইল। নরপতি সানন্দচিত্তে দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে অর্থদান করিতে লাগিলেন; যে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিল, তাহাকে তাহাই দিলেন। কারাবদ্ধকে মুক্ত ও ধনহীনকে ঐশ্বর্য্যশালী করিলেন।

গণকেরা গণনা দ্বারা শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর সহিত গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন, সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে দুই পার্শ্বে সলিলপূর্ণ দুই মঙ্গলকলস, স্তম্ভের উপরিভাগে বিচিত্র কুসুমে গ্রথিত মঙ্গলমালা। পুরস্ত্রীবর্গ কেহ বা ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতেছে, কেহ বা মাতৃকাগণের বিচিত্র মূর্ত্তি চিত্রপটে লিখিতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে শান্তিজল নিক্ষেপ করিতেছেন। পুরোহিতেরা নারায়ণের সহস্র নাম পাঠ করিয়া শুভ স্বস্ত্যয়ন করিতেছেন। রাজা জল ও অনল স্পর্শ পূর্ব্বক সূতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন রাজকুমার মহিষীর অঙ্কে শয়ন করিয়া সূতিকাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। দেহপ্রভায় দীপপ্রভা তিরোহিত হইয়াছে; এরূপ অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য, যে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজা নিমেষশূন্য-লোচনে বারংবার দেখিতে লাগিলেন কিন্তু

অন্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন, অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অভিনব বোধ হয়। সস্পৃহ ও প্রীতিবিস্ফারিত নেত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া নব নব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন' এবং আপনাকে চরিতার্থ ও পরমসৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলেন। শুকনাশ সতর্কতা পূর্ব্বক বিস্ময়বিকসিত-নয়নে রাজকুমারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! দেখুন, কুমারের অঙ্গে চক্রবর্ত্তী ভূপতির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে। করতলে শঙ্খচক্ররেখা, চরণতলে পতাকারেখা, প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিকা, লোহিত অধর, এই সকল চিহ্ন দ্বারা মহাপুরুষলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।"

মন্ত্রী রাজকুমারের এইরূপ রূপ-বর্ণনা করিতেছেন, এমন সময়ে মঙ্গলকনামা এক পুরুষ প্রবেশিয়া রাজাকে নমস্কার করিল ও হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিল, "মহারাজ! মনোরমার গর্ভে শুকনাসের এক পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে।" নরপতি এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া অমৃতবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইলেন এবং আহ্লাদিতচিত্তে কহিলেন, "আজি কি শুভ দিন, কি শুভ সংবাদ শুনিলাম! বিপদ্ বিপদের ও সম্পদ্ সম্পদের অনুসন্ধান করে, এই জনপ্রবাদ কখন মিথ্যা নহে।" এই বলিয়া প্রীতিবিকসিত-মুখে হাসিতে হাসিতে সমাগত পুরুষকে শুভ সংবাদের অনুরূপ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন। পরে নর্ত্তক, বাদক ও গায়কগণ সমভিব্যাহারে শুকনাসের মন্দিরে গমন করিয়া মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। দশম দিবসে পবিত্র মুহূর্ত্তে কোটি কোটি গাভী ও সুবর্ণ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া ও দীন দুঃখীকে অনেক ধন দিয়া নরপতি পুত্রের নামকরণ করিলেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, পূর্ণচন্দ্র রাজ্ঞীর মুখমণ্ডলে প্রবেশ করিতেছে, সেই নিমিত্ত পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড় রাখিলেন। মন্ত্রীও ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক রাজার অভিমতে আপন পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন রাখিলেন। ক্রমে চূড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন হইল।

কুমারের ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না হয়, এই নিমিত্ত রাজা নগরের প্রান্তে শিপ্রানদীর তীরে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইলেন। বিদ্যামন্দিরের এক পার্শ্বে অশ্বশালা ও নিম্নে ব্যায়ামশালা প্রস্তুত হইল। চতুর্দ্দিক উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হইল। অশেষবিদ্যাপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ অতিযত্নে আনীত ও শিক্ষাপ্রদানে নিয়োজিত হইলেন। নরপতি শুভ দিনে স্বপুত্র চন্দ্রাপীড় ও মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়নকে তাঁহাদিগের নিকটে সমর্পণ করিলেন। প্রতিদিন মহিষীর সহিত স্বয়ং বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার এরূপ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ তাঁহার নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমৎকৃত ও উৎসাহিত হইয়া সমধিক পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্যমনা ও ক্রীড়াসক্তিরহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার হৃদয়দর্পণে সমুদায় কলা সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধ্যেই শব্দশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও সঙ্গীতবিদ্যা, সর্ব্বদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি সমুদায় শিখিলেন। ব্যায়ামপ্রভাবে শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হইল যে, করভ সকল সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না, সেইরূপ তিনি ধরিলেও এক পা চলিতে পারিত না। ফলতঃ এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, দশ জন বলবান্ পুরুষ যে মুদ্গর তুলিতে পারে না, তিনি অবলীলাক্রমে সেই মুদ্গর ধারণপূর্ব্বক ব্যায়াম করিতেন।

ব্যায়াম ব্যতিরেকে আর সকল বিদ্যায় বৈশম্পায়ন চন্দ্রাপীড়ের অনুরূপ হইলেন। শৈশবাবধি একত্র বাস একত্র বিদ্যাভ্যাস প্রযুক্ত পরস্পর অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট মিত্রতা জন্মিল। বৈশম্পায়ন

ব্যতিরেকে রাজকুমার এক মুহূর্ত্তও একাকী থাকিতে পারিতেন না; বৈশম্পায়নও সর্ব্বদা রাজকুমারের নিকটবর্ত্তী থাকিতেন। এইরূপে বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও যৌবনকাল সমাগত হইলে। চন্দ্রোদয়ে প্রদোষের যেরূপ রমণীয়তা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধনু উদিত হইলে বর্ষাকালের যেরূপ শোভা হয়, কুসুমোদ্গমে কল্পপাদপের যেরূপ শ্রী হয়, যৌবনারম্ভে রাজকুমার সেইরূপ পরমরমণীয়তা ধারণ করিলেন। বক্ষঃস্থল বিশাল, উরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্কন্ধদেশ স্থূল এবং স্বর গম্ভীর হইল।

উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা হইলে আচার্য্যেরা বিদ্যালয় হইতে গৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে রাজা চন্দ্রাপীড়কে বাটীতে আনাইবার নিমিত্ত শুভ দিনে অনেক তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও পদাতি সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিদ্যামন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। সমাগত অন্যান্য রাজগণও চন্দ্রাপীড়ের দর্শনলালসায় বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। বলাহক বিদ্যামন্দিরে প্রবেশিয়া রাজকুমারকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "কুমার! মহারাজ কহিলেন, 'আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তুমি সমস্ত শাস্ত্র, সকল কলা ও সমুদায় আয়ুধবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ। এক্ষণে আচার্য্যেরা বাটীতে আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। প্রজারা ও পরিজনেরা দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। অতএব আমার অভিলাষ, তুমি অবিলম্বে বাটী আসিয়া দর্শনোৎসুক পরিজনদিগকে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত কর এবং ব্রাহ্মণদিগের সমাদর, মানী লোকের মানরক্ষা, সন্তানের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতিপালন ও বন্ধুবর্গের আনন্দোৎপাদন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য সম্ভোগ কর।' আপনার আরোহণের নিমিত্ত মহারাজ ত্রিভুবনের এক অমূল্য রত্নস্বরূপ, বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় অতিবেগগামী, ইন্দ্রায়ুধনামা অপূর্ব্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ ঘোটক সাগরের প্রবাহমধ্য হইতে উত্থিত হয়। পারস্যদেশের অধিপতি মহারত্ন ও আশ্চর্য্য পদার্থ বলিয়া উহা মহারাজকে উপহার দেন। অনেক অশ্বলক্ষণবিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, উচ্চৈঃশ্রবার যে সকল সুলক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়, উহারও সেই সকল সুলক্ষণ আছে। ফলতঃ ইন্দ্রায়ুধ সামান্য ঘোটক নয়। আমরা ঐরূপ ঘোটক কখন দেখি নাই। দ্বারদেশে বদ্ধ আছে, অনুমতি হইলে আনয়ন করা যায়। দর্শনাভিলাষী রাজারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বাহিরে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

বলাহক এই কথা কহিলে চন্দ্রাপীড় গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "ইন্দ্রায়ুধকে এই স্থানে লইয়া আইস।" আজ্ঞামাত্র অতি বৃহৎ, স্থূলকায়, মহাতেজস্বী, প্রচণ্ডবেগশালী, বলবান্ ইন্দ্রায়ুধ আনীত হইল। ঐ ঘোটক এরূপ বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যে, দুই বীরপুরুষ উভয় পার্শ্বে মুখের বল্গা ধরিয়াও উন্নমনের সময় মুখ নিম্ন করিয়া রাখিতে পারে না। এরূপ উচ্চ যে, উন্নত পুরুষেরাও কর প্রসারিত করিয়া পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। চন্দ্রাপীড় সুলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত অশ্ব অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন, "অসুর ও দেবগণ সাগর মন্থন করিয়া কি রত্ন লাভ করিয়াছেন? দেবরাজ ইন্দ্র ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, তাঁহার ত্রৈলোক্যাধিপত্যই বিফল। জলনিধি তাঁহাকে সামান্য উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক প্রদান করিয়া প্রতারণা করিয়াছেন। দেবাদিদেব নারায়ণ যদি ইহাকে একবার নেত্রগোচর করেন, বোধ হয়, পক্ষিরাজ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ জন্য তাঁহার আর অহঙ্কার থাকে না। পিতার কি আধিপত্য! ত্রিভুবনদুর্লভ এতাদৃশ রত্ন সকলও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার আকার ও লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ প্রকৃত ঘোটক নয়। কোন মহাত্মা শাপগ্রস্ত হইয়া অশ্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অশ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া মনে মনে নমস্কার ও আরোহণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইলেন। বহিঃস্থিত অশ্বারূঢ় নৃপতিগণ চন্দ্রাপীড়কে দেখিবামাত্র আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং সাক্ষাৎকারলালসায় ক্রমে ক্রমে সকলেই সম্মুখে আসিতে লাগিলেন। বলাহক একে একে সকলের নাম ও বংশের নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরিচয় দিয়া দিল। রাজকুমার মিষ্ট-সম্ভাষণ দ্বারা যথোচিত সমাদর করিলেন; তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকার সদালাপ করিতে করিতে সুখে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে সুললিত মধুর প্রবন্ধে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। ভৃত্যেরা চামরব্যজন ও মস্তকে ছত্র ধারণ করিল। বৈশম্পায়নও অন্য এক তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া রাজকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

চন্দ্রাপীড় ক্রমে ক্রমে নগরের মধ্যবর্ত্তী পথে সমাগত হইলেন। নগরবাসীরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজকুমারের সুকুমার আকার অবলোকন করিতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত বাটীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, নগরী চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার নিমিত্ত একেবারে সহস্র সহস্র নেত্র উন্মীলন করিল। চন্দ্রাপীড় নগরে আসিতেছেন শুনিয়া রমণীগণ অতিশয় উৎসুক হইল এবং আপন আপন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন না করিয়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে বাটীর বহির্গত হইয়া, কেহ বা প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া একদৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিল। একেবারে সোপানপরম্পরায় শত শত কামিনীজনের অসম্ভ্রমে পাদনিক্ষেপ করায় প্রাসাদমধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভূষণশব্দ সমুৎপন্ন হইল। গবাক্ষজালের নিকটে কামিনীগণের মুখপরম্পরা বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্ত্রীগণের চরণ হইতে আর্দ্র অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্লবময় বোধ হইল। তাহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময়, অলঙ্কারপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল ইন্দ্রায়ুধময়, মুখমণ্ডলে ও লোচনপরম্পরায় গগনমণ্ডল চন্দ্রময় ও পথ নীলোৎপলময় বোধ হইতে লাগিল। রাজকুমারের মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া বিলাসিনীগণ চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া পরস্পর পরিহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "সখি! এই পৃথিবীতে সেই ধন্য ও সৌভাগ্যবতী, এই পুরুষরত্ন যাহার করগ্রহণ করিবেন। এরূপ পরম সুন্দর পুরুষ ত কখন দেখি নাই। বিধি বুঝি পুরুষনিধি করিয়া ইঁহার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, আজি আমরা অঙ্গবিশিষ্ট অনঙ্গকে প্রত্যক্ষ করিলাম।" ফলতঃ নির্ম্মল জলে ও স্বচ্ছ স্ফটিকে যেরূপ প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ কামিনীগণের হৃদয়দর্পণে চন্দ্রাপীড়ের মোহিনী-মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইল। রাজকুমার ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন, হৃদয়ের অগোচর কোন কালেই হইতে পারিলেন না। রাজকুমার রাজবাটীর সমীপবর্ত্তী হইলে পৌরাঙ্গনারা পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাঁহার মস্তকে মঙ্গললাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল।

ক্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বলাহক অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার বৈশম্পায়নের হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, শত শত বলবান্ দ্বারপাল অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ধনু, বাণ, তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ অস্ত্রশালা; কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, করী, করভ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুসমাকীর্ণ পশুশালা; কোন স্থানে নানাদেশীয়, সুলক্ষণ-সম্পন্ন, নানাপ্রকার অশ্বে বেষ্টিত মন্দুরা; কোন স্থানে কুররী, কোকিল, রাজহংস, চাতক, শিখণ্ডী, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুর কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিশালা; কোন্

স্থানে বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ, প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রে বিভূষিত সঙ্গীতশালা, কোন স্থানে বিচিত্র চিত্রশোভিত চিত্রশালিকা শোভা পাইতেছে। কৃত্রিম ক্রীড়াপর্ব্বত, মনোহর সরোবর সুরম্য জলযন্ত্র, রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে রহিয়াছে। অশেষদেশভাষাজ্ঞ নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক পুরুষেরা ধর্ম্মাধিকরণ-মন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে বিচার করিতেছেন। সমাগত পুরুষেরা বিবিধ রত্নাসনভূষিত সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। কোন স্থানে নর্ত্তকীরা নৃত্য, গায়কেরা সঙ্গীত বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছে। জলচর পক্ষী সকল কোল করিয়া বেড়াইতেছে, বালকবালিকাগণ ময়ূর ও ময়ূরীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। হরিণ ও হরিণীগণ মানুষসমাগমে ত্রস্ত হইয়া ভয়চকিতলোচনে বাটীর চতুর্দ্দিকে দৌড়িতেছে।

অনন্তর ছয় প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া সপ্তম প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া মহারাজের আবাসগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। অন্তঃপুরপুরন্ধীরা রাজকুমারকে দেখিবামাত্র আনন্দিতমনে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। মহারাজ পরিষ্কৃত শয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে নিষণ্ণ আছেন, শরীর-রক্ষাধিকৃত অস্ত্রধারী দ্বারপালেরা সতর্কতা পূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে, এমন সময়ে চন্দ্রাপীড় পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। "মহারাজ অবলোকন করুন" দ্বারপাল এই কথা কহিলে, রাজা দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বৈশম্পায়নসমভিব্যাহারী চন্দ্রাপীড়কে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। করপ্রসারণ পূর্ব্বক প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার স্নেহবিকসিত লোচন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বৈশম্পায়নকেও সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবেশন করিতে কহিলেন। ক্ষণকাল তথায় বসিয়া রাজকুমার জননীর নিকট গমন করিলেন। পুত্রবৎসলা বিলাসবতী স্নিগ্ধ প্রীতি-প্রফুল্ল নয়নে পুত্রকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও হস্ত দ্বারা গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গদেশে বসাইলেন ও স্নেহসংবলিত মধুরবচনে বলিলেন, "বৎস! তোমাকে নানা বিদ্যায় বিভূষিত দেখিয়া নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল। এক্ষণে বধূসহচারী দেখিলে সকল মনোরথ পূর্ণ হয়।" এই কথা কহিয়া লজ্জাবনত পুত্রের কপোলদেশ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার এইরূপে সমস্ত অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে দর্শন দিয়া আহ্লাদিত করিলেন, পরিশেষে শুকনাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। অমাত্যের ভবনও এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, রাজবাটী হইতে বিভিন্ন বোধ হয় না। শুকনাস সভামণ্ডপে বসিয়া আছেন। সমাগত সামন্ত ও ভূপতিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, এমন সময়ে চন্দ্রাপীড় ও বৈষম্পায়ন তথা প্রবেশিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সমাদরে সম্ভাষণ করিল। শুকনাস প্রণত পুত্র ও রাজকুমারকে যুগপৎ আলিঙ্গন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস চন্দ্রাপীড়! অদ্য তোমাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া মহারাজ যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, শত শত সাম্রাজ্যলাভেও তাদৃশ সন্তোষের সম্ভাবনা নাই। আজি গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও মহারাজের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ফলিল। আজি কুলদেবতা প্রসন্ন হইলেন। প্রজাগণ কি ধন্য ও পুণ্যবান! যাহাদিগের প্রতিপালনের নিমিত্ত তুমি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছ। বসুমতী কি সৌভাগ্যবতী! যিনি পতিভাবে তোমার আরাধনা করিলেন। ভগবান্ যেরূপ নানা অবতার হইয়া ভূভার বহন করিয়া থাকেন, তুমিও সেইরূপ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভূভার বহন ও প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।" রাজকুমার শুকনাসের সভায় ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া মনোরমার নিকট গমন ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। তথা হইতে বাটী আসিয়া স্নান, ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মহারাজের আজ্ঞানুসারে

শ্রীমণ্ডপনামক প্রাসাদে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শ্রীমণ্ডপের নিকটে ইন্দ্রায়ুধের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল।

দিবাবসানে দিঙ্মণ্ডল লোহিতবর্ণ হইল, সন্ধ্যারাগে রক্তবর্ণ হইয়া চক্রবাকমিথুন ভিন্ন ভিন্ন দিকে উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেদনা স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে তাহাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে ও গাত্র হইতে রক্তধারা পড়িতেছে। সম্মানিত ব্যক্তিরা বিপদ্‌কালেও নীচ-পদবীতে পদার্পণ করেন না, ইহাই জানাইবার নিমিত্ত রবি অস্তগমনকালেও পশ্চিমাঞ্চলের উন্নত শিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর অস্তগত হইলেন, কিন্তু রজনী সমাগত হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অনুদয় প্রযুক্ত লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইল। সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল। বিহঙ্গকুল কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর প্রজ্বলিত প্রদীপশিখা ও উজ্জ্বল মণির আলোকে রাজবাটীর তিমির নিরস্ত হইয়া গেল। চন্দ্রাপীড় পিতা-মাতার নিকটে নানা কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল ক্ষেপ করিয়া আহারাদি করিলেন; পরে আপন প্রাসাদে আগমন পূর্ব্বক কোমলশয্যামণ্ডিত পর্য্যঙ্কে সুখে নিদ্রা গেলেন।

প্রভাত হইলে পিতার অনুমতি লইয়া, শীকারী কুকুর, শিক্ষিত হস্তী, বেগগামী অশ্ব ও অসংখ্য অস্ত্রধারী বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে করিয়া মৃগয়ার্থ বনে প্রবেশিলেন,—দেখিলেন, উদারস্বভাব সিংহ সম্রাটের ন্যায় নির্ভয়ে গিরিগুহায় শয়ন করিয়া আছে। হিংস্র শার্দ্দূল ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার পূর্ব্বক পশুদিগকে আক্রমণ করিতেছে। মৃগকুল ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া ত্বরিতবেগে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। বন্যহস্তী দলবদ্ধ হইয়া চলিতেছে। মহিষকুল রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা ভয়প্রদর্শন করিয়া নির্ভয়ে বেড়াইতেছে। বরাহ, ভল্লুক, গণ্ডার প্রভৃতির ভীষণ আকার দেখিলে ও চীৎকারশব্দ শুনিলে কলেবর কম্পিত হয়। নিবিড় বন, তথায় সূর্য্যের কিরণ প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না। রাজকুমার এতাদৃশ ভীষণ গহনে প্রবেশিয়া ভল্ল ও নারাচ দ্বারা ভল্লুক, সারঙ্গ, শূকর প্রভৃতি বহুবিধ বন্য পশু মারিয়া ফেলিলেন। কোন কোন পশুকে আঘাত না করিয়া কেবল কৌশলক্রমে ধরিলেন। মৃগয়াবিষয়ে এরূপ সুশিক্ষিত ছিলেন যে, উড্ডীন বিহগাবলীকেও অবলীলাক্রমে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বেলা দুই প্রহর হইল। সূর্য্যমণ্ডল ঠিক মস্তকের উপরিভাগ হইতে অগ্নিময় কিরণ বিস্তার করিল। সূর্য্যের আতপে ও মৃগয়াজন্য শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হওয়াতে রাজকুমারের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মবারিতে পরিপ্লুত হইল। স্বেদার্দ্রশরীরে বিবিধ কুসুমরেণু পতিত হওয়াতে ও বিন্দু বিন্দু রক্ত লাগাতে যেন অঙ্গে অঙ্গরাগ ও রক্তচন্দন লেপন করিয়াছেন, বোধ হইল। ইন্দ্রায়ুধের মুখে ফেনপুঞ্জ ও শরীরে স্বেদজল বহির্গত হইল। সেই রৌদ্রে স্বহস্তে নব পল্লবের ছত্র ধরিয়া সমভিব্যাহারী রাজগণের সহিত মৃগয়ার কথা কহিতে কহিতে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তথায় মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ ও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর স্নান করিয়া অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন ও পট্টবসন পরিধান পূর্ব্বক আহার-মণ্ডপে গমন করিলেন। আপনি আহার করিয়া স্বহস্তে ইন্দ্রায়ুধের ভোজনসামগ্রী আনিয়া দিলেন। সেদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে আপন প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময় কৈলাস নামক কঞ্চুকী স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা এক সুন্দরী কুমারীকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, বিনীতবচনে কহিল, "কুমার! দেবী আদেশ করিলেন, এই কন্যাকে আপনার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী করুন। ইনি কুলুতদেশীয় রাজার

দুহিতা, নাম পত্রলেখা। মহারাজ কুলুতরাজধানী জয় করিয়া এই কন্যাকে বন্দী করিয়া আনেন ও অন্তঃপুরপরিচারিকার মধ্যে নিবেশিত করেন। রাণী পরিচয় পাইয়া আপন কন্যার ন্যায় লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন এবং অতিশয় ভালবাসিয়া থাকেন। ইঁহাকে সামান্য পরিচারিকার ন্যায় জ্ঞান করিবেন না; সখী ও শিষ্যার ন্যায় বিশ্বাস করিবেন, রাজকন্যার সমুচিত সমাদর করিবেন। ইনি অতিশয় সুশীল ও সরলস্বভাব এবং এরূপ গুণবতী যে, আপনাকে ইঁহার গুণে অবশ্য বশীভূত হইতে হইবে। আপাততঃ ইঁহার কুলশীলের বিষয় কিছুই জানেন না বলিয়া কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম।" কঞ্চুকীর মুখে জননীর আজ্ঞা শুনিয়া, নিমেষশূন্য-লোচনে পত্রলেখাকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার আকার দেখিয়াই বুঝিলেন, ঐ কন্যা সামান্য কন্যা নহে। অনন্তর "জননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম" বলিয়া কঞ্চুকীকে বিদায় দিলেন। পত্রলেখা তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী হইয়া ছায়ার ন্যায় রাজকুমারের অনুবর্ত্তিনী হইল। রাজকুমারও তাহার গুণে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া দিন দিন নব নব অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজকুমার যুবরাজ হইবেন, এই ঘোষণা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। রাজবাটী মহোৎসবময় ও নগর আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহের নিমিত্ত লোকসকল দিগ্‌দিগন্তে গমন করিল।

একদা কার্য্যক্রমে চন্দ্রাপীড় অমাত্যের বাটীতে গিয়াছেন, তথায় শুকনাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া মধুরবচনে কহিলেন, "কুমার! তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদয় বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছ, সকল কথা শিখিয়াছ, ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতব্য, সমুদয় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকারী করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব, তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্তু যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জন্তুর ন্যায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্ম্মকে সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু জ্ঞান করে। যৌবনপ্রভাবে মনে এক প্রকার তম উপস্থিত হয়, উহা কিছুতেই নিরস্ত হয় না। যৌবনের আরম্ভে অতি নির্ম্মল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর ন্যায় কলুষিতা হয়। বিষতৃষ্ণা ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করে, তখন অতি গর্হিত অসৎ কর্ম্মকেও দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়া স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা বোধ হয় না। সুরাপান না করিলেও, চক্ষুর দোষ না থাকিলেও, ধনমদে মত্ততা ও অন্ধতা জন্মে। ধনমদে উন্মত্ত হইলে হিতাহিত বা সদসদ্বিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অনুগামী। অহঙ্কৃত পুরুষেরা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার স্বভাব এরূপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। প্রভুত্বরূপ হলাহলের ঔষধ নাই। প্রভুজনেরা অধীন লোকদিগকে দাসের ন্যায় জ্ঞান করে; আপন সুখে সন্তুষ্ট থাকিয়া পরের দুঃখ-সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা প্রায় স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাজ্য, যৌবন, প্রভুত্ব ও অতুল ঐশ্বর্য্য—এ সকল কেবল অনর্থপরম্পরা। অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-রূপ দৃঢ় নৌকা না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার সামর্থ্য থাকে না।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না? চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্

ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সদুপদেশ অমূল্য অসমুদ্রসম্ভূত রত্ন। উহা শরীরের বৈরূপ্য প্রভৃতি জরার কার্য্য প্রকাশ না করিয়াও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে। ঐশ্বর্য্যশালীকে উপদেশ দেয়, এমন লোক অতি বিরল। যেমন গিরিগুহার নিকটে শব্দ হইলে, প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ পার্শ্ববর্ত্তী লোকের মুখে প্রভুবাক্যের প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদেরা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করে। প্রভুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুগত হয় এবং সেই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহারা প্রভুর কতই প্রশংসা করিতে থাকে। তাহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হয় না। যদি কোন সাহসিক পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কথা অন্যায় ও অযুক্ত বলিয়া বুঝাইয়া দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য হয় না। প্রভু সে সময় বধির হন অথবা ক্রোধান্ধ হইয়া আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ অনর্থের মূল। মিথ্যা অভিমান, অকিঞ্চিৎকর অহঙ্কার ও বৃথা ঔদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়।

প্রথমতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখ। ইনি অতিদুঃখে লব্ধ ও অতিযত্নে রক্ষিত হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না। রূপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল, শীল কিছুই বিবেচনা করেন না। রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, সদ্বংশজাত সুশীল ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া জঘন্য পুরুষাধমের আশ্রয় লন। দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিষ্পাদনপর ও লুব্ধপ্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশুধর্ম্মকে রসিকতা যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে ধনীদিগের নিকটে জীবিকালাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্য-পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হয় এবং সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনিগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদককে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহাকেই সদ্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ভাবেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন; নিকটেও বসিতে দেন না। তুমি দুরবগাহ নীতিপ্রয়োগ ও দুর্ব্বোধ রাজ্যতন্ত্রের ভারগ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সাবধান, যেন সাধুদিগের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাস্পদ হইও না। চাটুকারের প্রিয়বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না। যথার্থবাদীকে নিন্দুক বলিয়া যেন অবজ্ঞা করিও না। রাজারা আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোক দ্বারা পরিবৃত থাকেন, প্রতারণা করাই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস। তাহারা প্রভুকে প্রতারণা করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্ব্বদা উহারই চেষ্টা পায়। বাহ্যভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, আপনাদিগের দুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রভুকে প্রতারিত করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তুমি স্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান, যেন ধন ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কুলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমণ্ডলের মস্তক অবনত কর এবং সমুদায় দেশ জয় করিয়া অখণ্ড ভূমণ্ডলে আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে প্রতিপালন কর।" এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের গভীর অর্থযুক্ত উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে বাটী গমন করিলেন।

অভিষেকসামগ্রী সমাহৃত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা শুভদিনে ও শুভলগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত বারি দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ এক বৃক্ষ হইতে শাখার দ্বারা বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, সেইরূপ রাজস ক্রান্ত রাজলক্ষ্মী অংশক্রমে যুবরাজকে অবলম্বন করিলেন। পবিত্র তীর্থজলে স্নান করিয়া রাজকুমার উজ্জ্বল শ্রীপ্রাপ্ত হইলেন। অভিষেকানন্তর ধবল বসন ও উজ্জ্বল ভূষণ ও মনোহর মাল্য ধারণ পূর্ব্বক অঙ্গে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। অনন্তর সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক শশধর যেরূপ সুমেরুশৃঙ্গে আরোহণ কালে শোভা হয়, যুবরাজ সেইরূপ রত্নসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভার পরম শোভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায় দ্বারা প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজ্যের সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া পরমসুখে যৌবরাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজাও পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিছু দিনের পর যুবরাজ দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ঘন-ঘটার ঘোর ঘর্ঘর ঘোষের ন্যায় দুন্দুভিধ্বনি হইল। সৈন্যগণের কলরবে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। রাজকুমার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করেণুকায় আরোহণ করিলেন। পত্রলেখাও ঐ হস্তিনীর উপর উঠিয়া বসিল। বৈশম্পায়ন আর এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজকুমারের পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে মহীতল তুরঙ্গময়, দিঙ্মণ্ডল মাতঙ্গময়, অন্তরীক্ষ আতপত্রময়, সমীরণ মদগন্ধময়, পথ সৈন্যময় ও নগর জয়শব্দময় হইল। সেনাগণ সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলে তাহাদিগের পাদবিক্ষেপে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। শাণিত অস্ত্র-শস্ত্রে দিনকরের করপ্রভা প্রতিবিম্বিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, শিখিকুল গগনমণ্ডলে শিখাকলাপ বিস্তীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, সৌদামিনী প্রকাশ পাইতেছে, ইন্দ্রধনু উদিত হইয়াছে। করীদিগের বৃংহিত, অশ্বদিগের হ্রেষারব, দুন্দুভির ভীষণ শব্দ ও সৈন্যদিগের কলরবে বোধ হইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত। ধূলি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল অন্ধকারাবৃত করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুই বিশেষ রহিল না। বোধ হইল যেন, সৈন্যভার সহ্য করিতে না পারিয়া ধরা উপরে উঠিতেছে। এক একবার এরূপ কলরব হয় যে, কিছুই শুনা যায় না।

কতক দূর যাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে যুবরাজ এক রমণীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সে দিন তথায় বাসস্থান নিরূপিত হইল। সেনাগণ আহারাদি করিয়া পটগৃহে নিদ্রা গেল। রাজকুমারও শয়ন করিলেন। প্রত্যূষে সেনাগণ পুনর্ব্বার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিল। যাইতে যাইতে বৈশম্পায়ন রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! মহারাজ যে দেশ জয় করেন নাই, যে দুর্গ আক্রমণ করেন নাই, এরূপ দেশ ও দুর্গই দেখিতে পাই না। আমরা যে দিকে যাইতেছি, দেখিতেছি, সকলই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত। মহারাজের বিক্রম ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। তিনি সমুদায় দেশ জয় করিয়াছেন, সকল রাজাকে আপন অধীনে রাখিয়াছেন, সমুদায় রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন।"

অনন্তর যুবরাজ পরাক্রান্ত ও বলশালী সৈন্য দ্বারা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট সকল দেশ জয় করিয়া কৈলাসপর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হেমজটনামক কিরাতদিগের সুবর্ণপুরনাম্নী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামে কিরাতদিগকে পরাজিত করিয়া পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত সেনাগণকে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন; আপনিও তথায় আরাম করিতে লাগিলেন।

একদা তথা হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া একটি কিন্নর ও একটি কিন্নরী বনে ভ্রমণ করিতেছে দেখিলেন। অদৃষ্টপূর্ব্ব কিন্নরমিথুন দর্শনে অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া ধরিবার আশায় সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। অশ্ব বায়ুবেগে ধাবিত হইল। কিন্নরমিথুনও মানুষ দর্শনে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে

পলায়ন করিতে লাগিল। শীঘ্র-গমনে কেহই অপারগ নহে। ঘোটক এরূপ দ্রুতবেগে দৌড়িল যে, কিন্নরমিথুন এই ধরিলাম বলিয়া রাজকুমারের ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতে লাগিল। এ দিকে কিন্নরমিথুনও প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া এক পর্ব্বতের উপরি আরোহণ করিল। ঘোটক তথায় উঠিতে পারিল না। রাজকুমার পর্ব্বতের উপত্যকা হইতে উর্দ্ধদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। উহারা পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অগোচর হইল।

কিন্নরমিথুনগ্রহণে হতাশ হইয়া মনে মনে কহিলেন, 'কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্নরমিথুন কিরূপে ধরিব, ধরিয়াই বা কি হইবে, একবারও বিবেচনা হয় নাই। বোধ হয়, সেনানিবেশ হইতে অধিক দূর আসিয়াছি। এক্ষণে কি করি, কিরূপে পুনর্ব্বার তথায় যাই? এ দিকে কখন আসি নাই, কোন্ পথ দিয়া যাইতে হয়, কিছুই জানি না। এই নির্জ্জন গহনে মানবের সমাগম নাই। কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে পথের নিদর্শন পাইব, তাহারও উপায় নাই। শুনিয়াছি, সুবর্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, বন পার হইলেই কৈলাসপর্ব্বত। কিন্নরমিথুন যে পর্ব্বতে আরোহণ করিল, বোধ হয়, উহা কৈলাস পর্ব্বত। দক্ষিণদিকে ক্রমাগত প্রতিগমন করিলে স্কন্ধাবারে পৌছিবার সম্ভাবনা। অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে, বলিতে পারি না। আপনি কুকর্ম্ম করিয়াছি, কাহার দোষ দিব, কেই বা ইহার ফলভোগ করিবে, যেরূপে হউক যাইতেই হইবে।' এই স্থির করিয়া ঘোটককে দক্ষিণদিকে ফিরাইলেন। তখন বেলা দুই প্রহর। দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অতিশয় উত্তাপ দিতেছেন। পক্ষিগণ নীরব, বন নিস্তব্ধ, ঘোটক অতিশয় পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। আপনিও তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন দেখিয়া তরুতলের ছায়ায় অশ্ব বাঁধিলেন এবং হরিদ্বর্ণ দুর্ব্বাদলের আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ক্ষণকাল বিশ্রামের পর জলপ্রাপ্তির আশয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এক পথে হস্তীর পদচিহ্ন ও মদচিহ্ন রহিয়াছে এবং কুমুদ, কহ্লার ও মৃণাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পতিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, গিরিচর করিযূথ এই পথে জল পান করিতে যায়, সন্দেহ নাই। এই পথ দিয়া যাইলে অবশ্য জলাশয় পাইতে পারিব।

অনন্তর সেই পথে চলিলেন। পথের দুই ধারে উন্নত পাদপ সকল বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা দ্বারা গগন আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় যেন, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জলপান করিবার নিমিত্ত ডাকিতেছে। স্থানে স্থানে কুঞ্জবন ও লতামণ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মসৃণ ও উজ্জ্বল শিলা পতিত রহিয়াছে। নানাবিধ রমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দূর যাইয়া বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণস্পর্শে বিগতক্লম হইলেন। বোধ হইল যেন, তুষারে অবগাহন করিতেছেন। সরোবর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। অনন্তর মধুপানমত্ত মধুকর ও কেলিপর কলহংসের কোলাহলে আহূত হইয়া সরোবরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ তরুমধ্যে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর দর্পণস্বরূপ, বসুন্ধরাদেবীর স্ফটিকগৃহস্বরূপ, অচ্ছোদ নামক সরোবর নেত্রগোচর করিলেন। সরোবরের জল অতি নির্ম্মল। জলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়াছে। মধুকর গুন্ গুন্ধ্বনি করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কলহংস সকল কলরব করিয়া কেলি করিতেছে। কুসুমের সুরভিরেণু হরণ করিয়া শীতল সমীরণ নানাদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। সরোবরের শোভা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কিন্নরমিথুনের অনুসরণ নিষ্ফল হইলেও, এই মনোহর সরোবর দেখিয়া আমার নেত্রযুগল সফল ও চিত্ত প্রসন্ন হইল। এতাদৃশ রমণীয় বস্তু কখন দেখি নাই, দেখিব না; বোধ হয়, ভগবান্ ভবানীপতি এই সরোবরের শোভায় বিমোহিত হইয়া কৈলাসনিবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অনন্তর সরোবরের দক্ষিণ তীরে

উপস্থিত হইয়া, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃষ্ঠ হইতে পর্য্যাণ অপনীত হইলে ইন্দ্রায়ুধ একবার ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠিত হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে স্নান ও জল পান করিয়া তীরে উঠিলে রাজকুমার উহার পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয় পাশ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিলেন। সে তীরপ্ররূঢ় নবীন দূর্ব্বা ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজকুমারও সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক মৃণাল ভক্ষণ ও জলপান করিয়া তীরে উঠিলেন। এক লতামণ্ডপ-মধ্যবর্ত্তী শিলাতলে নলিনীপত্রের শয্যা ও উত্তরীয়-বস্ত্রের উপাধান প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সরসীর উত্তর তীরে বীণাতন্ত্রীঝঙ্কারমিশ্রিত সঙ্গীত শুনিলেন। ইন্দ্রায়ুধ শব্দ শুনিবামাত্র কবল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই দিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশূন্য অরণ্যে কোথায় সঙ্গীত হইতেছে, জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল অস্ফুট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। সঙ্গীত শ্রবণে কুতূহলাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক সরসীর পশ্চিমতীর দিয়া শব্দানুসারে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কতক দূর গিয়া, চতুর্দ্দিকে পরমরমণীয় উপবনমধ্যে কৈলাসাচলের এক প্রত্যন্তপর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। ঐ পর্ব্বতের নাম চন্দ্রপ্রভ; উহার নিম্নে এক মন্দির, মন্দিরের অভ্যন্তরে চরাচরগুরু ভগবান্ শূলপাণির প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ প্রতিমার সম্মুখে পাশুপতব্রত-ধারিণী, নির্ম্মমা, নিরহঙ্কারা, নির্ম্মৎসরা অমানুষাকৃতি, অষ্টাদশবর্ষদেশীয়া এক কন্যা বীণাবাদন পূর্ব্বক তানলয়বিশুদ্ধ মধুর স্বরে মহাদেবের স্তুতিবাদ করিয়া গান করিতেছেন। কন্যার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জ্বল ও মন্দির আলোকময় হইয়াছে। তাঁহার স্কন্ধে জটাভার, গলে রুদ্রাক্ষমালা ও গাত্রে ভস্মলেপ। দেখিবা-মাত্র বোধ হয় যেন, পার্ব্বতী শিবের আরাধনায় ভক্তিমতী হইয়াছেন।

রাজকুমার তরুশাখায় ঘোটক বাঁধিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্ ত্রিলোচনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। নিমেষশূন্য-লোচনে সেই অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, 'কি আশ্চর্য্য'! কত অসম্ভাবিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় সহসা উপস্থিত হয়, তাহা নিরূপণ করা যায় না। আমি মৃগয়ায় নির্গত ও যদৃচ্ছাক্রমে কিন্নরমিথুনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত ভয়ঙ্কর ও কত রমণীয় প্রদেশ দেখিলাম। পরিশেষে গীতধ্বনির অনুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। কন্যার যেরূপ মনোহর আকার ও মধুর স্বর, তাহাকে কোনক্রমে মানুষী বোধ হয় না, দেবকন্যা সন্দেহ নাই। ধরণীতলে কি সৌদামিনীর উদ্ভব হইতে পারে? যাহা হউক, যদি আমার দর্শনপথ হইতে সহসা অন্তর্হিত না হন, যদি কৈলাসশিখরে অথবা গগনমণ্ডলে হঠাৎ আরোহণ না করেন, তাহা হইলে, আমি ইঁহার নাম, ধাম ও তপস্যায় অভিনিবেশের কারণ সমুদায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব।' এই স্থির করিয়া সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্গীত সমাপ্তির অবসর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে বীণা নিস্তব্ধ হইল। কন্যা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভক্তিভাবে ভগবান ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন। অনন্তর পবিত্র নেত্রপাত দ্বারা রাজকুমারকে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর সম্ভাষণে স্বাগত-জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিনীতভাবে কহিলেন, "মহাশয়! আশ্রমে চলুন ও অতিথিসৎকার গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করুন।" রাজকুমার সম্ভাষণমাত্রেই আপনাকে পরিগৃহীত ও চরিতার্থ বোধ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাপসীকে প্রণাম করিলেন ও শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, তাপসী আমাকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইলেন না। প্রত্যুত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া অথিতিসৎকার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বোধ হয়, জিজ্ঞাসা করিলে আত্মবৃত্তান্ত বলিতে পারেন।

কতক দূর যাইয়া এক গিরিগুহা দেখিলেন। উহার পুরোভাগ তমালবনে আবৃত, তথায় দিনমণি দৃষ্টিগোচর হয় না। পার্শ্বে নির্ঝরবারি ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইতেছে, দূর হইতে উহার শব্দ কি মনোহর! অভ্যন্তরে বল্কল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাকপাল রহিয়াছে, দেখিবামাত্র মনে শান্তিরসের সঞ্চার হয়। তাপসী তথায় প্রবেশিয়া অর্ঘ্যসামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক অর্ঘ্য আনয়ন করিলে রাজকুমার মৃদু মধুর-সম্ভাষণে কহিলেন, "ভগবতি! প্রসন্ন হউন, আপনকার দর্শনমাত্রেই আমি পবিত্র হইয়াছি এবং অর্ঘ্যও প্রদত্ত হইয়াছে। অত্যাদর প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। আপনি উপবেশন করুন।" পরিশেষে তাপসীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রাজকুমার যথাবিহিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিলেন। দুই জন দুই শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। তাপসী রাজকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপন নাম, ধাম ও দিগ্বিজয়ের কথা বিশেষ করিয়া কহিলেন এবং কিন্নরমিথুনের অনুসরণক্রমে আপন আগমন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন।

অনন্তর তাপসী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিয়া আশ্রমস্থিত তরুতলে ভ্রমণ করাতে তাঁহার ভিক্ষাভাজন, বৃক্ষ হইতে পতিত নানাবিধ সুস্বাদু ফলে পরিপূর্ণ হইল। চন্দ্রাপীড় ফল ভক্ষণ করিবেন কি, এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য্য! এরূপ বিস্ময়কর ব্যাপার ত কখন দেখি নাই। অথবা তপস্যার অসাধ্য কি আছে। তপস্যা প্রভাবে বশীভূত হইয়া অচেতনেরাও কামনা সফল করে, সন্দেহ নাই! অনন্তর তাপসীর অনুরোধে সুস্বাদু নানাবিধ ফল ভক্ষণ ও শীতল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। তাপসীও আহার করিলেন ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া এক শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাপীড় অবসর বুঝিয়া বিনয়বাক্যে কহিলেন "ভগবতি! মানুষদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল, প্রভুর কিঞ্চিৎ প্রসন্নতা দেখিলেই অমনি অধীর ও গর্ব্বিত হইয়া উঠে। আপনার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা দর্শনে উৎসাহিত হইয়া আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছে। যদি আপনার ক্লেশকর না হয়, তাহা হইলে, আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণন দ্বারা আমার কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন। কি দেবতাদিগের কুল, কি মহর্ষিদিগের কুল কি অপ্সরাদিগের কুল, আপনি জন্মপরিগ্রহ দ্বারা কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন? কি নিমিত্ত কুসুমসুকুমার নবীন বয়সে আয়াসসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা দিব্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন? তাপসী কিঞ্চিৎ কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ আবার কি! শোক, তাপ কি সকল শরীরকেই আশ্রয় করিয়াছে? যাহা হউক, ইঁহার বাষ্পসলিলপাতে আমার আরও কৌতুক জন্মিল। বোধ হয়, শোকের কোন মহৎ কারণ থাকিবে। সামান্য শোক এতাদৃশ পবিত্র মূর্ত্তিকে কখন কলুষিত ও অভিভূত করিতে পারে না। বায়ুর আঘাতে কি বসুধা চলিত হয়? চন্দ্রাপীড় আপনাকে শোকোদ্দীপন-হেতু ও তজ্জন্য অপরাধী বোধ করিয়া মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রস্রবণ হইতে জল আনিয়া দিলেন ও সান্ত্বনাবাক্যে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। তাপসী চন্দ্রাপীড়ের সান্ত্বনাবাক্যে রোদনে ক্ষান্ত হইয়া মুখপ্রক্ষালন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাজপুত্র! এই পাপীয়সী হতভাগিনীর অশ্রোতব্য বৈরাগ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি হইবে? কেবল শোকানল ও দুঃখার্ণব। যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন?'

দেবলোকে অপ্সরাগণ বাস করে, শুনিয়া থাকিবেন। তাহাদিগের চতুর্দ্দশ কুল। ভগবান্ কমলযোনির মানস হইতে এক কুল উৎপন্ন হয়। দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন অমৃত, সূর্য্যরশ্মি,

চন্দ্রকিরণ, সৌদামিনী, মৃত্যু ও মকরকেতু এই একাদশ হইতে সুন্দরী কুল। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা মুনি ও অরিষ্টার সহিত গন্ধর্ব্বদিগের সমাগমে আর দুই কুল উৎপন্ন হয়। এই সমুদায়ে চতুর্দ্দশ কুল। মুনির গর্ভে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র আপন সুহৃন্মধ্যে পরিগণিত করিয়া প্রভাব ও কীর্ত্তি বর্দ্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে গন্ধর্ব্বলোকের অধিপতি করিয়া দেন। ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষে হেমকুট নামে বর্ষপর্ব্বত তাঁহার বাসস্থান। তথায় তাঁহার অধীনে সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বলোক বাস করে। তিনিই চৈত্ররথ নামে এই রমণীয় কানন, আচ্ছাদনামক ঐ সরোবর ও ভবানীপতির এই প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন। অরিষ্টার গর্ভে হংস নামে জগদ্বিখ্যাত গন্ধর্ব্ব জন্মগ্রহণ করেন। গন্ধর্ব্বরাজ চৈত্ররথ ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাঁহারও বাসস্থান হেমকুট। গৌরী নামে এক পরমসুন্দরী অপ্সরা তাঁহার সহধর্ম্মিণী। এই হতভাগিনী ও চিরদুঃখিনী তাঁহাদিগের একমাত্র কন্যা। আমার নাম মহাশ্বেতা। পিতা-মাতার অন্য সন্তানসন্ততি ছিল না। আমিই একমাত্র অবলম্বন ছিলাম। শৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অঙ্কান্তরে যাইতাম ও অপরিস্ফুট মধুরবচনে সকলের মন হরণ করিতাম। সকলের স্নেহপাত্র হইয়া পরম পবিত্র বাল্যকাল বাল্যক্রীড়ায় অতিক্রান্ত হইল। যেরূপ বসন্তকালে নবপল্লবের ও নবপল্লবে কুসুমের উদয় হয়, সেইরূপ আমার শরীরে যৌবনের উদয় হইল।

একদা মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চূতকলিকা অঙ্কুরিত হইলে, মলয়মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকারশাখায় উপবেশন পূর্ব্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে, অশোক, কিংশুক প্রস্ফুটিত বকুলমুকুল উদ্গত এবং ভ্রমরের ঝঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। এখানে আসিয়া মনোহর তীর, বিচিত্র তরু ও রমণীয় লতাকুঞ্জ অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা বনানিলের সহিত সমাগত অতি সুরভি পরিমল আঘ্রাণ করিলাম। মধুকরের ন্যায় সেই সুরভি গন্ধে অন্ধ হইয়া তদনুসরণক্রমে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া দেখিলাম, অতি তেজস্বী, পরম রূপবান্, সুকুমার এক মুনিকুমার সরোবরে স্নান করিতে আসিতেছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে আর একজন তাপসকুমার আছেন। উভয়েরই এরূপ সৌন্দর্য্য এ সৌকুমার্য্য, বোধ হইল যেন, রতিপতি প্রিয় সহচর বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া ক্রোধান্ধ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন। প্রথম মুনিকুমারের কর্ণে অমৃতনিস্যন্দিনী ও পরিমলবাহিনী এক কুসুমমঞ্জরী ছিল; ঐরূপ আশ্চর্য্য কুসুমমঞ্জরী কেহ কখন দেখে নাই। উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া স্থির করিলাম, উহার গন্ধে বন আমোদিত হইয়াছে। অনন্তর অনিমিষলোচনে মুনিকুমারের মোহিনী মূর্ত্তি নেত্র গোচর করিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, বিধাতা বুঝি কমল ও চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়া ইঁহার বদনারবিন্দনির্ম্মাণের কৌশল অভ্যাস করিয়া থাকিবেন। উরু ও বাহুযুগ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে রম্ভাতরু ও মৃণালের সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মাণ-কৌশল শিখিয়া থাকিবেন। নতুবা সমানাকার দুই তিন বস্তু সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? ফলতঃ মুনি-কুমারের রূপ যতবার দেখি, ততবারই অভিনব বোধ হয়! এইরূপে তাঁহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া ক্রমে ক্রমে কুসুমশরের শরসন্ধানের পথবর্ত্তিনী হইলাম। কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানি না, কে আমাকে উন্মাদিনী করিল। বারংবার মুনিকুমারকে সস্পৃহ-লোচনে দেখিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন, আমার হৃদয়কে রজ্জুবদ্ধ করিয়া কেহ আকর্ষণ করিতেছে।

অনন্তর স্বেদসলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল। মকরধ্বজের নিশিত শরপাতভয়ে ভীত হইয়াই যেন কলেবর কম্পিত হইল। মুনিকুমারকে আলিঙ্গন করিবার আশয়েই যেন শরীর রোমাঞ্চরূপ কর প্রসারণ করিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, শান্তপ্রকৃতি তাপসজনের প্রতি আমাকে অনুরাগিণী করিয়া দুরাত্মা মন্মথ কি বিসদৃশ কর্ম্ম করিল! অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়! অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ, তপোরাশি, মুনিকুমারই বা কোথায়? সামান্য জন সুলভ চিত্তবিকারই বা কোথায়? বোধ হয়, ইনি আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে কত উপহাস করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! চিত্ত বিকৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার-নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না! দুরাত্মা কন্দর্পের কি প্রভাব! উহার প্রভাবে কত শত কন্যা লজ্জা ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া স্বয়ং প্রিয়তমের অনুগামিনী হয়। অনঙ্গ কেবল আমাকেই এরূপ করিতেছে এমন নহে, কত শত কুলবালাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায়। যাহা হউক, মদনদুশ্চেষ্টিত পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ না হইতে হইতে এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। কি জানি, পাছে ইনি কুপিত হইয়া শাপ দেন। শুনিয়াছি, মুনিজনের প্রকৃতি অতিশয় রোষ পরবশ। সামান্য অপরাধেও তাঁহারা ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন ও অভিসম্পাত করেন। অতএব এখানে আর আমার থাকা বিধেয় নয়। এই স্থির করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ করিলাম। মুনিজনেরা সকলের পূজনীয় ও নমস্য বিবেচনা করিয়া প্রণাম করিলাম। আমি প্রণাম করিলে পর কুসুমশরশাসনের অলঙ্ঘ্যতা, বসন্তকালের ও সেই সেই প্রদেশের রমণীয়তা, ইন্দ্রিয়গণের অবাধ্যতা, সেই সেই ঘটনার ভবিতব্যতা এবং আমার ঈদৃশ ক্লেশ ও সৌভাগ্যের অবশ্যম্ভাবিতা প্রযুক্ত আমার ন্যায় সেই মুনিকুমারও মোহিত ও অভিভূত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সকল তাঁহার শরীরে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। তাঁহার অন্তকরণের তদানীন্তন ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সহচর দ্বিতীয় ঋষিকুমারের নিকটে গমন ও ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, 'ভগবন্! ইঁহার নাম কি? ইনি কোন্ তপোধনের পুত্র? ইঁহার কর্ণে যে কুসুমমঞ্জরী দেখিতেছি, উহা কোন্ তরুর সম্পত্তি? আহা উহার কি সৌরভ! আমি কখন ঐরূপ সৌরভ আঘ্রাণ করি নাই।' আমার কথায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'বালে! তোমার ইহা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর।'

শ্বেতকেতু নামে মহাতপা মহর্ষি দিব্যলোকে বাস করেন। তাঁহার রূপ জগদ্বিখ্যাত। তিনি একদা দেবার্চ্চনার নিমিত্ত কমলকুসুম তুলিতে মন্দাকিনীপ্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কমলাসনা লক্ষ্মী তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হন। তথায় পরস্পর সমাগমে এক কুমার জন্মে। ইনি তোমার পুত্র হইলেন, গ্রহণ কর, বলিয়া লক্ষ্মী শ্বেতকেতুকে সেই পুত্রসন্তান সমর্পণ করেন। মহর্ষি পুত্রের সমুদায় সংস্কার সম্পন্ন করিয়া পুণ্ডরীকে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পুণ্ডরীক নাম রাখেন। যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, ইনি সেই পুণ্ডরীক। পূর্ব্বে অসুর ও সুরগণ যখন ক্ষীরসাগর মন্থন করেন, তৎকালে পারিজাত-বৃক্ষ তথা হইতে উদ্গত হয়। এই কুসুমমঞ্জরী সেই পারিজাতবৃক্ষের সম্পত্তি। ইহা যেরূপে ইহার শ্রবণগত হইয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। অদ্য চতুর্দ্দশী, ইনিও আমি ভগবান্ ভবানীপতির অর্চ্চনার নিমিত্ত নন্দনবনের নিকট দিয়া কৈলাসপর্ব্বতে আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে নন্দনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই পারিজাতকুসুমমঞ্জরী হস্তে লইয়া আমাদের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, প্রণাম করিয়া ইঁহাকে বিনীতবচনে কহিলেন, ভগবন্! আপনার যেরূপ আকার, তাহার সদৃশ এই অলঙ্কার, আপনি এই কুসুমমঞ্জরীকে শ্রবণমণ্ডলে স্থান দান করিলে আমি চরিতার্থ হই। বন-দেবতার কথায় অনাদর করিয়া ইনি চলিয়া

যাইতেছিলেন, আমি তাঁহার হস্ত হইতে মঞ্জরী লইয়া কহিলাম 'সখে! দোষ কি? বনদেবতার প্রণয় পরিগ্রহ করা উচিত' এই বলিয়া ইঁহার কর্ণে পরাইয়া দিলাম।

তিনি এইরূপ পরিচয় দিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, 'অহি কুতূহলাক্রান্তে! তোমার এত অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যদি কুসুমমঞ্জরী লইবার বাসনা হইয়া থাকে, গ্রহণ কর।' এই বলিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়া দিলেন। আমার গণ্ডস্থলে তাঁহার হস্ত স্পর্শ হইবামাত্র অন্তঃকরণে কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হওয়াতে তিনি অবশেন্দ্রিয় হইলেন। করতলস্থিত অক্ষমালা হৃদয়স্থিত লজ্জার সহিত গলিত হইল, জানিতে পারিলেন না। অক্ষমালা তাঁহার পাণিতল হইতে ভূতলে না পড়িতে পড়িতেই আমি ধরিলাম ও আপন কণ্ঠের আভরণ করিলাম। এই সময়ে ছত্রধারিণী আসিয়া বলিল, 'ভর্তৃদারিকে! দেবী স্নান করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়।' নবধৃতা করিণী অঙ্কুশের আঘাতে যেরূপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি সেই দাসীর বাক্যে বিরক্ত হইয়া কি করি, মাতা অপেক্ষা করিতেছেন শুনিয়া, সেই যুবাপুরুষের মুখমণ্ডল হইতে অতিকষ্টে আপনার অনুরাগাকৃষ্ট নেত্রযুগল আকর্ষণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলাম।

কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলে, দ্বিতীয় ঋষিকুমার সেই তপোধনযুবার এরূপ চিত্তবিকার দেখিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, 'সখে পুণ্ডরীক! এ কি, তোমার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হইল কেন? ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদার্পণ করে। নির্ব্বোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। মূঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে অসমর্থ। তুমিও কি তাহাদের ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দুষ্কর্ম্মে অনুরক্ত হইবে? তোমার আজি অভূতপূর্ব্ব এরূপ ইন্দ্রিয়বিকার কেন হইল? ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিনয়, লজ্জা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি তোমার স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সকল কোথায় গেল? কুলক্রমাগত ব্রহ্মচর্য্য, বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তপস্যায় অভিনিবেশ, শাস্ত্রের আলোচনা, যৌবনের শাসন, মনের বশীকরণ সমুদয় একেবারে বিস্মৃত হইলে? তোমার বুদ্ধি কি এইরূপে পরিণত হইল? ধর্ম্মশাস্ত্রাভ্যাসের কি এই গুণ দর্শিল? গুরুজনের উপদেশে কি এই উপকার হইল? এত দিনে বুঝিলাম, বিবেকশক্তি ও নীতিশিক্ষা নিষ্ফল, জ্ঞানাভ্যাস ও সদুপদেশে কোন ফল নাই, জিতেন্দ্রিয়তা কেবল কথামাত্র, যে হেতু, ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও অনুরাগে কলুষিত ও অজ্ঞানে অভিভূত দেখিতেছি। তোমার অক্ষমালা কোথায়? ইহা করতল হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে. দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! একেবারে জ্ঞানশূন্য ও চৈতন্যশূন্য হইয়াছ! ঐ অনার্য্যা বালা অক্ষমালা হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ করিবার উদ্যোগে আছে, এই বেলা সাবধান হও।' তপোধনযুবা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, 'সখে! কি হেতু আমাকে অন্যরূপ সম্ভাবনা করিতেছ? আমি ঐ দুর্বিনীত কন্যার অক্ষমালা-হরণাপরাধ ক্ষমা করিব না' বলিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গী দ্বারা অলীক কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, 'চপলে! আমার অক্ষমালা না দিয়া এখান হইতে যাইতে পাইবে না।' আমি তাঁহার নিরুপম রূপলাবণ্যের অনুরাগিণী ও ভাবভঙ্গীর পক্ষপাতিনী হইয়া এরূপ শূন্যহৃদয় হইয়াছিলাম যে, অক্ষমালা ভ্রমে কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া আমার একাবলীমালা তাঁহার করে প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন যে, উহা অক্ষমালা বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। মুনিকুমারের সন্নিধানে স্বেদজলে বারংবার স্নান করিয়া পরে সরোবরে স্নান করিতে গেলাম। স্নানানন্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মূর্ত্তি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলাম।

অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া যে দিকে নেত্রপাত করি, পুণ্ডরীকের মুখপুণ্ডরীক ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে

পাই না। মুনিকুমারের অদর্শনে এরূপ অধীর হইয়াছিলাম যে তৎকালে জাগরিত কি নিদ্রিত, একাকিনী কি অনেকের নিকটবর্ত্তিনী ছিলাম, সুখের অবস্থা কি দুঃখের দশা ঘটিয়াছিল, উৎকণ্ঠা কি ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফলতঃ কোন জ্ঞান ছিল না, একেবারে চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলাম। তৎকালে কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কেহ যেন আমার নিকট না যায়, পরিচারিকাদিগকে এইমাত্র আদেশ দিয়া প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিলাম। যে স্থানে সেই ঋষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই প্রদেশকে মহারত্নাধিষ্ঠিত, অমৃতরসাভিষিক্ত, চন্দ্রোদয়ালঙ্কৃত বোধ করিয়া বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে এরূপ উন্মত্ত ও ভ্রান্ত হইলাম যে সেই দিক্ হইতে যে অনিল ও পক্ষী সকল আসিতেছিল, তাহাদিগকেও প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা জন্মিল। আমার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইল যে, তিনি যে যে কর্ম্ম করিতেন, তাহাতেও পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তিনি তপস্বী ছিলেন বলিয়া তপস্যায় আর বিদ্বেষ থাকিল না। তিনি মুনিবেশ ধারণ করিতেন, সুতরাং মুনিবেশে আর গ্রাম্যতা রহিল না। পারিজাতকুসুম তাঁহার কর্ণে ছিল বলিয়াই মনোহর হইল। সুরলোক তাঁহার বাসস্থান বলিয়াই রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ নলিনী যেরূপ রবির পক্ষপাতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমার পক্ষপাতিনী, ময়ূরী যেরূপ জলধরের পক্ষপাতিনী, আমিও সেইরূপ ঋষিকুমারের পক্ষপাতিনী হইয়া নিমেষশূন্যদৃষ্টিতে সেই দিক্ দেখিতে লাগিলাম।

আমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী তরলিকাও স্নান করিতে গিয়াছিল। অনেকক্ষণের পর বাটী আসিয়া আমাকে কহিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে! আমরা সরোবর তীরে যে দুই জন তাপসকুমার দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের এক জন—যিনি তোমার কর্ণে কল্পপাদপের কুসুমমঞ্জরী পরাইয়া দেন, তিনি গুপ্তভাবে আমার নিকটে আসিয়া সুমধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালে! যাঁহার কর্ণে আমি পুষ্পমঞ্জরী পরাইয়া দিলাম, ইনি কে? ইঁহার নাম কি? কাহার অপত্য? কোথায় বা গমন করিলেন?' আমি বিনীতবচনে কহিলাম 'ভগবন্! ইনি গন্ধর্ব্বের অধিপতি হংসের দুহিতা, নাম, মহাশ্বেতা। হেমকূট পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বলোক বাস করেন, তথায় গমন করিলেন।' অনন্তর অনিমিষলোচনে ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, 'ভদ্রে! তুমি বালিকা বটে, কিন্তু তোমার আকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, চঞ্চল-প্রকৃতি নও। একটি কথা বলি, শুন।' 'আমি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, 'মহাভাগ! আদেশ দ্বারা এই ক্ষুদ্র জনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন, ইহার পর আর সৌভাগ্য কি? ভবাদৃশ মহাত্মারা মদ্বিধ ক্ষুদ্র জনের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেই তাহারা চরিতার্থ হয়। আপনি বিশ্বাস পূর্ব্বক কোন বিষয়ে আদেশ করিলে আমি চিরক্রীত ও অনুগৃহীত হইব সন্দেহ নাই।' আমার বিনয়গর্ভ বাক্য শুনিয়া সখীর ন্যায় উপকারিণীর ন্যায় ও প্রাণদায়িনীর ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিলেন। স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা প্রসন্নতা প্রকাশ পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক তমালতরুর পল্লব গ্রহণ করিয়া পল্লবের রসে আপন পরিধেয় বল্কলের এক খণ্ডে নখ দ্বারা এই পত্রিকা লিখিয়া আমাকে দিলেন। কহিলেন, 'আর কেহ যেন জানিতে না পারে, মহাশ্বেতা যখন একাকিনী থাকিবেন, তাঁহার করে সমর্পণ করিও।'

আমি হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে তরলিকার হস্ত হইতে পত্রিকা গ্রহণ করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল, —'হংস যেমন মুক্তামালায় মৃণালভ্রমে প্রতারিত হয়, তেমনি আমার মন মুক্তাময় একাবলীমালায় প্রতারিত হইয়া তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছে।' পথ-ভ্রান্ত পথিকের দিগ্‌ভ্রম, মূকের

জিহ্বাচ্ছেদ, অসংবদ্ধভাষীর জড়প্রলাপ, নাস্তিকের চার্ব্বাকশাস্ত্র, উন্মত্তের সুরাপান যেরূপ ভয়ঙ্কর, পত্রিকাও আমার পক্ষে সেইরূপ ভয়ঙ্কর বোধ হইল। পত্রিকা পাঠ করিয়া উন্মত্ত ও অবশেন্দ্রিয় হইলাম। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, 'তরলিকে! তুমি তাঁহাকে কোথায় কিরূপে দেখিলে? তিনি কি কহিলেন? তুমি তথায় কতক্ষণ ছিলে? তিনি আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত দূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন?' প্রিয়জনসংবদ্ধ এক কথাও বারংবার বলিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। আমি পরিজনদিগকে তথা হইতে বিদায় করিয়া কেবল তরলিকার সহিত মুনিকুমারসংবদ্ধ কথায় দিবসক্ষেপ করিলাম।

দিবাবসানে দিবাকরের বিরহে পূর্ব্বদিক্ আমার ন্যায় মলিন হইল। মদীয় হৃদয়ের ন্যায় পশ্চিম-দিকের রাগ-বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই এক দণ্ড বেলা আছে, এমন সময়ে ছত্রধারিণী আসিয়া কহিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে! আমরা স্নান করিতে গিয়া যে দুইজন মুনিকুমার দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের এক জন দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। বলিলেন, অক্ষমালা লইতে আসিয়াছি।' মুনিকুমার – এই শব্দ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, 'শীঘ্র সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।' যেরূপ রূপের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় মকরকেতন, মকরকেতনের সহায় বসন্তকাল, বসন্তকালের সহায় মলয়পবন, সেইরূপ তিনি পুণ্ডরীকের সখা, নাম কপিঞ্জল, দেখিবামাত্র চিনিলাম। তাঁহার বিষণ্ণ আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন অভিপ্রায়ে আমাকে কিছু বলিতে আসিয়াছেন। আমি উঠিয়া প্রণাম করিয়া সমাদরে আসন প্রদান করিলাম। আসনে উপবেশন করিলে চরণ ধৌত করিয়া দিলাম। অনন্তর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকটে উপবিষ্ট তরলিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে আমি তাঁহার দৃষ্টিতেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিনয়বাক্যে কহিলাম, 'ভগবন্! আমা হইতে ইহাকে ভিন্ন ভাবিবেন না। যাহা আদেশ করিতে অভিলাষ হয়, অশঙ্কিত ও অসঙ্কুচিত চিত্তে আজ্ঞা করুন।'

কপিঞ্জল কহিলেন, 'রাজপুত্রি! কি কহিব, লজ্জায় বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কন্দমূলফলাশী বনবাসীর মনে অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। শান্তস্বভাব তাপসকে প্রণয়পরবশ করিয়া বিধি কি বিড়ম্বনা করিলেন! দগ্ধ মন্মথ অনায়াসেই লোকদিগকে উপহাসাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ করিতে পারে। অন্তঃকরণে একবার অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রতা নাই। তখন প্রগাঢ়ধীশক্তি-সম্পন্ন লোকেরাও নিতান্ত অসার ও অপদার্থ হইয়া যান। তখন আর লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয়, গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না। বন্ধু যে পথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন জানি না, উহা কি বল্কলধারণের উপযুক্ত, কি জটাধারণের সমুচিত, কি তপস্যার অনুরূপ, কি ধর্ম্মের অঙ্গ কি অপবর্গলাভের উপায়। কি দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত! না বলিলে চলে না, উপায়ান্তর ও শরণান্তরও দেখি না, কি করি, বলিতে হইল। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, স্বীয় প্রাণবিনাশেও যদি সুহৃদের প্রাণরক্ষা হয়, তথাপি তাহা কর্ত্তব্য; সুতরাং আমাকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতে হইল।

তোমার সমক্ষে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বন্ধুকে সেই প্রকার তিরস্কার করিয়া আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। স্নানানন্তর সরোবর হইতে উঠিয়া তুমি বাটী আসিলে, ভাবিলাম বন্ধু এক্ষণে একাকী কি করিতেছেন, গুপ্তভাবে একবার দেখিয়া আসি। অনন্তর আস্তে আস্তে আসিয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে দৃষ্টিপাত করিলাম; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তৎকালে আমার অন্তঃকরণে কত বিতর্ক কত সন্দেহ ও কতই বা ভয় উপস্থিত হইল। একবার ভাবিলাম, অনঙ্গের মোহন শরে মুগ্ধ হইয়া বন্ধু বুঝি সেই কামিনীর অনুগামী হইয়া থাকিবেন। আবার মনে করিলাম, সেই সুন্দরীর

গমনের পর চৈতন্যোদয় হওয়াতে লজ্জায় আমাকে মুখ দেখাইতে না পারিয়া বুঝি, কোন স্থানে লুকাইয়া আছেন; কি আমি ভর্ৎসনা করিয়াছি বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কোন স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন; কিংবা আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন। আমরা দুই জনে চিরকাল একত্র ছিলাম, কখন পরস্পর বিরহদুঃখ সহ্য করিতে হয় নাই, সুতরাং বন্ধুকে না দেখিয়া যে কত ভাবনা উপস্থিত হইল, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। পুনর্ব্বার চিন্তা করিলাম, বন্ধু আমার সমক্ষে সেইরূপ অধীরতা প্রকাশ করিয়া অতিশয় লজ্জিত হইয়া থাকিবেন। লজ্জায় কে কি না করে? কত লোক লজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কত অসদুপায় অবলম্বন করে। জলে, অনলে ও উদ্বন্ধনেও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। যাহা হউক, নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না, অন্বেষণ করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্ডপ, সরোবরের কূল সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। তখন স্নেহকাতর মনে অনিষ্টশঙ্কাই প্রবল হইয়া উঠিল।

পুনর্ব্বার সতর্কতাপূর্ব্বক ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, সরোবরের তীরে নানাবিধ-লতাবেষ্টিত নিভৃত এক লতাগহনের অভ্যন্তরবর্ত্তী শিলাতলে বসিয়া বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতেছেন। দুই চক্ষু মুদ্রিত, নেত্রজলে কপোলযুগল ভাসিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। শরীর স্পন্দরহিত, কান্তিশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ। হঠাৎ দেখিলে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়। এরূপ জ্ঞানশূন্য যে, কল্পপাদপের কুসুমমঞ্জরীর অবশিষ্টরেণুগন্ধলোভে ভ্রমর ঝঙ্কারপূর্ব্বক বারংবার কর্ণে বসিতেছে এবং লতা হইতে কুসুম ও কুসুমরেণু গাত্রে পড়িতেছে, তথাপি সংজ্ঞা নাই। কলেবর এরূপ শীর্ণ যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। উদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিলাম, মকরকেতুর কি প্রভাব। যে ব্যক্তি উহার শরসন্ধানের পথবর্ত্তী হয় নাই, সেই ধন্য ও নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রাসংবরণ করিয়া থাকে। একবার উহার বাণপাতের সম্মুখবর্ত্তী হইলে আর কোন জ্ঞান থাকে না। কি আশ্চর্য্য! ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি শৈশবাবধি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। সকলে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইঁহার স্বভাবের অনুকরণ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত ও গুণের কথা উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিত। আজি কিরূপে বিবেকশক্তি ও তপঃপ্রভাবের পরাভব করিয়া এবং গাম্ভীর্য্যের উন্মূলন ও ধৈর্য্যের সমূলচ্ছেদ করিয়া দগ্ধ মন্মথ এই অসামান্য সৎস্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাকে ইতরজনের ন্যায় অভিভূত ও উন্মত্ত করিল। শাস্ত্রকারেরা কহেন, নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্করূপে যৌবনকাল অতিবাহিত করা অতি কঠিন কর্ম্ম। ইঁহার অবস্থা শাস্ত্রকারদিগের কথাই সপ্রমাণ করিতেছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইলাম এবং শিলাতলের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—সখে! তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? বল, আজি তোমার কি ঘটিয়াছে? তিনি অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক —সখে। তুমি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? এইমাত্র উত্তর দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেইরূপ অবস্থা ও আকার দেখিয়া স্থির করিলাম, এক্ষণে উপদেশ দ্বারা ইঁহার কোন প্রতীকার হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অসন্মার্গপ্রবৃত্ত সুহৃদকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যাহা হউক, আর কিছু উপদেশ দিই। এই স্থির করিয়া তাঁহাকে বলিলাম,—সখে! হাঁ, আমি সকলই অবগত হইয়াছি; কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ, উহা কি সাধুসম্মত, কি ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট পথ? কি তপস্যার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গলাভের উপায়? এই বিগর্হিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক, এরূপ সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া

উচিত নয়। মূঢ়েরাই অনঙ্গপীড়ায় অধীর হয়। নির্ব্বোধেরাই হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না। তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া সাধুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে? সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? পরিণামবিরস বিষয়ভোগ যাহারা সুখপ্রাপ্তির আশা করে, ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়, তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহারত্ন বলিয়া জলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া মত্তহস্তীর দন্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্জু বলিয়া কালসর্প ধরে। দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন? সাগরের ন্যায় গম্ভীরস্বভাব হইয়াও উন্মার্গপ্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন? এক্ষণে আমার কথা রাখ ক্ষুভিতচিত্তকে সংযত কর, ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার দূর করিয়া দাও।

এইরূপ উপদেশ দিতেছি, এমন সময়ে ধারাবাহী অশ্রুবারি তাঁহার নেত্রযুগল হইতে গলিত হইল। আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বলিলেন,—সখে! অধিক কি বলিব, আশীবিষবিষের ন্যায় বিষম কুসুমশরের শরসন্ধানে পতিত হও নাই, সুখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে, সেই উপদেশের পাত্র। আমার তাহা কিছুই নাই। আমার নিকটে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বিবেচনা, এ সকল কথাও অন্তগত হইয়াছে। এ সময় উপদেশের সময় নয়; যাবৎ জীবিত থাকি, এই অচিকিৎনীয় রোগের প্রতীকারের চেষ্টা পাও। আমার অঙ্গ দগ্ধ ও হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য কর, এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

যখন উপদেশ-বাক্যের কোন ফল দর্শিল না এবং দেখিলাম, তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উন্মূলিত করা নিতান্ত অসাধ্য, তখন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সরোবরের সরল মৃণাল, শীতল কমলিনীদল ও স্নিগ্ধ শৈবাল তুলিয়া শয্যা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়া কদলীপত্র দ্বারা বীজন করিতে লাগিলাম। তৎকালে মনে হইল, দুরাত্মা দগ্ধ মদনের কিছুই অসাধ্য নাই। কোথায় বা বনবাসী তপস্বী, কোথায় বা বিলাসরাশি গন্ধর্ব্বকুমারী! ইহাদিগের মনে পরস্পর অনুরাগসঞ্চার হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইবে এবং মাধবীলতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিবে, ইহা কাহার মনে বিশ্বাস ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন তরুলতা প্রভৃতিও উহার আজ্ঞার অধীন। দেবতারাও উহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা এই অগাধ গাম্ভীর্য্যসাগরকে ও ক্ষণকালের মধ্যে তৃণের ন্যায় আসার ও অপদার্থ করিয়া ফেলিল। এক্ষণে কি করি, কোন্ দিকে যাই, কি উপায়ে বান্ধবের প্রাণরক্ষা হয়। দেখিতেছি, মহাশ্বেতা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। বন্ধু স্বভাবতঃ ধীর, প্রগল্‌ভতা অবলম্বন করিয়া আপনি কদাচ তাহার নিকটে যাইতে পারিবেন না। শাস্ত্রকারেরা গর্হিত অকার্য্য দ্বারা সুহৃদের প্রাণরক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন; সুতরাং অতি লজ্জাকর ও মানহানিকর কর্ম্মও আমার কর্ত্তব্যপক্ষে পরিগণিত হইল। ভাবিলাম, যদি বন্ধুকে বলি যে, তোমার মনোরথ সফল কবিবার জন্য মহাশ্বেতার নিকটে চলিলাম, তাহা হইলে পাছে লজ্জাক্রমে বারণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে কিছু না বলিয়া ছলক্রমে তোমার নিকট আসিয়াছি। এই সময়ের সমুচিত, সেইরূপ অনুরাগের সমুচিত ও আমার আগমনের সমুচিত যাহা হয় কর, বলিয়া কি উত্তর দিই, শুনিবার আশয়ে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

আমি তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সুখময় হ্রদে, অমৃতময় সরোবরে নিমগ্ন হইলাম। লজ্জা ও

হর্ষ একদা আমার মুখমণ্ডলে আপন আপন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, অনঙ্গ সৌভাগ্যক্রমে আমার ন্যায় তাঁহাকেও সন্তাপ দিতেছে। শান্তস্বভাব তপস্বী কপিঞ্জল স্বপ্নেও মিথ্যা কহেন না। ইনি সত্যই কহিতেছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য ও কি বক্তব্য, এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া কহিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে, তোমার শরীর অসুস্থ হইয়াছে শুনিয়া মহাদেবী দেখিতে আসিতেছেন।' কপিঞ্জল এই কথা শুনিয়া সত্বরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন 'রাজপুত্রি; ভগবান্ ভুবনত্রয়চূড়ামণি দিনমণি অস্তগমনের উপক্রম করিতেছেন। আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা কর্ত্তব্য করিও।' বলিয়া আমার উত্তরবাক্য না শুনিয়াই শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, এরূপ অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম যে, জননী আসিয়া কি বলিলেন, কি করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র স্মরণ হয়, তিনি অনেকক্ষণ আমার নিকটে ছিলেন।

তিনি আপন আলয়ে প্রস্থান করিলে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, দিনমনি অস্তগত হইয়াছেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তরলিকে! তুমি দেখিতেছ না, আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে ও ইন্দ্রিয়-বিকল হইয়া যাইতেছে? কি কর্ত্তব্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কপিঞ্জল যাহা বলিয়া গেলেন, স্বকর্ণে শুনিলে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, উপদেশ দাও। যদি ইতর কন্যার ন্যায় লজ্জা, ধৈর্য্য, বিনয় ও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া জনাপবাদ অবহেলন ও সদাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া, পিতামাতা কর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন করি, তাহা হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুলমর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন জন্য অধর্ম্ম হয়। যদি কুলধর্ম্মের অনুরোধে মৃত্যু অঙ্গীকার করি, তাহা হইলে প্রথম-পরিচিত, স্বয়মাগত কপিঞ্জলের প্রণয়ভঙ্গ জন্য পাপ এবং আশাভঙ্গ দ্বারা সেই তপোবন-যুবার কোন অনিষ্ট ঘটিলে ব্রহ্মহত্যা ও তপস্বিহত্যা জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়।'

এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রোদয় হইল। নবোদিত চন্দ্রের আলোক অন্ধকারমধ্যে পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, জাহ্নবীর তরঙ্গ যমুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে। সুধাংশু-সমাগমে যামিনী জ্যোৎস্নারূপ দশনপ্রভা বিস্তার করিয়া যেন আহ্লাদে হাসিতে লাগিল। চন্দ্রোদয়ে গাম্ভীর্য্যশালী সাগরও ক্ষুব্ধ হইয়া তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক বেলা আলিঙ্গন করে। সে সময়ে অবলার মন চঞ্চল হইবে, আশ্চর্য্য কি? চন্দ্রের সহায়তা ও মলয়ানিলের অনুকূলতায় আমার হৃদয়স্থিত মদনানল প্রবল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। চন্দ্রের দিকে নেত্রপাত করিয়াও চারিদিকে মৃত্যুমুখ দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকারে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া কুসুমচাপ নিস্তব্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে সময় পাইয়া শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক বিরহিণীদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। আমিই উহার প্রথম লক্ষ্য হইলাম। নেত্রযুগল নিমীলিত ও অঙ্গ অবশ করিয়া মূর্চ্ছা অজ্ঞাতসারে আমাকে আক্রমণ করিল। তরলিকা সভয়ে ও সসম্ভ্রমে গাত্রে শীতল চন্দনজল সেচন পূর্ব্বক তালবৃন্ত দ্বারা বীজন করিতে লাগিল। ক্রমে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলাম, তরলিকা বিষণ্ণবদনে ও দীননয়নে রোদন করিতেছে। আমি লোচন উন্মীলন করিলে আমাকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল, বিনয়বাক্যে কহিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে! লজ্জা ও গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্তে আমাকে পাঠাইয়া দাও, আমি তোমার চিত্তচোরকে এই স্থানে আনিতেছি। অথবা যদি ইচ্ছা হয়, চল, তথায় তোমাকে লইয়া যাই। তোমার আর এরূপ সাংঘাতিক সঙ্কট পুনঃ পুনঃ দেখিতে পারি না। চল, প্রাণ থাকিতে থাকিতে সেই প্রাণবল্লভের শরণাপন্ন হই।' এই বলিয়া তরলিকাকে অবলম্বন করিয়া উঠিলাম।

প্রাসাদ হইতে অবরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে দক্ষিণলোচনস্পন্দ হইল। দুর্নিমিত্ত দর্শনে শঙ্কাতুর হইয়া ভাবিলাম, এ আবার কি! মঙ্গলকর্ম্মে অমঙ্গলের লক্ষণ উপস্থিত হয় কেন? ক্রমে ক্রমে শশধর আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সুধাসলিলের ন্যায়, চন্দনরসের ন্যায়, জ্যোৎস্না বিস্তার করিলে, ভূমণ্ডল কৌমুদীময় হইয়া শ্বেতবর্ণ দ্বীপের ন্যায় ও চন্দ্রলোকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মধুকর মধুলোভে তথায় বসিতে লাগিল। নানাবিধ কুসুমরেণু হরণ করিয়া সুগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণদিক্ হইতে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। ময়ূরগণ উন্মত্ত হইয়া মনোহর স্বরে গান আরম্ভ করিল। কোকিলের কলরবে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। আমি কণ্ঠস্থিত সেই অক্ষমালা ও কর্ণস্থিত সেই পারিজাতমঞ্জরী ধারণ করিয়া, রক্তবর্ণ বসনে অবগুণ্ঠিত হইয়া তরলিকার হস্তধারণ পূর্বক প্রাসাদের শিখরদেশ হইতে নামিলাম। সৌভাগ্যক্রমে কেহ আমাকে দেখিতে পাইল না। প্রমোদবনের নিকটে যে দ্বার ছিল, তাহা উদ্ঘাটন পূর্বক বাটী হইতে নির্গত হইয়া প্রিয়তমের সমীপে চলিলাম। যাইতে যাইতে ভাবিলাম, অভিসারপথে প্রস্থিত ব্যক্তির দাস-দাসী ও বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন থাকে না। যেহেতু, কন্দর্প সদর্পে শরাসনে শরসন্ধান পূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সহায়তা করেন; চন্দ্র পথ আলোকময় করিয়া পথপ্রদর্শক হন; হৃদয় পুরোবর্ত্তী হইয়া অভয় প্রদান করে। কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া তরলিকাকে কহিলাম, 'তরলিকে! চন্দ্র যেরূপ আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেছেন,' এমনি তাঁহাকে কি আমার নিকট লইয়া আসিতে পারেন না?' তরলিকা হাসিয়া বলিল, 'ভর্তৃদারিকে! চন্দ্র কি জন্য আপনার বিপক্ষের উপকার করিবেন? পুণ্ডরীক যেরূপ তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন, চন্দ্রও সেইরূপ তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবিম্বচ্ছলে তোমার গাত্রস্পর্শ ও কর দ্বারা পুনঃ পুনঃ চরণ ধারণ করিতেছেন। বিরহীর ন্যায় ইঁহার শরীরও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। তৎকালোচিত এই সকল পরিহাসবাক্য কহিতে কহিতে সরোবরের নিকটবর্ত্তী হইলাম। কৈলাসপর্ব্বত হইতে প্রবাহিত চন্দ্রকান্তমণির প্রস্রবণে চরণ ধৌত করিতেছিলাম, এমন সময়ে সরোবরের পশ্চিমতীরে রোদনধ্বনি শুনিলাম; কিন্তু দূরপ্রযুক্ত সুস্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না।' আগমনকালে দক্ষিণ-চক্ষু-স্পন্দ হওয়াতে মনে মনে সাতিশয় শঙ্কা ছিল, এক্ষণে অকস্মাৎ রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত ভীত হইলাম, ভয়ে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। যে দিকে শব্দ হইতেছিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িতে লাগিলাম।

অনন্তর নিঃশব্দ নিশীথপ্রভাবে দূর হইতেই "হা হতোঽস্মি—হা দগ্ধোঽস্মি—হায় কি হইল—রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি—আঃ পাপীয়সী দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন? রে দুশ্চরিত্র চন্দ্র-চণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি, রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল; হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্বস্ব অপহৃত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্ম্ম! তোমাকে অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে। সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে; সত্য! তুমি অনাথ হইলে। হায়! এত দিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি। চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন হইয়া কিরূপে এই দেহভার বহন করিব? কি আশ্চর্য্য! আজন্মপরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায়, অদৃষ্টপূর্বের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে? যাইবার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করিলে না? এরূপ কৌশল কোথায় শিখিলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়, এক্ষণে সুহৃদশূন্য, সহোদরশূন্য হইয়া কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব? এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশদিক্ শূন্য

দেখিতেছি। সকলই অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথার উত্তর দাও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও অকপট সৌহার্দ্দ কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।' কপিঞ্জল আর্ত্তস্বরে মুক্তকণ্ঠে এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলাম।

কপিঞ্জলের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে দ্রুতবেগে দৌড়িলাম। পদে পদে পাদস্খলন হইতে লাগিল; তথাপি গতির প্রতিরোধ জন্মিল না। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যাঁহার শরণাপন্ন হইতে বাটীর বহির্গত হইয়াছিলাম, তিনি সরোবরের তীরে লতামণ্ডপমধ্যবর্ত্তী শিলাতলে শৈবালরচিত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কমল, কুমুদ, কুবলয় প্রভৃতি নানাবিধ কুসুম শয্যার পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃণাল ও কদলীপল্লব চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ আছে। তাঁহার শরীর নিস্পন্দ; বোধ হইল যেন, মনোযোগ পূর্ব্বক আমার পদশব্দ শুনিতেছেন; মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়া যেন, একমনা হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; আমা হইতেও আর একজন প্রিয়তম হইল বলিয়া যেন ঈর্ষ্যা প্রযুক্ত প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, স্কন্ধে বল্কলের উত্তরীয়, গলে একাবলী মালা, হস্তে মৃণালবলয় ধারণ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব বেশ রচনা করিয়া যেন আমার সহিত সমাগমের নিমিত্ত অনন্যমনা হইয়া মন্ত্রসাধন করিতেছেন। কপিঞ্জল তাঁহার কণ্ঠ ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন। অচিরমৃত সেই মহাপুরুষকে এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি গিয়া দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া কপিঞ্জলের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুস্রোত বহিতে লাগিল, দ্বিগুণ শোকাবেগ হইল। অতিশয় পরিতাপ পূর্ব্বক হা হতোঽস্মি বলিয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া বোধ হইল যেন, অন্ধকারময় পাতালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। তদনন্তর কোথায় গেলাম, কি বলিলাম, কিছুই মনে পড়ে না। স্ত্রীলোকের হৃদয় পাষাণময়, এই জন্যই হউক, এই হতভাগিনীকে দীর্ঘ শোক ও চিরকাল দুঃখ সহ্য করিতে হইবে বলিয়াই হউক, দৈবের অত্যন্ত প্রতিকূলতাবশতই বা হউক, জানি না, কি নিমিত্ত এই অভাগিনীর প্রাণ বহির্গত হইল না। অনেক ক্ষণের পর চেতনা হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত আত্মদেহ অবলোকন করিলাম। প্রাণেশ্বর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আমি জীবিত আছি, প্রথমতঃ ইহা নিতান্ত অসম্ভাব্য, অবিশ্বাস্য ও স্বপ্নকল্পিত বোধ হইল। কিন্তু কপিঞ্জলের বিলাপ শুনিয়া সে ভ্রান্তি দূর হইল। তখন হা হতাস্মি বলিয়া আর্ত্তনাদ ও পিতা, মাতা, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলাম।

'হে জীবিতেশ্বর! এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? তুমি তরলিকাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার নিমিত্ত কত কষ্ট ভোগ ও কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তোমার বিরহে এক দিন যুগসহস্রের ন্যায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও, একবার আমার কথার উত্তর দাও। আমি লজ্জা, ভয়, কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি, তুমি রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। আমার আর উপায়ান্তর নাই। আমি তোমার ভক্ত ও তোমার প্রতিই সাতিশয় অনুরক্ত; তোমা বই আর কাহাকেও জানি না। তুমি দয়া না করিলে আর কে দয়া করিবে? আঃ! এখনও জীবিত

আছি! না পিতা-মাতার বশবর্ত্তিনী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মীয়গণের অপেক্ষা ক'রলাম, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার আশ্রয় লইতে আসিয়াছি, সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? তিনি কি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অরে কৃতঘ্ন প্রাণ! তুই আর কেন যাতনা দিস্? আ—এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই! যমও এই পাপকারিণীকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন। কি জন্য আমি তোমাকে তাদৃশ অনুরক্ত দেখিয়াও গৃহে গমন করিয়াছিলাম? আমার গৃহে প্রয়োজন কি? পিতা-মাতা, বন্ধুজন ও পরিজনের ভয় কি? হায়—এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন হই? কোথায় যাই? অয়ি বনদেবতে! ভগবতি ভবিতব্যতে! অম্ব বসুন্ধরে! করুণা প্রকাশ করিয়া দয়িতের জীবন প্রদান কর।' গ্রহাবিষ্টার ন্যায়, উন্মত্তার ন্যায় এইরূপ কত প্রকার বিলাপ করিয়াছিলাম, সকল এক্ষণে স্মরণ হয় না। আমার বিলাপ শ্রবণে অজ্ঞান পশু-পক্ষীরাও হাহাকার করিয়াছিল এবং পল্লবপাতচ্ছলে তরুগণেরও অশ্রুপাত হইয়াছিল। এতক্ষণে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রাণেশ্বরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু জীবন কোথায়? প্রাণবায়ু একবার প্রয়াণ করিলে আর কি প্রত্যাগত হয়? দৈব প্রতিকূল হইলে আর কি শুভগ্রহসঞ্চার হয়? 'আমার আগমন পর্য্যন্ত তুই প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিস্ নাই,' বলিয়া একাবলী মালাকে কত তিরস্কার করিলাম। 'প্রসন্ন হও, প্রাণেশ্বরের প্রাণদান কর' বলিয়া কপিঞ্জলের চরণ ও তরলিকার কণ্ঠধারণ পূর্বক দীন-নয়নে রোদন করিতে লাগিলাম। সে'সময়ে অশ্রুতপূর্ব, অশিক্ষিতপূর্ব, অনুপদিষ্টপূর্ব যে সকল করুণ বিলাপ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও আর মনে পড়ে না। সে এক সময়, তখন সাগরের তরঙ্গের ন্যায় দুই চক্ষু দিয়া অনবরত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল ও ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

এইরূপে অতীত আত্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতে দিতে অতীত শোক-দুঃখের অবস্থা স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হওয়াতে মহাশ্বেতা মূর্চ্ছাপন্ন ও চৈতন্যশূন্য হইয়া যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমনি চন্দ্রাপীড় কর প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং অশ্রুজলার্দ্র তদীয় উত্তরীয়-বল্কল দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে চন্দ্রাপীড় বিষণ্ণ-বদনে ও দুঃখিতচিত্তে কহিলেন, 'কি দুষ্কর্ম করিয়াছি। আপনার নির্ব্বাসিত শোক পুনরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম। আর সে সকল কথায় প্রয়োজন নাই; উহা শুনিতে আমারও কষ্টবোধ হইতেছে। অতিক্রান্ত দুরবস্থাও কীর্ত্তনের সময় প্রত্যক্ষানুভূতের ন্যায় ক্লেশজনক হয়। যাহা হউক, পতনোন্মুখ প্রাণকে, অতীত দুঃখের পুনঃ পুনঃ স্মরণরূপ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিবার আর আবশ্যকতা নাই।'

মহাশ্বেতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং নির্ব্বেদ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার! সেই দারুণ ভয়ঙ্করী বিভাবরীতে যে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই, সে যে কখন পরিত্যাগ করিবে, এমন বিশ্বাস হয় না। আমি এরূপ পাপীয়সী যে, মৃত্যুও আমার দর্শনপথ পরিহার করেন। এই নির্দ্দয় পাষাণময় হৃদয়ের শোক-দুঃখ সকলই অলীক। এ নির্লজ্জ এবং আমাকেও স্বয়ং নির্লজ্জের অগ্রগণ্য করিয়াছে। যে শোক অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছি, এক্ষণে কথা দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা কঠিন কর্ম্ম কি? যে হলাহল পান করে, হলাহলের স্মরণে তাহার কি হইতে পারে? আপনার সাক্ষাতে সেই বিষয় বৃত্তান্তের যে ভাগ বর্ণনা করিলাম, তাহার পর এরূপ শোকোদ্দীপক কি আছে, যাহা বলিতে ও শুনিতে পারা যাইবে না? যে, দুরাশামৃগতৃষ্ণিকা অবলম্বন করিয়া এই অকৃতজ্ঞ দেহভার বহন করিতেছি এবং সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের পর প্রাণধারণের হেতুভূত যে অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই এই বৃত্তান্তের পরভাগ. শ্রবণ করুন।

এইরূপ বিলাপের পর প্রাণ পরিত্যাগ করাই প্রাণেশ্বরের বিরহের প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া তরলিকাকে কহিলাম, 'অয়ি নৃশংসে! আর কতক্ষণ রোদন করিব, কতই বা যন্ত্রণা সহিব। শীঘ্র কাষ্ঠ, আহরণ করিয়া চিতা সাজাইয়া দাও, জীবিতেশ্বরের অনুগমন করি।' বলিতে বলিতে মহাপ্রমাণ এক মহাপুরুষ চন্দ্রমণ্ডল হইতে গগনমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার পরিধান শুভ্র বসন, কর্ণে স্বর্ণকুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার ও হস্তে কেয়ুর। সেরূপ উজ্জ্বল আকৃতি কেহ কখন দেখে নাই। দেহপ্রভায় দিগ্বলয় আলোকময় করিয়া গগন হইতে ভূতলে পদার্পণ করিলেন। শরীরের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল। চারিদিকে অমৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল। পীবর বাহুযুগল দ্বারা প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ পূর্ব্বক 'বৎসে মহাশ্বেতে! প্রাণত্যাগ করিও না, পুনর্বার পুণ্ডরীকের সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন হইবে', গম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া গগনমার্গে উঠিলেন। আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও ভীত হইয়া কপিঞ্জলকে ইহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। কপিঞ্জল আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়া 'রে দুরাত্মন্! বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্', রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক এই কথা কহিতে কহিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উন্মুখী হইয়া দেখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে তাঁহারা তারাগণের মধ্যে মিশাইয়া গেলেন। কপিঞ্জলের অদর্শন প্রিয়তমের মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখজনক বোধ হইল। যে ঘটনা উপস্থিত, ইহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেয়, এরূপ একটি লোক নাই। তৎকালে কি কর্ত্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তরলিকে! তুমি ইহার কিছু মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছ? স্ত্রীস্বভাবসুলভ ভয়ে অভিভূত এবং আমার মরণাশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, বিষণ্ণ ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরলিকা স্খলিত গদ্গদবচনে বলিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে! না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমার বোধ হয়, ঐ মহাপুরুষ মানুষ নহেন। যাহা বলিয়া গেলেন, তাহাও মিথ্যা হইবে না। মিথ্যাকথা দ্বারা প্রতারণা করিবার কোন অভিসন্ধি দেখি না। এরূপ ঘটনাকে আশা ও আশ্বাসের আস্পদ বলিতে হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে চিতাধিরোহণের অধ্যবসায় হইতে পরাঙ্মুখ হও। অন্ততঃ কপিঞ্জলের আগমনকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা কর। তাঁহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য, পরে করিও।'

জীবিততৃষ্ণার অলঙ্ঘ্যতা ও স্ত্রীজনসুলভ ক্ষুদ্রতা প্রযুক্ত আমি সেই দুরাশায় আকৃষ্ট হইয়া তরলিকার বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলাম। আশার কি অসীম প্রভাব! যাহার প্রভাবে লোকেরা তরঙ্গাকুল ভীষণ সাগর পার হইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে; যাহার প্রভাবে অতি দীন-হীন জনেরও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকে; যাহার প্রভাবে পুত্রকলত্রাদির বিরহ-দুঃখও অবলীলাক্রমে সহ্য করা যায়। কেবল সেই আশা হস্তাবলম্বন দেওয়াতে জনশূন্য সরোবরতীরে যাতনাময়ী সেই কালযামিনী কথঞ্চিৎ অতিবাহিত হইল। কিন্তু ঐ যামিনী যুগশতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া সরোবরে স্নান করিলাম। সংসারের অসারতা, সমুদায় পদার্থের অনিত্যতা, আপনার হতভাগ্যতা ও বিপৎপাতের অপ্রতীকারিতা দেখিয়া মনে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং প্রিয়তমের সেই কমণ্ডলু, সেই অক্ষমালা লইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ ত্রৈলোক্যনাথের শরণাপন্ন হইলাম। বিষয়-বাসনার সহিত পিতা-মাতার স্নেহ পরিত্যাগ করিলাম। ইন্দ্রিয়সুখের সহিত বন্ধুদিগের অপেক্ষা পরিহার করিলাম।

পরদিন পিতা-মাতা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পরিজন ও বন্ধুজনের সহিত এই স্থানে আইসেন ও নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ দিয়া বাটী গমন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু যখন

দেখিলেন, কোন প্রকারে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে পরাঙ্মুখ হইলাম না, তখন আমার গমন-বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও অপত্যস্নেহের গাঢ়বন্ধন বশতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ও প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলেন ; পরিশেষে হতাশ হইয়া দুঃখিতচিত্তে বাটী গমন করিলেন। তদবধি কেবল অশ্রুমোচন দ্বারা প্রিয়তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি, জপ করিবার ছলে তাঁহার গুণগণনা করিয়া থাকি ; বহুবিধ নিয়ম দ্বারা ভারভূত এই দগ্ধ শরীর শোষণ করিতেছি। এই গিরিগুহায় বাস করি, ঐ সরোবরে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি, প্রতিদিন এই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়া থাকি। তরলিকা ভিন্ন আর কেহ নিকটে নাই। আমার ন্যায় পাপকারিণী ও হতভাগিনী এই ধরণীতলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। পাপকর্ম্মের একশেষ করিয়াছি, ব্রহ্মহত্যারও ভয় রাখি নাই। আমাকে দেখিলে ও আমার সহিত আলাপ করিলেও দুরদৃষ্ট জন্মে। এই কথা বলিয়া পাণ্ডুবর্ণ বল্কল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া বাষ্পাকুল নয়নে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।' বোধ হইল যেন, শরৎকালীন শুভ্র মেঘ চন্দ্রমাকে আবৃত করিল ও বৃষ্টি হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার বিনয়, দাক্ষিণ্য, সুশীলতা ও মহানুভবতায় মোহিত হইয়া চন্দ্রাপীড় তাঁহাকে প্রথমেই স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাহাতে আবার আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণনা দ্বারা সরলতা প্রকাশ ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাতে বিধাতার অলৌকিক সৃষ্টি বলিয়া বোধ হইল ও সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। তখন প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, যাহারা স্নেহের উপযুক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া কেবল অশ্রুপাত দ্বারা লঘুতা প্রকাশ করে, তাহারাই অকৃতজ্ঞ। আপনি অকৃত্রিম প্রণয় অকপট অনুরাগের উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াও কি জন্য আপনাকে অকৃতজ্ঞ ও ক্ষুদ্র বোধ করিতেছেন? বিশুদ্ধ প্রেমপ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবন পূর্ব্বক অপরিচিতের ন্যায়, আজন্ম-পরিচিত বান্ধবজনের পরিত্যাগ এবং অকিঞ্চিৎকর পদার্থের ন্যায় সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্বিনীবেশে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছেন; অনন্যমনা হইয়া প্রাণেশ্বরের সহিত সমাগমের উপায় চিন্তা করিতেছেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত বিশুদ্ধ প্রণয়পরিশোধের আর পন্থা কি?

শাস্ত্রকারেরা অনুমরণকে যে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উহা ব্যামোহ-মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিরাই মোহবশতঃ ঐ পথে পদার্পণ করে। ভর্ত্তা উপরত হইলে তাঁহার অনুগমন করা মূর্খতা-প্রকাশ করা মাত্র। উহাতে কিছুই উপকার নাই। না উহা মৃতব্যক্তির পুনর্জীবনের উপায়, না তাঁহার শুভলোকপ্রাপ্তির হেতু, না পরস্পর দর্শন ও সমাগমের সাধন। জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ লোক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অনুমরণ দ্বারা যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নিশ্চয় কি? লাভ এই, অনুমৃত ব্যক্তিকে আত্মহত্যা জন্য মহাপাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে চিরকাল বাস করিতে হয়। বরং জীবিত থাকিলে সৎকর্ম্ম দ্বারা স্বীয় উপকার ও শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা উপরতের উপকার করিতে পারা যায়, মরিলে কাহারও কিছুই উপকার নাই। অনুমরণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়। দেখ রতি, পতির মরণের পর ত্রিলোচনের নয়নানলে আত্মার আহুতি প্রদান করে নাই। শূরসেন রাজার দুহিতা পৃথা, পাণ্ডুর মরণোত্তর অনুমৃতা হয় নাই। বিরাট রাজার কন্যা উত্তরা, অভিমন্যুর আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই। ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা, জয়দ্রথের মরণোত্তর অর্জ্জুনের শরানলে আপনাকে আহুতি দেয় নাই। কিন্তু উহারা সকলেই পতিব্রতা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। এইরূপ শত শত পতিপ্রাণা যুবতীর পতির মরণেও জীবিত ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারাই যথার্থ বুদ্ধিমতী ও যথার্থ ধর্ম্মের গতি বুঝিতে পারিয়াছিল। বিবেচনা করিলে স্বার্থপর লোকেরাই দুঃসহ বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনুমরণ অবলম্বন করে।

কেহ বা অহঙ্কার-প্রকাশের নিমিত্ত এই পথে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ ধর্ম্মবুদ্ধিতে প্রায় কেহ অনুসৃত হয় না। আপনি মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়াছেন, তিনি যে মিথ্যাকথা দ্বারা প্রতারণা করিবেন, এমন বোধ হয় না। দৈব অনুকূল হইয়া আপনার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই। মরিলে পুনর্ব্বার জীবিত হয়, এ কথা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। পূর্ব্বকালে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরা নামে এক কন্যা জন্মে। ঐ কন্যা আশীবিষদষ্ট ও বিষবেগে উপরত হইয়াছিল; কিন্তু রুরুনামক ঋষিকুমার আপন পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া উহাকে পুনর্জ্জীবিত করেন। অভিমন্যুর তনয় পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্র দ্বারা আহত ও প্রাণবিযুক্ত হইয়াও পরমকারুণিক বাসুদেবের অনুকম্পায় পুনর্ব্বার জীবিত হন। জগদীশ্বর সানুগ্রহ ও অনুকূল হইলে কিছুই অসাধ্য থাকে না। চিন্তা করিবেন না, অচিরাৎ অভীষ্টসিদ্ধ হইবে। সংসারে পদার্পণ করিলেই পদে পদে বিপদ্ আছে। কিছুই স্থায়ী নহে। বিশেষতঃ দগ্ধ বিধি অকৃত্রিম প্রণয় অধিককাল দেখিতে পারেন না। দেখিলেই অমনি যেন ঈর্ষ্যান্বিত হন ও তৎক্ষণাৎ ভঙ্গের চেষ্টা পান। এক্ষণে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; অনিন্দনীয় আত্মাকে আর মিথ্যা তিরস্কার করিবেন না। এইরূপ নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে মহাশ্বেতাকে ক্ষান্ত করিলেন। মনে মনে মহাশ্বেতার এই আশ্চর্য্য ঘটনাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভদ্রে! আপনার সমভিব্যাহারিণী ও দুঃখের অংশভাগিনী পরিচারিকা তরলিকা এক্ষণে কোথায়?'

মহাশ্বেতা কহিলেন, "মহাভাগ! অপ্সরাদিগের এক কুল অমৃত হইতে সমুদ্ভূত হয়, আপনাকে কহিয়াছি। সেই কুলে মদিরা নামে এক কন্যা জন্মে। গন্ধর্ব্বের অধিপতি চিত্ররথ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার গুণে বশীভূত হইয়া ছত্রচামর প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে মহিষী করেন। কালক্রমে মহিষী গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক কন্যা প্রসব করেন। কন্যার নাম কাদম্বরী। কাদম্বরী নির্ম্মলা শশিকলার ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এরূপ রূপবতী ও গুণবতী হইলেন যে, সকলেই তাঁহাকে দেখিলে আনন্দিত হইত ও অত্যন্ত ভালবাসিত। শৈশবাবধি একত্র শয়ন, একত্র অশন, একত্র অবস্থান প্রযুক্ত আমি কাদম্বরীর প্রণয়পাত্র ও স্নেহপাত্র হইলাম; সর্ব্বদা একত্র ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম, এক শিক্ষকের নিকট নৃত্য, গীত, বিদ্যা শিখিতাম; এক শরীরের মত দুই জনে একত্র থাকিতাম। ক্রমে এরূপ অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিল যে, আমি তাঁহাকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতাম; তিনিও আমাকে আপন হৃদয়ের ন্যায় ভাবিতেন। এক্ষণে আমার এই দুরবস্থা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাবৎ মহাশ্বেতা এই অবস্থায় থাকিবেন, তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। যদি পিতা, মাতা অথবা বন্ধুবর্গ বলপূর্ব্বক আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে অনশনে, হুতাশনে, অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিব। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও মহাদেবী মদিরা পরম্পরায় কন্যার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু এক অপত্য, অত্যন্ত ভালবাসেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। যুক্তি করিয়া অদ্য প্রভাতে ক্ষীরোদনামা এক কঞ্চুকীকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা আমাকে বলিয়া পাঠান, 'বৎসে মহাশ্বেতা! তোমা ব্যতিরেকে কেহ কাদম্বরীকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ নয়। সে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর।' আমি গুরুজনের গৌরবে ও মিত্রতার অনুরোধে ক্ষীরোদের সহিত তরলিকাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া দিয়াছি, 'সখি! একেই আমি মরিয়া আছি, আবার কেন যন্ত্রণা বাড়াও? তোমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আমার জীবিত থাকা যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে গুরুজনের অনুরোধ কদাচ উল্লঙ্ঘন করিও না।' তরলিকাও তথায় গেল; আপনিও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাশ্বেতা এইরূপ পরিচয় দিতেছেন, এমন সময়ে নিশানাথ গগনমণ্ডলে উদিত হইলেন। তারাগণ হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণ বিস্তার করিল। বোধ হইল যেন, যামিনী গগনের অন্ধকার-নিবারণের নিমিত্ত শত শত প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। মহাশ্বেতা শীতল শিলাতলে পল্লবের শয্যা পাতিয়া নিদ্রা গেলেন চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে নিদ্রিত দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতেছে, পত্রলেখা কত ভাবিতেছেন, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক আমার আগমনে কত উদ্বিগ্ন হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন।

প্রভাত হইলে মহাশ্বেতা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি সমুদয় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রাপীড়ও প্রাভাতিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে পীনবাহু, বিশালবক্ষঃস্থল, করে তরবারিধারী, বলবান, ষোড়শবর্ষবয়স্ক, কেয়ূরকনামা এক গন্ধর্ব্বদারকের সহিত তরলিকা তথায় উপস্থিত হইল। অপরিচিত চন্দ্রাপীড়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, 'ইনি কে? কোথা হইতে আসিলেন?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার নিকটে গিয়া বসিল। কেয়ূরকও এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল। জপ সমাপ্ত হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তরলিকে! প্রিয়সখী কাদম্বরীর কুশল? আমি যাহা বলিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে ত সম্মত হইয়াছেন? কেমন, তাঁহার অভিপ্রায় কি বুঝিলে?' তরলিকা বলিল; 'ভর্ত্তৃদারিকে! হাঁ, কাদম্বরী কুশলে আছেন, আপনার উপদেশবাক্য শুনিয়া রোদন করিতে করিতে কত কথা কহিলেন। এই কেয়ূরকের মুখে সমুদায় শ্রবণ করুন।'

কেয়ূরক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, 'কাদম্বরী প্রণয়প্রদর্শন পূর্ব্বক সাদরসম্ভাষণে আপনাকে কহিলেন, প্রিয়সখি! যাহা তরলিকার মুখে বলিয়া পাঠাইয়াছ, উহা কি গুরুজনের অনুরোধক্রমে, অথবা আমার চিত্ত-পরীক্ষার নিমিত্ত, কি অদ্যাপি গৃহে আছি বলিয়া তিরস্কার করিয়াছ? যদি মনের সহিত উহা বলিয়া থাক, তোমার অন্তঃকরণে কোন অভিসন্ধি আছে সন্দেহ নাই। এই অধীনীকে একবারে পরিত্যাগ করিবে, ইহা এত দিন স্বপ্নেও জানি নাই। আমার হৃদয় তোমার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, তাহা জানিয়াও এইরূপ নিষ্ঠুরবাক্য বলিতে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা হইল না? আমি জানিতাম, তুমি স্বভাবতঃ মধুরভাষিণী ও প্রিয়বাদিনী। এক্ষণে এরূপ পুরুষ ও অপ্রিয় কথা কহিতে কোথায় শিখিলে? আপাততঃ মধুররূপে প্রতীয়মান, কিন্তু অবসানবিরস কর্ম্মে কোন ব্যক্তির সহসা প্রবৃত্তি জন্মে না। আমি ত প্রিয়সখীর দুঃখে নিতান্ত দুঃখিনী হইয়া আছি। এ সময়ে কিরূপে অকিঞ্চিৎকর বিবাহের আড়ম্বর করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিব? এ সময় আমোদের সময় নয় বলিয়াই সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। প্রিয়সখীর দুঃখে দুঃখিত অন্তঃকরণে সুখের আশা কি? সম্ভোগেরই বা স্পৃহা কি? মানুষের ত কথাই নাই, পশুপক্ষীরাও সহচরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে। দিনকরের অস্তগমনে নলিনী মুকুলিত হইলে তৎসহবাসিনী চক্রবাকীও প্রিয়সমাগম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারা রাত্রি চীৎকার করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে। যাহার প্রিয়সখী বনবাসিনী হইয়া দিনযামিনী সাতিশয় ক্লেশে কালযাপন করিতেছে, সে সুখের অভিলাষিণী হইলে লোকে কি বলিবে? আমি তোমার নিমিত্ত গুরুবচন অতিক্রম, লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ ও কুলকন্যা-বিরুদ্ধ সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক দুস্তর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়াছি; এক্ষণে যাহাতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না হয় ও লোকের নিকট লজ্জা না পাই, এরূপ করিও।' এই বলিয়া কেয়ূরক ক্ষান্ত হইল।

কেয়ূরকের কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা মনে মনে ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়া কহিলেন, 'কেয়ূরক! তুমি বিদায় হও, আমি, স্বয়ং কাদম্বরীর নিকট যাইতেছি।' কেয়ূরক প্রস্থান করিলে চন্দ্রাপীড়কে

কহিলেন, 'রাজকুমার। হেমকূট অতি রমণীয় স্থান, চিত্ররথের রাজধানী অতি আশ্চর্য্য। কাদম্বরী অতি মহানুভাবা। যদি দেখিতে কৌতুক হয় ও আর কোন কার্য্য না থাকে, আমার সঙ্গে চলুন। অদ্য তথায় বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রত্যাগমন করিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি আমার দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় অনেক সুস্থ হইয়াছে। আপনার নিকট স্ববৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার শোকের অনেক লাঘব হইয়াছে। আপনি অকারণমিত্র, আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না। সাধুসমাগমে অতি দুঃখিত চিত্তও আহ্লাদিত হয়, এ কথা মিথ্যা নহে। আপনার গুণে ও সৌজন্যে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি, যতক্ষণ দেখিতে পাই, তাহাই লাভ।' চন্দ্রাপীড় কহিলেন, 'ভগবতি! দর্শন অবধি আপনাকে শরীর-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে যে দিকে লইয়া যাইবেন, সেই দিকে যাইব ও যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেই সম্মত আছি।' অনন্তর মহাশ্বেতা সমভিব্যাহারে গন্ধর্ব্ব নগরে চলিলেন।

নগরে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজভবন অতিক্রম করিয়া, ক্রমে কাদম্বরীর ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতীহারীরা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। রাজকুমার অসংখ্য সুন্দরী-কুমারী-পরিবেষ্টিত অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। কুমারীগণের শরীরপ্রভায় অন্তঃপুর সর্ব্বদা চিত্রিতময় বোধ হয়। তাহারা বিনা অলঙ্কারেও সর্ব্বদা অলঙ্কৃত। তাহাদিগের আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনই কর্ণোৎপল, হসিতচ্ছবিই অঙ্গরাগ, নিশ্বাসই সুগন্ধি বিলেপন, অধরদ্যুতিই কুঙ্কুমলেপন, ভুজলতাই চম্পকমালা, করতলই লীলাকমল এবং অঙ্গুলিরাগই অলক্তকরস। রাজকুমার কুমারীগণের মনোহর শরীরকান্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহাদিগের তানলয়বিশুদ্ধ বেণুবীণাঝঙ্কারমিলিত মধুর সঙ্গীতশ্রবণে তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হইল। ক্রমে কাদম্বরীর বাসগৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, কন্যাজনেরা নানা বাদ্যযন্ত্র লইয়া চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, মধ্যে সুচারু পর্য্যঙ্কে কাদম্বরী শয়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী কেয়ূরককে মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত ও মহাশ্বেতার আশ্রমে সমাগত অপরিচিত পুরুষের নাম, বয়স বংশ ও তথায় আগমনহেতু সমুদায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। চামরধারিণীরা অনবরত চামর বীজন করিতেছে।

শশিকলা দর্শনে জলবিধির জল যেরূপ উল্লাসিত হয়, কাদম্বরীদর্শনে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় সেইরূপ উল্লাসিত হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! আজি কি রমণীয় রত্ন দেখিলাম! এরূপ সুন্দরী কুমারী ত কখন নেত্রপথের অতিথি হয় নাই। আজি নয়নযুগল সফল ও চিত্ত চরিতার্থ হইল। জন্মান্তরে এই লোচনযুগল কত ধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিল, সেই ফলে কাদম্বরীর মনোহর মুখারবিন্দ দেখিতে পাইল। বিধাতা আমার সকল ইন্দ্রিয় লোচনময় করেন নাই কেন? তাহা হইলে, সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা একবার অবলোকন করিয়া আশা পূর্ণ করিতাম। কি আশ্চর্য্য! যতবার দেখি, তত আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। বিধাতা এরূপ রূপাতিশয় নির্ম্মাণের পরমাণু কোথায় পাইলেন? বোধ হয়, যে সকল পরমাণু দ্বারা ইহার রূপলাবণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা কমল, কুমুদ কুবলয় প্রভৃতি কোমল বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। ক্রমে গন্ধর্ব্বকুমারীর ও রাজকুমারের চারিচক্ষু একত্র হইল। কাদম্বরী রাজকুমারকে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, 'কেয়ূরক যে অপরিচিত যুবা পুরুষের কথা কহিতেছিল, বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা! এরূপ সুন্দর ত কখন দেখি নাই। গন্ধর্ব্বনগরেও এরূপ রূপাতিশয় দেখিতে পাওয়া যায় না।' এইরূপে উভয়ের সৌন্দর্য্যে উভয়ের মন আকৃষ্ট হইল। কাদম্বরী নিমেষশূন্য-লোচনে চন্দ্রাপীড়ের রূপলাবণ্য বারংবার অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইলেন না। যতবার দেখেন, মনে মনে নব নব প্রীতি জন্মে।

বহুকালের পর প্রিয়সখী মহাশ্বেতাকে সমাগত দেখিয়া কাদম্বরী আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন ও সহসা গাত্রোত্থান করিয়া সস্নেহে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মহাশ্বেতাও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'সখি! ইনি ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ তারাপীড়ের পুত্র নাম চন্দ্রাপীড়। দিগ্বিজয়বেশে আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছেন। দর্শনমাত্র আমার নয়ন ও মন হরণ করিয়াছেন; কিন্তু কিরূপে হরণ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রজাপতির কি চমৎকার নির্ম্মাণ কৌশল! একস্থানে সমুদায় সৌন্দর্য্যের সুন্দররূপ সমাবেশ করিয়াছেন। ইনি বাস করেন বলিয়া মর্ত্যলোক এক্ষণে সুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হইয়াছে। তুমি কখন সকল বিদ্যার ও সমুদায় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ নাই, এই নিমিত্ত অনুরোধবাক্যে বশীভূত করিয়া ইঁহাকে এখানে আনিয়াছি; তোমার কথাও ইঁহার সাক্ষাতে বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। তুমি অদৃষ্টপূর্ব্ব, এই লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত এই অবিশ্বাস দূর করিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল এই শঙ্কা পরিহার করিয়া, অসঙ্কুচিত ও নিঃশঙ্কচিত্তে সুহৃদের ন্যায় ইঁহার সহিত বিশ্রব্ধ আলাপ কর।' এই বলিয়া মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের পরিচয় দিয়া দিলেন। মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী এক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। রাজকুমার অন্য এক সিংহাসনে বসিলেন। কাদম্বরীর সঙ্কেতমাত্র বেণুরব, বীণাশব্দ ও সঙ্গীত নিবৃত্তি হইল। মহাশ্বেতা স্নেহ-সংবলিত মধুর-বচনে কাদম্বরীর অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। কাদম্বরী বলিলেন, 'সকল কুশল।'

মনোভবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। প্রণয়পরাঙ্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণও উহার প্রভাবের অধীন হইল। কাদম্বরীর নিরুৎসুক চিত্তেও অনুরাগ অজ্ঞাতসারে প্রবেশিল। তিনি মহাশ্বেতার সহিত কথা কহেন ও ছলক্রমে এক একবার চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। মহাশ্বেতা উভয়ের ভাবভঙ্গী দ্বারা উভয়ের মনোগত ভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। কাদম্বরী তাম্বূল দিতে উদ্যত হইলে কহিলেন, 'সখি! চন্দ্রাপীড় আগন্তুক, আগন্তুকের সম্মান করা অগ্রে কর্ত্তব্য; চন্দ্রাপীড়ের হস্তে অগ্রে তাম্বূল প্রদান করিয়া অতিথি-সৎকার কর, পরে আমরা ভক্ষণ করিব।' কাদম্বরী ঈষৎ হাস্য করিয়া মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, 'প্রিয়সখি! অপরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতে আমার সাহস হয় না। লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বূল দিতে বারণ করিতেছে; এতএব আমার হইয়া তুমি রাজকুমারের করে তাম্বূল প্রদান কর।' মহাশ্বেতা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনিই সম্পাদন কর।" বারংবার অনুরোধ করাতে কাদম্বরী অগত্যা কি করেন, লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হইয়া তাম্বূল দিবার নিমিত্ত কর প্রসারণ করিলেন। চন্দ্রাপীড়ও হস্ত বাড়াইয়া তাম্বূল ধরিলেন।

এই অবসরে একটী শারিকা আসিয়া ক্রোধভরে কহিল, 'ভর্ত্তৃদারিকে! এই দুর্ব্বিনীত বিহগাধমকে কেন নিবারণ করিতেছ না? যদি এ আমার গাত্র স্পর্শ করে, শপথ করিয়া বলিতেছি, এ প্রাণ রাখিব না।' কাদম্বরী শারিকার প্রণয়কোপের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। মহাশ্বেতা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, শারিকা কি বলিতেছে এই কথা মদনলেখাকে জিজ্ঞাসিলেন। মদনলেখা হাসিয়া বলিল, 'কাদম্বরী পরিহাস নামক শুকের সহিত কালিন্দীনাম্নী এই শারিকার বিবাহ দিয়াছেন। অদ্য প্রভাতে তমালিকার প্রতি পরিহাসকে পরিহাস করিতে দেখিয়া শারিকা ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া আর উহার সহিত কথা কহে না; উহাকে দেখিতে পারে না এবং স্পর্শও করে না। আমরা সান্ত্বনাবাক্যে অনেক বুঝাইয়াছি, কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না।' চন্দ্রাপীড় হাসিয়া কহিলেন, 'হাঁ, আমিও শুনিয়াছি, পরিহাস তমালিকার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। ইহা জানিয়া শুনিয়া শারিকাকে সেই বিহগাধমের হস্তে সমর্পণ

করা অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। যাহা হউক, অন্ততঃ সেই দুর্ব্বিনীত দাসীকে এক্ষণে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করা উচিত।”

এইরূপ নানা হাস্য পরিহাস হইতেছে, এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া বলিল, ‘মহাশ্বেতে! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও মহিষী মদিরা আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।’ মহাশ্বেতা তথায় যাইবার সময় কাদম্বরীকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘সখি! চন্দ্রাপীড় এক্ষণে কোথায় থাকিবেন?’ কাদম্বরী কহিলেন, ‘প্রিয়সখি! কি জন্য তুমি এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? দর্শন অবধি আমি চন্দ্রাপীড়কে মন, প্রাণ, গৃহ, পরিজন সমুদয় সমর্পণ করিয়াছি। ইনি সমুদায় বস্তুর অধিকারী হইয়াছেন। যেখানে রুচি হয়, থাকুন।’ তোমারি প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী ঐ প্রমোদবনে ক্রীড়াপর্ব্বতের প্রস্থদেশস্থ মণিমন্দিরে গিয়া চন্দ্রাপীড় অবস্থান করুন’—এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতা চলিয়া গেলেন। বিনোদের নিমিত্ত কতিপয় বীণাবাদিকা ও গায়িকা সমভিব্যাহারে দিয়া কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়কে তথায় যাইতে কহিলেন। কেয়ূরক পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। তাঁহার গমনের পর কাদম্বরী শয্যায় নিপতিত হইয়া জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন লজ্জা আসিয়া কহিল, ‘চপলে! তুমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছ? আজি তোমার এরূপ চিত্তবিকার হইল কেন? কুলকুমারীদিগের এরূপ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।’ লজ্জা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে কহিলেন, ‘আমি মোহান্ধ হইয়া কি চপলতা প্রকাশ করিয়াছি! এক জন উদাসীন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে নিঃশঙ্কচিত্তে কত ভাব প্রকাশ করিলাম। তাঁহার চিত্তবৃত্তি, অভিপ্রায়, স্বভাব, কিছুই পরীক্ষা করিলাম না। তিনি কিরূপ লোক, কিছুই জানিলাম না। অথচ তাঁহার হস্তে মন, প্রাণ, সমুদায় সমর্পণ করিলাম। লোকে এই ব্যাপার শুনিলে আমাকে কি বলিবে? আমি সখীগণের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যাবৎ মহাশ্বেতা বৈধব্যদশার ক্লেশ ভোগ করিবেন, তত দিন সাংসারিক সুখে বা অলীক আমোদে অনুরক্ত হইব না। আমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ কোথায় রহিল? সকলেই আমাকে উপহাস করিবে সন্দেহ নাই। পিতা এই ব্যাপার শুনিয়া কি মনে করিবেন? মাতা কি ভাবিবেন? প্রিয়সখী মহাশ্বেতার নিকট কি বলিয়া মুখ দেখাইব? যাহা হউক, আমার অত্যন্ত লঘুহৃদয়তা ও চপলতা প্রকাশ হইয়াছে। বুঝি আমার চপলতা প্রকাশ করাইবার নিমিত্তই প্রজাপতি ও রতিপতি মন্ত্রণা পূর্ব্বক এই উদাসীন পুরুষকে এখানে পাঠাইয়া থাকিবেন। অন্তঃকরণে একবার অনুরাগসঞ্চার হইলে তাহা ক্ষালিত করা দুঃসাধ্য।’ কাদম্বরী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় প্রণয় যেন সহসা তথায় আসিয়া কহিল, ‘কাদম্বরি! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক অনুরাগে ও কপট মিত্রতায় বিরক্ত হইয়া চন্দ্রাপীড় এখান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন।’ গন্ধর্ব্বকুমারী তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; অমনি শয্যা হইতে ত্বরায় উঠিয়া গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক একদৃষ্টে ক্রীড়াপর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে প্রবেশিয়া শিলাতলবিন্যস্ত শয্যায় শয়ন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, ‘গন্ধর্ব্বরাজদুহিতা আমার প্রতি যেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, সে সকল কি তাঁহার স্বাভাবিক বিলাস, কি মকরকেতু আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রকাশ করাইলেন? তাঁহার তৎকালীন বিলাসচেষ্টা স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে। আমি যখন সেই সময় তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মুখ অবনত করিয়াছিলেন। যখন অন্যাসক্তদৃষ্টি হই, তখন আমার প্রতি কটাক্ষপাত পূর্ব্বক ছলক্রমে মন্দ মন্দ হাসিয়াছিলেন অনঙ্গ উপদেশ না দিলে এ সকল বিলাস প্রকাশ হয় না। যাহা হউক, অলীক সঙ্কল্পে প্রতারিত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। অগ্রে তাঁহার মন পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।’ এই স্থির করিয়া

সমভিব্যাহারিণী বীণাবাদিনী ও গায়িকাদিগকে গান-বাদ্য আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। গানভঙ্গ হইলে উপবনের শোভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত ক্রীড়াপর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিলেন। কাদম্বরী গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতে পাইয়া মহাশ্বেতার আগমনদর্শনচ্ছলে তথা হইতে প্রাসাদের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া হৃদয়বল্লভের প্রতি অনুরাগসঞ্চারের চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ অনঙ্গলীলা ও মনোহর বিলাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই এরূপ অন্যমনস্ক হইলেন যে, যে ব্যপদেশে প্রাসাদের শিখরদেশে উঠিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না। মহাশ্বেতা আসিয়া প্রতীহারী দ্বারা সংবাদ দিলে সৌধশিখর হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও স্নান ভোজন প্রভৃতি সমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন করিলেন।

চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে স্নান-ভোজন সমাপন করিয়া মরকত-শিলাতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তমালিকা, তরলিকা ও অন্যান্য পরিজন সমভিব্যাহারে কাদম্বরীর প্রধান পরিচারিকা মদলেখা আসিতেছে দেখিলেন। কাহারও হস্তে সুগন্ধি অনুরাগ, কাহারও করে মালতীমালা, কাহারও বা পাণিতলে ধবল দুকূল এবং একজনের করে এক ছড়া মুক্তার হার। ঐ হারের এরূপ উজ্জ্বল প্রভা যে চন্দ্রোদয়ে যেরূপ দিঙ্মণ্ডল জ্যোৎস্নাময় হয়, উহার প্রভায় সেইরূপ চতুর্দ্দিক্ আলোকময় হইয়াছে। মদলেখা সমীপবর্ত্তিনী হইলে চন্দ্রাপীড় যথোচিত সমাদর করিলেন। মদলেখা স্বহস্তে রাজকুমারের অঙ্গে অনুরাগ লেপন করিয়া দিল, বস্ত্রযুগল প্রদান করিল এবং গলে মালতীমালা সমর্পণ করিয়া কহিল, "রাজকুমার! আপনার আগমনে অনুগৃহীত, আপনার সরল স্বভাব ও প্রকৃতিমধুর ব্যবহারে বশীভূত এবং আপনার অহঙ্কারশূন্য সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া কাদম্বরী বয়স্যভাবে প্রণয়সঞ্চারের প্রমাণস্বরূপ এই হার প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আপনার ঐশ্বর্য্য বা সম্পত্তি দেখাইবার আশয়ে পাঠান নাই। ইহা কেবল শুদ্ধ সরলস্বভাবতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। রত্নাকর এই হার বরুণকে দিয়াছিলেন, বরুণ গন্ধর্ব্বরাজকে এবং গন্ধর্ব্বরাজ কাদম্বরীকে দেন। অমৃতমথনসময়ে দেবগণ ও অসুরগণ সাগরের অভ্যন্তর হইতে সমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল; এই নিমিত্ত এই হারের নাম শেষ। গগনমণ্ডলেই চন্দ্রের উদয় শোভাকর হয়, এই বিবেচনা করিয়া রাজকুমারের কণ্ঠে পরাইয়া দিবার নিমিত্ত এই হার পাঠাইয়াছেন।" এই বলিয়া চন্দ্রাপীড়ের কণ্ঠদেশে হার পরাইয়া দিল। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর সৌজন্য ও দাক্ষিণ্য এবং মদলেখার মধুর-বচনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমাদিগের গুণে অতিশয় বশীভূত হইয়াছি। কাদম্বরীর প্রসাদ বলিয়া হার গ্রহণ করিলাম।" অনন্তর সন্তোষজনক নানা কথা বলিয়া ও কাদম্বরীসম্বন্ধে নানা সংবাদ শুনিয়া মদলেখাকে বিদায় করিলেন।

কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়ের অদর্শনে অধীর হইয়া পুনর্ব্বার প্রাসাদের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, তিনিও উজ্জ্বল মুক্তাময় হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছেন। গন্ধর্ব্বনন্দিনী কুমুদিনীর ন্যায় চন্দ্রসদৃশ চন্দ্রাপীড়ের দর্শনে মুখবিকাশ প্রভৃতি নানা বিলাস বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাবসান হইল। সূর্য্যমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও গগন-মণ্ডল রক্তবর্ণ হইল। অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে দর্শনশক্তির হ্রাস হইয়া আসিল। কাদম্বরী সৌধশিখর হইতে ও চন্দ্রাপীড় ক্রীড়া-পর্বতের শিখরদেশ হইতে নামিলেন। ক্রমে সুধাংশু উদিত হইয়া সুধাময় দীধিতি দ্বারা পৃথিবীকে জ্যোৎস্নাময় করিলেন। চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে কেয়ূরক আসিয়া কহিল, "রাজকুমার! কাদম্বরী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।" তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সখীজন সমভিব্যাহারে সমাগত গন্ধর্ব্বরাজপুত্রীর যথোচিত সমাদর করিলেন। সকলে উপবিষ্ট

হইলে বিনীতভাবে কহিলেন, "দেবি! তোমার অনুগ্রহ ও প্রসন্নতা দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এরূপ প্রসাদ ও অনুগ্রহের উপযুক্ত কোন গুণ আমাতে দেখিতে পাই না। ফলতঃ এরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করা শুদ্ধ উদারস্বভাব ও সৌজন্যের কার্য্য সন্দেহ নাই।" কাদম্বরী তাঁহার বিনয়বাক্যে অতিশয় লজ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিয়া রহিলেন। অনন্তর ভারতবর্ষ, উজ্জয়িনী নগরী এবং চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু, বান্ধব, জনক জননী ও রাজ্যসংক্রান্ত নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে অনেক রাত্রি হইল। কেয়ূরককে চন্দ্রাপীড়ের নিকটে থাকিতে আদেশ করিয়া কাদম্বরী শয়নাগারে গমনপূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন; চন্দ্রাপীড়ও সুশীতল শিলাতলে শয়ন করিয়া কাদম্বরীর নিরভিমান ব্যবহার, মহাশ্বেতার নিষ্কারণ স্নেহ, কাদম্বরী-পরিজনের অকপট সৌজন্য, গন্ধর্ব্বনগরের রমণীয়তা ও সুখসমৃদ্ধি মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন।

তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে নিভৃত প্রদেশে নিদ্রা যাইবার নিমিত্তই যেন অস্তাচলের নির্জ্জন প্রদেশ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রভাতসমীরণ মালতীকুসুমের পরিমল গ্রহণ করিয়া সুপ্তোত্থিত মানবগণের মনে আহ্লাদ বিতরণ পূর্বক ইতস্ততঃ বহিতে লাগিল। প্রদীপের প্রভার আর প্রভাব রহিল না। পল্লবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুক্তার ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। তেজস্বীর অনুচরও অনায়াসে শত্রুবিনাশে সমর্থ হয়, যেহেতু, সূর্য্যসারথি অরুণ উদিত হইয়াই সমস্ত অন্ধকার নিরস্ত করিয়া দিলেন। শত্রুবিনাশে কৃতসঙ্কল্প লোকেরা রমণীয় বস্তুকেও অরাতিপক্ষপাতী দেখিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে, যেহেতু, অরুণ তিমিরবিনাশে উদ্যত হইয়া সুদৃশ্য তারাগণকেও অদৃশ্য করিয়া দিলেন। প্রভাতে কমল বিকসিত ও কুমুদ মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইলে উভয় কুসুমেরই সমান শোভা হইল এবং মধুকর কলরব করিয়া উভয়েতেই বসিতে লাগিল। অরুণোদয়ে তিমির নিরস্ত হইলে চক্রবাক প্রিয়তমার সন্নিধানে গমনের উদ্‌যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বিরহকাতরা চক্রবাকী প্রিয়তমের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দিবাকরের উদয়ের সময়ে বোধ হইল যেন, দিগঙ্গনারা সাগরগর্ভ হইতে সুবর্ণের রজ্জু দ্বারা হেমকলস তুলিতেছে। দিবাকরের লোহিত কিরণ জলে প্রতিফলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বাড়বানল সলিলের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া দিগ্বলয় দাহ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। চিরকাল কাহারও সমান অবস্থা থাকে না, প্রভাতে কুমুদবন শ্রীভ্রষ্ট, কমলবন শোভাবিশিষ্ট, শশী অস্তগত, রবি উদিত, চক্রবাক প্রীত ও পেচক বিষণ্ণ হইয়া যেন ইহাই প্রকাশ করিতে লাগিল।

চন্দ্রাপীড় গাত্রোত্থান পূর্বক মুখ ধৌত করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন; কাদম্বরী কোথায় আছেন, জানিবার নিমিত্ত কেয়ূরককে পাঠাইলেন। কেয়ূরক প্রত্যাগত হইয়া কহিল, 'মন্দর-প্রাসাদের নিম্নদেশে অঙ্গনসৌধবেদিকায় মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী বসিয়া আছেন।' চন্দ্রাপীড় তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ বা রক্তপটব্রতধারিণী, কেহ বা পাশুপতব্রতচারিণী তাপসী; বুদ্ধ, জিন, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি নানা দেবতার স্তুতিপাঠ করিতেছেন। মহাশ্বেতা সাদর-সম্ভাষণ ও আসনদান দ্বারা দর্শনাগত গন্ধর্ব্বপুরস্ত্রীদিগের সম্মাননা করিতেছেন। কাদম্বরী মহাভারত শুনিতেছেন। তথায় আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাশ্বেতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কাদম্বরীকে কহিলেন, 'সখি! সঙ্গিগণ রাজকুমারের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন, ইনিও তাহাদের নিকট যাইতে নিতান্ত উৎসুক। কিন্তু তোমার গুণে ও সৌজন্যে বশীভূত হইয়া যাইবার কথা উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না। অতএব অনুমতি কর, ইনি তথায় গমন করুন।

ভিন্নদেশবর্ত্তী হইলেও কমলিনী ও কমলবান্ধবের ন্যায় এবং কুমুদিনী ও কুমুদনাথের ন্যায় তোমাদিগের পরস্পর প্রীতি অবিচলিত ও চিরস্থায়িনী হউক।'

'সখি! আমি দর্শন অবধি রাজকুমারের অধীন হইয়াছি, অনুরোধের প্রয়োজন কি? রাজকুমার যাহা আদেশ করিবেন, তাহাতেই সম্মত আছি।' কাদম্বরী এই কথা কহিয়া 'গন্ধর্ব্বকুমারদিগকে ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, 'তোমরা রাজকুমারকে আপন স্কন্ধাবারে রাখিয়া আইস।' চন্দ্রাপীড গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিনয় বাক্যে মহাশ্বেতার নিকট বিদায় লইলেন। অনন্তর কাদম্বরীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'দেবি! বহুভাষী লোকের কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। অতএব অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। পরিজনের কথা উপস্থিত হইলে আমাকেও একজন পরিজন বলিয়া স্মরণ করিও' এই বলিয়া অন্তঃপুরের বহির্গত হইলেন। কাদম্বরী প্রেমস্নিগ্ধ চক্ষু দ্বারা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। পরিজনেরা বহিস্তোরণ পর্য্যন্ত অনুগমন করিল।

কন্যাজনেরা বহিস্তোরণের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। চন্দ্রাপীড কেয়ূরক কর্তৃক আনীত ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ করিয়া কাদম্বরীপ্রেষিত গন্ধর্ব্বকুমারগণ সমভিব্যাহারে হেমকূটের নিকট দিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে যাইতে সেই পরমসুন্দরী গন্ধর্ব্বকুমারীকে কেবল অন্তঃকরণমধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন, এমন নহে, কিন্তু চতুর্দ্দিক তন্ময়ী দেখিলেন। 'তোমার বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিব না' বলিয়া যেন কাদম্বরী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। 'কোথায় যাও, যাইতে পাইবে না' বলিয়া যেন সম্মুখে পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন দেখিলেন। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই কাদম্বরীর রূপলাবণ্য দেখিতে পান। ক্রমে অচ্ছোদসরোবরের তীরে সন্নিবিষ্ট মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ইন্দ্রায়ুধের খুরচিহ্ন অনুসারে অনেক দূর যাইয়া আপন স্কন্ধাবার দেখিতে পাইলেন। গন্ধর্ব্বরাজকুমারকে সমাগত দেখিয়া সকলে অতিশয় আহ্লাদিত হইল। পত্রলেখা ও বৈশম্পায়নের সাক্ষাতে গন্ধর্ব্বলোকের সমুদায় সমৃদ্ধি বর্ণন করিলেন। মহাশ্বেতা অতি মহানুভবা, কাদম্বরী পরমসুন্দরী, গন্ধর্ব্বলোকের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, এইরূপ নানা কথা প্রসঙ্গে দিবাবসান হইল। কাদম্বরীর রূপলাবণ্য চিন্তা করিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতকালে পটমণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেয়ূরক আসিয়া প্রণাম করিল। রাজকুমার প্রথমতঃ অপাঙ্গবিস্তৃত নেত্রযুগল দ্বারা, তদনন্তর প্রসারিত বাহুযুগল দ্বারা কেয়ূরককে আলিঙ্গন করিয়া মহাশ্বেতা, কাদম্বরী এবং কাদম্বরীর সখীজন ও পরিজনদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। কেয়ূরক কহিল, 'রাজকুমার! এত আদর করিয়া যাহাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাদিগের কুশল সন্দেহ কি! কাদম্বরী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অনুনয় পূর্ব্বক এই বিলেপন ও এই তাম্বুল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহাশ্বেতা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, 'রাজকুমার! যাহারা আপনাকে নেত্রপথের অতিথি করে নাই, তাহারাই ধন্য ও সুখে কালযাপন করিতেছে। যে গন্ধর্ব্বনগর আপনি উৎসবময় ও আনন্দময় দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক্ষণে আপনার বিরহে দীনবেশ ধারণ করিয়াছে। আমি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজকুমারকে বিস্মৃত হইবার চেষ্টা পাইতেছি, কিন্তু আমার মন বারণ না মানিয়া সেই মুখচন্দ্র দেখিতে উৎসুক। কাদম্বরী দিবসবিভাবরী আপনার প্রফুল্ল মুখকমল স্মরণ করিয়া অতিশয় অসুস্থ হইতেছেন। অতএব আর একবার গন্ধর্ব্বনগরে পদার্পণ করিলে সকলে চরিতার্থ হই।' শেষনামক হার শয্যায় বিস্মৃত হইয়া ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও আপনাকে দিবার নিমিত্ত এই চামরধারিণীর করে

পাঠাইয়াছেন। কেয়ূরকের মুখে কাদম্বরীর ও মহাশ্বেতার সন্দেশবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার অতিশয় আনন্দিত হইলেন; স্বহস্তে হার, বিলেপন ও তাম্বূল গ্রহণ করিলেন।' অনন্তর কেয়ূরকের সহিত মন্দুরায় গমন করিলেন। যাইতে যাইতে পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না মুখ ফিরাইয়া বারংবার দেখিতে লাগিলেন। প্রতীহারীরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া পরিজনদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিল, আপনারাও সঙ্গে না গিয়া দূরে দণ্ডায়মান রহিল। চন্দ্রাপীড় কেবল কেয়ূরকের সহিত মন্দুরায় প্রবেশিয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেয়ূরক! বল, আমি তথা হইতে বহির্গত হইলে গন্ধর্ব্বরাজকুমারী কিরূপে অতিবাহিত করিলেন? মহাশ্বেতা কি বলিলেন? পরিজনেরাই বা কে কি কহিল? আমার কোন কথা হইয়াছিল কি না।'

কেয়ূরক কহিল, 'রাজকুমার! শ্রবণ করুন, আপনি গন্ধর্ব্বনগরের বহির্গত হইলে কাদম্বরী পরিজন সমভিব্যাহারে প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া আপনার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আপনি নেত্রপথের অগোচর হইলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর তথা হইতে নামিয়া, যেখানে আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়াপর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় যাইয়া, চন্দ্রাপীড় এই শিলাতলে বসিয়াছিলন, এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন, এই স্থানে ভোজন করিয়াছিলেন, এই মরকতশিলায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে দিবস অতিবাহিত হইল। দিবাবসানে মহাশ্বেতার অনেক প্রযত্নে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রবি অস্তগত হইলেন; ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। নেত্র মুকুলিত করিয়া কপোলে করপ্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে অতি কষ্টে শয়নাগারে প্রবেশিলেন। প্রবেশমাত্রে শয়নাগার কারাগার বোধ হইল। সুশীতল কোমল শয্যাও উত্তপ্ত বালুকার ন্যায় গাত্র দাহ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে না হইতেই আমাকে ডাকাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।'

গন্ধর্ব্বকুমারীর পূর্ব্বরাগজনিত বিষম দশার আবির্ভাব শ্রবণে আহ্লাদিত ও কাতর হইয়া রাজকুমার আর চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। বৈশম্পায়নকে স্কন্ধাবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া পত্রলেখার সহিক ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বনগরে চলিলেন। কাদম্বরীর বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে নামিলেন। সম্মুখাগত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, 'গন্ধর্ব্বরাজকুমারী কাদম্বরী কোথায়?' সে প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, 'ক্রীড়াপর্ব্বতের নিকটে দীর্ঘিকাতীরস্থিত হিমগৃহে অধিষ্ঠান করিতেছেন।' কেয়ূরক পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার প্রমোদবনের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া দেখিলেন, কদলীদল ও তরুপল্লবের শোভায় দিঙ্মণ্ডল হরিদ্বর্ণ হইয়াছে। তরুগণ বিকসিত কুসুমে আলোকময় ও সমীরণ কুসুমসৌরভে সুগন্ধময়। চতুর্দ্দিকে সরোবর, অভ্যন্তরে হিমগৃহ। বোধ হয় যেন, বরুণ জলক্রীড়া করিবার নিমিত্ত ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় প্রবেশমাত্র বোধ হয় যেন, তুষারে অবগাহন করিতেছি। ঐ গৃহে সুশীতলশিলাতলবিন্যস্ত শৈবাল ও নলিনীদলের শয্যায় শয়ন করিয়াও কাদম্বরীর গাত্রদাহ নিবারণ হইতেছে না, প্রবেশিয়া দেখিলেন। কাদম্বরী রাজকুমারকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া যথোচিত সমাদর করিলেন। মেঘাগমে চাতকীর যেরূপ আহ্লাদ হয়, চন্দ্রাপীড়ের আগমনে কাদম্বরী সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে 'ইনি রাজকুমারের তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী ও পরম প্রীতিপাত্র, ইহার নাম পত্রলেখা,' এই বলিয়া কেয়ূরক পত্রলেখার পরিচয় দিল। পত্রলেখা বিনীতভাবে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীকে প্রণাম করিল, তাঁহারা যথোচিত

সমাদর ও সম্ভাষণপূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া আপন সমীপদেশে বসাইলেন এবং সখীর ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাপীড় চিত্ররথতনয়ার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া মনে মনে কহিলেন,'আমার হৃদয় কি দুর্ব্বিদগ্ধ! মনোরথ ফলোন্মুখ হইয়াছে, তথাপি বিশ্বাস করিতেছে না। ভাল, কৌশল করিয়া দেখা যাউক।' এই স্থির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবি! তোমার এরূপ অপরূপ ব্যাধি কোথা হইতে সমুত্থিত হইল? তোমাকে আজি এরূপ দেখিতেছি কেন? মুখকমল মলিন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না। যদি আমা হইতে এ রোগের প্রতীকারের কোন সম্ভাবনা থাকে, এখনই বল। আমার দেহদান বা প্রাণদান করিলেও যদি সুস্থ হও, আমি এখনই দিতে প্রস্তুত আছি।" কাদম্বরী বালা ও স্বভাবমুগ্ধা হইয়াও অনঙ্গের উপদেশপ্রভাবে রাজকুমারের বচনচাতুরীর যথার্থ ভাবার্থ বুঝিলেন। কিন্তু লজ্জাপ্রযুক্ত বাক্য দ্বারা উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া সমুচিত উত্তর প্রদান করিলেন। মদলেখা তাহারই ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়া কহিল, "রাজকুমার! কি বলিব, আমরা এরূপ অপরূপ ব্যাধি ও অদ্ভুত সন্তাপ কখন কাহারও দেখি নাই। সন্তাপিত ব্যক্তির নলিনীকিসলয় হুতাশনের ন্যায়, জ্যোৎস্না উত্তাপের ন্যায়, সমীরণ বিষের ন্যায় বোধ হয়, ইহা আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই। জানি না, এ রোগের কি ঔষধ আছে।" প্রণয়োন্মুখ যুবজনের অন্তঃকরণ কি সন্দিগ্ধ! কাদম্বরীর সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া ও মদলেখার সেইরূপ উত্তর শুনিয়াও চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত সন্দেহদোলা হইতে নিবৃত্ত হইল না। তিনি ভাবিলেন, 'যদি আমার প্রতি কাদম্বরীর যথার্থ অনুরাগ থাকিত, এ সময় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতেন।' এই স্থির করিয়া মহাশ্বেতার সহিত মধুরালাপগর্ভ নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণকাল ক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার স্কন্ধাবারে চলিয়া গেলেন। কাদম্বরীর অনুরোধে কেবল পত্রলেখা তথায় থাকিল।

চন্দ্রাপীড় স্কন্ধাবারে প্রবেশিয়া উজ্জয়িনী হইতে আগত এক বার্ত্তাবহকে দেখিতে পাইলেন। প্রীতিবিস্ফারিত লোচনে পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, প্রজা, পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। সে প্রণতিপূর্ব্বক দুইখানি লিখন তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ পিতৃপ্রেরিত পত্রিকা অগ্রে পাঠ করিয়া তদনন্তর শুকনাস-প্রেরিত পত্রের অর্থ অবগত হইলেন। পত্রে এই লিখিত ছিল, "বহু দিবস হইল, তোমরা বাটী হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল তোমাদিগকে না দেখিয়া আমরা অতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়াছি। পত্রপাঠমাত্র উজ্জয়িনীতে না পৌছিলে আমাদিগের উদ্বেগ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।" বৈশম্পায়নও যে দুইখানি পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতেও এইরূপ লিখিত ছিল। যুবরাজ পত্র পাইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি করি, একদিকে গুরুজনের আজ্ঞা, আর দিকে প্রণয়প্রবৃত্তি। গন্ধর্ব্বরাজতনয়া কথা দ্বারা অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ভাবভঙ্গীর দ্বারা বিলক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ তিনি অনুরাগিণী না হইলে আমার অন্তঃকরণ কেন তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে পিতার আদেশ অতিক্রম করা হইতে পারে না। এই স্থির করিয়া সমীপস্থিত বলাহকের পুত্র মেঘনাদকে কহিলেন, "মেঘনাদ! পত্রলেখাকে সমভিব্যাহারে করিয়া কেয়ূরক এই স্থানে আসিবে। তুমি দুই এক দিন বিলম্ব কর, পত্রলেখা আসিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাইবে এবং কেয়ূরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় বাটী যাইতে হইল। এজন্য কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় না হওয়াই ভাল ছিল। আলাপ-পরিচয় হওয়াতে কেবল পরস্পর যাতনা সহ্য করা বই আর কিছুই ভাল দেখিতে পাই না। যাহা হউক, গুরুজনের আজ্ঞার অধীন হইয়া আমার শরীর উজ্জয়িনীতে

চলিল, অন্তঃকরণ যে গন্ধর্ব্বনগরে রহিল, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। অসজ্জনের নাম উল্লেখ করিবার সময় আমাকেও যেন এক একবার স্মরণ করেন।" মেঘনাদকে এই কথা বলিয়া বৈশম্পায়নকে কহিলেন, "আমি অগ্রসর হইলাম, তুমি রীতিপূর্ব্বক স্কন্ধাবার হইয়া আইস।"

রাজকুমার পার্শ্ববর্ত্তী বার্ত্তাবহকে উজ্জয়িনীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন। কতিপয় অশ্বারোহীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে প্রকাণ্ড পাদপ ও লতামণ্ডলীসমাকীর্ণ নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবেশিলেন। কোন স্থানে গজভগ্ন বৃক্ষশাখা পতিত হওয়াতে পথ বক্র ও দুর্গম হইয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষমণ্ডলীর শাখা-সকল পরস্পর সংলগ্ন ও মূলদেশে পরস্পর মিলিত হওয়াতে দুষ্প্রবেশ দুর্গ সংস্থাপিত রহিয়াছে! স্থানে স্থানে এক একটা কূপ, উহার মুখ লতাজালে এরূপ আচ্ছন্ন যে, পথিকেরা জল তুলিবার নিমিত্ত লতা দ্বারা যে রজ্জু রচনা করিয়াছিল, কেবল তাহার দ্বারাই অনুমিত হয়।" মধ্যে মধ্যে গিরিনদী আছে, কিন্তু জল নাই। তৃষ্ণার্ত্ত পথিকেরা উহার শুষ্ক প্রবেশ খনন করাতে ছোট ছোট কূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর কান্তার অতিক্রম করিতে দিবাবসান হইল। দূর হইতে দেখিলেন, সম্মুখে এক রক্তবর্ণ পতাকা সান্ধ্য-সমীরণে উড্ডীন হইতেছে।

রাজকুমার সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দ্দিক খর্জ্জুর বৃক্ষের বন, মধ্যে এক মন্দিরে ভগবতী চণ্ডিকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে। রক্তচন্দনলিপ্ত রক্তোৎপল ও বিল্বদল সম্মুখে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; দ্রাবিড়দেশীয় এক ধার্ম্মিক তথায় উপবেশন করিয়া কখন বা যক্ষকন্যার মনে অনুরাগ সঞ্চারের নিমিত্ত রুদ্রাক্ষমালা জপ, কখন বা দুর্গার স্তুতি পাঠ করিতেছেন। তিনি জরাজীর্ণ, কালগ্রাসে পতিত হইবার অধিক বিলম্ব নাই, তথাপি ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট কখন বা দক্ষিণাপথের অধিরাজ্য, কখন বা ভূমণ্ডলের আধিপত্য কামনা করিতেছেন; কখন বা প্রেয়সী-বশীকরণ তন্ত্রমন্ত্র শিখিতেছেন ও তীর্থদর্শনসমাগতা বৃদ্ধা পরিব্রাজিকাদিগের অঙ্গে বশীকরণচূর্ণ নিক্ষেপ করিতেছেন; কখন বা হস্ত বাজাইয়া মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক মশকের ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দে গান করিতেছেন। জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি যেরূপ একস্থানে সমুদায় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহার কৌশলের সমুদায় বৈরূপ্যও একস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। দ্রাবিড়দেশীয় ধার্ম্মিকই তাহার প্রমাণস্বরূপ। তিনি কাণা, খঞ্জ, বধির ও রাত্র্যন্ধ; এরূপ লম্বোদর যে, রাক্ষসের ন্যায় রাশি রাশি ভোজন করিয়াও উদর পূর্ণ হয় না। শুষ্কলতারচিত পুষ্পকরণ্ডক ও আঙ্কুশিক লইয়া বনে বনে ভ্রমণ ও বৃক্ষে বৃক্ষে আরোহণ করাতে বানরগণ কুপিত হইয়া তাঁহার নাসা কর্ণ ছিন্ন করিয়াছে এবং ভল্লুকের তীক্ষ্ণ নখে গাত্র ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। রাজকুমারের লোকজন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাদের সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন।

চন্দ্রাপীড় মন্দিরের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তুরঙ্গম হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভক্তিভাবে দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। কাদম্বরীর বিরহে তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল, দ্রাবিড়দেশীয় ধার্ম্মিকের আমোদজনক ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তিনি স্বয়ং তাঁহার জন্মভূমি, জাতি, বিদ্যা, পুত্র, বিভব, বিষয় ও প্রব্রজ্যার কারণ সমুদায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ধার্ম্মিক আপনার শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, রূপ, গুণ ও বুদ্ধিমত্তার এরূপে পরিচয় দিলেন যে, তাহা শুনিয়া কেহ হাস্য নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। অনন্তর রবি অস্তগত হইলে অগ্নি জ্বালিয়া ও ঘোটকের পর্য্যাণ বৃক্ষশাখায় রাখিয়া সকলে নিদ্রা গেলে রাজকুমার শয়ন করিয়া কেবল গন্ধর্ব্বনগর চিন্তা করিতে লাগিলেন; প্রভাতে চণ্ডিকার উপাসককে যথেষ্ট ধন দিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

কতিপয় দিনে উজ্জয়িনীনগরে পৌঁছিলেন। রাজকুমারের আগমনে নগর আনন্দময় হইল। তারাপীড় চন্দ্রাপীড়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সভাস্থ রাজমণ্ডলী সমভিব্যাহারে স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন করিলেন। প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীর শীতল হইল। যুবরাজ তথা হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া প্রথমতঃ জননীকে, অনন্তর অবরোধ-কামিনীদিগকে একে একে প্রণাম করিলেন। পরে অমাত্যের ভবনে গমন করিয়া শুকনাস ও মনোরমার চরণবন্দনা পূর্ব্বক, বৈশম্পায়ন পশ্চাৎ আসিতেছেন সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন। বাটী আসিয়া জননীর নিকট আহারাদি সমাপন করিয়া, অপরাহ্নে শ্রীমণ্ডপে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তথায় জীবিতেশ্বরী গন্ধর্ব্বরাজকুমারীর মোহিনী মূর্ত্তি স্মৃতিপথারূঢ় হইল; পত্রলেখা আসিলে প্রিয়তমার সংবাদ পাইব, এইমাত্র আশা অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন পরে মেঘনাদ ও পত্রলেখা আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পত্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখা কহিলেন 'সকলেই কুশলে আছেন।' প্রিয়তমার সংক্ষেপ সংবাদ শ্রবণে যুবরাজের মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "পত্রলেখে! আমি তথা হইতে আগমন করিলে তুমি তথায় কত দিন ছিলে, গন্ধর্ব্বরাজপুত্রী কিরূপ তোমার আদর করিয়াছিলেন, কি কি কথা হইয়াছিল? সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণনা কর।' পত্রলেখা কহিল, 'শ্রবণ করুন। আপনি আগমন করিলে আমি তথায় যে কয়েক দিন ছিলাম, গন্ধর্ব্বকুমারীর নব নব প্রসাদ অনুভব করিতাম। আমোদ-আহ্লাদে পরম সুখে দিবস অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি আমা ব্যতিরেকে এক দণ্ডও থাকিতেন না; যেখানে যাইতেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সর্ব্বদা আমার চক্ষুর উপর তাঁহার নয়নোৎপল ও আমার করে তাঁহার পাণিপল্লব থাকিত। একদা প্রমোদবনবেদিকায় আরোহণ পূর্ব্বক কিছু বলিতে অভিলাষ করিয়া বিষণ্ণবদনে আমার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মনে কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হওয়াতে তাঁহার কম্পিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদজল নিঃসৃত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দেবি! কি বলিতেছিলেন, বলুন।' কিন্তু তাঁহার কথাস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। 'এ কি! অকস্মাৎ এরূপ দুঃখের কারণ কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কহিলেন, 'পত্রলেখে! দর্শন অবধি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হইয়াছ। আমার হৃদয় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে; কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছি। তোমাকে মনের কথা না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? প্রিয়সখীকে আত্মদুঃখে দুঃখিত না করিয়া আর কাহাকে আত্মদুঃখে দুঃখিত করিব? কুমার চন্দ্রাপীড় লোকের নিকট আমাকে নিন্দনীয় করিলেন ও বৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলেন। কুমারীজনের কুসুমসুকুমার অন্তঃকরণ যুবজনেরা বলপূর্ব্বক আক্রমণ করে, কিছুমাত্র দয়া করে না। এক্ষণে গুরুজনের অনুমোদিত পথে পদার্পণ করিয়া কিরূপে নিষ্কলঙ্ক কুলে জলাঞ্জলি প্রদান করি? কুলক্রমাগত লজ্জা ও বিনয়ই বা কিরূপে পরিত্যাগ করি? যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা, জন্মান্তরে যেন তোমাকে প্রিয়সখীরূপে প্রাপ্ত হই। আমি প্রাণত্যাগ দ্বারা কুলের কলঙ্ক নিবারণ করিব, অভিলাষ করিয়াছি।'

আমি তাঁহার দুরবগাহ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া বিষণ্ণবদনে বিজ্ঞাপন করিলাম, 'দেবি! যুবরাজ কি অপরাধ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে এত তিরস্কার করিতেছেন কেন?' এই

কথা শুনিয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, 'ধূর্ত্ত প্রতিদিন স্বপ্নাবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে কত কুপ্রবৃত্তি দেয়, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। কখন সঙ্কেতস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মদনলেখন প্রেরণ করে; কখন বা দূতীমুখে নানা অসৎপ্রবৃত্তি দেয়। আমি ক্রোধান্ধ হইয়া অমনি জাগরিত হই ও চক্ষু উন্মীলন করি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই না। কাহাকে তিরস্কার করি, কাহাকেই বা নিষেধ করি, কিছুই বুঝিতে পারি না।' এই কথা দ্বারা অনায়াসে কাদম্বরীর সঙ্কল্প ব্যক্ত হইল। তখন আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম, 'দেবি! একজনের অপরাধে অন্যের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়। আপনি দুরাত্মা কুসুমচাপের চাপল্যে প্রতারিত হইয়াছেন, চন্দ্রাপীড়ের কিছুমাত্র অপরাধ নাই।'

'কুসুমচাপই হউক, আর যেই হউক, তাহার রূপ, গুণ, স্বভাব কি প্রকার বর্ণনা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারি, কে আমাকে এত যাতনা দিতেছে।' তিনি এই কথা কহিলে বলিলাম, 'সে দুরাত্মা অনঙ্গ; তাহার রূপ কোথায়? সে জ্বালাবতী ও ধূমপটল বিস্তার না করিয়াও সন্তাপ প্রদান ও অশ্রুপাতন করে। ত্রিভুবনে প্রায় এরূপ লোক নাই, যাহাকে তাহার শরের শরব্য হইতে না হয়।' 'কুসুমচাপের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিলে, বোধ হয়, আমি তাহার বাণপাতের পথবর্ত্তী হইয়া থাকিব। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, উপদেশ দাও।' এই কথা শুনিয়া আমি প্রবোধবাক্যে বলিলাম, 'দেবি! কত শত বিখ্যাত অবলাগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বয়ম্বরবিধানে প্রযুক্ত হইয়া আপন অভিলাষ সম্পাদন করিয়া থাকেন; অথচ লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়েন না। আপনিও স্বয়ম্বরবিধানের আয়োজন করুন ও একখানি পত্রিকা লিখিয়া দেন। সেই পত্রিকা দেখাইয়া আমি রাজকুমারকে আনিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি।' এই কথায় অতিশয় হৃষ্ট হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়া কহিলেন, 'তাহারা অতিশয় সাহসকারিণী, যাহারা স্বয়ম্বরে প্রবৃত্ত হয় ও মনোগত কথা প্রিয়তমের নিকট বলিয়া পাঠায়। কুমারীজনের এতাদৃশ প্রাগল্ভ্য ও সাহস কোথা হইতে হইবে? কি কথাই বা বলিয়া পাঠাইব? তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এ কথা বলা পৌনরুক্ত। আমি তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, বেশ বনিতারাই ইহা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া থাকে। তোমা ব্যতিরেকে আমি জীবিত থাকিতে পারি না, এ কথা অনুভববিরুদ্ধ অবিশ্বাস্য। যদি তুমি না আইস, আমি স্বয়ং তোমার নিকট যাইব, এ কথায় চাপল্য প্রকাশ হয়। প্রাণপরিত্যাগ দ্বারা প্রণয় প্রকাশ করিতেছি, এ কথা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয়। অবশ্য একবার আসিবে, এ কথা বলিলে গর্ব্বপ্রকাশ হয়। তিনি এখানে আসিলেই বা কি হইবে? যখন হিমগৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কত কথা কহিলেন, আমি তাঁহার সমক্ষে একটি মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আমার সেই মুখ, সেই অন্তঃকরণ, কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলেই যে মনোগত অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রণয়-পাশে বদ্ধ করিতে পারিব, তাহারই বা প্রমাণ কি? যাহা হউক, এক্ষণে সখীজনের যাহা কর্ত্তব্য কর।' এই বলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ফলতঃ গন্ধর্ব্বরাজকুমারীর সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া তৎকালে তথা হইতে আপনার প্রত্যাগমন করায় নিতান্ত নিঃস্নেহতা প্রকাশ পাইয়াছে। এটি যুবরাজের উপযুক্ত কর্ম্ম হয় নাই। এই কথা বলিয়া পত্রলেখা ক্ষান্ত হইল।

চন্দ্রাপীড় স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতি হইয়াও কাদম্বরীর আদ্যোপান্ত বিরহবৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় অধীর হইলেন; এমন সময়ে প্রতীহারী আসিয়া কহিল, 'যুবরাজ! পত্রলেখা আসিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া দেবী পত্রলেখার সহিত আপনাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। অনেকক্ষণ আপনাকে দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছেন।' চন্দ্রাপীড় মনে মনে কহিলেন, 'কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত!

একদিকে গুরুজনের স্নেহ, আর দিকে প্রিয়তমের অনুরাগ! মাতা না দেখিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না, কিন্তু পত্রলেখার মুখে প্রাণেশ্বরীর যে সংবাদ শুনিলাম, ইহাতে আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। কি করি, কাহার অনুরোধ রাখি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিলেন। গন্ধর্ব্বনগরে কিরূপে যাইবেন, দিনযামিনী এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কতিপয় বাসর অতীত হইলে একদা বিনোদের নিমিত্ত শিপ্রানদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অতি দূরে কতকগুলি অশ্বারোহী আসিতেছে। তাহারা নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, অগ্রে কেয়ূরক পশ্চাতে কতিপয় গন্ধর্ব্বদারক। রাজকুমার কেয়ূরককে অবলোকন করিয়া পরম পুলকিত হইলেন এবং প্রসারিত ভুজযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া সাদর সম্ভাষণে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন। অনন্তর তথা হইতে বাটী আসিয়া নির্জ্জনে গন্ধর্ব্বকুমারীর সন্দেহবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে কেয়ূরক কহিল, আমাকে তিনি কিছুই বলিয়া দেন নাই. আমি মেঘনাদের নিকট পত্রলেখাকে রাখিয়া ফিরিয়া গেলাম এবং রাজকুমার উজ্জয়িনী গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ দিলাম।' মহাশ্বেতা শুনিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল এইমাত্র কহিলেন, 'হাঁ, উপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে' এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন। কাদম্বরী শুনিবামাত্র নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন করিয়া মদলেখাকে কহিলেন, 'মদলেখে! চন্দ্রাপীড় যে কর্ম্ম করিয়াছেন, আর কেহ কি এরূপ করিতে পারে?' এইমাত্র বলিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তদবধি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই। পরদিন প্রভাতকালে আমি তথায় গিয়া দেখিলাম, কাদম্বরী সংজ্ঞাশূন্য, কেহ কথা কহিলে উত্তর দিতেছেন না। কেবল নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে। আমি তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাঁহাকে না বলিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি।'

গন্ধর্ব্বকুমারীর বিরহবৃত্তান্ত শুনিতেছেন, এমন সময় মূর্চ্ছা রাজকুমারের চেতনা হরণ করিল। সকলে সসম্ভ্রমে তালবৃন্ত বীজন ও শীতল চন্দনজল সেচন করাতে অনেকক্ষণের পর চেতন হইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, 'কাদম্বরীর মন আমার প্রতি এরূপ অনুরক্ত, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। এক্ষণে কি করি, কি উপায়ে প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা হয়! বুঝি দুরাত্মা বিধি বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটাইয়া আমাকে মহাপাপে লিপ্ত ও কলঙ্কিত করিবার মানস করিয়াছে! এ সকল দৈববিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। নতুবা নিরর্থক কিন্নরমিথুনের অনুসরণে কেন প্রবৃত্তি হইবে, অচ্ছোদসরোবরেই বা কেন যাইব, মহাশ্বেতার সঙ্গেই বা কেন সাক্ষাৎ হইবে, গন্ধর্ব্বনগরেই বা কি জন্য গমন করিব, আমার প্রতি কাদম্বরীর অনুরাগসঞ্চারই বা কেন হইবে? এ সকল বিধাতার চাতুরী সন্দেহ নাই। নতুবা অসম্ভাবিত ও স্বপ্নকল্পিত ব্যাপার সকল কিরূপে সংঘটিত হইল? এইরূপ ভাবিতে দিবাবসান হইল। নিশা উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, 'কেয়ূরক! তোমার কি বোধ হয়, আমাদিগের গমন পর্য্যন্ত কাদম্বরী জীবিত থাকিবেন? তাঁহার সেই পরম সুন্দর মুখচন্দ্র আর কি দেখিতে পাইব?' কেয়ূরক কহিল, 'রাজকুমার! এই সংসারে আশাই জীবনের মূল। আশা আশ্বাস প্রদান না করিলে কেহ জীবিত থাকিতে পারে না। লোকেরা আশালতা অবলম্বন করিয়া দুঃখসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হয় না। আপনি নিতান্ত কাতর হইবেন না, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক গমনের উপায় দেখুন। আপনি তথায় যাইবেন, এই আশা অবলম্বন করিয়া গন্ধর্ব্বকুমারী কালক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ নাই।' অনন্তর রাজকুমার কেয়ূরককে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, কিরূপে গন্ধর্ব্বপুরে যাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যদি পিতামাতাকে না বলিয়া তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে গমন করি, তাহা হইলে কোথায় সুখ, কোথায় বা

শ্রেয়ঃ ? পিতা যে রাজ্যভার দিয়াছেন, সে কেবল দুঃখভার, প্রতিদিন পর্য্যবেক্ষণ না করিলে বিষম সঙ্কটের হেতুভূত হয়। সুতরাং তাঁহাকে না বলিয়া কিরূপে যাওয়া যাইতে পারে ? বলিয়া যাওয়া উচিত; কিন্তু কি বলিব ? গন্ধর্ব্বরাজকুমারী আমাকে দেখিয়া প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, আমি সেই প্রাণেশ্বরী ব্যতিরেকে প্রাণধারণ করিতে পারি না. কেয়ূরক আমাকে লইতে আসিয়াছে, আমি চলিলাম, নিতান্ত নির্লজ্জ ও অসারের ন্যায় এই কথাই বা কিরূপে বলিব ? বহুকালের পর বাটী আসিয়াছি, কি ব্যপদেশেই বা আবার শীঘ্র বিদেশে যাইব ? পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, এরূপ একটি লোক নাই। প্রিয়সখা বৈশম্পায়নও নিকটে নাই।' এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বহির্গত হইয়া শুনিলেন, স্কন্ধাবার দশপুরী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শত শত সাম্রাজ্যলাভেও যেরূপ সন্তোষ না হয়, এই সংবাদ শুনিয়া তাদৃশ আহ্লাদ জন্মিল। হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কেয়ূরককে কহিলেন, 'কেয়ূরক ! আমার পরম মিত্র বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, আর চিন্তা নাই।' কেয়ূরক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিল, 'রাজকুমার ! মেঘোদয়ে যেরূপ বৃষ্টির অনুমান হয়, পূর্ব্বদিকে আলোক দেখিলে যেরূপ রবির উদয় জানা যায়, মলয়ানিল বহিলে যেরূপ বসন্তকালের সমাগম বোধ হয়, কাশকুসুম বিকসিত হইলে যেরূপ শরদারম্ভ সূচিত হয়, সেইরূপ এই শুভ ঘটনা অচিরাৎ আপনার গন্ধর্ব্বনগরে গমনের সূচনা করিতেছে। গন্ধর্ব্বরাজকুমারী কাদম্বরীর সহিতও আপনার সমাগম সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ করিবেন না। কেহ কখন কি চন্দ্রমাকে জ্যোৎস্নারহিত হইতে দেখিয়াছে ? লতাশূন্য উদ্যান কি কখন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে ? কিন্তু বৈশম্পায়ন আসিতে ও তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার গন্ধর্ব্বনগরে যাত্রা করিতে বিলম্ব হইবে বোধ হয়; কাদম্বরীর যেরূপ শরীরের অবস্থা, তাহা রাজকুমারকে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি; অতএব আমি অগ্রসর হইয়া আপনার আগমন-বার্ত্তা দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে অভিলাষ করি।'

কেয়ূরকের ন্যায়ানুগত মধুরবাক্য শুনিয়া চন্দ্রাপীড় পরম পরিতুষ্ট হইলেন; কহিলেন, "কেয়ূরক ! ভাল যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছ। এতাদৃশী দেশকালজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি শীঘ্র গমন কর এবং আমাদিগের কুশল সংবাদ ও আগমনবার্ত্তা দ্বারা প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা কর। প্রত্যয়ের নিমিত্ত পত্রলেখাকেও তোমার সহিত পাঠাইয়া দিতেছি।' পরে মেঘনাদকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'মেঘনাদ ! পূর্ব্বে তোমাকে যে স্থানে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, পত্রলেখা ও কেয়ূরককে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনর্ব্বার তথায় যাও। শুনিলাম, বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমিও তথায় যাইতেছি।' মেঘনাদ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে গেল। রাজকুমার কেয়ূরককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বহুমূল্যের কর্ণাভরণ পারিতোষিক দিলেন। বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, 'কেয়ূরক ! তুমি প্রিয়তমার কোন সন্দেশবাক্য আনিতে পার নাই, সুতরাং প্রতিসন্দেশ তোমাকে কি বলিয়া দিব। পত্রলেখা যাইতেছে, ইহার মুখে প্রিয়তমার যাহা যাহা শুনিতে ইচ্ছা হয় শুনিবেন।' পত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'পত্রলেখে ! তুমি সাবধানে যাইবে। গন্ধর্ব্বনগরে পৌঁছিয়া আমার নাম করিয়া কাদম্বরীকে কহিবে যে, আমি বাটী আসিবার কালে তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, তজ্জন্য অত্যন্ত অপরাধী আছি। তোমরা আমার প্রতি যেরূপ সরল ব্যবহার করিয়াছিলে, আমার তদনুরূপ কর্ম্ম করা হয় নাই। এক্ষণে স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করিলে অনুগৃহীত হইব।'

পত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেয়ূরক বিদায় লইলে রাজকুমার বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

অতিশয় উৎসুক হইলেন ; তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না ; আপনিই স্কন্ধাবারে যাইবেন স্থির করিয়া মহারাজের আদেশ লইতে গেলেন। রাজা প্রণত পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া গাত্রে হস্তস্পর্শ পূর্বক শুকনাসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "অমাত্য ! চন্দ্রাপীড়ের শ্মশ্রুরাজি উদ্ভিন্ন হইয়াছে। এক্ষণে পুত্রবধূমুখাবলোকন দ্বারা আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে বাঞ্ছা হয়। মহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া সম্ভ্রান্তকুলজাত উপযুক্ত কন্যার অন্বেষণ কর।' মন্ত্রী কহিলেন, 'মহারাজ ! উত্তম কল্প বটে। রাজকুমার সমুদায় বিদ্যা শিখিয়াছেন, উত্তমরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। এক্ষণে নববধূর পাণিগ্রহণ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্ছা।' চন্দ্রাপীড় মনে মনে কহিলেন, "কি সৌভাগ্য ! গন্ধর্বকুমারীর সহিত সমাগমের উপায়চিন্তাসমকালেই পিতার বিবাহ দিবার অভিলাষ হইয়াছে। এই সময় বৈশম্পায়ন আসিলে প্রিয়তমার প্রাপ্তি-বিষয়ে আর কোন বাধা থাকে না।' অনন্তর স্কন্ধাবারের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন ; রাজাও সম্মত হইলেন। বৈশম্পায়নকে দেখিবার নিমিত্ত এরূপ উৎসুক হইয়াছিলাম যে, সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। নিশীথসময়েই প্রস্থানসূচক শঙ্খধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন। শঙ্খধ্বনি হইবামাত্র সকলে সুসজ্জ হইয়া রাজপথে বহির্গত হইল। পৃথিবী জ্যোৎস্নাময়, চতুর্দ্দিক্ আলোকময়। সে সময় পথ চলায় কোন ক্লেশ হয় না। চন্দ্রাপীড় দ্রুতবেগে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রাত্রি প্রভাত না হইতেই অনেক দূর চলিয়া গেলেন। গাঢ় অন্ধকারে আলোক দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, দূর হইতে স্কন্ধাবার নেত্রগোচর করিয়া রাজকুমার সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ; মনে মনে কল্পনা করিলেন, 'অতর্কিতরূপে সহসা উপস্থিত হইয়া বন্ধুর মনে বিস্ময় জন্মাইয়া দিব।'

ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া স্কন্ধাবারে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক এক স্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৈশম্পায়ন কোথায় ?' তাহারা রাজকুমারকে চিনিত না, সুতরাং সমাদর বা সম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়াই উত্তর করিল, 'কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, বৈশম্পায়ন এখানে কোথায় ?' আঃ, কি প্রলাপ কহিতেছিস ?' রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া রাজকুমার তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ; কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর কতিপয় প্রধান সৈনিক পুরুষ নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিল। চন্দ্রাপীড় জিজ্ঞাসা করিলেন, বৈশম্পায়ন কোথায় ?' তাহারা বিনয়-বচনে কহিল, 'যুবরাজ ! এই তরুতলে শীতল ছায়ায় উপবেশন করুন, আমরা সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি।' তাহাদিগের কথায় আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আমি স্কন্ধাবার হইতে বাটী গমন করিলে কি কোন সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল ? কি কোন অসাধ্য ব্যাধি বন্ধুকে কবলিত করিয়াছে ? কি অত্যাহিত ঘটিয়াছে ? শীঘ্র বল।' তাহারা সসম্ভ্রমে কর্ণে করক্ষেপ করিয়া কহিল, 'না, না, অত্যাহিত বা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিবেন না।' রাজকুমার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বন্ধু জীবদ্দশায় নাই, এক্ষণে সে ভাবনা দূর হইল ও শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইল। তখন গদগদবচনে কহিলেন, তবে বৈশম্পায়ন কোথায় আছেন, কি নিমিত্ত আসিলেন না ?' তাহারা কহিল, 'রাজকুমার ! শ্রবণ করুন।'

আপনি বৈশম্পায়নকে স্কন্ধাবার লইয়া আসিবার ভার দিয়া প্রস্থান করিলে, তিনি কহিলেন, 'পুরাণে শুনিয়াছি, অচ্ছোদসরোবর অতি পবিত্র তীর্থ। অশেষ ক্লেশস্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শন করিতে যায় ; আমরা সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার না দেখিয়া এখান হইতে যাওয়া উচিত নয়। অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিয়া এবং তত্তীরস্থিত ভগবান শশাঙ্কশেখরকে প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করিয়া যাত্রা করা যাইবে।' এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। তথায় বিকসিত কুসুম, নির্ম্মল জল, রমণীয় তীরভূমি, শ্রেণীবদ্ধ তরু, কুসুমিত লতাকুঞ্জ দেখিয়া বোধ হইল যেন, বসন্ত সপরিবারে ও সবান্ধবে তথায় বাস করিতেছেন। ফলতঃ তাদৃশ রমণীয় প্রদেশ ভূমণ্ডলে অতি বিরল। বৈশম্পায়ন তথায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এক মনোহর লতামণ্ডপ দেখিলেন। ঐ লতামণ্ডপের অভ্যন্তরে এক শিলা পতিত ছিল। পরমপ্রীতিপাত্র মিত্রকে বহুকালের পর দেখিলে অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবোদয় হয়, লতামণ্ডপ দেখিয়া বৈশম্পায়নের মনে সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হইল। তিনি নিমেষশূন্যনয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন; ক্রমে নিতান্ত উন্মনা হইতে লাগিলেন; পরিশেষে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিস্মৃত বস্তুর স্মরণ করিতেছেন। তাঁহাকে সেইরূপ উন্মনা দেখিয়া আমরা মনে করিলাম, বুঝি রমণীয় লতামণ্ডপ ও মনোহর সরোবর ইঁহার চিত্তকে বিকৃত করিয়া থাকিবে। যৌবনকাল কি বিষমকাল! এই কালে উত্তীর্ণ হইলে আর লজ্জা, ধৈর্য্য কিছুই থাকে না। যাহা হউক, অধিকক্ষণ এখানে আর থাকা হইবে না। শাস্ত্রকারেরা কহেন, বিকারের সামগ্রী শীঘ্র পরিহার করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া কহিলাম, 'মহাশয়! সরোবর দর্শন হইল, এক্ষণে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবগাহন করুন। বেলা অধিক হইয়াছে। স্কন্ধাবার সুসজ্জ হইয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে আর বিলম্ব করিবেন না।

তিনি আমাদিগের কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষনয়নে সেই লতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি এখান হইতে যাইব না। তোমরা স্কন্ধাবার লইয়া চলিয়া যাও।' তাঁহার এই কথার ভাবার্থ কিছু বুঝিতে না পারিয়া নানা অনুনয় করিলাম ও কহিলাম, 'দেব! চন্দ্রাপীড় আপনাকে স্কন্ধাবার লইয়া যাইবার ভার দিয়া বাটী গমন করিয়াছেন, অতএব আপনার এখানে বিলম্ব করা অবিধেয়। আপনি বৈরাগ্যের কথা কহিতেছেন কেন? এই জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া গেলে যুবরাজ আমাদিগকে কি বলিবেন? আজি আপনার এরূপ চিত্তবিভ্রম দেখিতেছি কেন? যদি আমাদিগের কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে স্নান করুন।' তিনি কহিলেন, 'তোমরা কি নিমিত্ত আমাকে এত প্রবোধ দিতেছ? আমি চন্দ্রাপীড়কে না দেখিয়া একদণ্ড থাকিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা আর আমার শীঘ্রগমনের কারণ কি আছে? কিন্তু এই স্থানে আসিয়া ও এই লতামণ্ডপ দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিতেছে, যাইবার আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাও, বোধ হয়, এখান হইতে না যাইতে যাইতেই আমার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে। আমাকে লইয়া যাইবার আর আগ্রহ করিও না। তোমরা স্কন্ধাবার সমভিব্যাহারে বাটী গমন কর ও চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া সুখী হও। আমার আর সে মুখারবিন্দ দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি যে, চিরকাল সুখে কালক্ষেপ করিব?'

'অকস্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল?' এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন, 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহার কারণ কিছুই জানি না। তোমাদিগের সঙ্গেই এই প্রদেশে আসিয়াছি, তোমাদিগের সমক্ষেই এই লতামণ্ডপ দর্শন করিতেছি; জানি না, কি নিমিত্ত আমার মন এরূপ চঞ্চল হইল।' এই কথা বলিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যেরূপ লোকে অনন্তদৃষ্টি হইয়া

নষ্টবস্তুর অন্বেষণ করে, সেই লতা-গৃহে, তরুতলে, তীরে ও দেবমন্দিরে ভ্রমণ করিয়া যেন অপহৃত অভীষ্ট সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমরা আহার করিতে অনুরোধ করিলে কহিলেন, 'আমার প্রাণ আপন প্রাণ অপেক্ষাও চন্দ্রাপীড়ের প্রিয়তর। সুতরাং সুহৃদের সন্তোষের নিমিত্ত অবশ্য রক্ষা করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া সরোবরে স্নান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে তিন দিন অতিবাহিত হইল। আমরা প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলাম, কিছুতেই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার আগমন ও আনয়নবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, কতিপয় সৈন্য তাঁহার নিকটে রাখিয়া, আমরা স্কন্ধাবার লইয়া আসিতেছি। রাজকুমারের অতিশয় ক্লেশ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে এ সংবাদ পাঠান যায় নাই।

অসম্ভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বৈশম্পায়নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাপীড় বিস্মিত ও উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'প্রিয়সখার অকস্মাৎ এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? আমি ত কখন কোন অপরাধ করি নাই; কখন অপ্রিয় কথা কহি নাই; অন্যে অপরাধ করিবে, ইহাও সম্ভব নহে; তৃতীয় আশ্রমেরও এ সময় নয়। তিনি অদ্যাপি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। দেব-পিতৃ-ঋষি-ঋণ হইতে অদ্যাপি মুক্ত হন নাই। এরূপ অবিবেকী নহেন যে, কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মূর্খের ন্যায় উন্মার্গগামী হইবেন।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে এক পটগৃহে প্রবেশিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। ভাবিলেন, 'যদি বাটীতে না গিয়া এইখান হইতে প্রিয়সুহৃদের অন্বেষণে যাই তাহা হইলে পিতা, মাতা, শুকনাস ও মনোরমা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা লইয়া এবং শুকনাস ও মনোরমাকে প্রবোধবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া বাটী হইতে বন্ধুর অন্বেষণে যাওয়াই কর্ত্তব্য। যাহা হউক, বন্ধু অন্যায় কর্ম্ম করিয়াও আমার পরম উপকার করিলেন। আমার মনোরথ-সম্পাদনের বিলক্ষণ সুযোগ হইল। এই অবসরে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইব।' এইরূপে প্রিয়সুহৃদের বিরহ বেদনাকেও পরিণামে শুভ ও সুখের হেতু জ্ঞান করিয়া দুঃখে নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন না। স্বয়ং যাইলেই প্রিয়সুহৃৎকে আনিতে পারিবেন, এই বিশ্বাস থাকাতে নিতান্ত কাতর হইলেন না।

অনন্তর আহারাদি সমাপন করিয়া পটগৃহের বহির্গত হইলেন। দেখিলেন, সূর্য্যদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিরণ বিস্তার করিতেছেন। গগনে দৃষ্টিপাত করা কাহার সাধ্য। একে নিদাঘকাল, তাহাতে বেলা ঠিক দুই প্রহর। চতুর্দ্দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। দিঙ্মণ্ডল যেন জ্বলিতেছে বোধ হয়। পক্ষিগণ নিস্তব্ধ হইয়া নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে। কিছুই শুনা যায় না, কেবল চাতকের কাতর স্বর এক একবার শ্রবণগোচর হয়। মহিষকুল পঙ্কশেষ পল্বলে পড়িয়া আছে। পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হরিণ ও হরিণীগণ সূর্য্যকিরণে জলভ্রম হওয়াতে ইতস্ততঃ দৌড়িতেছে। কুকুরগণ বারংবার জিহ্বা বহির্গত করিতেছে। গ্রীষ্মের প্রভাবে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া অনলের ন্যায় গাত্রে লাগিতেছে। গাত্র হইতে অনবরত ঘর্ম্মবারি বিনির্গত হইতেছে। রাজকুমার জলসেচন দ্বারা আপন বাসগৃহ শীতল করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মকালে দিবসের শেষভাগ অতি রমণীয়। সূর্য্যের উত্তাপ থাকে না। মন্দ মন্দ সন্ধ্যা-সমীরণ অমৃতবৃষ্টির ন্যায় শরীরে সুখস্পর্শ বোধ হয়। এই সময় সকলে গৃহের বহির্গত হইয়া সুশীতল সমীরণ সেবন করে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে তরুগণের শ্যামল শোভা দেখে এবং দিঙ্মণ্ডলের শোভা দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হয়। রাজকুমার সন্ধ্যাকালে পটগৃহের বহির্গত হইলেন এবং আকাশমণ্ডলের চমৎকার শোভা দেখিতে লাগিলেন। নিশীথসময়ে চন্দ্রোদয়ে, পৃথিবী জ্যোৎস্নাময় হইলে প্রয়াণসূচক শঙ্খধ্বনি হইল। স্কন্ধাবারস্থিত সেনাগণ উজ্জয়িনীদর্শনে সাতিশয় সমুৎসুক ছিল। শঙ্খধ্বনি শুনিবামাত্র

অমনি সুসজ্জ হইয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। যামিনী প্রভাত হইবার সময় স্কন্ধাবার উজ্জয়িনীতে আসিয়া পৌছিল। বৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। পৌরজনেরা রাজকুমারকে দেখিয়া 'হা হতোঽস্মি!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাজকুমার ভাবিলেন, পৌরজনেরা যখন এরূপ বিলাপ করিতেছে, না জানি, পুত্রশোকে মনোরমা ও শুকনাসের কত দুঃখ ও ক্লেশ হইয়া থাকিবে।

ক্রমে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। রাজা বাটীতে নাই, মহিষীর সহিত শুকনাসের ভবনে গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তথা হইতে মন্ত্রীর ভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ণ। "হা বৎস! নির্ম্মানুষ, ব্যালসঙ্কুল ভীষণ গহনে কিরূপে আছ? ক্ষুধার সময় কাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছ? তৃষ্ণার সময় কে জলদান করিতেছে? যদি তোমার নির্জ্জন বনে বাস করিবার অভিলাষ ছিল, কেন আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও নাই? বাল্যাবধি কখন তোমার মুখ কুপিত দেখি নাই, অকস্মাৎ ক্রোধোদয় কেন হইল? এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? তোমার সেই প্রফুল্ল মুখকমল না দেখিয়া আমি আর জীবনধারণ করিতে সমর্থ নহি।' মনোরমা কাতরস্বরে অন্তঃপুরে এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতেছেন, শুনিতে পাইলেন। অনন্তর বিষণ্ণবদনে মহারাজ ও শুকনাসকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিলেন।

রাজা কহিলেন, 'বৎস চন্দ্রাপীড! তোমার সহিত বৈশম্পায়নের যেরূপ প্রণয়, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু তাঁহার এই অনুচিত কর্ম্ম দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ তোমার দোষসম্ভাবনা করিতেছে।' রাজার কথা সমাপ্ত না হইতেই শুকনাস কহিলেন, 'দেব। যদি শশধরে উষ্ণতা, অমৃতে উগ্রতা ও হিমে দাহশক্তি জন্মে তথাপি নির্দ্দোষস্বভাব চন্দ্রাপীড়ের দোষশঙ্কা হইতে পারে না। একের অপরাধে অন্যকে দোষী জ্ঞান করা অতি অন্যায় কর্ম্ম। মাতৃদ্রোহী পিতৃঘাতী কৃতঘ্ন, দুরাচার দুষ্কর্ম্মান্বিতের দোষে সুশীল চন্দ্রাপীড়ের দোষ-সম্ভাবনা করা উচিত নয়। যে পিতা-মাতার অপেক্ষা করিল না, রাজাকে গ্রাহ্য করিল না, মিত্রতার অনুরোধ রাখিল না, চন্দ্রাপীড় তাহার কি করিবেন? তাহার কি একবারও ইহা মনে হইল না যে, আমি পিতা-মাতার একমাত্র জীবননিবন্ধন আমাকে না দেখিয়া কিরূপে তাঁহারা জীবনধারণ করিবেন? এক্ষণে বুঝিলাম, কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবার নিমিত্তই সে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।' বলিতে বলিতে শোকে শুকনাসের অধর স্ফুরিত ও গণ্ডস্থল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। রাজা তাঁহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া কহিলেন, 'অমাত্য! যেরূপ খদ্যোতের আলোক দ্বারা অনলপ্রকাশ, অনল দ্বারা রবির প্রকাশ, অস্মদ্বিধ ব্যক্তি কর্তৃক তোমার পরিবোধনও সেইরূপ। কিন্তু বর্ষাকালীন জলাশয়ের ন্যায় তোমার মন কলুষিত হইয়াছে।" কলুষিত মনে বিবেক-শক্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না। সে সময়ে অদূরদর্শীও দীর্ঘদর্শীকে অনায়াসে উপদেশ দিতে পারে। অতএব আমার কথা শুন। এই ভূমণ্ডলে এমন লোক অতি বিরল, যাহার যৌবনকাল নির্ব্বিকার ও নির্দ্দোষে অতিক্রান্ত হয়। যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই কাল উত্তীর্ণ হইলে শৈশবের সহিত গুরুজনের প্রতি স্নেহ বিগলিত হয়; বক্ষঃস্থলের সহিত বাঞ্ছা বিস্তীর্ণ হয়; বাহুযুগলের সহিত বুদ্ধি স্থূল হয়; মধ্যভাগের সহিত বিনয় ক্ষীণ হয় এবং অকারণেই বিকারের আবির্ভাব হয়। বৈশম্পায়নের কোন দোষ নাই, ইহা কালের দোষ। কি জন্য তাহার বৈরাগ্যোদয় হইল, তাহা বিশেষরূপে না জানিয়া দোষারোপণ করাও বিধেয় নয়। অগ্রে তাহাকে আনয়ন করা যাউক। তাহার মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যাহা কর্ত্তব্য, পরে করা যাইবে।' শুকনাস কহিলেন, 'মহারাজ, বাৎসল্য প্রযুক্ত এরূপ

কহিতেছেন, নতুবা যাহার সহিত একত্র বাস, একত্র বিদ্যাভ্যাস ও পরম সৌহার্দ্দে কালযাপন হইয়াছে, পরমপ্রীতিপাত্র সেই মিত্রের কথা অগ্রাহ্য করা অপেক্ষা আর কি অধিক অপরাধ হইতে পারে ?

চন্দ্রাপীড় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিনয়-বচনে কহিলেন, 'তাত ! এ সকল আমারই দোষ সন্দেহ নাই। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অচ্ছোদসরোবরে গমন করি এবং বৈশম্পায়নকে নিবৃত্ত করিয়া আনি।' অনন্তর পিতা-মাতা শুকনাস ও মনোরমার নিকট বিদায় লইয়া ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক বন্ধুর অন্বেষণে চলিলেন। শিপ্রানদীর তীরে সে দিন অবস্থিতি করিয়া, রজনী প্রভাত না হইতেই সমভিব্যাহারী লোকদিগকে গমনের আদেশ দিলেন; আপনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন। যাইতে যাইতে মনে মনে কত মনোরথ করিতে লাগিলেন,—"সুহৃদের অজ্ঞাতসারে তথায় উপস্থিত হইয়া, সহসা কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক 'কোথায় পলায়ন করিতেছ' বলিয়া প্রিয়-সখার লজ্জা ভঞ্জন করিয়া দিব। তদনন্তর মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইব। তিনি আমাকে দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইবেন, সন্দেহ নাই। মহাশ্বেতার আশ্রমে সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া হেমকূটে গমন করিব। তথায় প্রিয়তমার প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনে নয়নযুগল চরিতার্থ করিব ও মহা সমারোহে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবন সফল ও আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব। অনন্তর প্রিয়তমার অনুমতি লইয়া মদলেখার সহিত পরিণয়-সম্পাদন দ্বারা বন্ধুর সংসার-বৈরাগ্য নিবারণ করিয়া দিব।" এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম ও জাগরণ জন্য ক্লেশকে ক্লেশ বোধ না করিয়া দিন-যামিনী গমন করিতে লাগিলেন।

পথে বর্ষাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগনমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্দ্দিকে মেঘ, দশদিক্ অন্ধকার, দিবারাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার ঘোরতর গভীর গর্জ্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে বজ্রাঘাত ও শিলা-বৃষ্টি। অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে নদী সকল বর্দ্ধিত হইয়া উভয় কূল ভগ্ন করিয়া ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইল। সরোবর, পুষ্করিণী, নদ, নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ জলময় ও পথ পঙ্কময়। ময়ূর ও ময়ূরীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। কদম্ব, মালতী, কেতকী, কুটজ প্রভৃতি নানাবিধ তরু ও লতার বিকসিত কুসুম আন্দোলিত করিয়া নবসলিলসিক্ত বসুন্ধরার মৃদ্গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক ঝঞ্ঝাবায়ু উৎকলাপ শিখিকুলের শিখাকলাপে আঘাত করিতে লাগিল। কোন দিকে কেকারব, কোন দিকে ভেকরব, গগনে চাতকের কলরব, চতুর্দ্দিকে ঝঞ্ঝাবায়ু ও বৃষ্টিধারার গভীর শব্দ এবং স্থানে স্থানে গিরিনির্ঝরের পতনশব্দ। গগনমণ্ডলে আর চন্দ্রমা দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রগণ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া কালসর্পের ন্যায় চন্দ্রাপীড়ের পথরোধ করিল। ইন্দ্রচাপে তড়িদ্‌গুণ সংযোগ করিয়া গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বারিরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তড়িৎ যেন তর্জ্জন করিয়া উঠিল। বর্ষাকাল-সমাগত দেখিয়া চন্দ্রাপীড় সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন; ভাবিলেন, 'এ আবার কি উৎপাত! আমি প্রিয়-সুহৃৎ ও প্রিয়তমার সমাগমে সমুৎসুক হইয়া প্রাণপণে ত্বরা করিয়া যাইতেছি, কোথা হইতে জলদকাল দশদিক্ অন্ধকার করিয়া বৈরনির্য্যাতনের আশয়ে উপস্থিত হইল? অথবা বিদ্যুতের আলোকে পথ আলোকময় করিয়া, মেঘরূপ চন্দ্রাতপ দ্বারা রৌদ্র নিবারণ করিয়া, আমার সেবার নিমিত্তই বুঝি জলদকাল সমাগত হইয়াছে। এই সময় পথ চলিবার সময়।' এই স্থির করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, মেঘনাদ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেঘনাদ! তুমি অচ্ছোদসরোবরে বৈশম্পায়নকে দেখিয়াছ? তিনি তথায় কি নিমিত্ত আছেন, জিজ্ঞাসা

করিয়াছ? তোমার জিজ্ঞাসায় কি উত্তর দিলেন? তাঁহার কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে, বাটীতে ফিরিয়া আসিবেন কি না? আমি গন্ধর্ব্বনগরে যাইব শুনিয়া কি বলিলেন? তোমার কি বোধ হয়, আমাদিগের গমন পর্য্যন্ত তথায় থাকিবেন ত? মেঘনাদ বিনীতবচনে কহিল, "দেব। 'বৈশম্পায়ন বাটী আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমি অবিলম্বে গন্ধর্ব্বনগরে গমন করিতেছি। তুমি পত্রলেখা ও কেয়ূরকের সহিত অগ্রসর হও।' আপনি এই আদেশ দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আমি আসিবার সময় বৈশম্পায়ন বাটী যান নাই, অচ্ছোদসরোবরতীরে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কাহারও মুখে শুনি নাই। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হয় নাই। আমি অচ্ছোদসরোবর পর্য্যন্ত যাই নাই। পথিমধ্যে পত্রলেখা ও কেয়ূরক কহিলেন, 'মেঘনাদ! বর্ষাকাল উপস্থিত। তুমি এই স্থান হইতেই প্রস্থান কর। এই ভীষণ কালে একাকী এখানে কদাচ থাকিও না। এই কথা বলিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন।'

রাজকুমার মেঘনাদকেও সঙ্গে করিয়া লইলেন। কিছু দিন পরে অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যে স্থানে নির্ম্মল জল, বিকসিত কুসুম, মনোহর তীর ও বিচিত্র লতাকুঞ্জ দেখিয়া প্রীত ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষণ্ণচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রিয়সখার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমভিব্যাহারী লোকদিগকে সতর্ক হইয়া অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। আপনিও তরুগহন, তীরভূমি ও লতামণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার অবস্থানের কোন চিহ্ন পাইলেন না তখন ভগ্নোৎসাহচিত্তে চিন্তা করিলেন, 'পত্রলেখার মুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া বন্ধু বুঝি এখান হইতে প্রস্থান করিয়া থাকিবেন। এখানে থাকিলে অবশ্য অবস্থান-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয়, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এক্ষণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই, যে আশা অবলম্বন করিয়া এত দিন জীবন ধারণ করিয়াছিলাম, তাহার মূলচ্ছেদ হইল। শরীর অবশ হইতেছে, চরণ আর চলে না। একবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়াছি, অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ন হইতেছে। সকলই অন্ধকার দেখিতেছি'!

আশার কি অপরিসীম মহিমা! চন্দ্রাপীড় সরসীতীরে বন্ধুকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, 'একবার মহাশ্বেতার আশ্রম দেখিয়া আসি। বোধ হয়, মহাশ্বেতা সন্ধান বলিতে পারেন।' এই স্থির করিয়া ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক তথায় চলিলেন। কতিপয় পরিচারিকাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আসিবার সময় মনোরথ করিয়াছিলেন, 'মহাশ্বেতা আমার গমনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইবেন এবং আমিও আহ্লাদিত-চিত্তে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বিধাতার কি চাতুরী! ভবিতব্যতার কি প্রভাব! মনুষ্যেরা কি অন্ধ এবং তাহাদিগের মনোরথ কি অলীক! চন্দ্রাপীড় বন্ধুর বিয়োগে দুঃখিত হইয়া অনুসন্ধানের নিমিত্ত যাঁহার নিকট গমন করিলেন, দূর হইতে দেখিলেন, তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া অধোমুখে রোদন করিতেছেন। তরলিকা বিষণ্ণবদনে ও দুঃখিত মনে তাঁহাকে ধরিয়া আছে। মহাশ্বেতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন। ভাবিলেন, বুঝি কাদম্বরীর কোন অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবে। নতুবা পত্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছেন, এ সময় অবশ্য হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন। চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নের অনুসন্ধান না পাওয়াতে উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাহাতে আবার প্রিয়তমার অমঙ্গলচিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করাতে নিতান্ত কাতর হইলেন। শূন্যহৃদয়ে মহাশ্বেতার নিকট-বর্ত্তী হইয়া শিলাতলের এক পার্শ্বে বসিলেন ও তরলিকাকে মহাশ্বেতার শোকের হেতু জিজ্ঞাসিলেন। তরলিকা কিছু বলিতে পারিল না, কেবল দীননয়নে মহাশ্বেতার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল।

মহাশ্বেতা বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "মহাভাগ! যে নিষ্করুণা ও নির্লজ্জা পূর্ব্বে আপনাকে দারুণ শোকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিল, সেই পাপীয়সী এক্ষণেও এক অপূর্ব্ব ঘটনা শ্রবণ করাইতে প্রস্তুত আছে। কেয়ূরকের মুখে আপনার উজ্জয়িনীগমনের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। চিত্ররথের মনোরথ, মদিরার বাঞ্ছা ও আপন অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে সমধিক বৈরাগ্যোদয় হইল এবং কাদম্বরীর স্নেহপাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আশ্রমে আগমন করিলাম। একদা আশ্রমে বসিয়া আছি, এমন সময়ে রাজকুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশাকৃতি সুকুমার এক ব্রাহ্মণকুমারকে দূর হইতে দেখিলাম। তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন প্রণষ্ট বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া পরিচিতের ন্যায় আমাকে জ্ঞান করিয়া, নিমেষশূন্যনয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর মৃদুস্বরে বলিলেন, 'সুন্দরি! এই ভূমণ্ডলে বয়স ও আকৃতির অবিসম্বাদী কর্ম্ম করিয়া কেহ নিন্দাস্পদ হয় না। কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিতেছ। তোমার নবীন বয়স, কোমল শরীর ও শিরীষকুসুমের ন্যায় সুকুমার অবয়ব। এ সময় তোমার তপস্যার সময় নয়। মৃণালিনীর তুহিনপাত যেরূপ সাংঘাতিক, তোমার পক্ষে তপস্যার আড়ম্বরও সেইরূপ। তোমার মত নবযুবতীরা যদি ইন্দ্রিয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তপস্যায় অনুরক্ত হয়, তাহা হইলে মকরকেতুর মোহন শর কি কার্য্যকর হইল? শশধরের উদয়, কোকিলের কলরব, বসন্তকালের সমাগম ও বর্ষা ঋতুর আড়ম্বরের কি ফলোদয় হইল? বিকসিত কমল, কুসুমিত উপবন ও মলয়ানিল কি কর্ম্মে লাগিল?'

দেব পুণ্ডরীকের সেই দারুণ ঘটনাবধি আমি সকল বিষয়েই নিরুৎসুক ছিলাম। ব্রাহ্মণকুমারের কথা অগ্নিশিখার ন্যায় আমার গাত্রদাহ করিতে লাগিল। তাঁহার কথাসমাপ্তি না হইতেই বিরক্ত হইয়া তথা হইতে উঠিয়া গেলাম; দেবতাদিগের অর্চ্চনার নিমিত্ত কুসুম তুলিতে লাগিলাম। তথা হইতে তরলিকাকে ডাকিয়া কহিলাম, 'ঐ দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণকুমারের অসঙ্গত কথা ও কুটিল ভাবভঙ্গী দ্বারা বোধ হইতেছে, উহার অভিপ্রায় ভালি নয়। উহাকে বারণ কর, যেন আর এখানে না আইসে। যদি আইসে, ভাল হইবে না।' তরলিকা ভয়প্রদর্শন ও তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক বারণ করিয়া কহিল, 'তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, পুনর্ব্বার আর আসিও না।' সেই হতভাগ্য সে দিন ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু আপন সঙ্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিল না। একদা নিশীথসময়ে চন্দ্রোদয়ে দিগ্বলয় জ্যোৎস্নাময় হইলে তরলিকা শিলাতলে শয়ন করিয়া নিদ্রায় অচেতন হইল। গ্রীষ্মের নিমিত্ত গুহার অভ্যন্তরে নিদ্রা না হওয়াতে আমি বহিঃস্থিত এক শিলাতলে অঙ্গনিক্ষেপ করিয়া গগনোদিত সুধাংশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। মন্দ মন্দ সমীরণ গাত্রে সুধাবৃষ্টির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় দেব পুণ্ডরীকের বিস্ময়কর ব্যাপার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তাঁহার গুণ স্মরণ হওয়াতে খেদ করিয়া মনে মনে কহিলাম, 'আমি কি হতভাগিনী! আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বুঝি দেববাক্যও মিথ্যা হইল! কৈ, প্রিয়তমের সহিত সমাগমের কোন উপায় দেখিতেছি না। কপিঞ্জল সেই গমন করিয়াছেন, অদ্যাপি প্রত্যাগত হইলেন না।' এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দূর হইতে পদসঞ্চারের শব্দ শুনিতে পাইলাম। যে দিকে শব্দ হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দূর হইতে দেখিলাম, সেই ব্রাহ্মণকুমার উন্মত্তের ন্যায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার সেইরূপ ভয়ঙ্কর আকার দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কা জন্মিল। ভাবিলাম, কি পাপ! উন্মত্তটা আসিয়া সহসা

যদি গাত্র স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ এই অপবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিব। এত দিনে প্রাণেশ্বরের পুনর্দ্দর্শন প্রত্যাশার মূলচ্ছেদ হইল। এত কাল বৃথা কষ্ট ভোগ করিলাম।

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে সে নিকটে আসিয়া কহিল, 'চন্দ্রমুখি, ঐ দেখ, কুসুমশরের প্রধান সহায় চন্দ্রমা আমাকে বধ করিতে আসিতেছে। এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, যাহাতে রক্ষা পাই, কর।' তাহার সেই ঘৃণাকর কথা শুনিয়া আমার রোষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে কলেবর কাঁপিতে লাগিল। নিশ্বাসবায়ুর সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া কহিলাম, 'রে দুরাত্মন্! এখনও তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল না, এখনও তোর জিহ্বা ছিন্ন হইয়া পতিত হইল না, এখনও তোর শরীর শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল না? বোধ হয়, শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষীভূত পঞ্চমহাভূত দ্বারা তোর এই অপবিত্র অস্পৃশ্য দেহ নির্ম্মিত হয় নাই। তাহা হইলে এতক্ষণে তোর শরীর অনলে ভস্মীভূত, জলে আপ্লাবিত, রসাতলে নীত, বায়ুবেগে শতধা বিভক্ত ও গগনের সহিত মিলিত হইয়া যাইত। মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছিস, কিন্তু তোকে তির্য্যগ জাতির ন্যায় যথেচ্ছাচারী দেখিতেছি। তোর হিতাহিতজ্ঞান ও কার্য্যাকার্য্যবিবেক কিছুই নাই। তুই একান্ত তির্য্যগ্‌ধর্ম্মাক্রান্ত। তির্য্যগ জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত।' অনন্তর সর্ব্বসাক্ষীভূত ভগবান চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, 'ভগবন্ সর্ব্বসাক্ষিন্! দেব পুণ্ডরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়া থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে তাঁহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্তঃকরণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়, তাহা হইলে আমার বচন সত্য হউক অর্থাৎ তির্য্যগ জাতিতে এই পাপিষ্ঠের পতন হউক।' আমার কথার অবসানে, জানি না, কি মদনজ্বরের প্রভাবে, কি আত্মদুষ্কর্ম্মের দুর্ব্বিপাক বশতঃ, কি আমার শাপের সামর্থ্যে সেই ব্রাহ্মণকুমার অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তাহার সঙ্গিগণ কাতরস্বরে 'হা হতোহস্মি।' বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলাম, তিনি আপনার মিত্র।' এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাশ্বেতা রোদন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রাপীড় নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক মহাশ্বেতার কথা শুনিতেছিলেন, কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, 'ভগবতি! এ জন্মে কাদম্বরী-সমাগম ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। জন্মান্তরে যাহাতে সেই প্রফুল্ল মুখারবিন্দ দেখিতে পাই, এরূপ যত্ন করিও।' বলিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। যেমন শিলাতল হইতে ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমনি তরলিকা মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া শশব্যস্তে হস্ত বাড়াইয়া ধরিল এবং কাতরস্বরে কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! দেখ দেখ, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! চন্দ্রাপীড় চৈতন্যশূন্য হইয়াছেন। মৃতদেহের ন্যায় গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। নেত্র নিমীলিত হইয়াছে। নিশ্বাস বহিতেছে না। জীবনের কোন লক্ষণ নাই। এ কি দুর্দ্দৈব! এ কি সর্ব্বনাশ! হা! দেব কাদম্বরী-প্রাণবল্লভ! কাদম্বরীর কি দশা ঘটিল!' এই বলিয়া তরলিকা মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল। মহাশ্বেতা সসম্ভ্রমে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ করিলেন এবং সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। 'আঃ পাপীয়সি দুষ্টতাপসি! কি করিলি, জগতের চন্দ্র হরণ করিলি? মহারাজ তারাপীড়ের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইল, মহিষী বিলাসবতীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল, পৃথিবী অনাথা হইল! হায়, এত দিনের পর উজ্জয়িনী শূন্য হইল! এক্ষণে প্রজারা কাহার মুখ নিরীক্ষণ করিবে, আমরা কাহার শরণাপন্ন হইব? এ কি বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! 'চন্দ্রপীড় কোথায়?' মহারাজ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা কি উত্তর

দিব?' পরিচারকেরা 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে বিলাপ করিয়া উঠিল। ইন্দ্রায়ুধ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুবারি বিনির্গত হইতে লাগিল।

এ দিকে পত্রলেখার মুখে চন্দ্রাপীড়ের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাদম্বরীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। প্রাণেশ্বরের সমাগমে এরূপ সমুৎসুক হইলেন যে, তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না; প্রিয়তমের প্রত্যুদ্গমন করিবার মানসে উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিলেন; মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া গাত্রে অঙ্গরাগ লেপন পূর্ব্বক কণ্ঠে কুসুমমালা পরিলেন; সুসজ্জিত হইয়া কতিপয় পরিজনের সহিত বাড়ীর বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে মদলেখাকে জিজ্ঞাসিলেন, "মদলেখে! পত্রলেখার কথা কি সত্য, চন্দ্রাপীড় কি আসিয়াছেন? আমার ত বিশ্বাস হয় না। তাঁহার তৎকালীন নির্দ্দয় আচরণ স্মরণ করিলে তাঁহার আর কোন কথায় শ্রদ্ধা হয় না। আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। পাছে তাঁহার আগমন-বিষয়ে হতাশ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিতে হয়'—বলিতে বলিতে দক্ষিণচক্ষু-স্পন্দ হইল। ভাবিলেন, 'এ আবার কি! বিধাতা কি এখনও পরিতৃপ্ত হন নাই আবারও দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ণ, সকলের মুখেই দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া পুষ্পশূন্য উদ্যানের ন্যায়, পল্লবশূন্য তরুর ন্যায়, বারিশূন্য সরোবরের ন্যায়, প্রাণশূন্য চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন; দেখিবামাত্র মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমনি মদলেখা ধরিল। পত্রলেখা অচেতন হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। কাদম্বরী অনেক ক্ষণের পর চেতন পাইয়া সস্পৃহলোচনে চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র দেখিলেন এবং ছিন্নমূলা লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

মদলেখা কাদম্বরীর চরণে পতিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিল, 'ভর্ত্তদারিকে! আহা, তোমা বই মদিরা ও চিত্ররথের কেহ নাই। তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল বোধ হইতেছে। প্রসন্ন হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর।' মদলেখার কথায় হাস্য করিয়া কাদম্বরী কহিলেন, 'অয়ি উন্মত্তে! ভয় কি? আমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, তাহা কি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। ইহা বজ্র অপেক্ষাও কঠিন, তাহা কি তুমি জানিতে পার নাই? যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিবামাত্র বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কা কি? হা, এখনও জীবিত আছি! মরিবার এমন সময় আর কবে পাইব? সমুদয় দুঃখ ও সকল সন্তাপ শান্তি পাইবার শুভদিন হইয়াছে! আহা, আমার কি সৌভাগ্য! মরিবার সময় প্রাণেশ্বরের মুখকমল দেখিতে পাইলাম। জীবিতেশ্বরকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইব, এরূপ প্রত্যাশা ছিল না। কিন্তু বিধাতা অনুকূল হইয়া তাহাও ঘটাইয়া দিলেন। তবে আর বিলম্ব কেন? জীবিত ব্যক্তিরাই পিতা-মাতা বন্ধুবান্ধব, পরিজন ও সখীগণের অপেক্ষা করে। এখন আর তাহাদিগের অনুরোধ কি? এত দিনে সকল ক্লেশ দূর হইল, সকল যাতনার শান্তি হইল, সকল সন্তাপ নির্ব্বাণ হইল। যাহার নিমিত্ত লজ্জা, ধৈর্য্য, কুলমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছি, বিনয়ে জলাঞ্জলি দিয়াছি, গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছি, সখীদিগকে যৎপরোনাস্তি যাতনা দিয়াছি, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, সেই জীবনসর্ব্বস্ব প্রাণেশ্বর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন. আমি এখনও জীবিত আছি? সখি! তুমি আবার সেই ঘৃণাকর, লজ্জাকর প্রাণ রাখিতে অনুরোধ করিতেছ? এ সময় সুখে মরিবার সময়, তুমি বাধা দিও না।

যদি আমার প্রতি প্রিয়সখীর স্নেহ থাকে ও আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে শোকে পিতা-মাতার যাহাতে দেহ অবসান না হয়, বাসভবন শূন্য দেখিয়া সখীজন ও পরিজনেরা যাহাতে দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান না করে, এরূপ করিও। অঙ্গনমধ্যবর্ত্তী সহকারপোতকের সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী মাধবীলতার বিবাহ দিও। সাবধান, যেন মদারোপিত অশোকতরুর বালপল্লব কেহ খণ্ডন না করে। শয়নের শিরোভাগে কামদেবের যে চিত্রপট আছে, তাহা গত মাত্র পাটিত করিও। কালিন্দী শারীকা ও পরিহাস শুককে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিও। আমার প্রীতিপাত্র হরিণটিকে কোন তপোবনে রাখিয়া আসিও। নকুলীকে আপন অঙ্কে সর্ব্বদা রাখিও। ক্রীড়াপর্ব্বতে যে জীবঞ্জীবক-মিথুন এবং আমার পাদসহচারী যে হংসশাবক আছে, তাহারা যাহাতে বিপন্ন না হয়, এরূপ তত্ত্বাবধান করিও। বনমানুষী কখন গৃহে বাস করে না; অতএব তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিও। কোন তপস্বীকে ক্রীড়াপর্ব্বত প্রদান করিও। আমার এই অঙ্গের ভূষণ গ্রহণ কর, ইহা কোন দীন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিও; বীণা ও অন্য সামগ্রী যাহা তোমার রুচি হয়, আপনি রাখিও। আমি এক্ষণে বিদায় হইলাম, আইস, একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন ও কণ্ঠগ্রহণ করিয়া শরীর শীতল করি। চন্দ্রকিরণে, চন্দনরসে, শীতল জলে, সুশীতল শিলাতলে, কমলিনীপত্রে, কুমুদ, কুবলয় শৈবালের শয্যায় আমার গাত্র দগ্ধ ও জর্জ্জরিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রাণেশ্বরের কণ্ঠগ্রহণ পূর্ব্বক উজ্জ্বলিত চিতানলে শরীর নির্ব্বাপিত করি।" মদলেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতার কণ্ঠধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রিয়সখি! তুমি আশারূপ মৃগতৃষ্ণিকায় মোহিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়া সুখে জীবনধারণ করিতেছ। এই অভাগিনীর আবার সে আশাও নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা যেন, জন্মান্তরে প্রিয়সখীর দেখা পাই।" এই বলিয়া চন্দ্রাপীড়ের চরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিলেন। স্পর্শমাত্র চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে উজ্জ্বল জ্যোতি উদ্গত হইল। জ্যোতির উজ্জ্বল আলোকে ক্ষণকাল সেই প্রদেশ কৌমুদীময় বোধ হইল।

অনন্তর অন্তরীক্ষে এই বাণী বিনির্গত হইল, 'বৎসে মহাশ্বেতে! আমার কথার আশ্বাসে তুমি জীবনধারণ করিতেছ। অবশ্য প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও না। পুণ্ডরীকের শরীর আমার তেজঃস্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হইয়া মদীয় লোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের এই শরীরও মত্তেজোময় ও অবিনাশী। বিশেষতঃ কাদম্বরীর করস্পর্শ হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় নাই। শাপদোষে এই দেহ জীবনশূন্য হইয়াছে, যোগিশরীরের ন্যায় পুনর্ব্বার জীবাত্মা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের প্রত্যয়ের নিমিত্ত ইহা এই স্থানেই থাকিল, অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ করিও না। যত দিন পুনর্জীবিত না হয়, প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিও।"

আকাশবাণী শ্রবণান্তর সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া চিত্রিতের ন্যায় নিমেষশূন্যলোচনে গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। চন্দ্রাপীড়ের শরীরোদ্ভূত জ্যোতিঃস্পর্শে পত্রলেখার মূর্চ্ছাপনয় ও চৈতন্যোদয় হইল। তখন সে উন্মত্তার ন্যায় সহসা গাত্রোত্থান করিয়া ইন্দ্রায়ুধের নিকটে অতিবেগে গমন করিয়া কহিল, 'রাজকুমার প্রস্থান করিলেন, তোমার আর একাকী থাকা উচিত নয়।' এই বলিয়া রক্ষকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক বল্গা গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে ঝম্পপ্রদান করিল; ক্ষণকালের মধ্যে জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর জটাধারী এক তাপসকুমার সহসা জলমধ্য হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে শৈবাল লাগাতে ও গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে বোধ হইল, যেন জলমানুষ। মহাশ্বেতা সেই তাপসকুমারকে পরিচিত-

পূর্ব্ব ও দৃষ্টপূর্ব্ব বোধ করিয়া একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার?" মহাশ্বেতা শোক, বিস্ময় ও আনন্দের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন. গদগদবচনে কহিলেন, "ভগবন্ কপিঞ্জল! এই হতভাগিনীকে সেইরূপ বিষম সঙ্কটে রাখিয়া আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? এতকাল কোথায় ছিলেন? আপনার প্রিয় সখাকে কোথায় রাখিয়া কোথা হইতে আসিতেছেন?"

মহাশ্বেতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাদম্বরী, কাদম্বরীর পরিজন ও চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিগণ সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাপসকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তিনি প্রতিবচন প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন, 'গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি! অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি সেইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলে, তোমাকে একাকিনী রাখিয়া 'রে দুরাত্মন্! বন্ধুকে লইয়া কোথায় যাইতেছিস্' এই কথা বলিতে বলিতে অপহরণকারী সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। তিনি 'আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়া স্বর্গমার্গে উপস্থিত হইলেন। বৈমানিকেরা বিস্ময়োৎফুল্ল-নয়নে দেখিতে লাগিল। দিব্যাঙ্গনারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। আমি ক্রমাগত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।' তিনি চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তথায় মনোদয়নাম্নী সভার মধ্যে চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত পর্য্যঙ্কে প্রিয়সখার শরীর সংস্থাপিত করিয়া কহিলেন, 'কপিঞ্জল! আমি চন্দ্রমা, জগতের হিতের নিমিত্ত গগনমণ্ডলে উদিত হইয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলাম। তোমার এই প্রিয়বয়স্য বিরহ বেদনায় প্রাণত্যাগ করিবার সময় বিনাপরাধে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, রে দুরাত্মন্, তুই কর দ্বারা সন্তাপিত করিয়া বল্লভার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত এই ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিলি; এই অপরাধে তোকে এই ভূতলে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং আমার ন্যায় অনুরাগপরবশ হইয়া প্রিয়াবিয়োগে দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইবে। বিনাপরাধে শাপ দেওয়াতে আমি ক্রোধান্ধ হইলাম এবং বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত এই বলিয়া প্রতিশাপ প্রদান করিলাম, রে মূঢ়! তুই এবার যেরূপ যাতনা ভোগ করিলি, বারংবার তোকে এইরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। ক্রোধশান্তি হইলে ধ্যান করিয়া দেখিলাম, আমার কিরণ হইতে অপ্সরাদিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌরীনাম্নী গন্ধর্ব্বকুমারী জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার দুহিতা মহাশ্বেতা এই মুনিকুমারকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। তখন সাতিশয় অনুতাপ হইল। কিন্তু শাপ দিয়াছি, আর উপায় কি? এক্ষণে উভয়কেই মর্ত্ত্যলোকে দুইবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। যাবৎ শাপের অবসান না হয়, তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানে থাকিবে। আমার সুধাময় করস্পর্শে ইহা বিকৃত হইবে না। শাপাবসানে এই শরীরেই পুনর্ব্বার প্রাণসঞ্চার হইবে, এই নিমিত্ত ইহা এখানে আনিয়াছি। মহাশ্বেতাকেও আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছি। তুমি এক্ষণে মহর্ষি শ্বেতকেতুর নিকটে গিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া তাঁহার সমক্ষে বর্ণন কর। তিনি মহাপ্রভাবশালী, অবশ্য কোন প্রতীকার করিতে পারিবেন।'

চন্দ্রমার আদেশানুসারে আমি দেবমার্গ দিয়া শ্বেতকেতুর নিকট যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি কোপনস্বভাব এক বিমানচারীকে উল্লঙ্ঘন করাতে তিনি ভ্রুকুটিভঙ্গী দ্বারা রোষপ্রকাশ পূর্ব্বক আমার প্রতি নেত্রপাত করিলেন। তাঁহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোষানলে আমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অনন্তর 'দুরাত্মন্! তুই মিথ্যাতপোবলে গর্ব্বিত হইয়াছিস্, তুরঙ্গমের ন্যায় লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক আমাকে উল্লঙ্ঘন করিলি। অতএব তুরঙ্গম হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ কর্।' তর্জ্জন-গর্জ্জন পূর্ব্বক এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি বাষ্পাকুলনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নানা অনুনয় করিয়া কহিলাম,

ভগবন্! বয়স্যের বিরহশোকে অন্ধ হইয়া এই দুষ্কর্ম করিয়াছি, অবজ্ঞাপ্রযুক্ত করি নাই। এক্ষণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। প্রসন্ন হইয়া শাপ সংহার করুন।' তিনি কহিলেন, 'আমার শাপ অন্যথা হইবার নহে। তুমি ভূতলে তুরঙ্গমরূপে অবতীর্ণ হইয়া যাহার বাহন হইবে, তাহার মরণান্তে স্নান করিয়া আপনার স্বরূপপ্রাপ্ত হইবে।' আমি বিনয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলাম, 'ভগবন্! শাপদোষে চন্দ্রমা মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। আমি যেন তাঁহারই বাহন হই।' তিনি ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় অবগত হইয়া কহিলেন, 'হাঁ, উজ্জয়িনী নগরে তারাপীড় রাজা অপত্যপ্রাপ্তির আশায় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন। চন্দ্রমা তাঁহারই অপত্য হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তোমার প্রিয়বয়স্য পুণ্ডরীক ঋষিও রাজমন্ত্রী শুকনাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন। তুমিও রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ চন্দ্রের বাহন হইবে।' তাঁহার কথার অবসানে আমি সমুদ্রের প্রবাহে নিপতিত হইলাম ও তুরঙ্গমরূপ ধারণ করিয়া তীরে উঠিলাম। তুরঙ্গম হইলাম বটে, কিন্তু আমার জন্মান্তরীণ সংস্কার বিনষ্ট হইল না। আমিই চন্দ্রাপীড়কে কিন্নরমিথুনের অনুগামী করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিলাম। চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার। যিনি জন্মান্তরীণ অনুরাগের পরতন্ত্র হইয়া তোমার প্রণয়াভিলাষে এই প্রদেশে আসিয়াছিলেন ও তোমার শাপে বিনষ্ট হইয়াছেন। তিনি আমার প্রিয় বয়স্য পুণ্ডরীকের অবতার।"

মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের কথা শুনিয়া "হা দেব! জন্মান্তরেও তুমি আমার প্রণয়ানুরাগ বিস্মৃত হইতে পার নাই। আমারই অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলে; আমি নৃশংসা রাক্ষসী বারংবার তোমার বিনাশের হেতুভূত হইলাম! দগ্ধ বিধি আমাকে আপন প্রয়োজন-সম্পাদনের সাধন করিবে বলিয়াই কি এত দীর্ঘ পরমায়ু প্রদান পূর্ব্বক আমার নির্ম্মাণ করিয়াছিল?" কপিঞ্জল প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "গন্ধর্ব্বরাজপুত্রি! শাপদোষে সেই সেই ঘটনা হইয়াছে, তোমার দোষ কি? এক্ষণে যাহাতে পরিণামে শ্রেয়ঃ হয়, তাহার চেষ্টা পাও। যে ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাতেই একান্ত অনুরক্ত হও। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। পার্ব্বতী যেরূপ তপস্যার প্রভাবে পশুপতির প্রণয়িনী হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ পুণ্ডরীকের সহধর্ম্মিণী হইবে, সন্দেহ করিও না।" কপিঞ্জলের সান্ত্বনাবাক্যে মহাশ্বেতা ক্ষান্ত হইলেন। কাদম্বরী বিষণ্ণ-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! পত্রলেখাও ইন্দ্রায়ুধের সহিত জলপ্রবেশ করিয়াছিল। শাপগ্রস্ত ইন্দ্রায়ুধরূপ পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু পত্রলেখা কোথায় গেল, শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে; অনুগ্রহ করিয়া ব্যক্ত করুন।" কপিঞ্জল কহিলেন, "জলপ্রবেশানন্তর যে যে ঘটনা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। চন্দ্রের অবতার চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীকের অবতার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্রলেখা কোথায় গিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত কালত্রয়োদর্শী ভগবান্ শ্বেতকেতুর নিকট গমন করি।" এই বলিয়া কপিঞ্জল গগনমার্গে উঠিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে রাজপরিজনেরা বিস্ময়ে শোক-সন্তাপ বিস্মৃত হইল। চন্দ্রাপীড়ের ও বৈশম্পায়নের পুনরুজ্জীবন পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিতে হইবে স্থির করিয়া বাসস্থান নিরূপণ করিল ও তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল। কাদম্বরী মহাশ্বেতাকে কহিলেন, "প্রিয়সখি! বিধাতা এই হতভাগিনীদিগকে দুঃখের সমান অংশভাগিনী করিয়া পরস্পর দৃঢ়তর শখ্যবন্ধন করিয়া দিলেন। আজি তোমাকে প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিতে লজ্জা বোধ হইতেছে না। ফলতঃ এত দিনের পর আজি আমি তোমার যথার্থ প্রিয়সখী হইলাম। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি, উপদেশ দাও। কি করিলে শ্রেয়ঃ হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "প্রিয়সখি! কি উপদেশ দিব? আশাকে কেহ অতিক্রম

করিতে পারে না। আশা লোকদিগকে যে পথে লইয়া যায়, লোকেরা সেই পথে যায়। আমি কেবল কথামাত্রের আশ্বাসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি নাই। তুমি ত কপিঞ্জলের মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত হইলে। যাবৎ চন্দ্রাপীড়ের শরীর অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। শুভ-ফল-প্রাপ্তির আশয়ে লোকে অপ্রত্যক্ষ দেবতার কাষ্ঠময়, মৃন্ময়, প্রস্তরময় প্রতিমাও পূজা করিয়া থাকে। তুমি ত প্রত্যক্ষ দেবতা চন্দ্রমার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি লাভ করিয়াছ। তোমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই। এক্ষণে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা ও ভক্তিভাবে পরিচর্য্যা কর।"

মদলেখা ও তরলিকা ধরাধরি করিয়া শীত, বাত, আতপ ও বৃষ্টির জল না লাগে এমন স্থানে এক শিলার উপরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ আনিয়া রাখিল। যিনি নানা বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে এক্ষণে দীনবেশে ও দুঃখিত-চিত্তে তপস্বিনীর আকার অঙ্গীকার করিতে হইল। বিকসিত কুসুম, সুগন্ধি চন্দন, সুরভি ধূপ, যাহা উপভোগের প্রধান সামগ্রী ছিল, তাহা এক্ষণে দেবার্চ্চনায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে নির্ঝরবারি দর্পণ, গিরিগুহা গৃহ, লতা সখী, বৃক্ষগণ রক্ষক, তরুশাখা চন্দ্রাতপ ও কেকারব তন্ত্রীঝঙ্কার হইল। দূর হইতে আগমন করাতে ও সহসা সেই দুঃসহ শোকানলে পতিত হওয়াতে কাদম্বরীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল; তথাপি পান-ভোজন কিছুই করিলেন না। সরোবরে স্নান করিয়া পবিত্র দুকূল পরিধান করিলেন। এবং প্রিয়তমের পাদদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিয়া দিবস অতিবাহিত করিলেন। রজনী সমাগত হইল। একে বর্ষাকাল, তাহাতে অন্ধকারাবৃত রজনী। চতুর্দ্দিকে মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের নির্ঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের দুঃসহ আলোক। খদ্যোতমালা অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুমণ্ডলীকে আবৃত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিল। গিরিনির্ঝরের পতনশব্দ, ভেকের কোলাহল ও ময়ূরের কেকারবে বন আকুল হইল। কিছুই দেখা যায় না। কিছুই কর্ণগোচর হয় না। কি ভয়ানক সময়! এ সময়ে জনপদবাসী সাহসী পুরুষের মনেও ভয়সঞ্চার হয়। কিন্তু কাদম্বরী সেই অরণ্যে প্রিয়তমের মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া সেই ভয়ঙ্করী বর্ষাবিভাবরী যাপিত করিলেন।

প্রভাতে অরুণ উদিত হইলে প্রিয়তমের শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছুমাত্র বিশ্রী হয় নাই; বরং অধিক উজ্জ্বল বোধ হইতেছে। তখন আহ্লাদিত-চিত্তে মদলেখাকে কহিলেন, "মদলেখে! দেখ দেখ, প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সজীব বোধ হইতেছে।" মদলেখা নিমেষশূন্য-নয়নে অনেকক্ষণ নিরক্ষণ করিয়া কহিল, "ভর্তৃদারিকে! জীবনবিরহে এই দেহ কেবল চেষ্টাশূন্য; নতুবা সেই রূপ, সেই লাবণ্য, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কপিঞ্জল যে শাপবিবরণ বর্ণন করিয়া গেলেন এবং আকাশবাণী দ্বারা যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য, সংশয় নাই।" কাদম্বরী আনন্দিত মনে মহাশ্বেতাকে, তদনন্তর চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিগণকে সেই শরীর দেখাইলেন। সঙ্গিগণ বিস্ময়-বিকসিত নয়নে যুবরাজের শরীরশোভা দেখিতে লাগিল; কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, "দেবি! মৃতদেহ অবিকৃত থাকে, ইহা আমরা কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনার প্রভাবলে ও তপস্যার ফলে যুবরাজ পুনর্জীবিত হইলেই সকলে চরিতার্থ হই।" পরদিনও সেই রূপ উজ্জ্বল শরীরসৌষ্ঠব দেখিয়া আকাশবাণীর কোন অংশে আর সংশয় রহিল না। তখন কাদম্বরী কহিলেন, "মদলেখে! আমার শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে। অতএব তুমি বাটী যাও ও এই বিস্ময়াবহ ব্যাপার পিতা-মাতার কর্ণগোচর কর। তাঁহারা যাহাতে বিরূপ না ভাবেন, দুঃখিত না হন এবং এখানে না আইসেন, এরূপ করিও।

এখানে আসিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব না। সেই বিষম সময়ে অমঙ্গলভয়ে আমার নেত্রযুগল হইতে অশ্রুজল বহির্গত হয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের পুনঃপ্রাপ্তি-বিষয়ে. নিঃসন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াও কেন বৃথা রোদন দ্বারা প্রিয়তমের অমঙ্গল ঘটাইব?" এই বলিয়া মদলেখাকে বিদায় করিলেন।

মদলেখা গন্ধর্ব্বনগর হইতে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, "ভর্ত্তৃদারিকে! তোমার অভিষ্টসিদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ ও মহিষী আদ্যোপান্ত সমুদায় শ্রবণ করিয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎসে কাদম্বরি! চন্দ্রসমীপবর্ত্তিনী রোহিণীর ন্যায় তোমাকে জামাতার পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিব, ইহা মনে প্রত্যাশা ছিল না।. স্বাভিলষিত ভর্ত্তাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছ, তিনি আবার চন্দ্রমার অবতার শুনিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। শাপাবসানে জামাতা জীবিত হইলে, তাঁহার সহচারিণী তোমাকে দেখিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিব। এক্ষণে আকাশবাণীর অনুসারে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহাতে পরিণামে শ্রেয়ঃ হয়, তাহার উপায় দেখ।" মদলেখার মুখে পিতা-মাতার স্নেহসংবলিত মধুরবাক্য শুনিয়া কাদম্বরীর উদ্বেগ দূর হইল।

ক্রমে বর্ষাকাল গত ও শরৎকাল আগত হইল। মেঘের অপগমে দিঙ্মণ্ডল যেন প্রসারিত হইল। মার্ত্তণ্ড প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা পঙ্কময় পথ শুষ্ক করিয়া দিলেন। নদ, নদী, সরোবর ও পুষ্করিণীর কলুষিত সলিল নির্ম্মল হইল। মরালকুল নদীর সিকতাময় পুলিনে সুমধুর কলরব করিয়া কেলি করিতে লাগিল। গ্রামসীমায় বিবিধ তরুরাজি ফলভরে অবনত হইল। শুকশারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ ধান্যশীষ মুখে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনের উপরিভাগে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। কাশ-কুসুম বিকশিত হইল। ইন্দীবর, কহ্লার, শেফালিকা প্রভৃতি নানা কুসুমের গন্ধযুক্ত ও বিশদবারি-শীকরসম্পৃক্ত সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া জীবগণের মনে আহ্লাদ জন্মাইয়া দিল। সকল অপেক্ষা শশধরের প্রভা ও কমলবনের শোভা উজ্জ্বল হইল। এই কাল কি রমণীয়! লোকের গতায়াতের কোন ক্লেশ থাকে না। যে দিকে নেত্রপাত করা যায়, ধান্যমঞ্জরীর শোভা নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত করে। জল দেখিলে আহ্লাদ জন্মে। চন্দ্রোদয়ে রজনীর সাতিশয় শোভা হয়। নভোমণ্ডল সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকে। ভীষণ বর্ষাকালের অপগমে শরৎকালের মনোহর শোভা দেখিয়া কাদম্বরীর দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তও অনেক সুস্থ হইল।

একদা মেঘনাদ আসিয়া কহিল, "দেবি! যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ, মহিষী ও মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক দূত পাঠাইয়াছেন। আমরা তাহাদিগকে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া বাটী যাইতে অনুরোধ করাতে কহিল, 'আমরা একবার যুবরাজের অবিকৃত আকৃতি দেখিতে অভিলাষ করি। এতদূর আসিয়া যদি তদবস্থাপন্ন তাঁহাকে দেখিয়া না যাই, মহারাজ কি বলিবেন, মহিষীকে কি বলিয়া বুঝাইব?' এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য করুন।" উপস্থিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে শ্বশুরকুলে শোক-তাপের পরিসীমা থাকিবে না, এই চিন্তা করিয়া কাদম্বরী অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, বাষ্পাকুল লোচনে গদগদবচনে, "হাঁ, তাহারা অযুক্ত কথা কহে নাই। যে অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপার উপস্থিত, ইহা স্বচক্ষে দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। না দেখিয়া মহারাজের নিকটে গিয়া তাহারা কি করিবে? কি বলিয়াই মহিষীকে বুঝাইবে? যাঁহাকে ক্ষণমাত্র অবলোকন করিলে আর বিস্মৃত হইতে পারা যায় না, ভৃত্যেরা তাঁহার চিরকালীন স্নেহ কিরূপে বিস্মৃত হইবে? শীঘ্র তাহাদিগকে আনয়ন কর। যুবরাজের অবিকৃত শরীরশোভা দেখিয়া তাহাদিগের আগমনশ্রম সফল হউক।"

অনন্তর দূতগণ আশ্রমে প্রবেশিয়া কাদম্বরীকে প্রণাম করিল ও সজলনয়নে রাজকুমারের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিতে লাগিল। কাদম্বরী কহিলেন, "তোমরা স্নেহসুলভ শোকাবেগ পরিত্যাগ কর। নিরবধি দুঃখকেই দুঃখ বলিয়া গণনা করা উচিত; কিন্তু ইহা সেরূপ নয়; ইহাতে পরিণামে মঙ্গলের প্রত্যাশা আছে। এই বিস্ময়কর ব্যাপারে শোকের অবসর নাই। এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শ্রবণও করে নাই। প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিলে শরীর অবিকৃত থাকে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষণে তোমরা প্রতিগমন কর এবং উৎকণ্ঠিতচেতা মহারাজকে এইমাত্র বলিও যে, 'আমরা অচ্ছোদ-সরোবরে যুবরাজকে দেখিয়া আসিতেছি।' উপস্থিত ঘটনা প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশ করিলে মহারাজের কখন বিশ্বাস হইবে না, প্রত্যুত শোকে তাঁহার প্রাণবিগমের সম্ভাবনা।"

দূতেরা কহিল, "দেবি! হয় আমরা না যাই, অথবা গিয়া না বলি, ইহা হইলে এই ব্যাপার অপ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্তু দুই-ই অসম্ভব।" বৈশাম্পায়নের অন্বেষণ করিতে আসিয়া যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা না যাইলে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। গিয়া তনয়বার্ত্তা-শ্রবণলালস মহারাজ, মহিষী ও শুকনাসের উৎকণ্ঠিত বদন অবলোকন করিলে নির্ব্বিকার চিত্তে স্থির হইয়া থাকিতে পারিব, ইহাও অসম্ভব।" কাদম্বরী কহিলেন, "হাঁ, অলীক কথায় প্রভুকে প্রতারণা করাও পরিচিত ব্যক্তির উচিত নয়, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু গুরুজনের মনঃপীড়াপরিহারের আশায় ঐরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, মেঘনাদ! দূতদিগের সমভিব্যাহারে এরূপ একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দেও, যে এই সমুদায় ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে সমুদায় বিবরণ বলিতে পারিবে।" মেঘনাদ কহিল, "দেবী! আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যত দিন যুবরাজ পুনর্জ্জীবিত না হইবেন তাবৎ বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বাস করিব; কদাচ পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। সেই ভৃত্যই ভৃত্য, যে সম্পৎকালের ন্যায় বিপৎকালেও প্রভুর সহবাসী হয়। কিন্তু আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করাও আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" এই বলিয়া ত্বরিতক নামা এক বিশ্বস্ত সেবককে ডাকাইয়া দূতগণের সমভিব্যাহারে রাজধানী পাঠাইয়া দিল।

এ দিকে মহিষী বহুদিবস চন্দ্রাপীড়ের সংবাদ না পাইয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন। একদা উপযাচিতক * করিতে দেবমন্দিরে সমাগত হইয়াছেন, এমন সময়ে পরিজনেরা আসিয়া কহিল, "দেবি! দেবতারা বুঝি এত দিনে প্রসন্ন হইলেন, যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে।" পরিজনের মুখে এই কথা শুনিয়া মহিষীর নয়ন আনন্দবাষ্পে পরিপ্লুত হইল! শাবকভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চঞ্চল চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া গদগদবচনে কহিলেন, "কৈ, কে আসিয়াছে?" এরূপ শুভসংবাদ কে শুনাইল? বৎস চন্দ্রাপীড় ত কুশলে আছেন?" মনের ঔৎসুক্য প্রযুক্ত এই কথা বারংবার বলিতে বলিতে স্বয়ং বার্ত্তাবহদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন; সজল-নয়নে কহিলেন, "বৎস! শীঘ্র চন্দ্রাপীড়ের কুশলসংবাদ বল। আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। চন্দ্রাপীড়কে তোমরা কোথায় দেখিলে? তিনি কেমন আছেন, শীঘ্র বল।" তাহারা মহিষীর কাতরতা দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইল

---

* উপযাচিতক—দেবোদ্দেশে মানিত। প্রমাণ যথা—

যদ্দীয়তে দেবতাভ্যো মনোরাজ্যস্য সিদ্ধয়ে।
উপযাচিতকং বিদ্যাদোহদং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

এবং প্রণামব্যপদেশে নেত্রজল মোচন করিয়া কহিল "আমরা অচ্ছোদসরোবরতীরে যুবরাজকে দেখিয়াছি। অন্যান্য সংবাদ এই ত্বরিতক নিবেদন করিতেছে, শ্রবণ করুন।"

মহিষী তাহাদিগের বিষণ্ণ আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সম্ভাবনা করিতেছিলেন, তাহাতে আবার 'ত্বরিতক আর আর সংবাদ নিবেদন করিতেছে,' এই কথা শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া ভূতলে পড়িলেন; শিরে করাঘাত পূর্ব্বক 'হা হতাস্মি' বলিয়া বিলাপ করিয়া কহিলেন, "ত্বরিতক, আর কি বলিবে? তোমাদিগের বিষণ্ণ বদন, কাতর বচন ও হর্ষশূন্য আগমনেই সকল ব্যক্ত হইয়াছে! হা বৎস! জগদেকচন্দ্র! চন্দ্রানন! তোমার কি ঘটিয়াছে? কেন তুমি বাটী আসিলে না? শীঘ্র আসিব বলিয়া গেলে, কৈ, তোমার সে কথা কোথায় রহিল? কখন আমার নিকট মিথ্যাকথা বল নাই, এবারে কেন প্রতারণা করিলে? তোমার যাত্রার সময় আমার অন্তঃকরণে শঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি সেই শঙ্কা সত্য হইল। তোমার সেই প্রফুল্ল মুখ আর দেখিতে পাইব না! তুমি একবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছ? বৎস! একবার আসিয়া আমার অঙ্কের ভূষণ হও এবং মধুরস্বরে মা বলিয়া ডাকিয়া কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ কর। এই হতভাগিনীকে মা বলিয়া সম্বোধন করে এমন আর নাই। তুমি কখন আমার কথা উলঙ্ঘন কর নাই, এক্ষণে আমার কথা শুনিতেছ না কেন? কি জন্য উত্তর দিতেছ না। তুমি এমন বিবেচনা করিও না যে, বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়ের অস্তগমনেও জীবনধারণ করিবে। ত্বরিতকের মুখে তোমার সংবাদ শুনিতে ভয় হইতেছে, উহা যেন শুনিতে না হয়।" এই বলিয়া মহিষী মোহপ্রাপ্ত হইলেন।

বিলাসবতী দেবমন্দিরে মোহপ্রাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছেন শুনিয়া, মহারাজ অতিশয় চঞ্চল ও ব্যাকুল হইলেন। শুকনাসের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কেহ কদলীদল দ্বারা বীজন, কেহ জলসেচন, কেহ বা শীতল পাণিতল দ্বারা মহিষীর গাত্রস্পর্শ করিতেছে। ক্রমে মহিষীর চৈতন্যোদয় হইল এবং মুক্তকণ্ঠে হা হতাস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রবোধবাক্যে কহিলেন, "দেবি! যদি চন্দ্রাপীড়ের অত্যাহিত ঘটিয়া থাকে, রোদন দ্বারা তাহার কি প্রতীকার হইবে? বিশেষতঃ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করা হয় নাই। অগ্রে বিশেষরূপে সমুদয় শ্রবণ করা যাউক, পরে যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবে।" এই বলিয়া ত্বরিতককে ডাকাইলেন;—জিজ্ঞাসিলেন, "ত্বরিতক! চন্দ্রাপীড় কোথায় কিরূপ আছেন? বাটী আসিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, আসিলেন না কেন? কি উত্তর দিয়াছেন?" ত্বরিতক যুবরাজের বাটী হইতে গমন অবধি হৃদয়বিদারণ পর্য্যন্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। রাজা আর শুনিতে না পারিয়া আর্ত্তস্বরে বারণ করিয়া কহিলেন, "ক্ষান্ত হও - ক্ষান্ত হও। আর বলিতে হইবে না। যাহা শুনিবার শুনিলাম। হা বৎস! হৃদয়বিদারণের ক্লেশ তুমিই অনুভব করিলে। বন্ধুর প্রতি যেরূপে প্রণয় প্রকাশ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্তপথে দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র হইলে। স্নেহপ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবিত করিলে। তুমিই সার্থকজন্মা মহাপুরুষ। আমরা পাপিষ্ঠ, নির্দ্দয় নরাধম। যেন কৌতুকাবহ উপন্যাসের ন্যায় এই দুর্ব্বিসহ দারুণ বৃত্তান্ত অবলীলাক্রমে শুনিলাম, কৈ, কিছুই হইল না। অরে ভীরু প্রাণ! ব্যাকুল হইতেছিস্ কেন? যদি স্বয়ং বহির্গত না হইস, এবার বলপূর্ব্বক তোকে বহির্গত করিব। দেবী! প্রস্তুত হও, এ সময় কালক্ষেপের সময় নয়। চন্দ্রাপীড় একাকী যাইতেছেন, শীঘ্র তাঁহার সঙ্গী হইতে হইবে। আর বিলম্ব করা বিধেয় নয়। আঃ হতভাগ্য শুকনাস! এখনও বিলম্ব করিতেছ? প্রাণ-পরিত্যাগের এরূপ সময় আর কবে পাইবে? এই বেলা চিতা প্রস্তুত কর।

প্রজ্বলিত অনলশিখা আলিঙ্গন করিয়া তাপিত অঙ্গ শীতল করা যাউক।" ত্বরিতক সভায় বিনীত-বচনে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আপনি যেরূপ সম্ভাবনা ও শঙ্কা করিতেছেন, সেরূপ নয়। যুবরাজের শরীর প্রাণবিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় ঘটনাবশতঃ অবিকৃত আছে।" এই বলিয়া আকাশবাণীর সমুদয় বিবরণ, ইন্দ্রাযুধের কপিঞ্জলরূপধারণ ও শাপবৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিল। উহা শ্রবণ করিয়া রাজার শোক বিস্ময়রসে পরিণত হইল। তখন বিস্মিতনয়নে শুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

স্বয়ং শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াও শুকনাস ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কহিলেন, "মহারাজ! বিচিত্র এই সংসারে প্রকৃতির পরিণাম, জগদীশ্বরের ইচ্ছা, শুভাশুভ-কর্ম্মের পরিপাক অথবা স্বভাব বশতঃ নানা-প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি হয় ও নানাবিধ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিদেরা এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা যুক্তি ও তর্ক-শক্তিতে আপাততঃ অলীকরূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা নহে। ভুজঙ্গদষ্ট ও বিষবেগে অভিভূত ব্যক্তি মন্ত্রপ্রভাবে জাগরিত ও বিষমুক্ত হয়। যোগপ্রভাবে যোগীরা সকল ভূমণ্ডল করতলস্থিত বস্তুর ন্যায় দেখিতে পান। ধ্যান-প্রভাবে লোক অনেককাল জীবিত থাকে। ইহার প্রমাণ আগম, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সমুদয় পুরাণে অনেক প্রকার শাপবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। নহুষ রাজর্ষি অগস্ত্য ঋষির শাপে অজগর হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠমুনির পুত্রের শাপে সৌদাস রাক্ষস হয়েন। শুক্রাচার্য্যের শাপে যযাতির যৌবনাবস্থায় জরা উপস্থিত হয়। পিতৃশাপে ত্রিশঙ্কু চণ্ডালকুলে জন্মপরিগ্রহ করেন। অধিক কি, জন্মমরণরহিত ভগবান্ নারায়ণও কখনও জমদগ্নির আত্মজ, কখনও বা রঘুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কখন বা মানবের ঔরষে জন্মপরিগ্রহ করিয়া লীলা প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব মনুষ্যলোকে দেবতাদিগের উৎপত্তি অলীক বা অসম্ভব নয়। আপনি পূর্ব্বকালীন নৃপগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। চন্দ্রমাও চক্রপাণি অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাবান্ নহেন। তিনি শাপদোষে মহারাজের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা নিতান্ত আশ্চয্য নয়। বিশেষতঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর সন্দেহ থাকে না। মহিষীর গর্ভে পূর্ণ-শশধর প্রবেশ করিতেছে, আপনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। আমিও স্বপ্নে পুণ্ডরীক দেখিয়াছিলাম। অমৃতদীধিতির অমৃতের প্রভাব ভিন্ন বিনষ্ট দেহের অবিকার কিরূপে সম্ভবে? এক্ষণে ধৈয্য অবলম্বন করুন। শাপও পরিণামে আমাদিগের বর হইবে। আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। শাপাবসানে বধূসমেত চন্দ্রাপীড়রূপধারী ভগবান্ চন্দ্রমার মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া জীবন সার্থক হইবে। এ সময় অভ্যুদয়ের সময়, শোকতাপের সময় নয়। এক্ষণে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন, শীঘ্র শ্রেয়ঃ হইবে। কর্ম্মের অসাধ্য কিছুই নাই।"

শুকনাস এত বুঝাইলেন, কিন্তু রাজার শোকাচ্ছন্ন মনে প্রবোধের উদয় হইল না। তিনি কহিলেন, "শুকনাস! তুমি যাহা বলিলে, যুক্তিসিদ্ধ বটে, কিন্তু আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না। আমিই যখন ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ নহি, মহিষী স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে শোকাবেগ পরিত্যাগ করিবেন? চল, আমরা তথায় যাই, স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত অঙ্গশোভা অবলোকন করি। তাহা হইলে শোকের কিছু শৈথিল্য হইতে পারে।" মহিষী কহিলেন, "তবে আর বিলম্ব করা নয়। শীঘ্র যাইবার উদ্যোগ করা যাউক।" এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, "দেবি! চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের নিকট হইতে লোক আসিয়াছে, সংবাদ কি, জানিবার নিমিত্ত মনোরমা এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান আছেন।" মনোরমার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নরপতি অতিশয়

শোকাকুল হইলেন; বাষ্পাকুলনয়নে কহিলেন, "দেবি! তুমি স্বয়ং গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার কর্ণগোচর কর এবং প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া কহ যে, তিনিও আমাদিগের সমভিব্যাহারে তথায় যাইবেন।" গমনের সমুদায় আয়োজন হইল। রাজা, মহিষী, মন্ত্রী, মন্ত্রিপত্নী সকলে চলিলেন। নগরবাসী লোকেরা, কেহ বা নরপতির প্রতি অনুরাগবশতঃ, কেহ বা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত, কেহ বা আশ্চর্য্য দেখিবার নিমিত্ত সুসজ্জ হইয়া অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইল। রাজা তাহাদিগকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। কেবল পরিচারকেরা সঙ্গে চলিল।

কিয়দ্দিন পরে অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার নিকট অগ্রে সংবাদ পাঠাইয়া পরে আপনারা আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গুরুজনের আগমনে লজ্জিত হইয়া মহাশ্বেতা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। কাদম্বরী শোকে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। নবকিশলয়ের ন্যায় কোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও পূর্ব্বে যাঁহার নিদ্রা হইত না, তিনি এক্ষণে এক প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া মহিষীর শোকের আর পরিসীমা রহিল না। বারংবার আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া, হা হতোস্মি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা বারণ করিয়া কহিলেন, "দেবি! জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে চন্দ্রাপীড়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইনি দেবমূর্ত্তি, এ সময়ে স্পর্শ করা উচিত নয়। পুত্রকলত্রাদির বিরহই যাতনাবহ। আমরা স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের আনন্দজনক মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, আর দুঃখসন্তাপ কি? যাঁহার প্রভাবে বৎস পুনর্জ্জীবিত হইবে, যাঁহার প্রভাবে পরিণামে শ্রেয়ঃ হইবে, যিনি এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন, তোমার বধূ সেই গন্ধর্ব্বরাজপুত্রী শোকে জ্ঞানশূন্যা হইয়াছেন, দেখিতেছ না? যাহাতে ইঁহার চৈতন্যোদয় হয়, তাহার চেষ্টা পাও।" "কৈ বধূ কোথায়?" বলিয়া রাণী সসম্ভ্রমে কাদম্বরীর নিকট গেলেন এবং ধরিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে বসাইলেন। বধূর মুখশশী মহিষী যতবার দেখেন, ততই নয়নযুগল হইতে অশ্রুজল নির্গত হয়। তখন বিলাপ করিয়া কহিলেন, "আহা! মনে করিয়াছিলাম, চন্দ্রাপীড়ের বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিব, কিন্তু জগদীশ্বরের কি বিড়ম্বনা, পরমপ্রীতির পাত্র সেই বধূর বৈধব্যদশা ও তপস্বিবেশ দেখিতে হইল! হায় যাহাকে রাজভবনের অধিকারিণী করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে বনবাসিনী ও নিতান্ত দুঃখিনী দেখিতে হইল।" এই বলিয়া বারংবার বধূর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাণীর অশ্রুজল ও পাণিতল স্পর্শে কাদম্বরীর চৈতন্যোদয় হইল। তখন নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া একে একে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন। "বৈধব্যদশা শীঘ্র দূর হউক" বলিয়া সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা মদলেখাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎসে! তুমি বধূর নিকটে গিয়া কহ যে, আমরা কেবল দেখিবার পাত্র আসিয়া দেখিলাম। কিন্তু যেরূপ আচার করিতে হয় এবং এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন, আমাদিগের আগমনে লজ্জার অনুরোধে যেন তাহার অন্যথা না হয়। বধূ যেন সর্ব্বদা বৎসের নিকটবর্ত্তিনী থাকেন। এই বলিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমের বহির্গত হইলেন।

আশ্রমের অনতিদূরে এক লতামণ্ডপে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া সমুদায় নৃপতিগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! পূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলাম, চন্দ্রাপীড়ের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিব এবং জগদীশ্বরের আরাধনায় শেষদশা অতিবাহিত হইবে। আমার মনোরথ সফল হইল না বটে, কিন্তু পুনর্ব্বার সংসারে প্রবেশ করিতে আস্থা নাই। তোমরা,

সহোদরতুল্য ও পরম সুহৃদ। নগরে প্রতিগমন করিয়া সুশৃঙ্খলরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কর। আমি পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। যাহার পুত্র কিংবা ভ্রাতার প্রতি সংসারভার সমর্পণ করিয়া চরমে পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তাহারাই ধন্য ও সার্থকজন্মা। এই অকিঞ্চিৎকর মাংসপিণ্ডময় শরীর দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হইলেও পরম লাভ বলিতে হইবে। ধর্ম্মসঞ্চয় ব্যতিরেকে পরলোকে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। তোমরা এক্ষণে বিদায় হও এবং আপন আপন আলয়ে গমন করিয়া সুখে রাজ্যভোগ কর। আমি এই স্থানেই জীবনক্ষেপ করিব, মানস করিয়াছি।" এই বলিয়া সকলকে বিদায় করিলেন এবং তদবধি তপস্বিবেশে জগদীশ্বরের আরাধনায় অনুরক্ত হইলেন। তরুমূলে হর্ম্ম্যবুদ্ধি, হরিণশাবকে সুতস্নেহ সংস্থাপন পূর্ব্বক শুকনাসের সহিত প্রতিদিন চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি জাবালি এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়া হাস্য পূর্ব্বক মুনিকুমারদিগকে কহিলেন "দেখ, আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমাদিগকে অভিপ্রেত উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিলাম। যাহা হউক, যে মুনিতনয় মদনবাণে আহত হইয়া আত্মকৃত অবিনয় জন্য মর্ত্ত্যলোকে শুকনাসের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনন্তর মহাশ্বেতার শাপে তির্য্যগ জাতিতে পতিত হন, তিনি এই।" এই কথা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার কথাবসানে জন্মান্তরীণ সমুদায় কর্ম্ম আমার স্মৃতিপথারূঢ় এবং পূর্ব্বজন্মশিক্ষিত সমুদায় বিদ্যা আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তিনী হইল। তদবধি মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা কহিতে লাগিলাম। বোধ হইল যেন, এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, এক্ষণে জাগরিত হইলাম। কেবল মনুষ্যদেহ হইল না, নতুবা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেইরূপ স্নেহ, মহাশ্বেতার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ এবং তাঁহার প্রাপ্তিবিষয়েও সেইরূপ ঔৎসুক্য জন্মিল। পক্ষোদ্ভেদ না হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হইল না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে পিতা, মাতা, মহারাজ তারাপীড়, মহিষী বিলাসবতী বয়স্য চন্দ্রাপীড় এবং প্রথম সুহৃদ কপিঞ্জল সকলেই আমার সমুৎসুক চিত্তে পদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমার অন্তঃকরণ কিরূপ হইল, কিছু বুঝিতে পারি না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম, মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। মহর্ষি আমার অবিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে তাঁহার নিকট লজ্জিত হইলাম। লজ্জায় অধোবদন হইয়া বিনয়বচনে জিজ্ঞাসিলাম, "ভগবন্! আপনার অনুকম্পায় পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথবর্ত্তী হইয়াছে ও সমুদয় সুহৃদগণকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু উহা স্মরণ না হওয়াই ভাল ছিল। এক্ষণে বিরহবেদনায় প্রাণ যায়। বিশেষতঃ আমার মরণসংবাদ শুনিয়া যাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্দ্রাপীড়ের অদর্শনে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিয়া দেন। আমি তির্য্যগজাতি হইয়াছি, তথাপি তাঁহার সহিত একত্র বাস করিলে আমার কোন ক্লেশ থাকিবে না।" মহর্ষি আমার প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক স্নেহ কোপগর্ভ বচনে কহিলেন, "দুরাত্মন্! যে পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, আবার সেই পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাইতেছিস? অদ্যাপি পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার সামর্থ্য হউক, পরে তাহার জন্মস্থান বলিয়া দিব।"

"তাত! প্রাণধারণ করিতে পারা না যায়, এরূপ বিকার মুনিকুমারের মনে কেন সহসা সঞ্চারিত হইল? পরম পবিত্র দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যল্প পরমায়ু কেন হইল? আমাদিগের অতিশয় বিস্ময় জন্মিয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলে চরিতার্থ হই।" হারীতের

এই কথা শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন, "অপত্যোৎপাদনকালে মাতার যেরূপ মনোবৃত্তি থাকে, সন্তানও সেইরূপ মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। পুণ্ডরীকের জন্মকালে লক্ষ্মী রিপুপরতন্ত্র হইয়াছিলেন, সুতরাং পুণ্ডরীক যে রিপু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। শাস্ত্রকারেরা কহেন, কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রামিত হয়। কিন্তু শাপাবসানে ইহার দীর্ঘ পরমায়ু হইবে।" আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভগবন্! কিরূপে আমি দীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত হইব, তাহার উপায় বলিয়া দেন।" তিনি কহিলেন, "ইহার পর ক্রমে ক্রমে সমুদায় জানিতে পারিবে।"

উপসংহার

কথায় কথায় নিশাবসান ও পূর্ব্বদিক্ ধূসরবর্ণ হইল। পম্পাসরোবরে কলহংসগণ কলরব করিয়া উঠিল। প্রভাতসমীরণ তপোবনের তরুপল্লব কম্পিত করিয়া মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। শশধরের আর প্রভা রহিল না। দূর্ব্বাদলের উপর নিশির শিশির মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহর্ষি হোমবেলা উপস্থিত দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মুনিকুমারেরা এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া কথা শুনিতেছিলেন এবং শুনিয়া এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে, মহর্ষিকে প্রণাম না করিয়াই প্রভাতকৃত্য সম্পাদন করিতে গেলেন। হারীত আমাকে লইয়া আপন পর্ণশালায় রাখিয়া নির্গত হইলেন। তিনি বহির্গত হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, "এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, যে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর, কোন কর্ম্মের যোগ্য নয়। অনেক সুকৃত না থাকিলে মনুষ্যদেহ হয় না। তাহাতে আবার সর্ব্ববর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লাভ করা অতি কঠিন কর্ম; ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্বিবেশে জগদীশ্বরের আরাধনা ও অপবর্গের উপায় চিন্তা করা প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দিব্যলোকে নিবাসের ত কথাই নাই। আমি এই সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কেবল আপন দোষে হারাইয়াছি। কোন কালে যে উদ্ধার পাইব, তাহারও উপায় দেখিতেছি না। জন্মান্তরীণ বান্ধবগণের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এ দেহে কোন প্রয়োজন নাই। এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আমাকে এক দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার সম্পূর্ণ মানস। ভাল, বিধাতার মানসই সফল হউক।"

এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে হারীত সহাস্য-বদনে আমার নিকট আসিয়া মধুর-বচনে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ভগবান্ শ্বেতকেতুর নিকট হইতে তোমার পূর্ব্বসুহৃৎ কপিঞ্জল তোমার অন্বেষণে আসিয়াছেন। বাহিরে পিতার সহিত কথা কহিতেছেন।" আমি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলাম, "কৈ; তিনি কোথায়? আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চল।" বলিতে বলিতে কপিঞ্জল আমার নিকট আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। বলিলাম, "সখে কপিঞ্জল! বহুকাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইচ্ছা হইতেছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি।" বলিবামাত্র তিনি আপন বক্ষঃস্থলে আমাকে তুলিয়া লইলেন; আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি প্রবোধবাক্যে কহিলাম, "সখে! তুমি আমার ন্যায় অজ্ঞান নহ। তোমার গম্ভীর প্রকৃতি কখন বিচলিত হয় নাই। তোমার মন কখন চঞ্চল দেখি নাই। এক্ষণে চঞ্চল হইতেছ কেন? ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আসনপরিগ্রহ দ্বারা শ্রান্তি পরিহার পূর্ব্বক পিতার কুশলবার্ত্তা বল। তিনি কখন এই হতভাগাকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? আমার দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাকের কথা শুনিয়া কি বলিলেন? 'বোধ হয়, অতিশয় কুপিত হইয়া থাকিবেন।"

কপিঞ্জল আসনে উপবেশন ও মুখপ্রক্ষালন পূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিয়া কহিলেন, "ভগবান কুশলে আছেন এবং দিব্যচক্ষু দ্বারা আমাদিগের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতীকারের নিমিত্ত এক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমাকে বিষণ্ণ ও ভীত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কপিঞ্জল! যে ঘটনা উপস্থিত তাহাতে তোমাদিগের কোন দোষ নাই। আমি উহা অগ্রে জানিতে পারিয়াও প্রতীকারের কোন চেষ্টা করি

নাই। অতএব আমারই দোষ বলিতে হইবে। এই দেখ, বৎস পুণ্ডরীকের আয়ুষ্কর কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছি, ইহা সিদ্ধপ্রায়; যত দিন সমাপ্ত না হয়, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর।'—বলিয়া আমার ভয়ভঞ্জন করিয়া দিলেন। আমি তখন নির্ভয়-চিত্তে নিবেদন করিলাম, 'তাত! পুণ্ডরীক যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন।' তিনি বলিলেন, 'বৎস! তোমার সখা শুকজাতিতে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণে তুমি তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। তাঁহারও তোমাকে দেখিয়া মিত্র বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞা হইবে না।' অদ্য প্রাতঃকালে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, 'বৎস! তোমার সখা মহর্ষি জাবালির আশ্রমে আছেন। পূর্ব্বজন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহার স্মৃতিপথবর্ত্তী হইয়াছে; এক্ষণে তোমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকটে যাও! যত দিন আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তাঁহাকে জাবালির আশ্রমে থাকিতে কহিও।' তোমার মাতা লক্ষ্মী দেবীও সেই কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। তিনিও আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক উহাই বলিয়া দিলেন!" কপিঞ্জল এই কথা বলিয়া দুঃখিতচিত্তে আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার ঘোটকরূপ ধারণের সময় যে যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে আহারাদি করিয়া, 'সখে! যাবৎ সেই কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ এই স্থানে থাক; আমিও সে কর্ম্মে ব্যাপৃত আছি, শীঘ্র তথায় যাইতে হইবে, চলিলাম' বলিয়া বিদায় হইলেন। দেখিতে দেখিতে অন্তরীক্ষে উঠিলেন ও ক্রমে অদৃশ্য হইলেন।

হারীত যত্ন পূর্ব্বক আমার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বলাধান হইল এবং পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে গমন করিবার শক্তি জন্মিল। একদা মনে মনে চিন্তা করিলাম, 'এক্ষণে উড়িবার সামর্থ্য হইয়াছে, একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই।' এই স্থির করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে লাগিলাম। গমন করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং কিঞ্চিদ্দুর যাইয়াই অতিশয় শ্রান্তিবোধ ও পিপাসায় কণ্ঠশোষ হইল। এক সরোবরের সমীপবর্ত্তী জম্বুনিকুঞ্জে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। সুস্বাদু ফল ভক্ষণ ও সুশীতল জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইলে, নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল। পক্ষপুটের অন্তরালে চঞ্চুপুট নিবেশিত করিয়া সুখে নিদ্রা গেলাম। জাগরিত হইয়া দেখি, জালে বদ্ধ হইয়াছি। সম্মুখে এক বিরাটাকার ব্যাধ দণ্ডায়মান। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কলেবর কম্পিত হইল এবং জীবনে নিরাশ হইয়া ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, "ভদ্র! তুমি কে, কি নিমিত্ত আমাকে জালবদ্ধ করিলে? যদি আমিষলোভে বদ্ধ করিয়া থাক, নিদ্রাবস্থায় কেন প্রাণবিনাশ কর নাই? যদি কৌতুকের নিমিত্ত ধরিয়া থাক, কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এক্ষণে জাল-মোচন করিয়া দাও। নিরপরাধে কেন আর যন্ত্রণা দিতেছ? আমার চিত্ত প্রিয়জন-দর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, আর বিলম্ব সহে না; তুমিও প্রাণী বট, বল্লভ-জনের অদর্শনে মন কিরূপ চঞ্চল হয়, জানিতে পার।"

কিরাত কহিল, "আমি চণ্ডাল বটি, কিন্তু আমিষলোভে তোমাকে জালবদ্ধ করি নাই। আমাদিগের স্বামী পক্কণদেশের অধিপতি। তাঁহার কন্যা শুনিয়াছিলেন, জাবালি মুনির আশ্রমে এক আশ্চর্য্য শুকপক্ষী আছে। সে মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। শুনিয়া অবধি কৌতুকাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক দিন অনুসন্ধানে ছিলাম। আজি সুযোগক্রমে জালবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিব।' তিনিই তোমার বন্ধন অথবা মোচনের প্রভু।" কিরাতের কথায় সাতিশয় বিষণ্ণ হইলাম। ভাবিলাম, 'আমি কি হতভাগ্য! প্রথমে ছিলাম দিব্যলোকবাসী ঋষি; তাহার পর সামান্য মানব হইলাম; অবশেষে

শুকজাতিতে পতিত হইয়া জালবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে যাইতে হইল। তথায় চণ্ডালবালকের ক্রীড়াসামগ্রী হইব ম্লেচ্ছজাতির অপবিত্র অন্নে এই দেহ পোষিত হইবে। হা মাতঃ! কেন আমি গর্ভেই বিলীন হই নাই? হা পিতঃ! আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল?' এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম। পুনর্ব্বার বিনয়বচনে কিরাতকে কহিলাম, "ভ্রাতঃ! আমি জাতিস্মর মুনিকুমার, কেন চণ্ডালের আলয়ে লইয়া গিয়া আমার দেহ অপবিত্র কর? ছাড়িয়া দাও, তোমার যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে।" পুনঃ পুনঃ পাদপতনপুরঃসর অনেক অনুনয় করিলাম, কিছুতেই তাহার পাষাণময় অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল না; কহিল, 'রে মোহান্ধ! পরাধীন ব্যক্তিরা কি স্বামীর আদেশ অবহেলন করিতে পারে?' এই বলিয়া পক্বণাভিমুখে আমাকে লইয়া চলিল।

কতক দূর গিয়া দেখি, কেহ মৃগবন্ধনের বাগুরা প্রস্তুত করিতেছে; কেহ ধনুর্ব্বাণ নির্ম্মাণ করিতেছে, কেহ বাকুটজাল রচনা করিতে শিখিতেছে; কাহার হস্তে কোদণ্ড, কাহার হস্তে লৌহদণ্ড। সকলেরই আকার ভয়ঙ্কর। সুরাপানে সকলের চক্ষু জবাবর্ণ। কোন স্থানে মৃত হরিণশাবক পতিত রহিয়াছে। কেহ বা তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দ্বারা মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণ ক্ষুৎপিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে; কেহ একবিন্দু বারি দান করিতেছে না। এই সকল দেখিয়া অনায়াসে বুঝিলাম, উহা চণ্ডালরাজ্যের আধিপত্য। উহার আলয় যেন যমালয় বোধ হইল। ফলতঃ তথায় এরূপ একটিও লোক দেখিতে পাইলাম না, যাহার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণা আছে। কিরাত চণ্ডালকন্যার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিল। কন্যা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কাষ্ঠের পিঞ্জরে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া ভাবিলাম, 'যদি বিনয়পূর্ব্বক কন্যার নিকট আত্মমোচনের প্রার্থনা করি, তাহা হইলে, যে নিমিত্ত আমাকে ধরিয়াছে, তাহারই পরিচয় দেওয়া হয়; অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট কথা কহিতে পারি বলিয়া ধরিয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ করা হয়। যদি কথা না কহি, তাহা হইলে, শঠতা করিয়া কথা ক'হতেছে না ভাবিয়া অধিক যন্ত্রণা দিতে পারে। যাহা হউক, বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। কথা কহিলে কখন মোচন করিবে না, বরং না কহিলে অবজ্ঞা করিয়া ছাড়িয়া দিলেও দিতে পারে।' এই স্থির করিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম। কথা কহাইবার জন্য সকলে চেষ্টা পাইল, আমি কিছুতেই মৌনভঞ্জন করিলাম না। যখন কেহ আঘাত করে, কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চণ্ডালকন্যা ফল মূল প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে দিল আমি খাইলাম না। পরদিনও ঐরূপ আহারসামগ্রী আনিয়া দিল। আমি ভক্ষণ না করাতে কহিল, 'পক্ষী ও পশুজাতি ক্ষুধা না লাগিলে খায় না, ইহা অতি অসম্ভব বোধ হয়, তুমি জাতিস্মর, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা করিতেছ; অর্থাৎ চণ্ডালস্পর্শে খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া আহার করিতেছ না। তুমি পূর্ব্বজন্মে যে থাক, এক্ষণে পক্ষিজাতি হইয়াছ। চণ্ডালস্পৃষ্ট বস্তু ভক্ষণ করিলে পক্ষিজাতির দুরদৃষ্ট জন্মে না। বিশেষতঃ আমি বিশুদ্ধ ফল-মূল আনয়ন করিয়াছি, উচ্ছিষ্ট সামগ্রী আনি নাই, নীচজাতি স্পৃষ্ট ফল-মূল ভক্ষণ কথা কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন, পানায় কিছুতেই অপবিত্র হয় না। অতএব তোমার পান ভোজনে বাধা কি?'

চণ্ডালকুমারীর ন্যায়ানুগত বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলাম এবং ফলভক্ষণ ও জলপান দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিলাম; কিন্তু কথা কহিলাম না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। একদা পিঞ্জরের অভ্যন্তরে নিদ্রিত আছি, জাগরিত হইয়া দেখি, পিঞ্জর সুবর্ণময় ও পক্বণপুর অমরপুর হইয়াছে। চণ্ডালদারিকাকে মহারাজ যেরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেখিতেছেন, ঐরূপ আমিও দেখিলাম।' দেখিয়া

অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব ভাবিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে মহারাজের নিকট আনীত হইয়াছি। ঐ কন্যা কে, কি নিমিত্ত চণ্ডালকন্যা বলিয়া পরিচয় দেয়, আমাকেই বা কি নিমিত্ত ধরিয়াছে, মহারাজের নিকটেই বা কি জন্য আনয়ন করিয়াছে, কিছুমাত্র অবগত নহি।

রাজা শূদ্রক শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শেষ-বৃত্তান্ত শুনিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতুকাক্রান্ত হইলেন। প্রতীহারীকে আজ্ঞা দিলেন, 'শীঘ্র সেই চণ্ডালকন্যাকে লইয়া আইস।' প্রতীহারী 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। কন্যা শয়নাগারে প্রবেশিয়া প্রগল্ভবচনে কহিল, 'ভুবন-ভূষণ, রোহিণীপতে, কাদম্বরীলোচনানন্দ, চন্দ্র! শুকের ও আপনার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলে। পক্ষী অনুরাগান্ধ হইয়া পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মহাশ্বেতার নিকট যাইতেছিল, তাহাও শুনিলেন। আমি ঐ দুরাত্মার জননী লক্ষ্মী, মহর্ষি কালত্রয়দর্শী দিব্য চক্ষু দ্বারা উহাকে পুনর্ব্বার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, 'তুমি ভূতলে গমন কর এবং যাবৎ আরব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তোমার পুত্রকে তথায় বদ্ধ করিয়া রাখ এবং যাহাতে অনুতাপ হয়, এরূপ শিক্ষা দিও। কি জানি, যদি কর্ম্মদোষে আবার তির্য্যগ্‌জাতি অপেক্ষাও অন্য কোন নীচ জাতিতে পতিত হয়। দুষ্কর্ম্মের অসাধ্য কিছুই নাই।' আমি মহর্ষির বচনানুসারে উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অদ্য কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর মিলন করিয়া দিলাম। এক্ষণে জরামরণাদিদুঃখসঙ্কুল এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন অভীষ্ট বস্তু লাভ কর।' এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলেন।

লক্ষ্মীর বাক্য শুনিবামাত্র রাজার জন্মান্তর-বৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ হইল। তখন মকরকেতু কাদম্বরীকে তাঁহার স্মৃতিপথে উপস্থাপিত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তখন গন্ধর্ব্বকুমারী কাদম্বরীর বিরহবেদনা রাজার হৃদয়ে অতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এ দিকে বসন্তকাল উপস্থিত। সহকারের মুকুলমঞ্জরী সঞ্চালিত করিয়া মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। কোকিলের কুহুরবে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল। অশোক, কিংশুক, কুরুবক, চম্পক প্রভৃতি তরুগণ বিকশিত কুসুম দ্বারা দিঘ্মণ্ডল আলোকময় করিল। অলিকুল বকুলপুষ্পের গন্ধে অন্ধ হইয়া ঝঙ্কার পূর্বক তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তরুগণ পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইল। কমলবন বিকসিত হইয়া সরোবরের শোভা বৃদ্ধি করিল। ক্রমে মদন মহোৎসবের সময় সমাগত হইলে একদা কাদম্বরী সায়াহ্নে সরোবরে স্নান করিয়া ভক্তিভাবে অনঙ্গদেবের অর্চ্চনা করিলেন। চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া গাত্রে হরিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং কণ্ঠদেশে কুসুমমালা কর্ণে অশোকস্তবক পরাইয়া দিলেন। উত্তম বেশভূষায় ভূষিত করিয়া সস্পৃহ-লোচনে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। একে বসন্তকাল, তাহাতে নির্জ্জন প্রদেশ। রতিপতিও সময় বুঝিয়া অমনি শর নিক্ষেপ করিলেন। কাদম্বরী উন্মত্ত ও বিকৃতচিত্ত হইয়া জীবিতভ্রমে যেমন চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিতেছেন, অমনি চন্দ্রাপীড় পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। কাদম্বরী ভয়ে কাঁপিতেছেন, চন্দ্রাপীড় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'ভীরু! ভয় কি? এই দেখ, আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছি। এত দিন বিদিশা নগরীতে শূদ্রক নামে নরপতি ছিলাম, অদ্য সে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার মনোরথও আজি সফল হইবে। আজি পুণ্ডরীকও বিগতশাপ হইয়াছেন।' বলিতে বলিতে চন্দ্রলোক হইতে পুণ্ডরীক নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার গলে সেই একাবলী-মালা ও বামপার্শ্বে কপিঞ্জল। কাদম্বরী প্রিয়সখীকে প্রিয়সংবাদ জানাইতে গেলেন, এমন

সময়ে পুণ্ডরীক চন্দ্রাপীড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাপীড় সমাদরে হস্তধারণ ও কণ্ঠগ্রহণ পূর্ব্বক মৃদু-মধুর বচনে বলিলেন, 'সখে! তোমার সৌহার্দ্দ কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমি তোমাকে বৈশম্পায়ন বলিয়াই জ্ঞান করিব। তোমাকে আমার সহিত মিত্রতা-ব্যবহার করিতে হইবে।'

গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ ও হংসকে এই শুভ-সংবাদ শুনাইবার নিমিত্ত কেয়ূরক হেমকূটে গমন করিল। মদলেখা আহ্লাদিত হইয়া তারাপীড় ও বিলাসবতীর নিকট গিয়া কহিল, 'আপনাদের সৌভাগ্যফলে যুবরাজ আজি পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন।' রাজা, রাণী, শুকনাস ও মনোরমা এই বিস্ময়কর শুভসমাচার শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়া শীঘ্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাপীড় জনক-জননীকে সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিতেছিলেন, রাজা অমনি ভুজযুগল প্রসারিত করিয়া ধরিলেন; কহিলেন, 'বৎস! জন্মান্তরীণ পুণ্যফলে তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ চন্দ্রমার মূর্ত্তি। তুমিই সকলের নমস্য, তোমাকে দেখিয়া আজি দেবগণ অপেক্ষাও সৌভাগ্যশালী হইলাম। আজি জীবন সার্থক ও ধর্ম্মকর্ম্ম সফল হইল।' বিলাসবতী পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন ও শিরোঘ্রাণ করিয়া সস্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন। তাঁহার কপোলযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। অনন্তর শুকনাশ ও মনোরমাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত স্নেহপ্রকাশ পূর্ব্বক যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। 'ইনিই বৈশম্পায়নরূপে আপনাদিগের পুত্র হইয়াছিলেন', বলিয়া চন্দ্রাপীড় পুণ্ডরীকের পরিচয় দিলেন। পুণ্ডরীক জনক-জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। কপিঞ্জল কহিলেন, 'শুকনাস! মহর্ষি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন আমি পুণ্ডরীকের লালন-পালন করিয়াছি বটে কিন্তু ইনি তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত। অতএব তোমার নিকটেই পাঠাইতেছি। ইহাকে বৈশম্পায়ন বলিয়াই জ্ঞান করিও, কদাচ ভিন্ন ভাবিও না। শুকনাস কহিলেন, 'মহর্ষির আদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার অন্যথা হইবে না। বৈশম্পায়ন বলিয়াই আমার জ্ঞান হইতেছে।' এইরূপ নানা কথায় রজনী প্রভাত হইল। প্রাতঃকালে চিত্ররথ ও হংস মদিরা ও গৌরীর সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমুদায় গন্ধর্ব্বলোক আহ্লাদে পুলকিত হইয়া আগমন করিল।

আহা! কি শুভ দিন! কি আনন্দের সময়! সকলের শোক-দুঃখ দূর হইল। আপন আপন মনোরথ সম্পন্ন হওয়াতে সকলেই আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। গন্ধর্ব্বপতির সহিত নরপতির এবং হংসের সহিত শুকনাসের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাঁহারা নব নব উৎসব ও আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা চিরপ্রার্থিত মনোরথ লাভ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। আপন আপন প্রিয়সখীর অভিলষিত সিদ্ধি হওয়াতে মদলেখা ও তরলিকার সমুদায় ক্লেশ শান্তি হইল।

চিত্ররথ সাদর-সম্ভাষণে কহিলেন, "মহারাজ! সকল মনোরথ সফল হইল। এক্ষণে এই অধীনের সদনে পদার্পণ করিলে চন্দ্রাপীড়কে কাদম্বরী-প্রদান ও রাজ্য দান করিয়া চরিতার্থ হই।" তারাপীড় উত্তর করিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! যেখানে সুখ, সেই গৃহ। আমি এই আশ্রমকেই সুখের ধাম ও আপন আলয় বলিয়া স্থির করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই স্থানেই জীবন যাপিত করিব। তুমি বধূসহিত চন্দ্রাপীড়কে আপন আলয়ে লইয়া যাও ও বিবাহ-মহোৎসব নির্ব্বাহ কর। আমি এই আশ্রমেই থাকিলাম।" চিত্ররথ ও হংস জামাতা ও কন্যাকে আপন আপন আলয়ে লইয়া গেলেন ও মহাসমারোহে

মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন; পরিশেষে উভয়েই জামাতার প্রতি আপন আপন রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

এইরূপে চন্দ্রাপীড় ও পুণ্ডরীক প্রিয়তমাসমাগমে পরম সুখী হইয়া রাজ্যভোগ করেন। একদা কাদম্বরী বিষণ্নমুখী হইয়া চন্দ্রাপীড়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! সকলেই মরিয়া পুনর্জ্জীবিত হইল; কিন্তু সেই পত্রলেখা কোথায় গেল, জানিতে বাসনা হয়।" চন্দ্রাপীড় কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্তলোকে জন্মগ্রহণ করিলে রোহিণী আমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত পত্রলেখারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পুনর্ব্বার চন্দ্রলোকে দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া তাঁহার কৌতুকভঞ্জন করিয়া দিলেন। হেমকূটে কিছু কাল বাস করিয়া আপন রাজধানী উজ্জয়িনী নগরে গমন করিলেন। তথায় পুণ্ডরীকের প্রতি রাজ্যশাসনের ভার দিয়া কখন গন্ধর্ব্বলোকে, কখন চন্দ্রালোকে, কখন পিতার আশ্রমে, কখন বা পরমরমণীয় সেই সেই প্রদেশে বাস করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ

PARIJAT BIKASH

A TALE

IN BENGALEE

PART I

BY

JOYNARAIN BANERJEA

পারিজাতবিকাশ ।

পূর্ব খণ্ড ।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।

CALCUTTA

PRINTED AT
BASUMATI CORPORATION LIMITED
166, BEPEN BEHARI GANGULY STREET.

1983

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অসদ্ভাব হেতু এই পুস্তক লিখিত হয় নাই, আমাদিগের দেশীয় ভাষায় এ পর্য্যন্ত যে বহুল গ্রন্থাবলীর অভাব লক্ষিত হইতেছে কেবল সেই অভাব দৃষ্টি করিয়াই ইহা রচিত হইল। ইহা দ্বারা যদি সেই অভাবের যৎকিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য সাধন হইল।

এই গ্রন্থ কোন আদর্শ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই; ইহার স্থানে প্রাচীন ভাব ও প্রাচীন প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে পূর্ব্বখণ্ড সাধারণের নিকট সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে ইহার উত্তর খণ্ড প্রকাশ করা যাইবেক। শ্রীযুক্ত গুরুদয়াল চৌধুরি মহাশয় ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০, ১১ই আষাঢ়।

পারিজাতবিকাশ

ললন্তিকা

উপক্রমণিকা

অতি পূর্ব্বকালে শরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে চন্দ্রাদিত্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন, পুষ্পবন্ত নামে অতি প্রিয়পাত্র তাঁহার এক অমাত্য ছিল।

একদা ভূপাল প্রণতাশেষসামন্ত ও অমাত্যসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বনে গমন করিয়াছিলেন, নগর হইতে বহির্গত হইয়া বেতস্বৎ, অনূপ, নদী, কান্তার প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গম স্থান অতিক্রম করিয়া অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিলে মনোমধ্যে হর্ষ ও প্রীতির সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে শাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল, বকুল প্রভৃতি অতি মনোহর মহীরুহ চতুর্দ্দিকে শাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে নিম্ব, লবঙ্গ, কদম্ব, জম্বু, জম্বীর, দাড়িম্ব, উড়ুম্বর প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ পাদপ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা রক্তাশোক, চম্পক, কিংশুক, কাঞ্চন, শমী, শিরীষ শাল্মলী, করঞ্জ, কদলী, হরীতকী, বিভীতকী, কেতকী, শিংশপা, ধাত্রী, মধুপর্ণী, সপ্তচ্ছদপ্রভৃতি তরু কুসুমিত ও পল্লবিত হইয়া কাননের রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধুমত্ত মধুকরগণ পুষ্পপরম্পরায় উড়িয়া বসিতেছে। শাখায় শাখায় শাখামৃগ বিকটবদনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিদিগকে ভয়প্রদর্শন করাইতেছে। কোন স্থানে সিংহ, শৈরিভ, শরভ, শম্বর, রৌহিষ, ঋষ্য, গোকর্ণ, মৃগ প্রভৃতি পশুগণ বনে বনে সুখে ভ্রমণ করিতেছে। কঙ্ক, কলিঙ্ক, কলবিঙ্ক সারঙ্গ, কাদম্ব, চক্রবাক, শুক, পুণ্ডরীক, শ্যেন, বনকপোত, প্রভৃতি পক্ষিজাতি তরুশাখায়, ক্ষিতিতলে বিহার করিতেছে। রাজা হর্ষিত হইয়া কহিলেন, আহা! এই সকল পক্ষি-জাতির কণ্ঠস্বর কি সুমধুর! এই শকুন্তসমাকুলকলরব শ্রবণে বোধ হইতেছে বাকশক্তি রহিত বিহঙ্গমগণও মধুমাসে মদনোৎসব করিয়া থাকে।

রাজা অমাত্যের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে বনপ্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! রথ সেনানিবেশ সন্নিহিত হইয়াছে, কান্তারপথে গমন করিতে অশ্বদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কি অনুমতি হয়? রাজা দক্ষিণস্থের বাক্য শ্রবণ করিয়া বরত্রা মোচন করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। রথের বেগ সম্বরণ হইলে রাজা, করে শরাসন, কটিদেশে সারসন ও মস্তকে শীর্ষণ্য ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাসিক, পদাদিক, চর্ম্মিন্, যাষ্টিক প্রভৃতি শূর বীরগণ ফলক, ভিন্দিপাল, শঙ্কু, তোমর ধারণ করিয়া মহাকোলাহল শব্দে নিবিড় গহনে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাজা অশ্বারোহণে এক ঋষ্যশিশুকে লক্ষ করত শরসন্ধান করিয়া বেগে গমন করিতেছেন এমন

সময়ে শুনিলেন, যেন কোন ব্যক্তি ব্যগ্রচিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে, মহারাজ! শমীকণ্টকদ্বারা সুকোমল কমলপত্র কর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। এই দুর্ব্বল প্রাণী কি আপনার তীক্ষ্ণশরের লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত? কমলে কুলিশপাত কি সন্তাপদায়ক নহে? ইহাতে রাজা হতবুদ্ধি হইয়া সচকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ কে আমাকে এই মৃগটিকে বধ করিতে নিষেধ করিতেছে, কাহাকেও ত অবলোকন করিতেছি না, যাহা হউক সমভিব্যাহারী লোকদিগকে ইহার অনুসন্ধান করিতে আদেশ কর, আমরা এই স্থানেই প্রত্যাদিষ্ট হইতেছি, এই বলিয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন।

অমাত্য সৈন্যদিগকে ভূপাদেশ গোচর করিবামাত্র তাহারা লতামণ্ডপ, গহনতরুতল, বিশেষরূপে সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিন্তু মনুষ্যের অবস্থানের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। পরিশেষে ভূপালের নিকট আসিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা বিস্তর অন্বেষণ করিলাম, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানে কোন তাপসের আশ্রম ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছে, এমন সময় এক জন সৈনিক ভূপালের সন্নিহিত হইয়া একটি শুকপক্ষী প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, মহারাজ! এই শুকপক্ষিটি আপনাকে কুরঙ্গবধে নিষেধ করিতেছিল, বহুযত্নে ধৃত করিয়া ইহাকে মহারাজের সমীপে আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করুন। রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৌতুহলাক্রান্তচিত্তে পক্ষিটিকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন!

শুক ভূপালকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! অধম জাতিতে জন্মপরিগ্রহ করে বলিয়া পক্ষিমাত্রেই মিথ্যা কহে, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। এক্ষণে নিতান্ত প্রাচীন হইয়াছি বলিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলাম, আপনার অনুচরগণ মৃগয়ায় অসিয়া বিনা কারণে আমাকে ধরিয়া আনিল। বার্দ্ধক্যদশায় শরীর অতিশয় শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছে, এজন্য অতি অল্পেতেই মহা ক্লেশ অনুভব হয়, আপনার অনুযায়ী লোকেরা দৃঢ় লতাপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, মহারাজ! লতাবন্ধনে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, ত্বরায় মুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করুন। রাজা ও অনুযায়ী লোকেরা চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন কি সর্ব্বনাশ! অনুচরেরা পক্ষিবেশ ধারী কোন্ মহার্ঘ্য পরম পূজ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছে? অজ্ঞানতা-বশতঃ অকারণে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং শুকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

শুক মুক্ত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি বিপন্ন লোকদিগের প্রতিক্রিয়ার মহোপায় স্বরূপ, আপনার বাহুবলে ও অপ্রতিহত পরাক্রমে বসুমতী একচ্ছত্রা হইয়াছেন, আর কি আশীর্ব্বাদ করিব; দীর্ঘজীবী হইয়া নির্ব্বিরোধে সসাগরা ধরায় একাধিপত্য করুন। রাজা শুকের বচন শ্রবণে হর্ষাধিষ্ঠিত হইয়া কহিলেন, সাধো! অপ্রগল্‌ভ ও পিতৃসন্নিভ লোকদিগের আশীর্ব্বাদ দৈববাণীর ন্যায় সত্য। অদ্য আপনার দর্শনেই এই প্রশ্রিত জন চরিতার্থ হইয়াছে, যাহা হউক আপনার ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইবার কারণ কি? শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে। শুক কহিল, মহারাজ! তাহা অতি বিস্তীর্ণ ক্রমে জানিতে পারিবেন শ্রবণ করুন!

ললন্তিকা

গল্পারম্ভ

এই সর্বংসহা বসুধাপীঠে করতোয়া নামে এক অতি প্রসিদ্ধ বেগবতী নদী আছে, যে স্থানে হর পার্বতীর বিলাসভবন ও দক্ষপ্রজাপতির আশ্রম অদ্যাপিও দৃষ্টিগোচর হয়।

উহাব অনতিদূরে নন্দা নামক মনোহর সরোবর আছে। নন্দা সরোবরতট অতি রমণীয় স্থান, দিবাভাগে মুনিকন্যাগণ নন্দা সরোবরে ভগবতী উগ্রচণ্ডার অর্চ্চনা করিয়া যান, সেই সমস্ত রক্তচন্দনানুলিপ্ত উৎপল সমীরণপ্রবাহদ্বারা নানাদিগে প্রবাহিত হইলে রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে সরোবর কুমুদময় বোধ হয়। বিবিধ কেলীপর জলচর পক্ষিগণ নিয়ত সেই স্থানে কোলাহল করে ও কোকিলের কলরবে বন উল্লাসিত হয়। পূর্বে উহার নিকটে এক অতি প্রাচীন তমালতরুতলে সকলকলাভিজ্ঞ কালত্রয়দর্শী মহর্ষি কৌশিকের আশ্রম ছিল, সেই তপোধন ত্রিদশারাধ্য সাক্ষাৎ চক্রপাণি ইন্দ্রাবরজের অবতার স্বরূপ, দ্বৈপায়নকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, প্রভাবে দ্বাদশাত্মা অর্য্যমা সদৃশ. করুণার প্রবাহ ছিলেন। শুনিয়া থাকিবেন ভগবানের মানস হইতে মন্মথ নামে তাঁহার এক কুমার জন্মে, একদা সেই বৃষ্ণিবংশোদ্ভব মনোভব চন্দ্রলোক হইতে তপোলোকে গমন করিতেছিলেন, মানসসরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, চৈত্ররথবনে কিন্নরবালাগণ কেলি করিতেছে। কন্দর্প স্বভাবতঃ অতিশয় দুরাশয়; অনৃজু ও বিবশাশয় লোকের মনে কিছুতেই ঘৃণার উদয় হয় না, সুতরাং ঈদৃশ নিকৃত অরিষ্টদুষ্টধী কন্দর্পের অননুষ্ঠিত কার্য্য কি আছে? মকরকেতন মনোরমসুসম কুসুমশর লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে মুগ্ধস্বভাবা অপ্সরোবালাদিগকে স্মরদশাভিভূত করিল।

কন্যাগণ অনঙ্গের কুসুমচাপ প্রভাবে স্খলিতাঙ্গী ও স্মরতোন্মাদিনী করিণী প্রায় হইয়া সেই সরোবরতীরে তরুলতাসমাবেষ্টিত এক নিভৃত লতাগহনে মহাতপা শাতাতপ তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিল। এই সূত্রে প্রমদ্বারা নাম্নী অপ্সরাগর্ভে মহর্ষি শাতাতপের বিলাসিনী নামে এক কন্যা উদ্ভব হয়। বিচক্ষণ তপোধন, তাপসাগ্র কৌশিকের সহ স্বীয় দুহিতার পরিণয় সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিনীর গর্ভে ভগবান্ কৌশিকের ললন্তিকা নামে এক কন্যা সমুৎপন্না হয়। বিদ্যাধরী, কন্যাটিকে প্রসব করিয়া তাপসের প্রতি প্রতিপালনের ভার প্রদান পূর্বক স্বকাশে গমন করিল। মহর্ষি নিরতিশয় যত্ন ও স্নেহসহকারে কন্যাটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ললন্তিকা নির্ম্মলা শশিকলাপ্রায় সৌষ্ঠব ও লাবণ্যময়ী হইতে লাগিলেন।

কালক্রমে বসন্তকুসুমের ন্যায় ললন্তিকার যৌবনমঞ্জরী বিকসিত হইলে বাল্যাবস্থাসহ শৈশবসুলভ চপলতা গলিত হইল। মুখমণ্ডলরূপ আকাশমণ্ডলে লজ্জারূপ চন্দ্রমণ্ডল প্রতীয়মান হওয়াতে, দৃষ্টিরূপ চন্দ্রমারশ্মি অধস্তলশায়ী হইল। ললন্তিকার লজ্জাকুঞ্চিত ওষ্ঠাধরে হাস্যরূপ তড়িৎপুঞ্জের আবির্ভাব হইলে, মুখমণ্ডল বল্কলরূপ মেঘবিতানে দৃঢ়রূপ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল।

একদা বসন্তসমাগমে দক্ষিণদিক্ হইতে অমৃতায়মান মন্দ মন্দ মলয়মারুত সঞ্চালিত হইয়া লোকের মনে কন্দর্প অনুরাগ উদ্দীপন করিয়া দিতে লাগিল। বনপুষ্প প্রস্ফুটিত ও কল্পপাদপের

মঞ্জরী উদ্গত হইল। সহকারমুকুলসৌগন্ধে ও কোকিলের কলরবে বন আকুল করিল। শিখিকলাপ তরুশাখায় বিচিত্র চন্দ্রকলাপ বিস্তার করিয়া মৃগকুলকে আকুল করিতে লাগিল। বসন্তবিকাশ পলাশ, শিংশপা, রক্তাশোক বিকসিত হইলে বনময় লোহিতরাগবিস্তার হইল, আরণ্যজন্তুগণ সশঙ্কচিত্তে দাবাগ্নিভ্রমে ইতস্তত দৌড়িতে লাগিল। বোধ হয় যেন মীনকেতনের নিশিত শরপাতভয়ে বাক্‌শক্তিরহিত অচেতন প্রাণিগণও ব্যাকুল হইয়াছে।

এক দিবস ললন্তিকা আশ্রমসন্নিহিত রক্তাশোকপাদপতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে, সখে! কি কৌতুকাবহ কাণ্ড! দেখ, ভয় প্রদর্শন করিলেও মৃগশিশুটি নিঃশঙ্কচিত্তে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, কোনক্রমেই বাধা শুনিতেছে না। তুমি উহাকে নিরস্ত কর। কৌতুকক্রমে দূর হইতে পরিহাসচ্ছলে, সখে ঐ মুগ্ধ মৃগ শিশু যথার্থই শশাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছে, উহাকে ভয়প্রদর্শন করান অনুচিত। এইরূপ পরিহাসসূচক আলাপ বনাভ্যন্তরে শ্রবণ করিলেন। ললন্তিকা হর্ষোৎফুল্লচিত্তে সেই দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। অনন্তর দুই জন তপস্বীকুমার লতাবিতান হইতে বহির্গত হইলেন দেখিতে পাইলেন। উভয়েরই সমান রূপ ও সমান বয়ঃক্রম, এক জনের হস্তে যজ্ঞীয় কুশসমিধ্ ও আষাঢ়দণ্ড, অন্য মুনিকুমারের বামকরে কমণ্ডলুপূর্ণতীর্থোদক, গলে দক্ষিণাবৃত, শনৈঃশনৈঃ শষ্পবীথিকায় আগমন করিতেছেন। পুরোগামী প্রথম কুমারের শান্তমূর্তি ও রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে বোধ হয় হিরণ্যগর্ভালয়া গায়ত্রী তাঁহার রূপগুণে বশীভূত হইয়া তপোবনবাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ললন্তিকা তাঁহারই রূপলাবণ্যের পক্ষপাতিনী হইয়া বিরজা নাম্নী তাপসীকে সমীপগতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্যে! এই মুনিকুমার কে? ইনি কোন্ আশ্রমললামরত্ন? কোন্ কলাই বা ইঁহার অপরিচিত? ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইন্দ্রিয় এরূপ বিকল, শরীর অবসন্ন ও মন এপ্রকার অবাধ্যতা প্রকাশ করিতেছে কেন? উপাধ্যায়ী তাপসী ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক করিলেন, বৎসে! এরূপ অপ্রাকৃত ও অশ্রদ্ধেয় মনশ্চাপল্য প্রকাশ করা তপস্বীবালাদিগের নিতান্ত অযোগ্য। মধ্যাহ্ন তাপমান গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় রশ্মিকণা বর্ষণ করিতেছেন, ক্ষিতিতল অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আশ্রম কুটীরে চল। ললন্তিকা তাপসীর তিরস্কারে লজ্জিতা ও শঙ্কিতা হইয়া শঙ্কাকুল হরিণীর ন্যায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইল। অনন্তর সায়ংকালে তাপসী ললন্তিকাকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমাকে অকারণ তিরস্কার করিয়া অদ্য আমি অতিশয় অসুখে ছিলাম, এক্ষণে একটি কথা বলিয়া যাই বিস্মৃতা হইও না, সায়ংসন্ধ্যার্চ্চনা সমাপন করিয়া মুনিকুমারগণ আবাসতরুতলে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবেন তুমি তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিলে তোমায় দেখিয়া সকলে সোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিবেন, তুমিও তাঁহাদিগের প্রতি সমানসোদর্য্যস্নেহ প্রকাশ করিয়া সেই অবসরে চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করিবে, তাহা হইলেই সেই অক্ষবলয়ী মুনিকুমারের পরিচয় জানিতে পারিবে।

অনন্তর ললন্তিকা, তাপসী যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। মুনিকুমারগণ ললন্তিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন মুনিকুমার চন্দ্রায়ুধের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় ও ধবলাচল নামে অতি প্রসিদ্ধ দুই পর্ব্বত আছে, উহাদিগের

মধ্যস্থলে বহুদূর বিস্তৃত এক দুর্গম অটবী আছে। উভয় পর্বতের মধ্যগত কুহনিশার ন্যায় সেই অটবী নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে. উহার অভ্যন্তরে সূর্য্যের আলোক দৃশ্য হয় না। মধুমাসে বসন্তকুসুমোদ্গম হইতে আরম্ভ হইলে সেই গহনজাত তরুনিচয়ের শাখা বিটপ সকল পল্লবিত, পল্লব, মুকুলিত ও মুকুলকলাপ, মঞ্জরিত হইতে থাকে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমসৌগন্ধে মধুলুব্ধ মধুকরগণ মধুময় কুসুম অন্বেষণে গুন্ গুন্‌স্বরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। ঐ অটবীর দক্ষিণভাগে কৈলাসশিখরসম্ভব প্রবাহনিবহ শৃঙ্গ হইতে পর্বতকন্দরে প্রবলবেগে পতিত হইতেছে, সংগ্রামশ্রান্ত করী, করভযূথ ক্লান্ত হইয়া সেই দিকে জলপান করিতে আগমন করে, দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে গণ্ডশৈল, বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। সেই প্রস্রবণের অনতিদূরে কোন গিরিতটে সুরলোমা নামা মহা যশস্বী তেজস্বী তপস্যা করিতেন। মহর্ষি আজন্ম অকৃতদার হইয়া যোগসাধনেই জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাপসের তপঃপ্রভাবে তপোবনে পারিজাত মঞ্জরিত, গুল্মলতা মুকুলিত ও বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া থাকিত; বোধ হইত যেন, পথশ্রান্ত পাদবিকদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

একদা মহর্ষি গোতমীতীর্থে অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, হিমালয়ের কাঞ্চনময় প্রস্রবণের নিকট সহসা এক দিব্য মুক্তাহারদশনা, সস্মিতলোচনা, ইন্দুবিনিন্দিতমুখারবিন্দা রম্ভা উর্ব্বসীসদৃশাকৃতি কামিনী তীর্থাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিলেন। সমভিব্যাহারে মৈনাকদেশীয় একটি রাজকন্যা গাত্রে পরিমলব্যজনদ্বারা মুক্তাহারগলিত প্রায় স্বেদবিন্দু নিবারণ করিতেছেন। কর্ণে কদম্বকুসুমমঞ্জরী, গলে একাবলী মালা, পরিধান রক্তরশ্মি প্রায় পাণ্ডুবর্ণ বল্কল দুকুল, করে লীলাকমল, ইন্দীবরপরমুখারবিন্দ, কণক নিস্যন্দসুচিক্কণ চম্পকলাবণ্য, দেখিলে বোধ হয় যেন বেদমাতা গায়ত্রী আপন প্রিয়পাত্রী সরস্বতীসহ ভূলোকে অবতীর্ণা হইতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইলে মহর্ষি জানিতে পারিলেন তপোবনে চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমাগম হইয়াছে। অনন্তর সসম্ভ্রমে অবগাহন সমাপন করিয়া তীরে উপনীত হইলেন। বনদেবতা পূর্ব্বেই পাদ্য আর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, ভগবান্ সুরলোমার সন্নিহিত হইয়া মহর্ষির অর্চ্চনা করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি রোদন সম্বরণ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অবিরল নেত্রবাষ্প নিবারণ করিতে পারিলেন না, অবশেষে অনুষঙ্গিনী ভূপালনন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বরারোহে। ইঁহার অশ্রুপাতের কারণ কিছু বুঝিতে পারিয়াছ? কোন দুরিত দুরাত্মা ইঁহার প্রতি অত্যাহিত প্রকাশ করিল বল? রাজপুত্রী কহিলেন, মহাভাগ! তপঃপ্রভাবে আপনার অগোচর কি আছে, অঙ্গনাজনের মন অতি বিমূঢ়, বোধশক্তি না থাকিলেও দূরদর্শী মহর্ষিজনের নিকটও প্রাগলভ্য প্রকাশ করিতে শঙ্কুচিত হয় না। ইঁহার, বাষ্পপাতের কারণ নির্দ্দেশ করা পুনরুক্তি মাত্র, জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিতে হইল।

এই রাজকন্যা অথবা চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, একদা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষচতুর্দ্দশীতে ত্রিদশাধিপতি সহস্রলোচনালয়ে দেবসভায় অমৃত উৎসব সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সিদ্ধত্রিদশ কিন্নর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, গুহ্যকপ্রভৃতি স্বলোকমণ্ডলমণ্ডিত পুরন্দরসভামণ্ডপ চন্দ্রালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে সুরতরঙ্গিণী মণি মৌক্তিকাদিজড়িতবেশভূষায় সুরসভা উজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহাদিগের দেহপ্রভায় কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালা বিগতপ্রভা হইয়াছে। অঙ্কে সুকুমার সুরকুমারগণ, শরদীয়শশাঙ্কঅঙ্কে কলঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বালদিগের মোহনীয় কান্তি ও মধুরিম হাস্য দেখিয়া সকলে পুলকিত ও মুগ্ধ হইতেছেন। ইঁহা

দেখিয়া অনপত্যতাহেতুক ইনি সীমাতিশয় ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ হইয়া ঔদাস্য আদিষ্ট ত্বরায় রজস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

সম্পদ সৌভাগ্যের অনুচর, দৈবানুকূলেও রত্ন লাভ হয়। রাজপুত্রী এইরূপ পরিচয় দিতেছেন এমন সময়ে বনদেবতা নির্ব্বেদ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আমি অনালোচিতপূর্ব্ব অদ্ভূত চিন্তায় এই তপোবন আগমন করিয়াছিলাম, দৈবই আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিল। এক্ষণে দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে চন্দ্রের অনুরূপ এক কুমার প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে দাবদেবি! আগামী চন্দ্রমাসীয় শ্রীপঞ্চমীতে সমঙ্গা নদীতে কৃতাবগাহনা হইয়া ভগবান্ ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মহর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্ররথ-বনদেবতা আহ্লাদবিস্ফারিতচিত্তে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া সকাশে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর কাল, পক্ষ, মাসাব্দ অতীত হইলে বনদেবতার এক মনোহর চন্দ্রাকৃতি সুকুমার জন্মিল। একদা চৈত্ররথবনদেবতা পুত্রটি লইয়া মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, অনন্তর কুমারকে সপ্তপর্ণ বনে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাপস আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি শিশু পলাশবাটিকায় তপোবনপালিত হরিণশিশুদিগের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে। অনন্তর চৈত্ররথবনদেবতার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া কারুণ্যরসপরবশ হইয়া শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রের অনুরূপ বলিয়া চন্দ্রায়ুধ নাম হইল।

কালক্রমে পক্ষিদিগের কুলায়ত্যাগের ন্যায় মহর্ষি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। চন্দ্রায়ুধ পিতার বিয়োগ শোকে কাতর হইয়া মাতৃহীন হরিণশিশুর ন্যায় বনে বনে রোদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, যে দিগে নেত্রপাত করেন, কেবল নিবিড় অরণ্যানী অবলোকন করেন, কাহাকেও দর্শন করা দূরে থাকুক, সেই বনে মানবগণের সমাগম ক্বচিৎ ঘটিয়া উঠে। শৈশবকালে মাতৃ পিতৃহীন হওয়ার বাড়া যন্ত্রণা আর নাই। চন্দ্রায়ুধ জ্ঞান হওঁয়াবধি কখন মাতার মুখাবলোকন করেন নাই। পরমকারুণিক তাপস অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে ক্লেশ ও যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলে বনজন্তুদিগের স্তন্য পানে জঠরজ্বালা নির্ব্বাপিত হইত, ও রাত্রিকালে তরুতলে শয়ন করিয়া শোকাশ্রুপাত করিতেন।

হায়, যে সুকুমারকলেবর শিশু সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী শুভকারিণী জননীর স্নেহময়সুকোমল অঙ্কে সংরক্ষিত হইয়াও সহস্র আপদে অভিভূত হয়, ঈদৃশ সুকুমার শিশুর পক্ষে নিরাশ্রয়তা ও অরণ্য বাস কি ভয়ানক ও অবসান বিরস! রাত্রিকালে যে সময়ে মহিষ, গণ্ডার, প্রভৃতি হিংস্র বন্য জন্তুগণ ভয়ঙ্কররবে গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া মৃগবরাহের প্রাণবিনষ্ট করিতে থাকে, তাহাদিগের গম্ভীর চীৎকার শ্রবনে শঙ্কায় চন্দ্রায়ুধের তালুশুষ্ক ও প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। তৎকালে বাঁচিবার কোন উপায় না দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে লতাব্যবধানে প্রচ্ছন্নভাবে নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিগে কর্ণপাত করিয়া থাকেন। প্রায় এই রূপেই নিশা অতিবাহিত হয়। যখন নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ করিয়া বিলাপ করিতেন, অনুকূলস্নেহবৎসা বনদেবতাগণ নিকটে আসিয়া সান্ত্বনা করিতেন। তাঁহাদিগের দর্শনে আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না, যৎকালে বনদেবতাগণ চন্দ্রায়ুধের দর্শনপথের অতীত হইতেন, অনিমিষলোচন সেই দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইলে, একদা ঘোরতর ঘনঘটায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া প্রাবৃট্কাল উপস্থিত হইল।

বনের অভ্যন্তরে যমের আবাসের ন্যায় নিবিড় তিমিরজালে আচ্ছন্ন হইল দিবসে রজনী ভ্রম ও অনবরত সহস্রধারায় বারিধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল, বজ্রাঘাত ও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ভয়ানক আলোকে দুর্দ্দিনান্ধের অবধি রহিল না শূন্যে মেঘগর্জ্জন, ও তরু পল্লবে করকাপাত, উভয়ই অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল, উদগাঢ়বাটিকায় বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন হইতে লাগিল, বজ্রপাতের গম্ভীর গর্জ্জনে ও ঝড় বৃষ্টির শাঁ শাঁ শব্দে সন্নিহিত নির্ঝরপতনশব্দও শ্রুতিগোচর হয় না। চন্দ্রায়ুধ এই বিষম সঙ্কটে শঙ্কিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরুতল আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ষাকাল অতীত হইলে ক্রমে হেমন্তকাল উপস্থিত হইল; এই সময়ে প্রভাত ও অপরাহ্ন উভয় কালেই দিঙ্মণ্ডল বাষ্পরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবীর দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল, পবনপ্রবাহিতপরিমলসম্পৃক্ত হইয়া হিমশীকর বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল, বোধ হইল যেন হেমন্তরাজ অমৃতবর্ষণসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সূর্য্যের তেজঃ অতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল, কেবল এই কালেই, দুষ্ট হেমন্ত নলিনীর সহ দিনমণির বিষম বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিল। চন্দ্রায়ুধ অতিকষ্টে হেমন্তকাল অতিবাহিত করিলেন।

হেমন্ত ঋতু অতীত হইলে, নিদাঘকাল উপস্থিত! নিদাঘকালিক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড রাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; জলাশয়ের জল শুষ্ক হইল। ক্ষিতিতল উত্তপ্ত, জীবগণ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিল। পক্ষিগণ নীরব হইয়া প্রচ্ছায় বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে, চন্দ্রায়ুধ তরুমূলে বসিয়া পক্ষিদিগের মুখভ্রষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছেন; ভগবান্ বিরূপ হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এই সময়ে দিগ্বলয় দগ্ধ করিয়া বোমস্পর্শী মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর স্বরূপ দাবদহন প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ মহা কলরব করিয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপে নীড়মুক্তঅসমর্থ পক্ষীশাবক দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া গেল, অন্যান্য বন্যজন্তুর ভয়ে আকুল হইল, বিহঙ্গমদিগের কলরবে অরণ্যানী অতিশয় ভয়াবহ হইয়া উঠিল। অনিলের অনুকূলতায়, রৌদ্রের সহকারিতায় হুতাশন ভীষণ কালান্তকের ন্যায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল। দাবাগ্নিবাষ্পরাশি গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দাবদাহ নিহত নানাবিধ জীবগণের আমগন্ধে বন দুর্গন্ধপূর্ণ হইল।

প্রথমতঃ হুতাশনদর্শনে চন্দ্রায়ুধের মনে হুতাশের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু শোকসন্তপ্ত জীবনের প্রতি কাহারও মমতা বা স্পৃহা থাকে না; চন্দ্রায়ুধের আজন্মকাল ক্লেশ ও যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল এক্ষণে জীবনের প্রতি এককালে ঔদাস্য উপস্থিত ও তিতিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইল। অতি শোকাবেগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে দুশ্চেষ্ট জীবন! আমাকে আর অনুতাপিত করিতে পারিবি না, শীঘ্র আমাকে পরিত্যাগ কর, নতুবা এই প্রচণ্ড হুতাশনে তোরে দগ্ধ করি। এই বলিয়া অনলের সন্নিহিত হইতেছেন এমন সময় এক জন তাপস ত্বরিতোদিত বচনে নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তিষ্ঠ, আর শঙ্কা নাই। চন্দ্রায়ুধ মহর্ষির অমৃতরসাভিষিক্ত স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন জীবাত্মা তাপসকে আপনার দুরবস্থার পরিচয় দিবার নিমিত্ত চন্দ্রায়ুধের দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। অনন্তর মহর্ষি চন্দ্রায়ুধকে আশ্রমে লইয়া গমন করিলেন।

এইরূপে তাপসকুমার চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিলেন, নলম্বিকে! সেই তাপসের নাম পাঞ্চজন্য; চন্দ্রায়ুধ তাহার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। ক্রমে রজনী ঘোর হইতে লাগিল দেখিয়া সকলে আশ্রমকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

একদা চন্দ্রায়ুধ আপন সহচর বসন্তকের সমভিব্যাহারে চৈত্ররথবনে গমন করিতেছিলেন, বনের মধ্যে এক মনোহর বিচিত্র লতামণ্ডপদেশে উপস্থিত হইয়া বয়স্যকে কহিলেন, দেখ এই প্রচ্ছায় কল্পপাদপের তল কি সুশীতল ও রমণীয়! সহকারমুকুলসৌগন্ধে এই স্থান আমোদিত করিয়াছে। পথশ্রান্তে কলেবর ভারাক্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে; এই তরুমূলেই অবস্থিতি করিয়া আতপতাপজনিত শ্রান্তি দূর করি। বসন্তক কহিলেন, সখে? চৈত্ররথ অরণ্য এস্থান হইতে বহুদূর হইবে, অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবে না। এই বলিয়া উভয়ে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে সহসা চন্দ্রায়ুধের কলেবর রোমাঞ্চ ও তৎসঙ্গে নবাঙ্কুরিত পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। বসন্তক, চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছে অবগত হইয়া কহিলেন, সখে অদ্য তোমার এরূপ হইল কেন বল? চন্দ্রালোকে সরোবর শুষ্ক হইবে, বায়ুর আঘাতে সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই আশ্চর্য্য বসন্তবল্লরীগণ কুসুমিত ও কল্পপাদপের মুকুল উদ্গত হইয়াছে, সহকারপরিমলসৌগন্ধে ও কোকিলের কলরবে চারিদিক পুলকিত করিয়াছে। এই সকল দর্শনে কাহার শরীর রোমাঞ্চ না হয়? কি আশ্চর্য্য! সংসিদ্ধিবিরুদ্ধ না হইলেও এই মহীরুহোদ্গত মুকুলমঞ্জরী, ঐ সকল পল্লবপরম্পরা কি নিমিত্ত তোমার দর্শন আনন্দকর হইতেছে না? চন্দ্রায়ুধ কহিলেন, বয়স্য! যথার্থই এই রূপ ঘটিয়াছে, মুনিজনোচিত এই পলাশদণ্ড, মৃগাজিন, জটা, বল্কল দুঃখের ভার ও যন্ত্রণার হেতু বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বসন্তক কহিলেন, সখে! আমরা অরণ্যচারী তপস্বী, তপস্যাই আমাদিগের সম্পদ ও শ্রেয়ঃ এবং অপবর্গলাভের উপায়, এই অরণ্য সমবায় আমাদিগের প্রিয় আশ্রয়। এই সকল মহীরুহতলে ফল ও মৃণাল ভক্ষণে, ঐ ভার্গবআশ্রমস্থলীয় নিপানে জলপান করিয়া মধ্যাহ্নকাল সুখে অতিবাহিত হয়। এই সকল রক্তাশোক, পলাশ, কাঞ্চন তরুতলে, মুনিকন্যাগণ এবং ঋষ্য শরভদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, দেখিলে চিত্ত পুলকিত হয়। ঈদৃশ শান্তরসপূর্ণ তপোবনে কে তোমার চিত্তকে ব্যাকুল করিল?

এই রূপে উভয়ে সংলাপ করিতেছে এমন সময়, 'আর্যে! সমীরণভ্রষ্ট শিংশপা কুসুমে পথ কুসুমময় অনুভব হইতেছে, বোধ হয় এই বনের মধ্য দিয়া কোন পরমপূজ্য তাপস গমন করিয়াছিলেন বনপাদপগণ তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকিবে, এ সকল সেই সমস্ত নির্ম্মাল্য কুসুম! সাবধানে পদবিক্ষেপ কর, দেখ যেন পাদতলস্পর্শ না হয়। এবম্বিধ আলাপ শ্রুতিগোচর হইল। চন্দ্রায়ুধ, বনের অভ্যন্তরে কে আলাপ করিতেছে জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন।

ললন্তিকা আর্য্যা কৌমোদকীর সহ আলাপ করিতে করিতে বনাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইলেন। বসন্তকালে চন্দ্রবল্লরী লতিকার কিশলয় নির্গম হইলে, বনের যেরূপ শোভা হয়, ললন্তিকা বনবিতানের অভ্যন্তর হইতে বিকসিতা হইলে, সেই স্থান তদ্রূপপ্রায় পরিশোভিত হইল। চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকাকে প্রথমতঃ রক্তাশোক তরুতলে দর্শনাবধি তাঁহার মনোমধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে দর্শনীয় বস্তু বিলোকনে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বসন্তককে কহিলেন, সখে! শশধরকে আর সুধার আধার বলিতে পারিবে না, যেহেতু তাহাতে বিরহবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে, বাগ্দেবীর বদনমণ্ডল অমৃতের আলয়, ইহাও অতি অযোগ্য; যেহেতুক তাহা হইতেও কখন কখন কালকূট উৎপন্ন হয়; জলনিধিগর্ভ অমূল্য মণির আকর, ইহা অপেক্ষা অলীক প্রলাপ আর কি আছে? যেহেতুক অতলস্পর্শ অগাধজলসম্ভূত রত্নে সমাদর কোথায়? যাদের আদর নাই তাহাকে বহু মূল্য আরোপ করা অলীক মাত্র। বসন্তক ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, বয়স্য। একথা কহিতেছ কেন? চন্দ্রায়ুধ কহিলেন, দেখ দেখি, এই দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত

তাপসানুকল্পব্রতধারিণী তাপসীর বদনমণ্ডলে কুমুদ, কুবলয়, চন্দ্রমার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে কি না? ঈদৃশ শিরীষ কুসুমসুকুমার দেহে চন্দনবিলেপন ও বনমালা ভিন্ন কি ভস্মাক্ষমালা শোভনীয় হইতে পারে, এরূপ কামিনী কি তাপসকুলের যোগ্য? বসন্তক কহিলেন, সখে! কণ্টক বনেই চন্দন পাদপের উদ্ভব হয়, অঙ্গনাজনের মাধুর্য্য দিবাকর কিরণের ন্যায় বিনালঙ্কৃত দেহকেও অলঙ্কৃত করে।

চন্দ্রায়ুধ অনিমিষলোচনে ললন্তিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! এই অনঙ্গমোহিনী তপস্বিনীকে বারম্বার নেত্রগোচর করিয়া সৌহিত্যলাভ হইতেছে না, যতবার নিরীক্ষণ করি, ততই মনোমধ্যে নব নব প্রীতি অনুভব হইয়াছে, অথবা পীযুষ আস্বাদনে কি ক্ষুধা নিবারণ হয় না? যাহা হউক ইহাকে দর্শনপথের লক্ষ্য করাতে দুশ্চেষ্ট মন্মথ অলক্ষিতরূপে মনোমধ্যে প্রণয় অনুরাগ সঞ্চার করিয়া দিতেছে। বসন্তক রোষ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দুরাচার পাপ অনঙ্গ, যদি ভোগবিলাস বিরত আর্যধর্ম্মানুকল্প, তপস্বীকুমারের প্রতি অপবর্গ বিগর্হিত, অসাধুচেষ্টায় আকৃষ্ট করিবার জন্য কুসুমশর লক্ষ্য করে, নিশ্চয় বলিতেছি, ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব।

অনন্তর, ললন্তিকা ক্রমে তাঁহাদিগের দর্শনপথের অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রায়ধ অতি কষ্টে সেই দিক্ হইতে নয়নকে আকৃষ্ট করিয়া, অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনঙ্গবিকার উভয়েরই মনোমধ্যে গাঢ় সঞ্চার হইল।

একদা অপরাহ্নে ললন্তিকা মুনিকন্যাগণ সমভিব্যাহারে সরোবরে অবগাহন মানসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন. স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া তীরোত্থিত হইলেন। অনুষঙ্গিনী মুনিকন্যাগণ অগ্রে চলিলেন। ললন্তিকা আর্দ্র বল্কল পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যাবিকাশকুসুমচয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রিয়সহকারী উটজা আসিয়া কহিল, সখি, তোমাকে দেখিতে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে একটী রহস্য-সূচক ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল শ্রবণ কর।

আমি ভার্গবের নিকট বিদায় হইয়া, শোচিবন মধ্য দিয়া আসিতেছিলাম, কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দেখিলাম, এক অক্ষবলয়ী মুনিকুমার, আপন প্রিয় সহচর বসন্তকের সহিত আসিতেছেন; তাঁহার তুল্য রূপবান্ কোথাও দেখি নাই, যেন, প্রভাতকালের অরুণের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট ও দেব সাজুয্য, মস্তকে জটাভার, বামস্কন্ধে দক্ষিণাবৃত ভুজমূলালম্বিত মৃগাজিন, দক্ষিণ করে পলাশদণ্ড, কর্ণে অক্ষমঞ্জরী, এক প্রচ্ছায়পলাশ তরুতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

মধুমাসসমাগমে বসন্তের যেরূপ প্রতাপ হয়, দক্ষিণানিলেরও সেইরূপ প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, চম্পক মালতীপরিমলসৌগন্ধে ও মলয়মারুতের সুখস্পর্শ হিল্লোলে সেই স্থান উন্মাদিত করিতে লাগিল। অনঙ্গের নিশিত শরপাতের লক্ষ্য হইলে লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না। সেই শান্ত প্রকৃতি মুনিকুমার, তরুতলে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, সখে! আমাকে আর কোথা লইয়া যাইবে বল? আমার শরীর বিষম ভার বোধ হইতেছে, আর এক পদও গমন করি, এমন সামর্থ্য নাই; দেখিতেছ না অনঙ্গউপতাপে আমার দেহ দগ্ধ হইতেছে। এই মুনিজনোচিত পলাশদণ্ড কমণ্ডলু দুঃখের ভার, যন্ত্রণার হেতু, বলিয়া বোধ হইতেছে। সেই অনঙ্গমোহিনী তাপসবালার প্রণয়পথবর্ত্তী হওনাবধি জীবনেও আর স্পৃহা নাই। সহচর, বয়স্যের এতাদৃশ তপস্যাবিরুদ্ধ ভাবোদয় দর্শনে, বিস্ময়াপন্ন হইয়া সুনৃতভাষিত বচনে কহিলেন, সখে দিবসে দীপালোক অপ্রয়োজনীয় হইলেও আমি তোমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, ইহাতে আমার বাক্যের প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করিও না। দুরিত কন্দর্পের দুরভিসন্ধি দেবতারাও অবগত নহেন তপঃস্বভাব, গাম্ভীর্য্যশালী মুনিকুমারকে স্মরদশাভিভূত করিয়া লোকের নিকট

অবজ্ঞাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সখে কি আশ্চর্য্য! বিশুদ্ধ শান্তচিত্তকে অনঙ্গবিলাসের অনুরক্ত করিয়া নির্ব্বাণ অনলকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতেছ? যত্ন পূর্ব্বক অমৃতময়পাত্রে কটু কষায় ক্লেদপূর্ণ রস সিঞ্চন ও উন্নত তরুমূলোচ্ছেদ করা কি বুদ্ধিমান ও গাম্ভীর্য্যশালী লোকের কর্ত্তব্য? যাহা হলাহল বলিয়া বিশ্বাস করিতে, অমৃত বলিয়া তাহাই পান করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, প্রজ্জ্বলিত অনলাম্বুধিতে অবগাহন করিলে কি শীতলানুভব ও শান্তিলাভ হয়? উদকাঞ্জলিসহ কি লজ্জাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে মানস করিয়াছ? অক্ষমালাভ্রমে কালসর্প গলে ধারণ করিতেছ? মুনিজনোচিত ভস্ম বিলেপনভ্রমে মুখে কলঙ্কধারণ করিতেছ? সূর্য্যের আরাধনাভ্রমে কাহার আরাধনা করিতেছ? দেবতরুসেচনভ্রমে অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছ? হোত্রবেদিকায় প্রদক্ষিণ না করিয়া অপথে পদার্পণ করিতেছ? কদাচিৎ আদিষ্ট না হইলেও এ কুশিক্ষায় কে তোমাকে শিক্ষিত করিল? দেব পাঞ্চজন্য এ কথা শ্রবণ করিলেই বা কি মনে করিবেন। সতীর্থ মুনিকুমারেরাই বা কি বলিবেন? অনঙ্গপরবশ লোকাপবাদের ভয় নাই তাহা সত্য। এইরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রায়ুধের নেত্র হইতে অশ্রুবারি নির্গত হইতে লাগিল। বসন্তক সখেদ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, সখে কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করিতে আমি কোন মতেই উপদেশ প্রদান করিতে পারিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি এস্থান হইতে চলিলাম। এই কথা বলিয়া বসন্তক রোষভরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কৌতুক দেখিবার জন্য, এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দিনমণি অস্তাচলশায়ী হইতেছেন, দেখিয়া তথায় আর থাকিতে পারিলাম না।

ললন্তিকা সখীর নিকট চন্দ্রায়ুধের বিরহবৃত্তান্ত অবিকল শ্রবণ করিয়া হর্ষপূরিতমানসে তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত ভ্রূযুগশরাসন, কনকনিস্যন্দ সুন্দর রবিরশ্মিপ্রায় শরীর লাবণ্য, একবার আদ্যোপান্ত আপনার মনোদর্পণে অবলোকন করিলেন। কিন্তু পাছে প্রিয়তমের অকস্মাৎ কোন রূপ অত্যাহিত ঘটে, এই ভয়েই তাঁহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর আশার সহায়তায় সে আশঙ্কা দূর হইল। মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, একবার তাঁহার নিকট গমন করি, কিন্তু কুলকামিনীদিগের ততদূর সাহস কোথায়? পাছে লোকে নির্ব্বীর্য্যা ও নিরবগ্রহণ বলিয়া নিন্দা করেন, এই ভয়ে স্বৈরিতাবলম্বনে নিরস্ত হইলেন। অনন্তর উটজার সহ প্রিয়তমসম্বন্ধে নানাবিধ আলাপে পূর্বদিকে সুধাংশু উদিত হইলেন, চন্দ্রকিরণে পৃথিবী আলোকময় হইল, ললন্তিকা উটজার সহ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ললন্তিকার সহচরী পরিবাদিনী আসিতেছিলেন, অনতিদূরে ললন্তিকার স্বর শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কহিলেন, হলা ললন্তিকে! তোমার কোন শুভসূচক সংবাদ লইয়া আসিয়াছি; দেখিবে ত ত্বরায় আগমন কর। ললন্তিকা পরিবাদিনীর বাক্য পরিহাস সূচক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, সখি! আমার শুভসূচক সংবাদ যেন তোমার শুভসূচক হয়।

পরিবাদিনী ললন্তিকাকে পত্রখানি পাঠ করিতে বলিলেন সেই পত্রে লেখা ছিল "ভগিনি তুমি অনঙ্গকের মুখে শুনিয়া থাকিবে, স্কন্ধাটবীতে ভগবান পাঞ্চজন্যের আশ্রমে আমার কুমার চন্দ্রায়ুধ অবস্থিতি করিতেছেন, দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কৌশিকতনয়া ললন্তিকা তাঁহার মনোহরণ করিয়াছেন। ললন্তিকা অতি সচ্চরিত্রা ও কৃতলক্ষণা, চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করেন, ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, আমি ইন্দ্রবারুণীকে তোমার নিকট পাঠাইতেছি, তুমি রৌহিণেয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি ত্বরায় ললন্তিকার আশ্রমে গমন কর, এ বিষয়ে ললন্তিকার অভিমত কিরূপ, বিশেষরূপে অবগত হইয়া আমার নিকট আগমন করিবে।" সেই পত্র চৈত্ররথ বনদেবতা শতাম্বরীকে লিখিয়াছিলেন, শতাম্বরী তাঁহার অতি প্রিয়পাত্রী ও

মহর্ষি লামঞ্জকের দুহিতা, ললন্তিকা শতাম্বরীকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, কোন কারণবশতঃ তাহা ললন্তিকাকে প্রদান করিতে বিস্মৃতা হইয়াছিলেন। পরিবাদিনী উহা আশ্রম প্রাদেশপীঠিকায় প্রাপ্ত হইয়া ললন্তিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ললন্তিকা পত্রিকা পাঠ করিয়া অভূতপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদরসে অমৃতময় সরোবরনীরে নীত হইলেন সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চন্দ্রায়ুধের পাণিগ্রহণে ললন্তিকার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। অনন্তর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে ভগবান্ কৌশিক কাঞ্চনপ্রবাহে তপস্যায় প্রস্থান করিলে, ললন্তিকা অবগাহনার্থ নন্দা সরোবরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রায়ুধ কুসুমায়ুধের তেজিত কুসুমশরপাতে অধৈর্য্য হইয়া বাষ্পপ্রবাহিত নেত্রে ললন্তিকার আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে একটী আশ্রমপালিত মৃগশিশুকে দর্শন করিয়া কারুণ্যরসার্দ্র চন্দ্রায়ুধ, সুখস্পর্শ মৃগশিশুটীকে নির্ভর স্নেহভাবে আশ্লেষ পূর্ব্বক স্পর্শ সুখানুভব করিতেছিলেন, ললন্তিকা সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন।

মৃগ স্বভাবতঃ অতি চঞ্চল, ললন্তিকাকে দর্শন করিয়া সহর্ষে এক নবনবাঙ্কুরিত মালতী উদ্যানে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ললন্তিকা ভ্রূকুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, আঃ দুর্ব্বৃত্ত! স্বকর-লালিত নবজাত উদ্যানতরু সকলই নষ্ট করিলি! ভীরুস্বভাব মৃগশিশু, ইহা শুনিবামাত্র ক্রীড়া হইতে নিরস্ত হইল। চন্দ্রায়ুধ ঈষৎ হাস্যে কহিলেন, অয়ি তরলহৃদয়ে! এক দ্রব্যাভিলাষী মাত্রেই ঈর্ষ্যা সম্পন্ন হয়, সেই অসূয়াবুদ্ধিতেই ত্বদীয় মৃগ তব স্নেহলালিত আশ্রমতরু বিনষ্ট করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ভূমি সূর্য্যের কর গ্রহণে পুষ্ট হয়, সরোজিনীও রবিকিরণে প্রফুল্লিতা হয়। এক দ্রব্যাভিলাষী-মাত্রেই এরূপ রোষধর্ম্মাক্রান্ত নলিনীকে বারিশূন্য পাইলেই ভূমি তাহাকে হতসৌন্দর্য্য করে। অধিক অনুরাগের স্থল হইতেই অধিক বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা; এই আশঙ্কায় নলিনী দিনমণির অনল সমান প্রচণ্ড আতপতাপে সন্তাপিত হইয়াও কখন অনুতাপ ব্যক্ত করে না। অতি কষ্টকর হইলেও কুমুদিনীর অনুরোধক্রমে তারাপতি চন্দ্র, সমস্ত রাত্র নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। বর্ষার দুর্ব্বিসহতায় বিরক্ত হইয়াও ময়ূরী কি মেঘ দেখিয়া অনুল্লাস প্রকাশ করে? চন্দ্রায়ুধের বচনকৌশল ললন্তিকার পক্ষে বর্ষাকালে মেঘোদয় ও বসন্তকালে মলয়সমীরণসঞ্চালন প্রায় হর্ষ উদ্দীপন করিয়া দিল। কিন্তু স্ত্রীগণের সংলাপবিরুদ্ধ অসম্বন্ধ জনের সহ সহসা বাক্যালাপ করিতে তাঁহার হৃদয় শঙ্কিত ও কম্পিত হইতে লাগিল।

মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে আজন্ম অপরিচিত ব্যক্তিও চিরপরিচিতের ন্যায় পরম প্রণয়াস্পদ হইয়া উঠে। তখন আর অন্য পর বিবেচনা থাকে না, সুতরাং তদুত্তর প্রদানে পরাঙ্মুখী হইতে না পারিয়া কহিলেন, বিকাশিন্! কুমুদ্বতীর প্রতি চন্দ্রের ঐরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কে বলে? চন্দ্র অতি নির্লজ্জ। ইহা কহিয়া লজ্জাভরে লজ্জাবতী নম্রমুখী হইলেন, অঙ্কুরিত প্রণয়ানুরাগ উভয়েরই অন্তরে অলক্ষিত রূপে উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। অনন্তর চন্দ্রায়ুধ ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থানকালে কহিতে লাগিলেন, মহর্ষির অজ্ঞাতে ললন্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া কি কুকর্ম্ম করিয়াছি, সকল দুষ্কৃতাদৃষ্ট সর্ব্বাপদসঙ্কুল তাপসের কোপে বা পড়িতে হয়। বুঝিলাম তপবনেও কন্দর্পের অধিকার আছে।

ক্রমে বেলা প্রায় অবসান হইল। কমলিনীপ্রিয়বান্ধব নভস্তল পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলশায়ী হইলেন, রৌদ্রের আর সেরূপ প্রভাব রহিল না। বনস্থলীয় তরুশিখর শোভাময়, পর্ব্বতশৃঙ্গ কাঞ্চন-

রশ্মিময়, পশ্চিমদিগ্ভাগ লোহিতময় হইল। তাপসগণ দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া হস্ত পদ প্রক্ষালনার্থ আশ্রমসন্নিহিত তারাতীর্থে অবতীর্ণ হইলেন। আশ্রমপাদপগাত্রে সন্ধ্যারাগপ্রকটিত হইলে, বোধ হইল; মুনিজনেরা অবগাহনান্তে তরুশাখায় যে লোহিত আর্দ্র বল্কল প্রলম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার লোহিত রাগেই সূর্য্যমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল সহ, কুমুদিনী তাপসীগণের আরক্ত অধরমণ্ডল সহ লোহিতময় হইল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত! অস্তাচলে কমলবল্লভ, তরুশাখায় পক্ষিদিগের নয়নপল্লব, সরোবরে নলিনী মুদ্রিত হইল। এই সময়ে আশ্রমপ্রদেশ হইতে তপোবনধেনুর একপ্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব, অনালোচিতপূর্ব্ব মনোহর সন্ধ্যারব আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে বোধ হইল যেন বনধেনুর পাদোত্থিত রজোরাশি গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। বিহঙ্গগণ তমোরূপ নিষাদ দর্শনে শঙ্কিত হইয়া বৃক্ষকোটরে, পল্লবের অন্তরালে পিহিতভাবে নিঃস্তব্ধ হইল। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে হোত্রহুতাশন বিকীর্য্যমান হইল। তাপসগণ কৃতপ্রাণায়াম হইয়া সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নাসারন্ধ্র হইতে নিঃসৃত হইয়াই যেন সন্ধ্যাসমীরণ আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

ললন্তিকা যে কুসুমমালিকা ও মৃণাল লইয়া প্রণয়ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত, আশ্রমপ্রাদেশপীঠিকায় নিপতিত ছিল, মহর্ষি সায়ংকালে আশ্রমে প্রবেশ করিবা মাত্র বুঝিতে পারিলেন, "চন্দ্রমৌলির" শিরোদেশ হইতে চন্দ্রকলা অপহৃত হইয়াছে। অনন্তর রোষভরে রে দুষ্কৃতাশয় চন্দ্রায়ুধ আমার অনুপস্থিতকাল কি তোর অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইল, এই বলিয়া ললন্তিকা ও চন্দ্রায়ুধকে অভিসম্পাত করিলেন। ললন্তিকা সাশ্রুপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহর্ষির মনোমধ্যে স্নেহের আবির্ভাব হওয়াতে ললন্তিকা যে "মার্ত্তণ্ডের" প্রখর কোপে দগ্ধ হইতেছিলেন আবার তাহা হইতেই শান্তিসলিল নিঃসৃত হইল। সমীরণে কমলগন্ধ যেরূপ অপহৃত হয়, সেইরূপ ললন্তিকার জীবন অদৃশ্য হইল।

শুক ললন্তিকার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুন, মন্দর পর্ব্বতে অশ্মন্ত নামে গন্ধর্ব্বদিগের অধিপতি ছিলেন। আমি তাঁহার অপত্য, আমার নাম চণ্ডকৌপীন। সায়ংকালে যেরূপ ভূমণ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ যৌবনকাল উদিত হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে মনোবিলাসের সঞ্চার হইতে লাগিল।

একদা বসন্ত সায়ংকালে চন্দনাদ্রি গিরিকূটে বসিয়া আছি; এই কালে আকাশগামিনী পারিজাতমালা দ্বারা শোভিতা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী শ্রীর অনুহারিণী এক অপ্সরাকে দেখিলাম। যৌবনকালের উদ্ধত স্বভাব জন্য অন্তঃকরণে মনোবিলাসের আবির্ভাব হইল। তৎকালে এই সুন্দরী কে? কোথায় গমন করিতেছে? দেখিতে হইল। ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে চলিলাম। বহুদূর গমন করিয়া, আকাশে বহুযোজন বিস্তৃত এক অতি মনোহর ভবন দৃষ্ট হইল। অপ্সরা সেই ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন! তৎকালে আমি এরূপ চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলাম, কন্যাটিকে সভায় দেখিবামাত্র অবাধে তাহার নিকট স্বীয় মনোবিলাস ব্যক্ত করিলাম। আমার সেই উক্তি শ্রবণমাত্রে দুঃখের অবশ্যম্ভাবিতা ও উহার হেতুভূত "তির্য্যগ্জাতিতে পতন হও" এইরূপ বাক্য শ্রুতিগোচর হইল, পরে তাহাই ঘটিয়া উঠিল।

আমি পক্ষিবেশে বহু দিন ললন্তিকার আশ্রমে ছিলাম একদা মহর্ষি আমার আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমাকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার জন্মান্তরীণ সকল বিষয় স্পষ্টরূপ মনে পড়ে; সুতরাং

পরিজনদিগের নিমিত্ত বিষম কষ্ট বোধ হইত, ইতি মধ্যে ললন্তিকার মৃত্যু আরও দুঃখদায়ক হইয়া উঠিল। পরিশেষে অন্তঃকরণে বৈরাগ্যোদয় হইল। অনন্তর মহারাজ! ললন্তিকার আশ্রম হইতে প্রস্থান করিয়া গণ্ডকীতীর্থে মহর্ষি শ্বেতকেশরের আশ্রমে আসিয়া রহিলাম। পুষ্কর নামে তাঁহার তনয় ছিলেন, তাঁহার সহ অতিশয় সৌহার্দ্দভাব জন্মিল।

একদা রোহিণীপতি চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, কুমুদবন মুদিত ও সূর্য্যোদয়ের ন্যায় কমলবন প্রস্ফুটিত হইল। পারিজাত কুসুম বিকসিত হইলে নন্দন বনের যে প্রকার শোভা হয়, নবোদিত অংশুমালীর অরুণকিরণে পূর্ব্বদিক সেই প্রকার অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। হংস, সারস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কল কল রবে, সরোবর উদ্দেশে ধাবিত হইল। বিবিধ বিকসিত কুসুমসৌগন্ধে তপোবন আমোদিত করিল। মালতীগন্ধ সুরভিতশীকর সুশীতল প্রাভাতিকসমীরণ অনতিদূরবর্ত্তিনী বিরজানদীকূলে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধুলিহ মধুকরগণ প্রফুল্ল কমলে গুন্ গুন্ স্বরে মধু পান করিতে লাগিল। কমলরূপ নেত্রে অলিরূপ তারামণ্ডল বিকসিত হইলে, সরসীর অপূর্ব্ব শোভা হইল যেন দিবসবান্ধবকে অবলোকন করিবার জন্য জলকামিনীগণ উর্দ্ধে নয়নপাত করিতেছে। কমলিনীর অনুরাগান্ধ হইয়া আরক্ত পরাগে অনুলিপ্ত লম্পট ষট্পদ, কুমুদ হইতে বহির্গত হইয়া আসিতেছে, বোধ হইল যেন, অন্তরীক্ষে নীলকান্ত মণি বিক্ষিপ্ত হইতেছে। দিনকর দীধিতি পর্ব্বতশৃঙ্গে, তমালতরুশিখরে প্রকাশ পাইলে, বিদিত হইল ভগবান্ ভাস্বান্ উদয়াচলে আরোহণ করিলেন, চক্রবাকমিথুন, নিশাবসানে প্রিয়বান্ধবের পুনর্মুখাবলোকন করিয়া আহ্লাদ গদ্গদচিত্তে অভিলষিতপ্রদেশে উড্ডীয়মান হইল। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে ভূতলে অবতরণ করিল।

প্রভাতে মহর্ষি দেবতীর্থারণ্যে মুনিকুমারদিগকে ক্রিয়াযোগসারের ফল শ্রবণ করাইয়া পলাশাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, নিকটে শ্রোত্রীয় শিষ্যগণ ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, এই কালে বিশঙ্কুশ নামে মুনিকুমার আশ্রমে উপনীত হইলেন, তাঁহার শোকাশ্রুসলিলবিগলিতবিলাপধারা ও আরক্তলোচন অবলোকন করিয়া, তাপসগণ নানাবিধ দুর্দ্দৈব আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। বিশঙ্কুশ ক্রমে মহর্ষির সন্নিহিত হইয়া ভূতলাবনত প্রণত হইয়া অশ্রুপাতপূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই ভূতকল্পিত ভূমণ্ডল মধ্যে স্বপ্নায়িতের ন্যায় শত শত অদ্ভুতকল্প, অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হয়, যাহা মানবনিকরের বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচর। অদ্য আমি হিমালয় পর্ব্বতে শ্বেতবীথিকায় মহর্ষি ভাববীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া সরস্বতী তীর্থের নিকট দিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম; দেখিলাম, চন্দ্রার্ক মূর্ত্তি, দিব্যাকৃতি, কতিপয় পরম সুরূপা সসম্ভ্রমা কামিনী, ডমরু, ডিণ্ডিম, ঝর্ঝর, মর্দ্দল, গোমুখ, হুড়ুক, যশঃপটহ প্রভৃতি বাদ্যসহকারে আনন্দসূচক সঙ্গীত করিতে করিতে নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেছেন। তাঁহাদিগের অঙ্গসৌকুমার্য্য দর্শনে বোধ হইল, চন্দ্রমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে বিগলিত হইতেছে, সেই অমৃতনিস্যন্দ সঙ্গীত শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলাম, কি অলৌকিক সঙ্গীতরাগশিক্ষা! কিবা কোকিলকণ্ঠ অনুপম স্বরযোজনা! যাঁহারা সঙ্গীত করিতেছেন, বোধ হয় নভোনিবাসসিদ্ধ, অথবা গন্ধর্ব্বলোক হইবেন, সামান্য জনে কি মুনিজনের মন মুগ্ধ করিতে পারে? অনলের শিখা কি অধোগামী হইয়া থাকে।

একান্তমনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি। ইহার অব্যবহিত কালমধ্যে, দেখিলাম, অপ্সরলোকের সন্নিহিত কৈরাতাচলের পুরোভাগস্থিত অরণ্যমধ্য হইতে দিব্যালোক-সম্ভবা, কি দেবদুহিতা, কি গুহ্যককুলগৌরবা, অথবা হেমকূটসমুৎপন্না অপ্সরাই বা হইবেন; এক সকললোক-ললামভূতা চতুর্দ্দশবর্ষকল্পা বালা, অনেক চন্দ্রলাবণ্য পুরুষের সমভিব্যাহারে গগনমণ্ডলে প্রস্থানপরায়ণা হইলেন। সঙ্গীতকারিণীগণ

তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। যৎকালে তিনি উর্দ্ধে গমন করিতেছিলেন, স্থিরসৌদামিনী দেখিলাম, এই অভিমানে কত শত লাবণ্যবতীরাও তৎকালে তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

আমি আকস্মিক এই বিস্ময়কর ব্যাপার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিতপ্রায় হইলাম। 'এবং এই সুন্দরী অথবা সুরলোকচমৎকারিণী কে? কোন্ লোকেই বা প্রবেশ করিলেন? সমভিব্যাহারী এই সুরপুরুষই বা কে? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আর এক হৃদয়বিদীর্ণকর বিস্ময়াবহব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হইল; সেই কন্যা ও শশধরপ্রায় সুমহান্ যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই দিক হইতে ত্বরিতোচ্চারিত স্বরে কি অলৌকিক কাণ্ড! কি অদ্ভুত ব্যাপার! হা দগ্ধোস্মি! হা সুহৃদ্‌জন-বঞ্চিতোস্মি! রে দুর্ব্বাসনে কলুষিতে! আঃ পাপচাণ্ডালি! ত্রৈলোক্য অলঙ্কার অপহরণ করিলি। হা মাতঃ বসুন্ধরে যাহা স্বপ্ন কল্পিত বলিয়া জানিতাম, বয়স্যের সেই বিরহ-যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিব? হায়! হলাহল পানের এই উপযুক্ত সময়, এসময় বিষপান অমৃতপান অনুমান হয়। এই রূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে করিতে প্রিয়বয়স্য কুশপাদ আসিতেছেন; তাঁহার আকস্মিক বাষ্পপাতের কারণ কিছুই নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া, অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলাম। প্রথমতঃ সুরলোকগতা কন্যার অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে, আবার বয়স্যের চিরহর্ষাতিশয়হৃদয়ে হঠাৎ অবসাদ জন্মিবার হেতু কি? সামান্য শোকেতে ত সেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদিগের চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না, সমীরণ প্রবাহে কি চন্দ্রপ্রভা তিরোহিত হয়। ফলতঃ শোকের হেতুভূত কোন অসম্ভাবিত কারণ না থাকিলেই বা বয়স্য রোদন করিবেন কেন, যাহা হউক জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। এই স্থির করিয়া সেই দিকে গমন করিতে লাগিলাম। মনের কি অবাধ্যতা! জীবনের কি চপলতা! দেহের কি লঘুস্থায়িতা! বন্ধুর সন্নিহিত না হইতেই দেখিলাম, তাঁহার হৃদয় অকস্মাৎ বিদীর্ণ হইল ও কলেবর গন্ধহীন কুসুমপাতের ন্যায় শূন্যহৃদয় ভূতলে পতিত হইল। এই ঘটনা দর্শন করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপ করিতে করিতে, তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বন্ধুর মৃতদেহ দৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বে যে স্থান অমৃতভবন বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, এক্ষণে উহা শোকের প্রস্রবণ ও দুর্ঘটনার প্রসবস্থল বলিয়া বোধ হইল। ধারাবাহি অশ্রুধারায় হৃদয়কে আপ্লাবিত করিল, সমীরণ প্রবাহ অনলের শিখার ন্যায় গাত্র দাহ করিতে লাগিল, পক্ষিদিগের কলরব বিষবোধ হইতে লাগিল। অলিরাজিবিরাজিত অতি বিকচ কুসুমাবলী, চতুর্দ্দিকে অসন্তোষময়ী ঘৃণায় নেত্রপুট দেখিতে লাগিলাম।

অধিক বর্ষণেই ধরা সুশীতল হয়, অতঃপর যেন সেইরূপ আমার বহু অশ্রুপাতেই হৃদয় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল; কিন্তু হৃদয়বহ্নি নির্ব্বাণ হইল না। বয়স্যের মৃত দেহ দাহ করণার্থ সরস্বতীতীরে গমন করিলাম। চিতা রচনা করিয়া বয়স্যের প্রেতদেহ তদুপরি সংস্থাপিত করিয়া, অনলসংস্কারে সমুদ্যত হইবামাত্র, গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইল। উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, নভোভাগের কিয়দংশ বিদীর্ণ হইয়াছে। মেঘবিতান হইতে প্রথমতঃ বজ্রাগ্নির ন্যায় লোহিত পদতল, তৎপর তড়িদ্রেখার ন্যায় চরণপ্রভা, ক্রমে দিব্যাকৃতি, চন্দ্ররশ্মিরাশিময়, সর্ব্বসংহাররূপী চরাচরগুরু মহাকালাভিধান হরমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। তাঁহার দেহপ্রভায় আকাশমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময়, দিবাকর সমুজ্জ্বল হইলেন। মস্তকে লম্বলোলজটাভার, ললাট ও কপোলতলে চন্দ্রার্কপ্রভাপ্রায় ভস্ম বিলেপন, গলে পুষ্কর শ্রেণীপ্রায় সুচারু পুষ্করমালা, লোকালোকাচল শ্রেণীপ্রায় ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটীমেখলা, কক্ষে প্রলম্বিত অলাবু জল করক ও ভিক্ষাকপাল, হস্তে কোদণ্ড, মহাপ্রলয়কালীন ভীষণ ভাস্করকিরণ প্রায় নেত্রানলশিখা দীপ্তি পাইতেছে। 'তান লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরায়ণ লোকলোচন ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া শরীর পুলকিত ও হর্ষাভিভূত

হইল। অনন্তর স্নেহময় গভীরস্বরে শূন্ত হইতে কহিলেন, বৎস। কুশপাদের দেহ অনলে দগ্ধ হইবার নহে; ইনি আপাততঃ চন্দ্রলোকে রহিলেন, গন্ধর্ব্বলোকেরা এই প্রেতদেহ সংরক্ষা করিবেন, বৎস কুশপাদ পুনর্জ্জীবিত হইবেন। ইহা কহিয়া, বিদ্যুতের ন্যায় নিমিষমধ্যে মেঘবিতানে নিমীলিত হইলেন, এই মাত্র তথা হইতে আসিতেছি।

দেব কুশপাদের তাতঃ এই কথা শ্রবণ মাত্র, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বৎস! সোদর হইতেও যাহাদিগকে অতি স্নেহাস্পদ জ্ঞান করিতে, এত কাল যাহাদের সহ সুখে বাস করিয়াছিলে, যাহাদিগের মঙ্গলে তোমাদিগের হর্ষের আর সীমা থাকিত না, তোমাদিগের সেই সুহৃদ্‌ ও প্রিয়বয়স্য পুষ্কর এবং কুশপাদ অদ্যাবধি সুরলোকবাসী হইলেন; তোমরা সুহৃদ্‌শূন্য হইলে, আশ্রমতরু নিরাশ্রয় হইল ও তপোবন এক্ষণে অরণ্যসাধারণ হইল। হা বৎস আশ্রমমৃগশিশুগণ! মুনিকুমারদিগের প্রভাতে তীর্থগমন কালে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া যাহাদের গমনপথ অবরোধ করিতে, যাহাদিগকে ক্ষণকাল না দেখিলে অতিশয় কাতর হইতে, সেই পুষ্কর ও কুশপাদ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর কেন এখানে অবস্থিতি করিতেছ? কোন দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ কর; এত দিনের পর তোমরা অনাথ হইয়াছ, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না? এইরূপ বিবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তাপসকুমারদিগের রোদনশব্দ শ্রবণ করিয়া, পাদপগণ কুসুমপাতচ্ছলে অশ্রুপাত করিল, তপোবনধেনুগণ বনের অন্তরাল হইতে ঘন ঘন আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আর্ত্তস্বরে রব করিতে লাগিল। তপোবন মধ্যে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অন্যান্য কেলিকলহপর পশুকুল ক্রীড়াযুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া, উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

মহর্ষি শ্বেতকেশর ঋষিকুমারদিগের সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, বৎস! শোকসংবরণ কর; সকলে কালের বশ, কাল কাহার বশ্য নহে। পূর্ব্বে সাধুরাজ অষ্টাদশবিধ যজ্ঞ করিয়াও পুত্রের আয়ু প্রাপ্ত হয়েন নাই। বিলাপ করিলে কি হইবে বল? ঐ দেখ তোমাদিগের শোকে বাক্‌শক্তিরহিত পশু পক্ষিরাও আকুল হইয়াছে। শুক উর্দ্ধমুখে নীরব হইয়া বসিয়া আছে, আহারের চেষ্টা করিতেছে না, শাবকগুলিকে স্তন্যপানে বিরত করিয়া, হরিণী চন্দনবিটপচ্ছায়ায় ম্রিয়মাণ আছে, হোমধেনুর মুখাগ্রভাগ হইতে শ্যামাক ভূতলে ভ্রষ্ট হইতেছে। শোকাত্মবিস্মৃতা বিলাপব্যাকুলা করিণী, সলিলমধ্যে শুণ্ড বিস্তার করিয়া পল্বলকূলে দণ্ডায়মানা আছে মাত্র, কোনক্রমে জলপান করিতেছে না। বেলা অধিক হইল, এক্ষণে আপন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত হও। ইহা বলিয়া মহর্ষি গাত্রোত্থান করিলেন, তাপসেরাও স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সকলে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন দেখিয়া, মহর্ষি শ্বেতকেশর স্নেহার্দ্র কৃতজ্ঞহৃদয়ে একবার সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের প্রীতিসৌকর্য্যার্থে একটী বিস্ময়রসাশ্রিত কথা আরম্ভ করিতেছি শ্রবণ কর, মুনিকুমারগণ কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে মহর্ষির বাক্যে চিত্তার্পণ করিলেন।

ব্রহ্মার চতুর্দ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে কিম্পুরুষবর্ষে অপ্সর ও গন্ধর্ব্ব লোকেরা বাস করেন; তথায় চন্দ্রহংস নামে মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বাধিপতি ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য, সহিষ্ণুতায় মেদিনী সম ও প্রতাপে ভাস্করের ন্যায় অসাধারণ্য লাভ করিয়া, রাজচক্রবর্ত্তী দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় একাধিপত্য করিতেন। যেমন মেঘের অনুকম্পা পম্পা সরোবরে, সূর্য্যের অনুগ্রহ কমল-বনে, রাজা প্রজাগণের প্রতি সেইরূপ দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রজারাও শাখাবলম্বিত ফলস্বরূপ রাজাকে আশ্রয় করিয়া, পরম সুখে লোকযাত্রা অতিবাহিত করিত। রাজগুণে রাজলক্ষ্মী

চপলতা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহারই চিরবশীভূতা ছিলেন। ইন্দুমতী নাম্নী অপ্সরা তাঁহার ভার্য্যা ছিলেন। পতিপরায়ণা ইন্দুমতী স্বামীর প্রতিবিম্বের ন্যায় বিষাদে বিষণ্ণা, চিন্তায় ব্যাকুলিতা ও হর্ষে পুলকিতা হইতেন; কেবল ক্রোধের সময় ভীতা হইতেন, এইমাত্র বিশেষ ছিল।

একদা রাজমহিষী, অতি শুভলগ্নে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত চন্দ্রমামূর্ত্তি এক কুমার প্রসব করিলেন। রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, প্রজাগণ গন্ধর্ব্বলোকে মহা মহোৎসব আরম্ভ করিল; আর্য্যাগণ চন্দনকুসুমকরক হস্তে লইয়া শুভপ্রদায়িনী কাত্যায়নীর মন্দিরে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য সকল উপহার প্রদান করিতে চলিলেন; পুরবাসিনীগণ বেণু, বীণা, মুরজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্র লইয়া নিষাদ, গান্ধার, ধৈবত প্রভৃতি সপ্ত স্বরে হর্ষসূচক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। পুরবাসিনীগণ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সূতিকাগৃহে পুষ্পবৃষ্টিচ্ছলে, আশীর্ব্বাদ করিলেন; তপোলোকে দৈবপ্রীতিকর বিবিধ দৈবানুষ্ঠান হইতে লাগিল। মুনিবিপ্রঋষিমণ্ডল ও পণ্ডিতমণ্ডিত সভামণ্ডপের ন্যায়, সূতিকামণ্ডপ সমুজ্জ্বল হইল। দ্বারদেশে বন্দনমালিকা ও সপল্লব পূর্ণকুম্ভ শোভা পাইতে লাগিল। লোকের আহ্লাদের সীমা রহিল না গন্ধর্ব্বরাজ নিরপত্যতা-হেতু অশেষ ক্লেশে, কারাবস্থানির্ব্বিশেষে, জীবন ধারণ করিতেছিলেন, এক্ষণে নবকুমারের মুখশশধর নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্থক করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ, পুত্রের নাম পুষ্পহংস রাখিলেন।

ললন্তিকা উপাখ্যানভাগ সমাপ্ত।

প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম হইলে কুমার আচার্য্যের নিকট সর্বদোষাপহারী, সকল কল্যাণদায়ক বিদ্যারত্ন উপার্জ্জন করিলেন ও বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া কেলিকলাপপ্রসঙ্গে যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস রাজা মাধ্যাহ্নিক আহার ভোজন সমাপন করিয়া শয়নমন্দিরে পালঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, চামরধারিণী ও ব্যজনবাহিনীগণ সুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময়ে রাজমহিষী শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। রাজা আদর প্রকাশ পূর্ব্বক হস্তধারণ করিয়া, মহিষীকে উৎসঙ্গদেশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! পুষ্পহংস কোথায়? রাজ্ঞী কহিলেন, নাথ! পুষ্পহংস ক্রীড়ামন্থর প্রাসাদে কন্দুকেলি-গৃহে দশবলাজের সহ অবস্থিতি করিতেছে, শ্রবণ করিয়া তমালিকাকে তথায় প্রেরণ করিলাম, তমালিকাও আগতপ্রায়। বলিতে বলিতে একজন অন্তঃপুরপরিচারিকা আসিয়া কহিল, দেবি! রাজকুমার ক্রীড়ামন্থর প্রাসাদ হইতে প্রমোদ বনে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তমালিকা আমাকে ততদূর যাইতে নিষেধ করিয়া, বর্ষবরের সহিত তথায় গমন করিল; ইতিমধ্যে বর্ষবরের সহিত তমালিকাও আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, তমালিকে! তুমি পুষ্পহংসের নিকটে গমন করিয়াছিলে? মাতা ডাকিতেছেন বলিয়াছিলে? কৈ কুমার কোথায়? তুমি কি বলিয়াছিলে? তমালিকা কিয়ৎকাল নিরুত্তর থাকিয়া কহিল, দেবি! ব্যস্ত হইবেন না, শ্রবণ করুন। আমি প্রথমে কন্দুকক্রীড়ামন্দিরে গমন করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইলাম না, দ্বারকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাজপুত্র কোথায়? তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারিল না। পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে কোন উত্তর না করিয়া, পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, হাস্য করিয়া উঠিল। তথা হইতে গমন করিয়া সমীপাগত বর্ষবরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্ষবর! তুমি জান কুমার কোথায় আছেন? ইনি কহিলেন, শুনিলাম কুমার প্রমোদ-বনে প্রবেশ করিয়াছেন। অনন্তর বর্ষবরকে তথায় পাঠাইলাম; আর আর বৃত্তান্ত এই বর্ষবরের নিকট শ্রবণ করুন।

বর্ষবর বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, ভট্টারক! শ্রবণ করুন। আমি তমালিকার নিকট বিদায় হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম, যাইতে যাইতে বর্ষপালের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল, তাহার করে একটি শুক পক্ষী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাতঃ! এ কি? এ পক্ষীটি কোথায় লইয়া যাইবে? যদি বিশেষ ক্ষতি বোধ না হয়, এটি আমাকে দিয়া যাও; আমার কন্যা কুকুন্দরা ইহাকে পাইলে যথেষ্ট আহ্লাদিতা হইবে। বর্ষপাল কহিল, "তাহা কি রূপে হইবে? ইহার কথা শুন নাই, তাই এরূপ বলিতেছ; শুনিলে আর বলিবে না। 'আমি মেধপুষ্করিণীতে যাইতেছিলাম, কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম এক নিষাদ জালদ্বারা একটী শুকপক্ষী ধৃত করিয়াছে। শুক নিষাদকে কহিতেছে, ওহে বীরপুরুষ কিরাতসিংহ! আমার ক্ষুদ্র প্রাণবিনাশে তোমার কি প্রতিপত্তি লাভ হইবে বল। সেই কিরাত মহানরকসাম্রাজ্যের অধিপতির ন্যায়, অকালকৃতান্তের ন্যায়, মূর্ত্তিমান ঘোরতর মোহান্ধকারের ন্যায় ভীষণ ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল, তুই তির্য্যগ্ জাতি; তোর প্রতি দয়া কি আবার? শুক বিস্তর স্তুতিবাদ করিল, নির্দ্দয় নিষাদের হৃদয়ে কিছুতেই করুণোদয় হইল না। পরিশেষে শুককে উপসংব্যানে বদ্ধ করিয়া লইয়া চলিল, শুক নিরুত্তর হইয়া রহিল।

নিষাদের সেই পাষণ্ডতর ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল; রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলাম, রে সাধুপ্রকৃতিবিমূঢ় পাপাগ্র-নরাধম! সত্বর ঐ নিরপরাধী অল্পপ্রাণ পক্ষীর প্রাণবধে নিরস্ত হ, নতুবা এই দণ্ডেই যমদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। নিষাদ শঙ্কিত হইয়া পক্ষীকে আমার করে সমর্পণ করিল। শুক কহিল, ভদ্র! একবার অবসর প্রদান করুন; গন্ধর্ব্বকুমার পুষ্পহংসকে অপ্সরদুহিতার সংবাদ জানাইয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করি। আমি শুকের নিকট অপ্সর দুহিতার কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম। শুক কহিল, শ্রবণ করুন।

কিম্পুরুষবর্ষের মধ্যপথে লীলাবতী নামে অপ্সরদিগের এক অধিবাস আছে, তথায় অমৃতকুল সমুৎপন্ন ইন্দ্রনীল নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন প্রবল প্রতাপ অপ্সরপতি আধিপত্য করেন। চন্দ্রের রোহিণী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, বিদ্যোত্তমা সমা সত্যকামা, সাবিত্রী-সঙ্কল্পপরায়ণা উমা নাম্নী তাঁহার এক ভার্য্যা আছেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁহার এক অতুলভরূপনিধান কন্যানিধান জন্মে, নাম চন্দ্রলেখা।

একদা অপ্সরলোকে সহসা সৈন্যদিগের মহাকোলাহল শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে, সকলেই বহির্দ্বারে আগমন পূর্ব্বক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। সৌধশিখর শত শত কামিনী-গণের মুখপরম্পরায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। চন্দ্রলেখা সখিগণের সহিত প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন, তাঁহার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী বাটীর বহির্গত হইয়াছিল, আসিয়া সংবাদ দিল, লবঙ্গপুরের অধিপতি চন্দ্রহংসের পুত্র পুষ্পহংস কোষাতকী জয় করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিতেছেন; চন্দ্রলেখা একদৃষ্টিতে পথপানে চাহিয়া রহিলেন। গন্ধর্ব্বকুমার ক্রমে ক্রমে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, রমণীগণের শরীর রোমাঞ্চ ও দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল। চন্দ্রলেখা পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, সখি! বিধাতার এ আবার কি সৃষ্টি! চন্দ্র কি বৃষ্টি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন? দেখ দেখ আকাশে মেঘ মাত্রই লক্ষ্য হইতেছে না, নভস্তল অতি নির্ম্মল ও পরিষ্কার; এ দিকে "চন্দ্রোদয় হইতেছেন।" এই দেখ আমার কলেবর ধারাসম্পাতে আর্দ্র হইয়াছে। সহচরী হাস্য করিয়া কহিল, সখি! এ ত ধারাসম্পাত নয়, দেখিতেছ না গগনমণ্ডলে শশধর উদয় হইয়া, সুখময় অমৃতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন, সুধাংশুর সেই সুধাবিন্দুতেই তোমার দেহ আর্দ্র হইয়াছে। চন্দ্রলেখা রাজকুমারের সুকুমার আকৃতি অবলোকন করিয়া, কুসুমায়ুধের মোহনীয় কুসুমশরে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে কামনা করিলেন, যদি এই পুরুষরত্ন দাররূপে আমাকে পরিগ্রহ করেন, তবেই বিবাহ করিব। অনন্তর প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন।

অদ্য প্রাতে অচ্ছোদ সরোবরে স্নান করিতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শুনিয়া আসিয়াছিলেন গন্ধর্ব্বকুমার পুষ্পহংস তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন। ইহা শ্রবণে চন্দ্রলেখার লজ্জা ও হর্ষে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। গৃহে আসিয়া আপন মণিমন্দিরে একাগ্রচিত্তে ভগবান লোকলোচন ত্রিলোচনের অর্চ্চনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পরিমলবাহিনী আসিয়া সংবাদ দিল, ভর্ত্তৃদারিকে! আমি অগ্নিমীল উপাধ্যায়ের নিকট শুনিলাম, গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই কথা শ্রবণমাত্র বিষাদের আর সীমা রহিল না; দিন যামিনী একাকিনী এক নিভৃত মণিমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনবরত বিলাপ করিতেছেন। আমি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বিবেচনা করিলাম ইনি অনতিবিলম্বেই আত্মঘাতিনী হইবেন, সুতরাং কি করি? আর বিলম্ব করা শ্রেয় নহে, এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছি। অঙ্গীকৃত কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার শ্রম সফল

হয়। আমি শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, রাজার নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি।" বর্ষপালের কথায় আমারও কৌতুক জন্মিল, অনন্তর উভয়ে রাজকুমারের নিকট গমন করিয়া সমস্ত বর্ণনা করিলাম।

চির পরিচিত প্রীতিপাত্র বান্ধবকে বহুকালের পর দেখিয়া মনে কি রূপ ভাবোদয় হয়! রাজকুমার শুককে দেখিয়া এককালীন বাক্‌শক্তি রহিত ও আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার চিত্তটী দ্বিদলাম্বুজ হইতে উড়িয়া, কোন অলক্ষিত কমলে বসিবার উপক্রম করিল। জানি না, তাঁহার মনে কিরূপ বিকার উপস্থিত হইল এবং উহার হেতুই বা কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নিমীষশূন্যনয়নে অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। এরূপ আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, সমীরণ প্রভাবে সঞ্চালিত হইয়া শমীপল্লব বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল, এবং তাহার প্রতিঘাতে গাত্র দিয়া বিন্দু বিন্দু রক্তকণিকা নির্গত হইতে লাগিল, তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণের পর আমার হস্ত হইতে শুককে গ্রহণ করিলেন ও চিরপরিচিত প্রীতিপাত্র সহচরের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার শুককে বারম্বার দৃষ্টিপাতদ্বারা কহিলেন, কি অসম্বন্ধ অযথা প্রণয়ানুরাগ! কোথায় বনচর পক্ষী, কোথায় বা মাদৃশমতি? প্রত্যুত পক্ষীটি দর্শনাবধি কি অনির্ব্বচনীয় চমৎকার জন্মিয়া দিয়াছে, বিনা ক্ষোভেতেও ইহার নিকট প্রাণ সমর্পণ করিতেও বিশ্বাস হইতেছে! শুনিয়াছি পূর্ব্বজন্মের কথা কারণবিশেষে স্মরণ হইতে পারে, উহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ভাল, বর্ষবরের নিকট শুনিলাম পক্ষীটি স্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু কৈ আমার সাক্ষাতে একটীও ত কথা কহিল না, অথবা গাম্ভীর্য্যশালী লোকদিগের প্রকৃতিই এই, অসম্বন্ধজনের সহসা আলাপ করিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি জন্মে না। অনন্তর উভয়ের আলাপ হইলে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন সেই অপরিচিতানুরাগিণী কিন্নরকন্যার কথা শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে কি এক অনালোচিতপূর্ব্ব মনোরম উপস্থিত হইল। আজ বিনা পরীক্ষাতে অমৃতের আস্বাদ অনুভব করিলাম। অহো! গিরিশিখর-সমুৎপন্না স্রোতস্বতী স্বভাবতঃ যেরূপ সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। মন সেইরূপ চন্দ্রলেখার উদ্দেশপথে সতত ধাবিত হইতেছে। বুঝিলাম তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা, বালকের মন ও ললনার নয়নচাপল্য অপেক্ষা চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে। যাহা হউক, শুককে কি বলিয়াই বা বিদায় করি? অথবা নলিনীদলে লীলারস দ্বারা পত্র লেখা করিয়া দি? এই বলিয়া সন্নিহিত সরোবর হইতে পদ্মপত্র লইয়া পত্র লিখিলেন। "বনলতা স্বভাবতঃ যেরূপ বসন্তসহকারকে আশ্রয় করে, অয়ি বিলাসবতি! শুনিলাম কনকলতিকা বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া সমীপাদপকে সমালিঙ্গন করিবার জন্য করপল্লব বিস্তার করাতে, সহবর্ত্তিনী লতাগণ তিরস্কারচ্ছলে কহিতেছে, কনকলতিকে! মধুপান পর্য্যুৎসুক মধুকর ইন্দ্রনীল বা বৈদূর্য্যমণির প্রার্থনা করে না। প্রিয়সখি! তুমি যে অসংগত মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছ, উহা কি লজ্জালুব্ধা কুলকামিনীদিগের কুলক্রমাগত ধর্ম্মরক্ষার উপায়?" শুক পত্র লইয়া শূন্যে উড্ডীয়মান হইল, কুমারের চিত্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেই কালে এরূপ অন্যমনা হইলেন; আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! বেত্রপুর হইতে অপ্সররাজ দশবলাহকের অমাত্য চৈত্ররথ আসি মেঘপুরীতে শিবির স্থাপন করিয়া কহিলেন, যুবরাজের সহ সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি।" কিন্তু নিকটে কে আসিল, কি কহিল, তাহা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। চন্দ্রলেখার পরিচারিকাভ্রমে, প্রতিহারীকে কহিলেন, হুগো প্রিয়সখি! এই সুশীতল শিলাতলে উপবেশন কর, প্রিয়ার কুশল সংবাদ শ্রবণ করিয়া উদ্বেল চিত্তকে সুস্থির করি। শুনিয়া প্রতিহারী বিস্ময়াপন্ন হইল।

আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ আবার কি? উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ দেখিতেছি, আমাকে প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, মাদৃশ ভৃত্যের প্রতি ঈদৃশ পরিহাসের অর্থ কি? সংসার মন্দিরের প্রবেশদ্বারে অবিদ্যারূপ এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র আছে, অসামান্যতীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যতীত তাহা পার হইবার অন্য উপায় নাই। রমণীকুলের কটাক্ষ আপাততঃ কমনীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে উহা বিষসংযুক্ত শরের ন্যায় হৃদয়াস্থি ভেদ করে। যুবকের মন অতি চঞ্চল, সহসা আকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ কি? রমণীরূপ তড়িৎপুঞ্জের কটাক্ষরূপ প্রখরপ্রভায় সাধু, জ্ঞানবান্ ও গুণবান ব্যক্তিদিগকেও অন্ধ করে। বিলাসবিসূচিকার ঔষধ কিরূপ, তাহা তপস্বীরাও বলিতে পারেন না। আমরা বিনীতবচনে কহিলাম, কুমার! অকস্মাৎ আপনার এ আবার কিরূপ ভাবোদয় হইল? কৈ এখানে সহচরীরা কোথায়? কি বলিতেছেন? রাজ্ঞী বহুক্ষণ আপনাকে না দেখিয়া অতি উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কুমার অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, তোমরা মাতাকে উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিবে, আমি সত্বর গন্ধর্ব্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিব, শুদ্ধ ইহা বলিয়া অশ্বারোহণে বাটীর বহির্গত হইলেন। রাজ্ঞী এই কথা শুনিবামাত্র, আঃ! প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে কি দেহ রক্ষা হইয়া থাকে? এই বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাজাও পুত্রশোকে অধৈর্য্য হইয়া নিভৃতবিলাপমন্দিরে গিয়া রহিলেন। পৌরজনেরা, হা হতোঽস্মি! হায় কি হইল! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাজসহচরেরা মন্ত্রণা করিয়া যুবরাজের অন্বেষণে কুসুমবাহক অলিঞ্জরের সমভিব্যাহারে কতিপয় ভৃত্যকে অপ্সরলোকে পাঠাইলেন।

কিছু দিন পরে সমভিব্যাহারী লোকদিগের সহিত অলিঞ্জর অপ্সরনগর হইতে ফিরিয়া আসিল। পৌরজনেরা অলিঞ্জরকে দেখিয়া সহর্ষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন? তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলে? অলিঞ্জর কহিল, রাজা ও রাজমহিষী কি রূপ আছেন বল? পরে সকল সংবাদ ব্যক্ত করিতেছি। তাঁহারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, রাজমহিষী, পাছে মহারাজের কোন অনিষ্ট ঘটে এই বিবেচনায় একাল পর্য্যন্ত প্রাণকে দেহত্যাগে নিরস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; কেবল চেষ্টাশূন্য হন নাই বলিয়াই জীবিত বোধ হয়, ফলতঃ জীবিত ও মৃত ব্যক্তিতে তাঁহার কিছুই বিশেষ নাই। মহারাজ শোকে বিসংষ্ঠুল-মতির ন্যায় হইয়া নিভৃতমন্দিরে বসিয়া নিভৃতবচনে পুষ্পহংসসম্বন্ধে কত অসম্বদ্ধ প্রলাপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কখন মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া সহাস্যমুখে বলিতে থাকেন, মহিষি! আজ পুষ্পহংসের পরিণয়দিবস, মার্কণ্ড দেবের মন্দিরে যথাবিধি পূজা প্রদান করিতে গমন কর। কখন যুবরাজকে ডাকাইবার জন্য প্রতিহারীকে প্রমোদবনে যাইতে সঙ্কেত করেন, কখন অশ্রুজলে ভাসিতে থাকেন, কখন বা কৃতসন্নাবধোদ্যত হইয়া নিশীত তরবারী নিষ্কাষিত করেন; ফলতঃ তাঁহার চিত্ত মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় প্রতিভাশূন্য হইয়াছে।

অলিঞ্জর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, হাঁ হইতে পারে, পল্লব কুসুম হীন তরুর পতনই ভাল। হাঃ এখন জীবিত আছেন? এখন রাজমহিষীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই? এই কথা বলিতে বলিতে অলিঞ্জরের নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। পৌরজনেরা হা কি সর্ব্বনাশ। হা মনোহত চন্দ্রহংস! হা পুত্রবৎসলে ইন্দুমতি! হা ধিক! হায় কি হইল! এইরূপ পরিতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অলিঞ্জর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া কহিল, রাজপুত্রের আদ্যোপান্ত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ নানা দেশ অতিক্রম করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম, বহুদূর গমন করিয়া অতঃপর এক মনোহর অটবী দেখিলাম। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া উহা আশ্রয়সন্নিহিত কোন তাপসের তপোবন বলিয়া বোধ হইল। তপস্বিগণ ইতস্ততঃ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার সমিধ ও কুশাগ্রভাগ পতিত রহিয়াছে; সাগ্নিক্ ঋত্বিক্ গণের হোমধূমে অশোকপল্লব মলিন হইয়াছে; মুনিকন্যারা সুরতরঙ্গিণীমন্দাকিনীপ্রবাহে উদক লইতে আসিয়াছিলেন, সিকতাময় তটে পদাঙ্ক পতিত রহিয়াছে; মুনিকুমারগণ নব দিবসমণিভ্রমে রক্তোৎপল লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহার আরক্ত পরাগ ও কেশর ভূতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; এই সকল দেখিয়াই বোধ হইতেছে আশ্রম অতি সন্নিকট! শান্তস্বভাব তাপসগণের বিচিত্র আশ্রম দর্শনে শরীর পবিত্র হয়; এইরূপ চিন্তা করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, লতাপাশবদ্ধ তপস্বীদিগের অক্ষমালা ও কমণ্ডলু পাদপগাত্রে প্রলম্বিত রহিয়াছে। বনবল্লরী ও তরুশাখা বিকশিতকুসুমে সুশোভিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় যেন তরুতলহর্ম্ম্যবুদ্ধি তাপসেরা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন দেখিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছে; শাখাবাহু প্রসারণ করিয়া অতি বিকচ মহীরুহগণ যেন সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেছে; তপঃক্লেশসহ তাপসগণ মুনিকুমারগণের দশবিধ সংস্কার সমাপনপূর্ব্বক সুশীতল তমালতরুতলে বসিয়া, বৈবস্বত যোগ অভ্যাস করাইতেছেন; সাগ্নিকঋত্বিক্গণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উদ্দীপ্ত হোমহুতাশনে আর্য্যাহুতি প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগের বষটকারধ্বনিতে ও যজ্ঞীয় চরুগন্ধে তপোবন অতি রমণীয় হইয়াছে; তাপসীগণ উদূখলে ইতস্ততঃ সোমলতা নিষ্পেষণ করিতেছেন; আশ্রমললামভূত প্রত্যূহবিগতাশঙ্ক হরিণশাবকেরা অতিদ্রুতগমনে যজ্ঞস্থলে আসিয়া সোমরসপানাসক্ত তাপসদিগকে পুলকিত করিতেছে; ক্রীড়ারসবশতাপসকুমারেরা, লতাপল্লবিত বনাভ্যন্তরে ময়ুর ও মৃগশাবকের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তপস্যার কি প্রভাব! তপোবনের কি মাহাত্ম্য! বাক্শক্তিরহিত অজ্ঞান পশুদিগেরও হিংসা-ধর্ম্মেতে অপহারবুদ্ধি দেখিলাম, উহা অতি নীচপ্রবৃত্তি ও জঘন্যাচার এই বুদ্ধি মনে উদয় হওয়াতে যেন ঋক্ষ ঋষ্যের সহ, মৃগেন্দ্র বরাহের সহ ও করভ শার্দ্দূলের সহ প্রচ্ছায় তরুতলে সুখে একত্র শয়ন করিয়া আছে; অন্যান্য দুর্ব্বল পশু, সিংহশাবকের সহ ক্রীড়া করিতেছে। অহিকুল, অপোগণ্ড শিশুকর্ত্তৃক বেণুযষ্টিদ্বারা বারম্বার প্রহারিত হইয়াও, তাহাদিগের সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিলাম, কি পবিত্র রমণীয় স্থান! ইহা স্বর্গ ও সৌভাগ্যের আয়তন! শান্তিপাদপের শীতলচ্ছায়া! সন্তোষসরোবরের পুরোবর্ত্তী বিনোদপ্রদেশ! ও সৎ সহবাসের শ্রেয় পন্থা! এ স্থানে পরপীড়ন নাই, ইন্দ্রিয়পীড়ন করাই প্রসিদ্ধ! বিচিত্রচরিত তাপসদিগের চিত্তে অভিমান মদের লেশ মাত্র নাই, মৃগমদ মৃগের চক্ষেই অতি শোভাকর হইয়াছে। অনভিজ্ঞতা কন্দর্পের শরশাসনেতেই রহিয়াছে! চপলতা তীর্থসরোবরেই লক্ষিত হইতেছে! তাপসদিগের চিত্ত পরিষ্কৃত আদর্শের ন্যায় অতি নির্ম্মল, নিয়ত বেদরূপ মহা মন্ত্রপাঠে ক্রোধভুজঙ্গ তপোবন হইতে পলায়ন করিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন অভিজ্ঞতা ও কুশলতা এই স্থানকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়াছে; বুঝিলাম অনর্থ অর্থসম্পত্তি ও বিষয়ভোগাভিলাষ বিষয়িজনের পক্ষে প্রবঞ্চনা মাত্র। অনন্তর কতকদূর গিয়া এক প্রকাণ্ড পলাশতরু দেখিলাম। তাহার শাখা সকল পল্লবাকীর্ণ ও বিকশিত কুসুমে সর্ব্বদা আলোকময়। সেই তরুতলে তৃতীয়াশ্রমধারী পবিত্র কলেবর কতিপয় তাপস নিমীলিত নেত্র অভীষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন। আমরা সন্নিহিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্ব্বক যথাপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলাম। পরমপবিত্র তাপসেরা নেত্রপাতদ্বারা স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদিগের সম্ভাষণমাত্রেই আপনাদিগকে

অনুগৃহীত ও চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া কহিলাম, দেব! ইহা যথেষ্ট সৌভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই, কারণ অদ্য আশ্রমদর্শনে চরিতার্থ হইলাম।

অনন্তর নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে আমাদের পথশ্রান্তি দূর হইল। তাপসেরা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন দেখিয়া আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কতক দূর গিয়া এক পর্ব্বতময় প্রদেশ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ এরূপ উন্নত, বোধ হয় যেন বিন্ধ্যাচলকে উপহাস করিয়া, হিমগিরি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে উঠিতেছে। একে নিদাঘকালের মধ্যাহ্ন! মার্ত্তণ্ডদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে অসহ্য কিরণকণা বর্ষণ করিতেছেন; বন্যজলাশয় সকল শুষ্ক হওয়াতে, দ্বিরদেরা গম্ভীরনাদে চতুর্দ্দিগে ধাবিত হইতেছে ও শব্দানুসরণক্রমে চাতকেরা নিবিড় মেঘপটলভ্রমে সহর্ষচিত্তে মাতঙ্গের অনুগামী হইতেছে। মৃগকুল পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, মরীচিকা দর্শনে দিব্য সরোবরভ্রমে বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে ধাবিত হইতেছে; দিনকরের দহ্যমান অসহ্য কিরণে সন্তপ্ত হইয়া, খড়্গিকুল জাহ্নবীতটস্থিত হিন্তালতল আশ্রয় লইতেছে, আমরা এই কালে সেই শৈলময় প্রদেশে অধিরূঢ় হইলাম। ঐ প্রদেশ কি মনোহর! উহার শিখরদেশ এরূপ উন্নত, সে স্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হয়, যেন মানসসরোবরের তটোপরি দণ্ডায়মান আছি।

অতঃপর ক্রমশঃ যাইতে যাইতে পথে সন্ধ্যা হইল। পর্ব্বতের কোন কোন প্রদেশ হইতে অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চন্দ্রকান্তমণির নির্ম্মল আলোক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন আকাশপ্রাঙ্গণে তারকারাশি বিকশিত হইল, অনিলের সহিত সমাগত পর্ব্বতকন্দরস্থ লোকদিগের কলরব, পক্ষিদিগের মধুর স্বর শ্রুতিবিবরে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল; সন্ধ্যাবিকাশ কুসুমের পরিমল হরণ করিয়া সন্ধ্যাসমীরণ নানাদিগে সৌগন্ধ বিস্তার করিলে, অনতিদূরে তপস্বিদিগের সায়ংকালীন উপাসনরব শ্রুতিগোচর হইলে, আর্যকল্প ব্রতধারিণী গুহ্যককন্যারা কেহ প্রিয়তমের পুনর্জ্জীবিত প্রত্যাশায়, কেহ সাপত্ন্যনির্যাতন হেতু, কেহ বা অপবর্গ লাভের নিমিত্ত সুমধুরস্বরে একতানমনে ভগবান্ ভূতভাবন ভূতেশ্বরের স্তব আরম্ভ করিলেন, সেরূপ সুমধুর সঙ্গীত কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই। সায়ংকাল অতীত হইলে বোধ হইল যেন পক্ষান্ত চন্দ্রমার অভ্যুদয়হেতু করে মুকুলিত কমলরূপ কমণ্ডলু লইয়া, নক্ষত্ররূপ স্ফটিকমালা ধারণ করিয়া, প্রদোষরূপ আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়তমসমাগমপ্রত্যাশায় তপস্বিনী বেশ ধারণ করিলেন। ক্রমে যামিনীবিরহকাতর চন্দ্রমা উদয় হইলে পূর্ব্বপর্ব্বতের অপূর্ব শোভা হইল। নদ, হ্রদ, বন, উপবন, নদী, পর্ব্বত, চন্দ্রের কিরণজালে শোভাময় ও পাণ্ডু বর্ণ হইল, কেবল বিকশিত কুমুদে সরসীর চমৎকার শোভা হইল এমত নহে, সুধাংশুর অমৃতময় কিরণে অন্ধকার নিরস্ত হইলে বোধ হইল যেন ককুভদন্তিদেহ শ্বেতাম্বরে আচ্ছাদিত হইল। চন্দ্রালোকে পথ চলিবার আর কষ্ট রহিল না, সন্ধ্যাশীতলসমীরণ স্পর্শে মনে হর্ষ ও স্ফূর্ত্তি জন্মিল। অতঃপর স্ফটিকপ্রাঙ্গণের ন্যায়, মণিদর্পণের ন্যায় সরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলাম; কুমুদ, কোকনদ, কহ্লার, কুবলয়, ইন্দিবর প্রভৃতি পুষ্প সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বোধ হইল, দিনমণি অস্তাচলপতিত হওয়াতে শৈলপ্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সরোবরে পতিত হইয়াছেন। ঐ সরোবরের পশ্চিমতীরে এক গিরিকূট দেখিলাম; উহার অভ্যন্তরের বহুদূরে মনোহর সরোবর, বিচিত্র উপবন, সুরম্য ক্রীড়াপর্ব্বত! মধ্যে মুক্তাকলাপবেষ্টিত গজমতির ন্যায়, হংসজালসমাচ্ছন্ন কমলবনের ন্যায়, নক্ষত্ররাজি বিরাজিত তারাপতির ন্যায়, অশোক, কিংশুক, কাঞ্চনবেষ্টিত পারিজাত কুসুমের ন্যায়, অন্দরলোক পুরালয় মধ্যে শোভা পাইতেছে চন্দ্রের নির্ম্মল আলোকে স্পষ্ট লক্ষিত হইল।" দ্বারদেশে

এক নির্ম্মলা, গতমৎসরা, অমানুষাকৃতি অপ্সরকন্যা দ্বাররক্ষা করিতেছেন, তাঁহার নাম প্রলম্বিকা। তাপসেরা যদৃচ্ছাক্রমে ঐ গিরিকূটে প্রবেশ করিলেন, আমরা আর তত দূর গমন না করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাপসেরা মন্দারকুসুমহারে সুশোভিত ও সুরবালাসেবিত হইয়া বহির্গত হইলেন ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে শূন্যে প্রস্থান করিলেন। আমরা বিস্ময়বিকসিতচিত্তে দ্বাররক্ষিণী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেবি! ইঁহারা কোথায় গেলেন? ইঁহাদের অভিসন্ধি কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারিকা কহিলেন, বৎস! উঁহারা নভোনিবাস নক্ষত্রলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মহানুভাবালাপকুশলতা ও সরলহৃদয়তা দর্শনে অনুভব হইল তাঁহার স্বভাব অতি মহৎ, হৃদয় করুণারসের আধার, চিত্ত স্নেহার্দ্রময়! আমাদিগের অপ্সরলোকে আগমনের হেতু কি? জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, ভগবতি! গন্ধর্ব্বলোকে চন্দ্রহংস নামে রাজা আছেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান; রাজপুত্রের কুসুমসঙ্কাশ রূপলাবণ্য দেখিয়া পৌরজনেরা তাঁহার নাম পুষ্পহংস রাখিয়াছেন। সম্প্রতি যদৃচ্ছাক্রমে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিয়াছেন। আমরা ত্বদীয় অন্বেষণে কখন নিবিড় গহনে, কখন গিরিগুহায়, কখন দুর্ব্বিনীত অসভ্য লোকাকীর্ণ স্রোতস্বীকূলে পর্য্যটন করিয়া, জীবনের এক শেষ করিতেছি।

প্রালম্বিকা শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণের পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমরা কহিলাম, ভগবতি! অকস্মাৎ আপনার এরূপ বিরসভাবব্যঞ্জক নিশ্বাসপাতের কারণ কি? যদি কষ্টকর না হয় বলিতে হইবে। দেবী কহিলেন, পূর্ব্বে এই স্থানে এক গন্ধর্ব্বকুমার কিছু কাল ছিলেন। একদা চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী সহচর এক বিরলপ্রদেশে নিমিলিত বাষ্পপাত করিতেছেন দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান্! অদ্য আপনি শোকেতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কি নিমিত্ত এই বিজনপ্রদেশে রোদন করিতেছেন? তিনি বহুকষ্টে বাষ্পবারি নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভগবতি! আর সে শোকাবহ দুর্ব্বিষহ ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে শোকানলে নিক্ষেপ করেন কেন? তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বোধ হয় আপনার স্মৃতিপথাতীত না হইবে একদা আমি প্রিয়সহচরের সমভিব্যাহারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল আপনার সহ বিশ্রম্ভালাপের পর আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই গিরিকূটে প্রবেশ করিয়াছিলাম; প্রবেশের পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। আমরা এস্থান হইতে বিদায় হইয়া, কতকদূর গিয়া এক রম্য উপবন দেখিলাম, তরুদলসঞ্চালিতপরিমলসম্পৃক্ত মলয়সমীর কুমারের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত করিল। বন্ধু অরণ্যে অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে পুলকিতচিত্তে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে স্বভাবের শত শত বিচিত্র শোভা বিলোকনে মনোমধ্যে নব নব প্রীতির উদ্ভাবন হইতে লাগিল। কোন স্থানে কলকোকিলোল্লাসিত মলয়বিলোলিত নবললিত উৎফুল্লী পল্লববল্লী বনের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; অমৃতনিস্যন্দ পারিজাত কুসুমসুরভিতসুশীতলপরিমলসৌগন্ধে মধুকর কখন মালতীকুসুমে, কখন কমলবনে উড়িয়া বসিতেছে; আকাশখণ্ডের ন্যায় সরোবরে কমলবন বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; কোথায় বা কুসুমিত লতাললামমণ্ডপ কুসুমপরাগে সুরঞ্জিত হইয়া, তত্তৎপ্রদেশে কন্দর্পের রথসমাগম ব্যক্ত করিতেছে; ময়ূরের কেকারবে, কোকিলের কলরবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে; অনতি দূরে মন্দরপর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে ধবলকমলদল প্রায় মন্দাকিনীর নির্ম্মল প্রস্রবণ নির্গত হইতেছে, উহার শব্দ কি মনোহর! বোধ হয় যেন প্রস্রবণ বসন্তকে আহ্বান করিতেছে। দূরশ্রুত হাস্যকৌতুকতৎপরা কতিপয় অপ্সরোকন্যা আসিতেছেন। আমরা যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম,

উহার নাম নীলোদ্যান; ঐ কন্যাগণের নাম মালতী, মাধবিকা ও চন্দ্রলেখা পশ্চাৎ অবগত হইলাম। মালতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি চন্দ্রবালালতালবালের নিকট দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন চন্দ্রবালা তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া শষ্পবীথিকায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। চন্দ্রলেখা মালতীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! তুমি লতাবিস্তারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছ, বোধ হয় যেন মালতী তোমাকে বহুকালের পর দর্শন করিয়া আহ্লাদে হাস্য করিতেছে, এই রূপ আলাপ করিতে করিতে এক রক্তকাঞ্চনমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! মাধবিকা, মালতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! আমাদের প্রিয়সখী চন্দ্রলেখা অতিশয় ভূষণপ্রিয় এস আমরা এই কিংশুকমূলে সখীকে বনকুসুমে সাজাইয়া দি, পরিণয়ের পর ত আর এই বনে এই কুসুম লইয়া এরূপে সাজাইয়া দিতে পারিব না, সখি! কি বল? মালতী কহিলেন, সখি! বোধ হয় তোমার বাক্য মিথ্যা হইবে না, আমি শুনিয়াছি বয়স্যার পরিণয়ের আর বিলম্ব নাই, গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ সখির পাণিগ্রহণ করিবেন। এই কথাই সর্ব্বত্রে শুনিতে পাই। মাধবিকা চন্দ্রলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি এতকাল আমাদের সহিত এই পলাশমূলে, ঐ মালতীনদীকূলে, কখন লীলাশৈলে কেলিচ্ছলে মুকুলকাল অতিবাহিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার অভিনব কুসুমকাল উপস্থিত; এখন আর কি বলিব, আমাদিগকে তোমার প্রিয়সখী বলিয়া এক এক বার মনে করিও। চন্দ্রলেখা সখীদের পরিহাস করিবেন কি! মালতীর মুখে গন্ধর্ব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবেন শ্রবণ করাতে, মৃনালিনীর পক্ষে শিশিরসম্পাত যেরূপ ভয়ানক, চন্দ্রলেখার পক্ষে ইহাও সেইরূপ অনিষ্টকর হইয়া উঠিল। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া মালতীর প্রতি কৃত্রিম রোষপ্রকাশ করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! ক্ষান্ত হও, চন্দ্রলেখা তোমার কথায় রুষ্ট হইয়াছেন আর পরিহাসে আবশ্যক নাই; দেখিতেছ না, চন্দ্রলেখার বদনে ক্রমে ক্রমে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মালতী সলজ্জিতা হইয়া অনতিপরিস্ফুট বচনে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখে! তুমি কি আমার প্রতি রুষ্ট হইলে? যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ অতি সুকোমল, ক্রোধের সময়ও কি সেই কোমলস্বভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে! মলয়সমীরণ প্রবলরূপে সঞ্চালিত হইলেও কি কদাচ দেহ দগ্ধ করে! দেখ, বিরহীকুলকে ব্যাকুল করিবার জন্য শশধর কদাচ অনলবর্ষণ করেন না। আমি জানিতাম চন্দ্রলেখা অতি প্রিয়বাদিনী ও মধুরহাসিনী, আজ আমার প্রতি রুষ্টা হইলে! বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, সখি! অসন্তুষ্ট হইবার বিষয় কি? তবে কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছ? মালতী ঈষদ্ধাস্যে, কহিলেন, সখি! আমি ত তাই বলিতেছিলাম কমল হইতে কি অনলোদ্গম হইয়া থাকে! পরোক্ষের কথা দূরে থাকুক, উহা স্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এই বলিয়া সরোবর হইতে একটী রক্তপদ্ম লইয়া প্রিয়সম্ভাষণে কহিলেন, সখি! আমি তোমাকে প্রিয়সখীবোধে এই উৎপলটী প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। চন্দ্রলেখা, সখি! এই উহাকে কণ্ঠভূষণ করিলাম বলিয়া, কণ্ঠস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত যুক্ত করিয়া দিলেন। মাধবিকা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি মালতি! চন্দ্রলেখার মুখনলিন এতক্ষণ মলিন ও বিষণ্ণ দেখিতেছিলে, এক্ষণে শরৎকালীন নববিকশিত শ্বেতশতদলের ন্যায় প্রফুল্ল ও বিস্ফারিত হইতেছে; তালে অগুরুবিন্দু যেন অর্দ্ধরুচিশশিকলামাঝে তারকাবিন্দু সমাবেশিত হইয়াছে। চন্দ্রলেখা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয়, বেলা প্রায় অবসান হইল; এস এই পলাশমূলে মাল্যরচনা করি।

দিবাবসানে মিশ্রকবনে কন্দর্পসন্দর্শনে যাইতে হইবেক আমরা এই কুসুমহার ভগবান কুসুমায়ুধকে উপহার প্রদান করিয়া অভিলষিত বর প্রার্থনা করিয়া লইব। মালতী বলিলেন, সখি! এখন আর পরিহাসের সময় নয় তা তুমি বলিবে কেন, কুমুদকলিকা কি চিরকাল মুদিত থাকে? তবে এখন তুমি এই স্থানে বসিয়া মাল্যরচনা কর, আমরা চলিলাম। মাধবিকা কহিলেন, সখি! তুমি গৃহে যাইতেছ ঐ উটজা বাটিকায় আমার সেই ভল্লকী শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে কোন প্রলোভন দেখাইয়া ভবনে লইয়া যাও, আমি গন্ধকুটে আখ্যা অরুন্ধতীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেছি। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তবে চল আমিও যাইতেছি, এই বলিয়া সখীদের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে মাধবিকা কহিলেন, সখি মালতি! আর একটী কৌতুকাবহ কাণ্ড হয়ে গেল দেখেছ? মালতী কহিলেন সখি না, কৈ! কি বল দেখি? মাধবিকা কহিলেন, সখি! তবে শ্রবণ কর; একটী মধুকর ঐ সরোবরকুলে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ মালতীতীরবর্ত্তিনী কেতকীকুসুমে গিয়া বসাতে কেতকিনীর পরাগ ও কণ্টকে নেত্র-পক্ষ হীন হইয়াছে। মালতী কহিলেন, সখি! নির্ব্বোধ লোকদিগের প্রায় এইরূপ দশাই ঘটিয়া থাকে।

মালতী ও মাধবিকা এই প্রকারে কথোপথন করিতেছেন, এমন সময়ে মাধবিকা মালতীকে কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা কোথায়? মালতী পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কিয়ৎকাল স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া কহিলেন, সখি! তাই ত চন্দ্রলেখা কি আমাদের ফেলিয়া একাকী গমন করিলেন? সখি! তবে চল আমরাও যাই; এই বলিয়া উভয়ে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

এ দিকে চন্দ্রলেখা সখিরা যে সময়ে পলাশবিস্তার মধ্যে কথা কহিতেছিলেন, সেই সময়ে লতাবিতানমধ্যে কুসুমচয়ন করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। লতাভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইয়া দেখিলেন সখিরা প্রস্থান করিয়াছে, অতঃপর স্থির করিলেন সখিরা আমার অন্বেষণেই পলাশ বাটিকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থির করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; সখি! সত্বর হইয়া আইস, আমি বহুক্ষণ এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, আর বিলম্ব করিতে পারি না। পুষ্পহংস নিভৃতভাবে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিতেছিলেন, এইক্ষণে চন্দ্রলেখাকে সখীর হইয়া উত্তর করিলেন, সখি! এই একটী কুসুম তুলিলেই হয়। চন্দ্রলেখা সখিরা উত্তর করিল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সখি মাধবিকে! আরণ্যরত্ন আর হরণ করিবার প্রয়োজন নাই; বসন্তসমাগমে পারিজাত মঞ্জরীত, সহকার পল্লবিত ও পলাশ রক্তিম কুসুমে সুশোভিত, হইয়াছে; এ সময়ে উহাদের শোভাভঞ্জন করিলে দেবরাজ আমাদের প্রতি রুষ্ট হইবেন। সখি! বনলতা আমাদের অনেক ইষ্টসাধন করিয়া থাকে, আর উহাদের শ্রীভ্রষ্ট করা উচিত নয়। এক্ষণে এস আমরা ভবনে যাই। পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, ভর্ত্তৃদারিকে। তুমি পলাশবাটিকায় প্রবেশ করাতে কুসুমগণ হাস্য করিতেছিল, এক্ষণে তোমার অদর্শনে মলিন হইতেছে। তাই বলি এক বার পুষ্পবাটিকায় আসিয়া কুসুমগণকে সুগন্ধিত কর। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! বসন্তবিকসিত সুগন্ধিপুষ্প নিকটে থাকিতে কে কোথায় কিংশুকের সমাদর করে? যে বনে নিশানাথের উজ্জ্বল কিরণে বিভাত হইয়া থাকে, তথায় কি দীপের আলোক শোভা পায়? পুষ্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, হলা অপ্সরকুলশৈলাজমালিকে! তুমি যাহা বলিতেছ সে সত্য, কিন্তু তোমার নির্ম্মল মুখমণ্ডল দর্শনে আর কলঙ্কিত নিশানাথকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে না। চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! তোমরা এখন যাইবে না? আমি চলিলাম। পুষ্পহংস উত্তর করিলেন, যদি তোমার করস্থিত এই পারিজাতমালা দিয়া যাও তবে তোমাকে যাইতে দিব এই বলিয়া চন্দ্রলেখাকে যাইতে নিষেধ করিলেন, চন্দ্রলেখা

কহিলেন, সখি! এই পাদপসম্পত্তি তোমারই জন্যে আনিয়াছিলাম, তবে এই লও এই সহকারমূলে নলিনীপত্রে রাখিয়া গেলেম, এই বলিয়া চন্দ্রলেখা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পুষ্পহংস পাদপের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া সেই মুনিজনমনতোষণমোহনমন্দারমালা সীমাতিশয় আহ্লাদ-সহকারে গ্রহণানন্তর পুনর্ব্বার বৃক্ষবাটিকায় প্রবেশ করিলেন।

পর দিন মালতী ও মাধবিকা, চন্দ্রলেখার অন্বেষণে মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন, মালতী কহিলেন, মাধবিকে! সে দিবস চন্দ্রলেখা আমাদিগকে বৃক্ষবাটিকায় রাখিয়া গৃহে গমনাবধি সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, চল, আজ একবার তাঁহার কাছে যাই। এই বলিয়া মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন ইত্যবসরে চন্দ্রলেখাও সখীদিগকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যগ্র হইয়া তাহাদের অন্বেষণে আসিতেছিলেন। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে দূর হইতে দেখিয়া মালতিকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা আসিতেছেন, এস আমরা এই পাদপান্তরালে লুকায়িত হই, সহসা দর্শন দিব না। মালতী কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! উত্তম কল্পনা করিয়াছ; এই বলিয়া যেমন উভয়ে লতান্তরালে প্রবেশ করিবেন, চন্দ্রলেখাও দূর হইতে দেখিতে পাইয়া সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! আমাকে দেখিয়া পাদপান্তরালে লুকাইতেছ কেন? মাধবিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! লুকাই নাই, বনদেবতা-দিগের অর্চ্চনা করিতে যাইতেছিলাম। চন্দ্রলেখা হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! আর মিথ্যা ভান করিলে কি হইবে বল; চোর ধরা পড়িলেই সাধু হইতে যত্ন পায়। এক্ষণে তোমাদের কুশল ত? মালতী কহিলেন, হাঁ সখি সকলই মঙ্গল, কেবল সে দিবস বৃক্ষবাটিকায় তোমাকে না দেখিয়া বড় উদ্বিগ্ন ছিলাম, এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি। অতঃপর চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! আমি যে পারিজাতমালা নলিনীপত্রে সহকারমূলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কি না? মালতী মাধবিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! শুনিলে চন্দ্রলেখার কেমন সৌহার্দ্দ ও সত্যবাদিতা আমাদের নিকট কপটতা করিয়া সুশীলতা প্রকাশ করিতেছেন, সখি! তা বলিতে পার? চন্দ্রলেখা কহিলেন, সখি! আমি কি রহস্য করিতেছি। মাধবিকা কহিলেন, সখি! রহস্য করিতেছ কি সত্য বলিতেছ তাহা তুমিই জান। স্বনাভিবিস্ফুটিত মৃগকুল যে প্রকার সুগন্ধ গন্ধে অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সখি! তুমিও পারিজাত-মালা হৃত হইয়া আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিতেছ। সে যাহা হউক, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি কিয়ৎকাল কল্পপাদপের শীতলচ্ছায়ায় অবস্থিতি কর, আমরা অন্বেষণ করিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। চন্দ্রলেখা, নদীতীরস্থিত সপ্তচ্ছদ তরুতলে উপবেশন করিয়া প্রতিপালিত শাবকদিগকে জলপান করাইয়া দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে হংসমালা নাম্নী পরিচারিকা আসিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! আপনি যে মন্দারমালা পলাশ বাটিকামধ্যে নলিনীপত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হৃত হইয়াছে, মালতী মাধবিকা আমাকে এই কথা বলিয়া আর্য্যা অরুন্ধতীর সহ ভোগশৈলে প্রস্থান করিলেন, ইহা কহিয়া হংসমালা বিদায় হইল। শৈশবকালে এক সহবাসে অকৃত্রিম প্রণয়-সঞ্চার হয়। সখিগণের স্থানান্তর গমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রলেখা কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন। সখিরা এতক্ষণে কতদূর গেল? পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমাতৃকায় অবিতথ ভূমিতে গমন করিতে পদতল ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে বনদেবতাদিগের সহ সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, আমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবে? হেমকূট পর্ব্বতে প্রিয়সখী অতসী আছেন যাইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহাকেও কোন সম্বাদ বলিয়া দেওয়া হইল না। এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে নিদ্রার উদ্রেক হওয়াতে শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। চন্দ্রলেখা তরুমূলে কমলদলশয্যায় শয়ন করিলেন।

পুষ্পহংস পারিজাত হরণাবধি কখন মালতীনদীতীরে, পলাশবাটিকায়, চন্দ্রলেখার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, অতঃপর অপ্সরতীর্থে কল্পপাদপের তলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রলেখা সুকোমল কমলদলশয্যায় নিদ্রা যাইতেছেন। সেই স্থান বিবিধ লতারাজী বিরাজিত, কুসুমসমাকীর্ণ, চন্দ্রলেখা তদভ্যন্তরে শয়ান ছিলেন দেখিয়া সহসা বোধ হইল কনকলতা কল্পপাদপের আশ্রয় লইতে উঠিতেছে কিম্বা পাদপ পুঞ্জে নিবিড় নীরদভ্রমে সৌদামিনী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। তৎপর ভয়কম্পিত নিঃশব্দপদ সঞ্চারে চন্দ্রলেখার সমীপবর্ত্তী হইয়া, তরল নামক হার তাঁহার গলায় পরাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন ইতিমধ্যে রাজমহিষী কল্পপাদপের তলে উপনীত হইলেন। চন্দ্রলেখার নিদ্রাবসান হইল। চন্দ্রলেখা জননীকে সম্মুখে উপস্থিতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। দৈবাৎ বক্ষঃস্থলে দৃষ্টিপাত হওয়াতে দেখিতে পাইলেন, গলদেশে এক স্বুবর্ণময় হার সন্নিবেশিত রহিয়াছে; কিন্তু মাতার সমীপে উহা গোপন করিয়া অন্তবিধ আলাপে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া গৃহে গমন করিলেন।

নিদাঘদিবসের শেষভাগে তাপের বিগম! দক্ষিণদিক্ হইতে নিদাঘবিনোদন সন্ধ্যাবিকাশকুসুম সৌরভ ও শীতলস্পর্শ দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতেছে, লোকেরা নদীকূলে, সরোবরতটে, বিশ্রামগিরি কন্দরমন্দিরে ভ্রমণ করিতেছে, সন্ধ্যাবিকাশকুসুমসৌরভে উপবন আমোদিত করিতেছে, এই কালে আমি বন্ধুর সহিত গিরিতটে উপবেশন করিয়া আছি, পূর্ব্বদিগে কলানিধি বৃক্ষের পার্শ্ব দিয়া স্বকীয় সুদৃষ্ট স্বচ্ছ ছবি বিকাশ করিতেছেন; এই কালে শশিকলার ন্যায়, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় দুইটি বিদ্যাধরকন্যা দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। কুসুমশরশরের অলজ্ঘ্যতাবশতঃ বয়স্যের মনে অনির্ব্বচনীয় কন্দর্পানুরাগ উদ্ভাবিত হইল। আমার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সখে! অপ্সরোলোক সুরলোক হইতেও গৌরবান্বিত হইয়াছে; ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, পুণ্ডরীকোদ্ভবা মনোরমা সরস্বতী সহ এস্থানে অবাধে অবস্থিতি করিতেছেন। ফলতঃ সরস্বতী সহ কমলার যে বিসম্বাদ প্রবাদ ছিল, তাহা এক্ষণে অলীক বোধ হইল। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডলে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল দেখিয়া রোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলাম, অজ্ঞের ন্যায় কি বলিতেছ? যৌবনপ্রভাবে যুবকদিগের চিত্ত অতি নিবিড় হইয়া উঠে; অতএব এই বেলা সতর্ক হও। বন্ধু করুণাবাক্যে কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অজ্ঞান নহি, আমাকে অন্যরূপ আশঙ্কা করিতেছ বোধ হয় তোমার মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকিবে। এই রূপ বলিতে বলিতে কিন্নরবালাদ্বয় আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমি ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, ক্ষণিক দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, অপ্সরোগণ স্বভাবতঃ প্রগলভস্বভাব ও তরলাশয়, বয়স্যেরও শরীরে যৌবনের সমুদায় লক্ষণ দেখা দিয়াছে; দৈবের কথা কিছু বলা যায় না, যাহা হউক তাঁহাকে ফিরাইয়া আনি; ইহা ভাবিয়া ফিরিয়া চলিলাম। কিছু দূর গিয়া সেই কন্যাগণের সহিত বয়স্য যাইতেছেন দেখিয়া, তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলাম। কতকদূর গিয়া অপ্সরদিগের এক গিরিবিশ্রামমন্দিরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, তত্রস্থ তরুলতাগণ কুসুমিত ও পল্লবিত, সহসা দেখিলে বোধ হয় পাদপবধূকুলের সৌন্দর্য্যমঞ্জরী বিকশিত হইয়াছে, হংস ও ময়ূরীগণ সৌধপ্রাঙ্গণে কেলি করিতেছে। অপ্সরোরাজপুত্রী চন্দ্রলেখা, স্বীয় বয়স্যা শশমঞ্জরীর সহ চতুরঙ্গক্রীড়া করিতেছেন, কিন্নরকন্যাগণ বয়স্যের রূপভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রলেখা বন্ধুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! এই সকলভূতলরত্নভূত বিধাতার দৈবনির্ম্মাণনির্ম্মিত কুমাররত্ন কে? ইনি কোথা হইতে আসিলেন? ইঁহার মনোহর আকৃতি ও অসামান্য লাবণ্য দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন রাজর্ষি হইবেন, বিধাতা বুঝি রতির দর্প নাশ করিবার জন্য ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন! অথবা বসন্ত হইতে আর এক মনোরম প্রীতিকর বস্তুর সৃষ্টি

করিবেন বলিয়া, ইঁহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। একাবলী, চন্দ্রলেখার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, বিনয়নম্রবচনে চন্দ্রলেখাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! ইনি আমাদের মহারাজের দুহিতা, ইনি অতি মহাশয়া ও মহানুভাবা। ইঁহাকে দুষ্টারম্ভা বা অপসংকল্পা বিবেচনা করিবেন না, আপনার এস্থানে আগমনে রাজপুত্রী আপনার নিকট বাধিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভর্ত্তৃদারিকা আপনার পরিচয় জানিতে উৎসুকা হইয়াছেন, পরিচয়দ্বারা ইঁহার কৌতুহলাক্রান্ত চিত্তকে পুলকিত করুন। বয়স্য কহিলেন, ভদ্রে! তোমাদিগের সুশীলতা ও সরলহৃদয়তা দেখিয়া আমি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মধুরালাপেই প্রকাশ পাইতেছে তোমরা কোন মহৎ বংশসম্ভূতা; মহানুভাবা। পাটল কুসুম হইতে কখন মধু বর্ষণ হয় না। লবণাম্বুধি হইতে কখন অমৃত সমুৎপন্ন হয় না। আমি গন্ধর্ব্বনগর হইতে আসিয়াছি; গন্ধর্ব্বরাজ চন্দ্রহংসের পুত্রের সহ কুন্তলদেশীয় রাজদুহিতা কুসুমাঞ্জলির পরিণয় হইবে, অপ্সরোলোকে নিমন্ত্রণ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। বয়স্য প্রিয়তমার মন পরীক্ষা নিমিত্ত ছলক্রমে এই রূপ পরিচয় দিতেছেন, চন্দ্রলেখা প্রিয়তমের অন্যের প্রতি আশক্তির কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে নয়নপাত করিয়া কহিলেন, হাঁ এ শুভ সংবাদ সন্তোষদায়ক বটে! ইহা কহিয়া তৎপর ক্ষণেই ছলক্রমে তথা হইতে গিয়া প্রমোদ বনে প্রবেশ করিলেন। আমি গোপনে প্রমোদবনে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলাম, নয়নদ্বয় মুদিত করিয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক বিলাপ করিতেছেন; মুখমণ্ডল ম্লান ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে। মনোদুঃখে হৃদয় অন্তর্ব্বাষ্পপাত করিতেছে। তাঁহাকে সান্ত্বনা করে, তৎকালে নিকট এমন কেহ উপস্থিত ছিল না বলিয়া তরুগণ পল্লবসঞ্চালনদ্বারা শুশ্রূষা করিতে লাগিল; লতাগণ সহচরীর ন্যায় কুসুমপাতচ্ছলে রোদন করিল; নির্ঝরপ্রপাত কত প্রণয় তিরস্কার করিল, মধুকর পুরোবর্ত্তী হইয়া কর্ণোৎপলস্থানীয় শ্রুতিবিবরে বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল; নদীগণ স্নেহাশ্লেষময় তরঙ্গরূপ কর প্রসারণ করিল; অতঃপর একাবলী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। মনে মনে কতই বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; একবার ভাবিলাম, চন্দ্রলেখা প্রিয়তমের অন্যাশক্তি শ্রবণে স্বাভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া হুতাশনে বা উদ্বন্ধনে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, অথবা এই লজ্জাকর ও নিন্দনীয় কার্য্যে অগ্রসর হইলে লোকে কি বলিবে? অথবা তাঁহার আমার প্রতি অনুরাগ কোথায়? যদি এই রূপ ভাবনায় সহসা তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলে বিষম অত্যাহিত ঘটিবে। বয়স্য, প্রজ্জ্বলিত অনলে হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই।

তার পর দিন চন্দ্রলেখা মন্দরপর্ব্বতে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া বয়স্য একেবারে গ্রহাবিষ্ট-প্রায় অস্থির হইলেন; এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সমুদায় নিস্ফল হইল। এক দিনের পরে কুসুমশরের মনোরথ সফল হইল! দৈবেতে যে এত ঘটাইবে তাহা পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারি নাই; লোকেরা অশনিপতনসূচক আড়ম্বরেই মূর্চ্ছাপন্ন হয়, বজ্রপাতে আর আমার ভয় কি! এইরূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গ্রহাবিষ্ট হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিবেচনা ও বোধশক্তির হ্রাস হয়, দুর্জ্জয় ষড়্রিপুও সময় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে; তৎকালে চিত্তকেও আর স্থির রাখা যায় না। শরীর একেকালীন চেষ্টারহিত হইল, নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে এরূপ আকুল হইয়াছিলেন তৎকালে কি করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহার বিষম দশা দেখিয়া কহিলাম, সখে! চল তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতেছি, তোমার আর এ যন্ত্রণা দেখা যায় না। অতঃপর মন্দর পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম।

নিশীথসময়ে মন্দর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রমার অভ্যুদয় হেতু এতক্ষণ দিঙ্মণ্ডল তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, চন্দ্রোদয়ে তিমিরজাল নিরস্ত হইয়া গেল। নভোমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিকশিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন রজনী প্রফুল্ল মল্লিকামালা হস্তে স্বীয় পতিকে বরণ করিতে অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন! ক্রমে ক্রমে নগর নিস্তব্ধ, রাজপথ জনতাশূন্য, সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; চন্দ্রের ধবলাংশু সমুদ্রজলে; প্রমোদবনে, পর্ব্বতশিখরে বিভাত হইলে স্বভাব বিচিত্র ভাব ধারণ করিল; রাত্রিচর জীবগণ ইতস্ততঃ সুখে বিচরণ করিতে লাগিল; ফেরুদল রাত্রি পাইয়া প্রান্তরে, গঙ্গাতীরে, দাঁড়াইয়া মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; জ্যোতিরিঙ্গণগণ লতামণ্ডপমধ্যে, তরুগহনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন আর স্থির থাকিতে না পারিয়াই তারকাবলী ইতস্ততঃ কেলি করিতেছে; মন্দাকিনীর নির্ম্মল সলিল চন্দ্রালোকে বিভাত হইলে, বোধ হইল যেন ক্ষীরোদ মন্থনে প্রাপ্তক্রম হইয়া শূলপাণি স্বেদসলিলে ভাসিতেছেন; অথবা উদ্বেল তরঙ্গে ফেণিল হইয়া মল্লিকা-কুসুমসন্নিভ প্রতীয়মান হইতেছে, বোধ হইতেছে ফেণিল সলিল সঙ্কুল হইয়া পারদময় শোভা পাইতেছে! কুসুমকানন কলাপজাত চম্পককোরকোদ্ভেদচ্ছলে যেন দিগঙ্গনারা কনকনিন্দিত করশাখা নির্দ্দেশদ্বারা তৎ তৎ কাননে কুসুমশরসমাগম সঙ্কেত ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, ঐ দেখ। পুষ্পধন্বা কি চমৎকার বিষম কুসুমশর সকল সন্ধান করিতেছে! ইহাই ব্যক্ত করিতেছে, রূপবতী যুবতী রমণীগণ মনোরম ভূষায় ভূষিত হইলে যাদৃশ শোভা পায়, বসন্ত কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে ককুভকামিনীরা তাদৃক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে।

অতঃপর নন্দনবনে প্রবেশ করিয়া সপ্তচ্ছদ তরুমূলে উভয়ে উপবেশন করিলাম। বয়স্য আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সখে! সেই মনোহারিণীর রূপ লাবণ্য স্মরণ করিয়া মন নিতান্তই দগ্ধ হইতেছে; তাহাতে আবার শশধর কুসুমশরের সহায় হইয়া আমার প্রতি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ করিতেছে। শিরিষকুসুম বিবলতার ন্যায় বিচেতনপ্রায় করিতেছে, অতএব আমাকে চন্দ্রালোক হইতে কোন নিভৃত প্রদেশে লইয়া চল, শশিকর আমার গাত্র দগ্ধ করিল। আমি কহিলাম, সখে! এত উৎকলিকাকুল হইলে কি হইবে বল? বিচলিত চিত্তকে সংযত করাই এ রোগের প্রতীকার। আমি সরোবর হইতে সুশীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল আনিয়া সঞ্চালন করিতেছি; আর মদীয় উপসংব্যান জলার্দ্র করিয়া দিতেছি, ইহাতে শয়ন করিলে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবে! পুষ্পহংস কহিলেন, সখে! অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে হৃদয় শীতল করিতে পারি নাই, সলিলার্দ্র নলিনীদল ব্যজনে কন্দর্পকে জীবিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। যদি আমাকে জীবিত রাখিতে চাও, সত্বর এস্থান হইতে লইয়া চল; কুসুমরেণু গাত্রে পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে কন্দর্প গাত্রে শর নিক্ষেপ করিতেছে। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার কলেবর কন্দর্প উপতাপে এরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছিল যে, খড়্গাঘাতের ন্যায় পুণ্ডরীক ব্যজন, অগ্নিদাহের ন্যায় হিমসেচন, বিষমপ্রহারের ন্যায় চন্দনবিলেপন, উত্তপ্ত রৌদ্রের ন্যায় চন্দ্রের নির্ম্মল কিরণ বোধ হইতে লাগিল। আমি কহিলাম, সখে! ঐ উটজগৃহে আইস। চন্দ্রের আলোক লতাবিতানে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, ঐ স্থান তোমার প্রীতিকর হইবে। পুষ্পহংস কহিলেন, সখে! বালুকায় পদনিক্ষেপ করিতে শঙ্কা হইতেছে। আমি কহিলাম, কি শঙ্কা বল? বয়স্য কহিলেন, সখে! বোধ হইতেছে উহা রেণুকা নয়, কন্দর্পের দর্পনাশি ভস্মরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে। দগ্ধ মদন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অনলে আমাকে তাপিত করিবে।

আমি যাইতে পারিব না। আমি কহিলাম, সখে! এখনও তুমি অনলে আশঙ্কা করিতেছ, দগ্ধ মদন এখনও দগ্ধ করিতে কি বাকি রাখিয়াছে? এই বলিয়া তথা হইতে লইয়া চলিলাম।

এই অবসরে চন্দ্রলেখার সহচরী একাবলী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। গবাক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নন্দনবনের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে নিশীথপ্রভাবে দূর হইতে এক বস্তুতে অন্যরূপ দেখিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিকশিত কমল বন, নভোমণ্ডল বলিয়া, রমণীয় সরোবর স্ফটিকপ্রাঙ্গণ বলিয়া, নন্দনবন নিবিড় বলাহকশ্রেণীর ন্যায়, দূরবর্ত্তী নভোভাগ সরোবর বলিয়া, তারাবলী নক্ষত্রমালার প্রতিরূপ, লবঙ্গলতিকা ভুজঙ্গলতা বলিয়া, সৈকতরেখা প্রসুপ্ত রাজহংসশ্রেণী বলিয়া ভ্রম জন্মিল। একাবলী গবাক্ষ-দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন উঃ! এখনও অনেক রাত্রি আছে। বন নীরব! লোকালয় নিস্তব্ধ! রাজপথ জনতাশূন্য! পুরবাসিগণ নিদ্রায় অচেতন! নিশাচরগণ রাত্রি পাইয়া আনন্দমনে নন্দনবনে, নদীকূলে বিচরণ করিতেছে। চন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভায় সরোবর ও লতামণ্ডপ বিভাত হইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিয়াছে! বৃক্ষের ফাঁক দিয়া চন্দ্রালোক তরুতলে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে মেদিনীগর্ভ হইতে এক কালেই শত শত চন্দ্রমণ্ডল উদয় হইয়াছে! অথবা আকাশমণ্ডলে যে "কুসুমরাশি" বিকশিত হইয়াছে, বোধ হয় তাহারা কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়াছে! আহা! এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে বনপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাদের কোমলগাত্রে চন্দ্রের আলোকস্পর্শে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না, কিন্তু সখীর প্রাণ দগ্ধ করিল! প্রণয়পদার্থ এমনি পক্ষপাতের মূল! ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা অসংখ্য তারাবলীকর্ত্তৃক সমাবেষ্টিত হওয়াতে চন্দ্রমার কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! বোধ হইতেছে যে দেবাঙ্গনারা শশধরকে বিরহতাপের পরিচয় দিবার নিমিত্ত আকাশপথে উঁহার গতিরোধ করিয়াছেন।

এই কালে চন্দ্রলেখার চামরধারিণী হেমলতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। একাবলী হেমলতাকে দেখিয়া চন্দ্রলেখার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল এই মাত্র কহিল, সখি! জানি না তাঁহার কি মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলে যে যে লক্ষণ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মনোমধ্যে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিলে তালবৃন্ত ব্যজন ও শীতল চন্দনজল সেচন করিতে লাগিলাম, খানিক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "তাঁহার মন যে অন্যের প্রতি এরূপ অনুরক্ত তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অবিচারবিধি আমাকেই কলঙ্কিত করিবে বলিয়া এরূপ দুশ্চেষ্টিত বিষয়ে আকৃষ্ট করিল! আমিও এমনি ক্ষীণাশয়া সহসা তাঁহার প্রলোভনে মোহিত হইলাম; এ সকল বিধাতার বিড়ম্বনা ও আমার দুর্ভাগ্যের অবশ্যম্ভাবিতা তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। নতুবা অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপরিচিতপূর্ব্ব, অজ্ঞাতকুলশীলজনের প্রতি অনর্থক এত অনুরাগ কোথা হইতে ঘটিবে?" অতঃপর কন্দর্পকে তিরস্কার করিয়া আপনার মনোগত সঙ্কল্প সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমাকে তথায় থাকিতে আদেশ করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন, তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তোমাকে তাহা বলিতে আসিয়াছি। একাবলী শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল, অতঃপর দেখিল বকুলমণ্ডপের দ্বারদেশে এক শিলাময় অশোকবেদিকায় বসিয়া আছেন। অশ্রুজলে কপোলতল ভাসিতেছে। একাবলী অশোকতলে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রলেখার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, সখি! আর রোদন করিলে কি হইবে বল? দৈব সকল সময়ে অনুকূল হন না। তুমি

শান্তিলতাভ্রমে বিষলতার আশ্রয় লইয়াছ, এখন অনুতাপ করা নিষ্ফল! চন্দ্রলেখা একাবলীর বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন। হা নাথ! স্ত্রীজাতি বলিয়াই কি আমাকে ঘৃণা করিলে? আমি কোন অপরাধ করি নাই, বিনা অপরাধে পীড়ন করিয়াই কি তোমার অগাধ বুদ্ধি ও শান্তস্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছ? অথবা মন পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছ? যদি সন্দিগ্ধতাই জন্মিয়া থাকে তবে প্রেরিত এই হারকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তোমার পক্ষপাতিনী হইয়া এক কালে কূলে জলাঞ্জলি দিয়াছি। প্রণয়প্রবৃত্তিও সহকারিতায় ভয়কে পরাজয় করিয়াছি; কুলক্রমাগত লজ্জার কথা কি? এই অনার্য্যা বালার দুশ্চেষ্টিত দর্শনে নিকটে আসিতেও তার লজ্জাবোধ হয়। অপযশেরও আর ভয় রাখি না, কারণ তোমার সম্বন্ধে তাহা শুনিতে অতি সুমধুর; সুতরাং নিন্দাতেও আর বিদ্বেষবুদ্ধি নাই। একাবলী কহিলেন, সখি! তুমি মুক্তাফলভ্রমে চিত্রক বীজে প্রতারিত হইয়াছ, হেমথালিভ্রমে বর্ণপ্রসাধন পাত্র গ্রহণ করিয়াছ, অতএব এই হার গলদেশ হইতে পরিত্যাগ কর, যাবৎ তোমার প্রিয়সমাগমলাভ না হয়, তাবৎ উহাকে স্পর্শ করিও না। একাবলী এইরূপে চন্দ্রলেখাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে পুষ্পহংস নন্দনবনের প্রচ্ছায় বনান্তরালে ভ্রমণ করিতে করিতে যে দিকে একাবলী চন্দ্রলেখার সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আগমন করিয়া দুইটি অল্পবয়স্কা বিদ্যাধরবালার আলাপ শুনিতে পাইলেন। গন্ধর্ব্বকুমার নিশীথ সময়ে স্ত্রীলোকের আলাপ শুনিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, আঃ দুর্নীত মকরকেতনের কি দুর্দ্ধর্ষতা! এই নব বালাকে প্রণয়ের অধীন করিয়া কি বিসদৃশ কার্য্যই করিতেছে! কি সুকোমল শিরীষকুসুমমঞ্জরী, কি পুণ্ডরীকরাশি, কি কোমলাঙ্গ যুবতীজনের যৌবনসম্পত্তি, কালের বৈগুণ্য দোষে সকলই বিনষ্ট হয়। গভীর রাত্রিকাল, নগরের যাবতীয় লোক নিদ্রায় অচেতন; এ সময়ে কোন্ কুলবালা বিরহবিধুরা আমার ন্যায় অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছে? যাহা হউক, দেখিতে হইল, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, চন্দ্রলেখা বাষ্পবারিপরিপ্লুতলোচনে রোদন করিতেছেন। শ্রমস্বেদশীকরবিন্দু বিন্দু বিন্দু গাত্র দিয়া বিগলিত হইতেছে, বোধ হইল যেন রাজবালা সামান্য মুক্তামালার সহিত গজমতিহার পরিয়াছেন, আর তাঁহার লবণ্যে চন্দ্র তারাবলী নন্দনবন সহ বিভাত হইতেছে। চন্দ্রলেখার চন্দনবিলেপিত বক্ষঃস্থলে চন্দ্রালোকে প্রফুল্ল মল্লিকামালা প্রকাশিত হইলে বয়স্য আমাকে কহিলেন, এই কামিনীর কলেবর বিশদশ্রীখণ্ড বলাক্ত হইয়া রজতপর্ব্বতের ন্যায় কমনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে, তদুপরি মল্লিকামালা ত্রিদশতরঙ্গিণীনীরে ধবল কমল দল প্রায় কান্তিবিকাশ করিতেছে।

অনন্তর একাবলী কত বুঝাইতে লাগিলেন। চন্দ্রলেখা একাবলীর প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রমোদ বনে প্রবেশ করিলেন; তথায় এক নিভৃত তরুমূলে উপবেশন করিয়া কহিলেন, হে চরাচরলোকপূজিত ভুবনত্রয়চূড়ামণে! তোমার অনুগ্রহে যেন এই অপবিত্র কলেবর মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করে; হে পিতৃকুল-দেবতে! এই অনার্য্যা বালার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; ভগবতি ভবিতব্যতে! প্রসন্ন হও, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইল; মাতঃ বসুন্ধরে! আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন, আমি অনাথা ও অসহায়া, তোমার শরণ লইলাম। এই কথা বলিবামাত্র নয়ন স্পন্দহীন, দেহ কাঁপিতে লাগিল, একাবলী যেমন চন্দ্রলেখাকে ধরিবার উদ্যোগ করিতেছে, অমনি আঃ মূঢ়! অপবিত্র করস্পর্শে নিবৃত্ত হও, এই কথা বলিয়া, এক জন বৈমানিক যুবক অবতীর্ণ হইয়া চন্দ্রলেখাকে ক্রোড়ে লইয়া শূন্যে উঠিয়া গেলেন।

. আমি সরোবরের জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, নন্দনকাননমধ্যে অকস্মাৎ বিষাদরুদ্ধ বধূ শ্রবণ

করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হইলাম। যাইতে যাইতে বারম্বার গতিস্খলন হইতে লাগিল তথাপি কিছুই না মানিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। সহসা কোটি শারসন ভূতলে পতিত হইলে বৃক্ষের ছায়ায় যে চন্দ্রের আলোক পতিত হইয়াছিল, উৎকণ্ঠায় তাহাই বসন বলিয়া কুড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। অনন্তর উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলাম, একাবলীর হস্ত ধারণ করিয়া সকলে রোদন করিতেছে। পরিশেষে শুনিলাম, চন্দ্রলেখার মৃত্যুশোকে বয়স্য সেই দণ্ডেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, বৈমানিকেরা আসিয়া তাঁহারও মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার প্রিয়সুহৃদ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনন্তর দৈবাদেশে ঐ মানসসরোবরে স্নান করিয়া নক্ষত্রলোকে চলিয়া গেলেন, তাঁহার পুনর্ব্বার আসিবার কথা ছিল, অদ্যাপিও আসেন নাই।

এই রূপে অপ্সরঃকন্যা পুষ্পহংসের কথা শেষ করিলেন। অলিঞ্জর কহিল, অপ্সরঃকন্যার অনুরোধে দুই দিবস তথায় ছিলাম, অতঃপর হতাশ হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম। এক্ষণে রাধা ও রাজমহিষী যাহাতে না ক্লেশ পান এরূপ করিতে হইবে, এই বলিয়া সকলে রাজার নিকট গমন করিল।

মহর্ষি মুনিকুমারদিগকে চন্দ্রলেখার মৃত্যু বর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! তৎপর শ্রবণ কর।

চন্দন ও অনীল হইতে গুহ্যকদিগের দুই কুল সমুৎপন্ন হয়। চন্দ্রমা ও চন্দ্রব্রত নামে ঐ কুলদ্বয়ের দুইজন দলপতি ছিলেন। তাঁহাদিগের ঔরসে হেমলতা ও চন্দ্রপ্রভা নামে দুই চন্দ্রকলা প্রায় কন্যা সমুৎপন্ন হয়। একদা দুই সহোদরায় মহর্ষি নীলধ্বজের পাদপসম্বীতচৈত্যপ্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতে করিতে এক শিখিশিশু দেখিয়াছিল। সেই শিখিশিশুটী আশ্রমপালিত, পূর্ব্বে উহারা জানিতে পারে নাই। তাহার চমৎকার লাবণ্য দর্শনে উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইল; শেষে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। অতঃপর সেই পক্ষি বিবাদস্থলে মরিয়া যায়। সেই স্থানের অনতিদূরে মহর্ষি দার্ব্বিকের আশ্রম ছিল। মুনিপুঙ্গব পলাশবেশ্মনে উপবেশন করিয়া আছেন, এই সময়ে মুনিকুমারেরা কন্যাদিগকে মহর্ষির সমীপে ধরিয়া আনিলেন। মহর্ষি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে এই কন্যা সুরলোকবাসিনী আর্য্যা নাম্নী অপরাজিতাগণের চন্দনবাহিনী ছিল; সুরতরুর শাপে ললন্তিকারূপে মুনিকুলে জন্মপরিগ্রহ করে, পরে অপ্সরঃ কুলে চন্দ্রলেখা নামে অবতীর্ণ হয়, তৎপর এক্ষণে চন্দ্রপ্রভা নামে গুহ্যককুলে জন্মিয়াছে। এইরূপে সুরতরুর শাপে পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছে। দেবলোকে শ্রেয়সী নামক গিরিকূটে অংশুমৎসলা নামে এক দেবকন্যা ভগবান ত্রৈলোক্যনাথের আরাধনা করিতেছেন, তাঁহার আশ্রকূটে এই কন্যার দৈবদুর্ব্বিপাক ও দুরদৃষ্টের হেতুভূত মন্দারকলিকা আছে; তাহা বিকাশ না হইলে, ইহার শাপবিমুক্তির অন্য উপায় নাই। সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে ইহাদের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ হইতে পারে। মহর্ষি ইহা কহিয়া নিরস্ত হইলেন। অনন্তর হেমলতা ও চন্দ্রপ্রভা সরস্বতীতীর্থে গিয়া অবগাহন করিলেন।

মহর্ষি শ্বেতকেশর কহিলেন, বৎস! গন্ধর্ব্বরাজপুত্র পুষ্পহংস অপ্সরোলোকে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পুষ্করূপে জন্মপরিগ্রহ করেন। চন্দ্রলেখা প্রিয়তমের সমাগমে হতাশ হইয়া দেহত্যাগ করিয়া চন্দ্রপ্রভারূপে জন্মিয়াছিলেন। সরস্বতীতীর্থে অবগাহন করাতে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সমুদয় স্মৃতিপথারূঢ় হইল। পুষ্পহংসের বিরহ তাহার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে পূর্ব্বের ন্যায় অনুতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঐ তীর্থে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন।

অদ্য সেই পারিজাতপুষ্প বিকশিত হইয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের বর আছে, সরস্বতীতীর্থে স্নান করিলে শরীর পবিত্র ও লোকের জন্মান্তরীণ পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হয়। অদ্য পুষ্কর ঐ স্থানে আসিয়া

অবগাহন করিবামাত্র চন্দ্রলেখা বৎস পুষ্করকে লইয়া, সুরালোকে গমন করিয়াছেন। মহর্ষি ইহা কহিয়া কুমারদিগের কৌতুকভঞ্জন করিয়া কহিলেন, বৎস কুশপাদের পুনর্জীবিত, চন্দ্রলেখার শাপবৃত্তান্ত ও ইহার চরম অংশ আর এক দিন কহিব, তাহা অতি চমৎকার ও অদ্ভুত। ইহা কহিয়া মহর্ষি শ্বেতকেশর নিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে শুক আখ্যান সমাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! মহর্ষি যাহা কহিলেন, উহা ললন্তিকা ও চন্দ্রায়ুধের কথার চরমাংশ, শুনিবার জন্য আমার কৌতুক জন্মিতেছে, উহার চরম অংশ কি জানিবার জন্য এখানে আছি, পরে যদি ললন্তিকার কোন শুভসংবাদ পাই ভালই, নতুবা তপস্যায় প্রাণত্যাগ করিব। মহারাজ চন্দ্রাদিত্য, শুকের কথা শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ উন্মত্ত হইলেন; কেন হইলেন কেহই বলিতে পারিল না। অনন্তর অমাত্য যুক্তি করিয়া শুককে মুক্ত করিয়া দিলেন। শুক, মহর্ষি শ্বেতকেশরের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পারিজাতবিকাশ পূর্বখণ্ড সম্পূর্ণ।